ISSN : 0017-024X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ১ সম্পাদক ঃ ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক ঃ নির্মাল্য রায় বৈশাখ, ১৪১৪

সূচীপত্র

CALCUTTA 25/5/07

	পৃষ্ঠা
গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ (সম্পাদকীয়)	৩
শিলাদিত্য জানা তথ্যের অধিকার — কিছু ভাবনা	৪
গীতা চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত অমিতা রায়চৌধুরী — স্মৃতিচারণ	৯
শোক সংবাদ	১২
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	১৩
পুস্তক সমালোচনা	১৫
সম্পাদকের প্রতি চিঠিপত্র	১৬
পরিষদ সংবাদ	১৮
গ্রন্থাগার সংবাদ	২১
ENGLISH ABSTRACTS (Vol-56 No. 12)	২৫

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার, ১৯৮৯
  মূল্য : ১২.০০ টাকা
- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা
- **ড: আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ; ২য় সং। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬২.০০ টাকা।
- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অলোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা, ১৯৮৮।
  মূল্য : ২২.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৪৫.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology, 1993.
  Rs. 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification, 1994.
  Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume: 1998, Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India, 1969.
  Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত) • দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10.00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০ • (পরিবেষক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ১ সম্পাদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায় বৈশাখ, ১৪১৪

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ

গ্রন্থাগার পত্রিকা ১৪১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ৫৭তম বছরে পদার্পণ করলো। বিগত ২৫ শে ডিসেম্বর, ২০০৬ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৮২তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। পরিষদের মুখপত্র বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের একমাত্র পত্রিকা গ্রন্থাগার-এর ৫৬ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং নিয়মিত প্রকাশিত হওয়ার ঘটনা অবশ্যই গৌরবের। পত্রিকাটি প্রথমদিকে ত্রৈমাসিক ছিল। বহু বিতর্কের পর এটি মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু পরিষদের মত সীমিত আয়ের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষে মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা বর্তমানে যে খুবই দুরূহ তা অস্বীকার করা যায় না। পরিষদের আর্থিক সঙ্কটের জন্য পত্রিকার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ায় সাম্প্রতিককালে এটি দ্বিমাসিকরূপে প্রকাশ করার প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু গ্রন্থাগার পত্রিকা পরিষদের মুখপত্র—পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে এবং পরিষদের জেলা কমিটিগুলির সঙ্গে যোগসূত্র রাখার একমাত্র মাধ্যম। তাই সদস্যদের অনেকেই সীমিত পৃষ্ঠা সংখ্যা হলেও গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশনা মাসিক রূপে চালু রাখার পক্ষে মত জানিয়েছেন। বর্তমানে পত্রিকা মাসিকরূপে প্রকাশ করতে পরিষদের বছরে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এই অর্থ জোগান দেওয়া অসুবিধাজনক হওয়ায় সদস্যদের কাছে গ্রন্থাগার তহবিলে দান করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সদস্য সদস্যারা এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন, দানের অর্থ ও আজীবন সদস্য চাঁদা স্থায়ী আমানতে রাখা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু তার থেকে পাওয়া সুদ থেকে বছরে পত্রিকার একটা সংখ্যার প্রকাশনার ব্যয়ও উঠছে না। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করার বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ নেওয়া হলেও বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি। এ ব্যাপারে সদস্যদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণভাবে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০ এবং কভারের ৪ পাতা নিয়ে মোট ২৪ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হচ্ছে। কখনো ২/১ টা সংখ্যায় পৃষ্ঠা সংখ্যা এর থেকে বাড়াতেও হচ্ছে। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদ, পরিষদের সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, চিঠিপত্র, গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয় যা সদস্য সদস্যাদের অবহিত করা প্রয়োজন সেগুলি সহ উন্নতমানের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনা সীমিত ২০ পৃষ্ঠার মধ্যে পরিবেশন করা সহজসাধ্য নয়। ফলে বহু রচনা প্রকাশে বিলম্ব ঘটছে—দীর্ঘায়িত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে হচ্ছে। প্রবন্ধকারেরা অবশ্য এ ব্যাপারে সহযোগিতা করছেন। প্রতি সংখ্যার তৃতীয় কভারে সংক্ষেপিত নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকারেরা সেই অনুযায়ী প্রবন্ধ পাঠালে প্রবন্ধ প্রকাশের সুবিধা হয়। বিভিন্ন সংবাদ ও সার-সংক্ষেপ প্রকাশনায় কয়েকজন সদস্যের সক্রিয় সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি।

পত্রিকার প্রকাশনা নিয়মিত রাখার জন্য ও পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য সকলের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত কাম্য। পত্রিকার নববর্ষে পরিষদের সদস্য-সদস্যা, গ্রাহক-গ্রাহিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সকলের সঙ্গে পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা শাখার সম্পাদকের প্রতি

পরিষদের জেলা শাখার সম্পাদকদের ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে ২৪শে মার্চ, ২০০৭-এর পর পরিষদ সংক্রান্ত কোন অর্থ সংগ্রহ না করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। পরিষদের জেলা শাখার সম্পাদকদের পরিষদের বিল বই এবং ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে বিভিন্ন খাতে সংগৃহীত অর্থ যত শীঘ্র সম্ভব পরিষদের অফিসে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অডিটের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য এটি একান্ত জরুরী।

অনুপ সরকার—কর্মসচিব

তথ্যের অধিকার : কিছু ভাবনা

শিলাদিত্য জানা
ভারতীয় সংগ্রহালয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬. তথ্যের গোপনীয়তা

৬.১ গোপনীয়তার অধিকার

Allen Westin তাঁর "Privacy and Freedom" (1967) গ্রন্থে গোপনীয়তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে এটি হল "..... the rights of persons to control the distribution of information about themselves." সেই দিক থেকে দেখলে আমরা বলতে পারি যে কোন মানুষের অজ্ঞাতে বা অমতে তাঁর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কিংবা পরিবেশন করা তার গোপনীয়তার অধিকার ভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হল এই যে, যদিও আমরা ধরে নিই যে মানুষের তাঁদের নিজেদের সম্পর্কিত তথ্য গোপন করার অধিকার রয়েছে, সরকারীভাবে কিন্তু এই মতকে কোথাও সমর্থন করা হয়নি।

৬.২ ব্যক্তিগত গোপনীয়তা

আজকের সময় তথ্যপ্রযুক্তির সময়। তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে যে সমস্ত কাজকর্ম করা হয়ে থাকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার মূলমন্ত্রই হল বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আন্তঃসংযোগ। এই আন্তঃসংযোগের মাধ্যমেই বিভিন্ন তথ্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে আদানপ্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু এর ফলে যে সমস্যাটি দেখা দেয় তা হল ব্যক্তিগত তথ্যাদি গোপন রাখা। ব্যক্তিগত তথ্য যা আমরা e-mail এর ঠিকানা, online banking পরিসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দিয়ে থাকি, তা অনেকসময়ই দেখা যায়, বিভিন্ন পরিসেবা প্রদানকারী কোম্পানীর হস্তগত হয় এবং তারা তা তাদের নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে।

৭ জাতীয় তথ্যনীতি

তথ্যের অধিকারের দুটি মূল দিক আছে। প্রথমটি হল তথ্য ব্যবহারের অধিকার এবং দ্বিতীয়টি হল তথ্য জানার অধিকার। কোন একটি দেশের জাতীয় তথ্যনীতিও মূলতঃ এই দুটি শর্ত পূরন করার লক্ষ্য নিয়ে প্রনয়ন করা হয়ে থাকে। একটি দেশের জাতীয় তথ্যনীতির মূল বিষয়ই স্মর্তব্য হল বিভিন্ন আইন ও নিয়মের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তথা সমাজের বিভিন্ন দরকারী তথ্য প্রদান করা, যাতে সর্বোপরি আমাদের সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশলাভ সম্ভবপর হয়। এর ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাতীয় তথ্যনীতিও তথ্যের অধিকারকে সমর্থন করে। তবে এক্ষেত্রে একথাও মনে রাখা দরকার যে একদিকে যেমন জাতীয় তথ্যনীতি তথ্যের অধিকারকে সুনিশ্চিত করে, অন্যদিকে তা বিভিন্ন নিয়মকানুনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রনও করে।

৮ গণতন্ত্র, মেধার স্বাধীনতা (Intellectual Freedom) এবং তথ্যের অধিকার

প্রথমেই আমাদের গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব তথা গ্রন্থাগার পেশার নীতিগত দিকটি মাথায় রাখা দরকার। কারণ এটির সঙ্গে মেধার স্বাধীনতা এবং তথ্যের অধিকারের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাস্তবে মেধার স্বাধীনতার সঙ্গে তথ্যের অধিকারের একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্যভাবে বলা যায় যে তথ্যের অধিকার, তথ্যের স্বাধীনতার ধারণার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে তথ্যের স্বাধীনতা, মেধার স্বাধীনতারই অন্য নাম।

মেধার স্বাধীনতা তথা তথ্যের অধিকার এদুটিই একপ্রকার মানবাধিকার যা আমাদের জীবন এবং সমাজের অগ্রগতির সহায়ক। কিন্তু একথা এখানে স্মরণে রাখা দরকার যে, যে মানবাধিকার আমাদের জীবনে রক্ষাকবচের কাজ করে তা একমাত্র একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই উপলব্ধ। কারণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই তার অধিবাসীরা দেশের অগ্রগতির স্বার্থে গৃহীত সিদ্ধান্তের শরিক হতে পারে। এবং তা হওয়ার জন্যই তাদের তথ্যের অধিকার আবশ্যক। অর্থাৎ একথা সহজেই অনুমেয়, যে কোন দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র ব্যতীত সে দেশের জনসাধারণের পক্ষে তথ্যের অধিকার পাওয়া একটি সুদূরপরাহত কষ্টকল্পনা মাত্র।

৯ মানব উন্নয়ন এবং তথ্যের অধিকার

আর্থিক দৈনতা পৃথিবীতে মানুষের মানবাধিকারের মূল শত্রু। ঠিক এই কারণেই সামাজিক প্রগতি তথা মানুষের জীবনযাত্রার সামগ্রিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনগুলির মূল লক্ষ্য হল মানুষের আর্থিক এবং সামাজিক অধিকার সুনিশ্চিত করা। কারণ তা করা গেলে তবেই মানুষের পক্ষে পৃথিবী থেকে দারিদ্র তথা তার পীড়াদায়ক পরিণতিকে মুছে ফেলা সম্ভব হবে। এই অধিকারগুলির মধ্যে পড়ে জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান, খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজ, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক উন্নয়নের সুফল ইত্যাদি। ব্যক্তিগত তথা জাতীয় স্তরে তথ্যের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য এই অধিকারগুলি হল একেবারে প্রাথমিক শর্ত। কারণ একজন মানুষ যার খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, কাজ, শিক্ষা তথা নিরাপত্তা সুনিশ্চিত নয়, তার কাছে তথ্যের অধিকার নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা কিংবা আলোচনা করা কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১০ গ্রন্থাগার এবং তথ্যের অধিকার

তথ্যের অবাধ আদানপ্রদান এবং সহজলভ্যতাই যেকোন গণতান্ত্রিক সমাজের সাফল্যলাভের মূল শর্ত। ঠিক এই জায়গাতেই গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। তথ্য সংগ্রহের সমস্ত বাধাবিপত্তি দূর করে এবং তথ্যকে জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করে তুলে একমাত্র গ্রন্থাগারই এই সাফল্য এনে দিতে পারে। জনসাধারণের কাছে সহজে এবং অবাধে তথ্য পৌঁছে দিতে পারলে তা যে শুধু তাদের আত্মোন্নতির কাজে লাগবে তাই নয়, এর ফলে তারা সামাজিক উন্নতির সহায়ক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। গ্রন্থাগারের এই দায়িত্বের মূল শর্তই হল-তথ্য প্রকাশের বাহ্যিক মাধ্যম তা সে বই, ভিডিও ক্যাসেট, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, ওয়েবসাইট বা ইন্টারনেট যাই হোক না কেন, তা যেন সাধারণ মানুষের কাছে তথ্যের সহজলভ্যতার পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।

বিভিন্ন সময়ই ইলেকট্রনিক তথ্যভাণ্ডারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে তার বিতর্কিত আধেয়র জন্য। কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণের জন্য কিংবা গ্রন্থাগারিক তার নিজস্ব ধ্যানধারণার উপর ভিত্তি করে ইলেকট্রনিক তথ্যভাণ্ডারকে ব্যবহার করা থেকে পাঠকদের বিরত করতে পারেন না। এই ধরনের সমস্ত তথ্যভাণ্ডারকে অন্য যেকোন প্রকার তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে একগোত্রেই ফেলা উচিত। অবশ্য যদি এবিষয়ে কোন নির্দিষ্ট আইন মোতাবেক নিষেধাজ্ঞা থাকে, তবে তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

এবিষয়ে American Library Association (ALA) এর "Free Access to Libraries for Minors : An Interpretation of the 'Library Bill of Rights" এর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—

"The right to use a library includes free access to, and unrestricted use of, all the services, materials, and facilities the library has to offer. Every restriction on access to, and use of library resources, based solely on the chronological age, educational level, or legal emancipation of users violates Article V.

.... Parents and only parents have the right and responsibility to restrict the access of their children – and only their children–to library resources. Parents or legal guardians who do not want their their children to have access to certain library services, materials or facilities should so advise their children. Librarians and governing bodies cannot assume the role of parents or the functions of parental authority in the private relationship between parent and child. Librarians and governing bodies have a public and professional obligation to provide equal access to all library resources for all library users."

ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যকে (যা তাদের মতে আপত্তিজনক) ব্যবহার করা থেকে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীগণকে বিরত করতে, গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ অনেক সময় বিভিন্ন প্রকার সফ্‌টওয়ার ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তাতে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন ওঠে, যেমন—

ক) একটি গ্রন্থাগারের মূল দর্শনই হল বহিষ্করণের পরিবর্তে নতুন নতুন তথ্যাদির সংযোজন। বিভিন্ন ধরনের তথ্যের ব্যবহার করা থেকে বিরত করার জন্য বর্তমানে যে সব সফ্‌টওয়ার বাজারে পাওয়া যায়, তাতে করে যে শুধুমাত্র

তথাকথিত আপত্তিজনক তথ্যকে আটকানো যায় তাই নয়, এর ফলে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্যও আটকে যায়। এতে করে গ্রন্থাগারের মূল যে লক্ষ-ব্যবহারকারীগণকে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যের পরিবেশন-তাই ব্যাহত হয়ে পড়ে।

ঘ) একটিমাত্র সফটওয়ার ব্যবহার করে সব ধরনের তথ্যকে নজরদারির আওতায় আনার চিন্তাভাবনার মধ্যে একধরনের সীমাবদ্ধতা আছে। সেটি হল একটি সমস্যার সমাধানের জন্য গৃহীত একটি সূত্রকে সব ধরনের সমস্যার সমাধানের জন্য চাপিয়ে দেওয়া। এর আর একটি সমস্যার দিক হল যে এই ধরনের সফটওয়ার ভিন্ন ভিন্ন বয়স ও মানুষের প্রয়োজনীয়তা, মানসিকতা তথা প্রাপ্তবয়স্কদের পরিনতমনস্কতার প্রতি নজর দেয় না।

গ) একজন গ্রন্থাগারিকের অন্যতম একটি দায়িত্ব হল গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীগণকে সঠিক তথ্যভাণ্ডার নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরামর্শ তথা সাহায্য করা। শিশুরা একটি গ্রন্থাগারের তথা ইন্টারনেটের ঠিক কোন ধরনের তথ্য ব্যবহার করবে তা তাদের পিতামাতা-একমাত্র পিতামাতাই-ঠিক করে দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকরা কোনভাবেই পিতামাতার স্থান নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন না।

বেশ কিছুকাল ধরেই আমরা মুদ্রিত তথ্যের প্রাচুর্যের কথা বলে আসছি এবং নিজেদের অভিজ্ঞতায়ও তাই দেখছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে আজও সমাজের বেশ কিছু মানুষের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে না। এর-মধ্যে আছে সমাজের গ্রামীণ মানুষ, দলিত, উপজাতি, নিরক্ষর, শারীরিক প্রতিবন্ধী তথা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন। এঁদের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে—

১. গ্রামীণ এলাকায় আরো বেশী করে গ্রন্থাগার তথা গ্রামীণ তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার।
২. আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।
৩. পুস্তক প্রকাশনার তথা বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সঠিক পুস্তক প্রকাশনার দিকে লক্ষ্য দেওয়া দরকার।
৪. বিভিন্ন ধরনের, যেমন জাতীয় কিংবা নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের উপর গ্রন্থ বিবরনী, পুস্তক সংক্ষেপ, নির্দেশক ইত্যাদি প্রস্তুত করার দিকে গ্রন্থাগারগুলির মনোনিবেশ করা দরকার। কারণ এর ফলে পাঠকরা অতি সহজে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য অল্পসময়ে এবং অল্প আয়াসে আহরণ করতে পারবে।
৫. গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজকর্মকে স্বয়ংক্রিয় করা তথা সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগারের আন্তঃসংযুক্তিকরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা দরকার।

সৌমিত্র সরকার এবং শুভময় দাস (২০০৫) এর মতে, "মানুষের অধিকার ও তার নীতি সম্পর্কিত জ্ঞানই গ্রন্থাগারের দৈনিক কর্মসূচির অঙ্গ হওয়া উচিত। তাতে গ্রন্থাগার এমন একটি সাবলীল জ্ঞানাহরণের জায়গা হয়ে উঠবে যাতে গ্রন্থাগারকর্মী ও ব্যবহারকারী উভয়েরই উপকার হবে। পাঠকদের মানবিক অধিকারের প্রতি গ্রন্থাগারকর্মীদের শ্রদ্ধাই গ্রন্থাগারকে এক অন্য উচ্চতায়, এক অন্যরকম অভিজ্ঞতায় পৌঁছে দেয়। গ্রন্থাগার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা সমাজের মুখের সামনে আয়না তুলে ধরতে পারে।"

১১. লেখ্যাগার এবং তথ্যের অধিকার

একথা সর্বজনবিদিত যে যেকোন দেশের সরকারই সর্বাধিক তথ্য উৎপাদক তথা প্রকাশক। সরকার প্রকাশিত তথ্যাদির মধ্যে বাজেট সংক্রান্ত তথ্য, নানান সরকারি রিপোর্ট, সংসদ বিবরণী, বিধানসভা বিবরনী, জনগণনা সংক্রান্ত তথ্য, মানচিত্র, বিভিন্ন সরকারী পরিসংখ্যান, সরকারী জরিপ সংক্রান্ত তথ্য, নির্দেশপুস্তক এবং আরো বিভিন্নপ্রকার তথ্য সম্বলিত পুস্তকাদি রয়েছে। কিন্তু কোন নিয়মিত তালিকা তথা সূচীর অভাবে যেকোন প্রকার গ্রন্থাগারের পক্ষেই এই ধরনের নথিপত্রাদি সংগ্রহ তথা পাঠকবর্গকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া মোটেই সহজ নয়।

ইতালীয় নথিরক্ষক Eugenio Casanova লেখ্যাগারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে এটি হল "একটি প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন ব্যক্তিবিশেষের বিভিন্ন সময়ের কাজকর্মের ফলে উদ্ভূত তথ্যাদির সুশৃঙ্খল সন্নিবেশ যেগুলি তার ভবিষ্যতের বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক, আইনী কিংবা সাংস্কৃতিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির চাহিদা মেটাবে"।

অপরদিকে ভারতীয় নথিরক্ষক P. Basu একে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে— "লেখ্যাগার হল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের

কাজকর্মের ফলে উদ্ভূতগুরুত্বপূর্ণ নথি এবং তথ্যের সংগ্রহস্থল, যেগুলি বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির দৈনন্দিন কাজকর্মে আর সেভাবে প্রয়োজনীয় নয়।"

অর্থাৎ বলা যায় যে বিভিন্ন প্রকার লেখ্যাগারে আইন, সমাজ, বিদেশনীতি, অর্থনীতি, কৃষি, বানিজ্য, উড়াননীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি, তা সে সরকারী হোক বা বেসরকারী, সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষিত হয়। এককথায় সমাজ ও তার অধিবাসী সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যই রাজ্য কিংবা জাতীয় স্তরের সরকারী কিংবা বেসরকারী বাণিজ্য সংস্থাগুলির নিজস্ব লেখ্যাগারে রক্ষিত হয়। ফলস্বরূপ এই সমস্ত তথ্যাদি জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য হয়।

শুধু তাই নয় লেখ্যাগারে সংরক্ষিত বিভিন্ন নথি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বাধানিষেধ সেগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। যেমন সাধারণভাবে ৩০ বা তার বেশী বৎসরের পুরাতন নথিই সাধারণ জনগণ ব্যবহার করার অনুমতি পায়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন বিদেশ-নীতি সংক্রান্ত, স্বরাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত এবং আরো বিভিন্ন প্রকার গোপনীয় এবং স্পর্শকাতর বিষয় সংক্রান্ত তথ্য ৫০ বৎসরের অধিক পুরাতন হলে তবেই তা সাধারণ মানুষের ব্যবহার কিংবা গবেষনার জন্য উন্মুক্ত হয়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে এইসমস্ত তথাকথিত গোপনীয় তথ্যাদি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত না হলে তাদের কাছে সরকারি কাজের স্বচ্ছতা নিয়ে সন্দেহপ্রবণতা এসে পড়া স্বাভাবিক। কেননা সরকার পক্ষের এই ধরনের গোপনীয় অবলম্বন সাধারণ মানুষ তথা বিভিন্ন প্রকার সংস্থাকে অর্থাৎ এককথায় সমগ্র সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। আর এই জায়গাতেই মানুষকে তথ্যের অধিকার প্রদান করে সরকার তার কাজের তথা সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা সাধারণ মানুষের কাছে বাড়িয়ে নিতে পারে।

১২. উপসংহার

ভারতবর্ষের আগে আরো অনেক দেশ (যেমন আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সুইডেন ইত্যাদি) তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন পাশ করেছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের সংবিধানেই তার উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, যেটি হল এই অধিকারটি কিন্তু কিছু কিছু শর্ত তথা ব্যতিক্রম সাপেক্ষ। কারণ অধিকারের সঙ্গে মানুষের দায়িত্বের দিকটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেননা অপরিমিত স্বাধীনতা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সূচনা করতে পারে। তথ্যের স্বাধীনতা সেক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল অবস্থার উদ্ভব ঘটাতে পারে। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন সর্বদা সমাজ তথা দেশের স্বার্থ বা হিতবিধান সবার আগে বিবেচনা করা উচিত।

সবশেষে বলা যায় যে, জনসাধারণকে বিভিন্ন প্রকার তথ্য ব্যবহারের সুবিধা দিতে বিভিন্ন মহল থেকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা বা উপায়গুলি অবলম্বন করা যেতে পারে —

১. সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দিতে আরো বেশি করে গ্রন্থাগার স্থাপন করা,

২. গ্রন্থাগারগুলিতে প্রাপ্তিযোগ্য সমস্ত প্রকার তথ্যই সংরক্ষণ তথা ব্যবহারের জন্য উপযোগী করে রাখা, তা সে মুদ্রণ বা অন্য যে কোন মাধ্যমেই উপলব্ধ হোক না কেন;

৩. সমস্ত প্রকার গ্রন্থাগারের কাজকর্মগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করার ব্যবস্থা করা এবং গ্রন্থাগারগুলির নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এর ফলে যেকোন গ্রন্থাগারে রক্ষিত যে কোন প্রকার প্রয়োজনীয় তথ্য, চাহিদা জানানো মাত্র যেকোন ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছতে পারবে, এবং

৪. লেখ্যাগার তথা অন্যান্য সমস্ত প্রকার সরকারী, আধাসরকারী তথা বেসরকারী সংস্থার বর্তমান কাজকর্মের খতিয়ান সংক্রান্ত নথিপত্রও যাতে করে অতি সহজেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয় তা সুনিশ্চিত করা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের বর্তমান প্রধান এবং রীডার ড. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ উৎসাহ এবং সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে এই লেখা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না। তাঁকে আমি আমার শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী

১. KASHYAP (Subhash C). Our constitution : an introduction to India's constitution and constitutional law. 2001. 3rd rev. ed. India-the land and the people. National Book Trust: New Delhi. XXV, 346 P. p. 109-127.

২. KOREN (Marian). The right to information as a

condition for human development. IFLA General Conference, 63rd. Copenhagen, 1997. IFLA; The Hague, 1997. p 3-16.

৩. OFFICE for Intellectual Freedom of the American Library Association, comp. Intellectual freedom manual. 2002 6th ed. ALA; Chicago. xx, 434 P.

৪. RAMAIH (LS). To greater heights : Studies in library and information science and e-glossary. 2003. Ess Ess Publications; New Delhi. 243P. p. 1-12.

৫. (www.article19.org/docimages/1116b.htm). (site visited on : 16.05.04).

৬. (www.ifla.org/iv/059-86e.htm). (site visited on. 16.05.04).

৭. (www.infochangeindia.org/righttinfolbp.jsp) (site visited on : 16.05.04)

৮. দাশ (ভবেশ), সম্পা. তথ্যের অধিকার. ২০০৫. গাঙচিল; কলকাতা. ৪৬৩ পৃ.

৯. সরকার (সৌমিত্র) এবং দাস (শুভময়). গ্রন্থাগারের ভূমিকা. থেকে দাশ (ভবেশ), সম্পা. তথ্যের অধিকার. ২০০৫. গাঙচিল; কলকাতা ৪৬৩ পৃ. পৃ. ৪০৯-৪১৩.

(সমাপ্ত)

বিজ্ঞপ্তি

৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২০০৭

আগামী ১৪-১৬ই ডিসেম্বর ২০০৭ কলকাতার খিদিরপুরে হেমচন্দ্র পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে 'বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা'। সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট হতে উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ আহ্বান করা হচ্ছে। **প্রবন্ধ জমা দেওয়ার শেষ দিন ৩১শে অক্টোবর ২০০৭।**

—অনুপ সরকার
কর্মসচিব

With Best Compliments from :-

Gutenberg's

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

68, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

প্রয়াত অমিতা রায়চৌধুরী — স্মৃতিচারণ

গীতা চট্টোপাধ্যায়

অমিতা আমার বন্ধু বা প্রিয় বন্ধু বলা হলে কিছুই বলা হয় না। আমার আর অমিতার অকৃত্রিম ভালবাসার সম্পর্ক নিয়ে— বন্ধু বা প্রিয় বন্ধু যে শব্দই বলা হোক না কেন কিছুই যথেষ্ট নয়। আমরা দু জনেই ভবানীপুরে থাকতাম। অমিতা সাউথ চক্রবেড়িয়া রোডে, আমি নর্থ চক্রবেড়িয়া রোডে। অমিতা বরাবরই ওখানেই ছিল। আমি শিশুকালে একবার ছিলাম— চলে গেলাম। আবার ঘুরতে ঘুরতে কলেজে পড়ার সময় ভবানীপুরে এলাম। বি.এল.এ.-এর লাইব্রেরিয়ানশিপের সার্টিফিকেট কোর্স পড়তে গিয়ে অমিতার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। অমিতা পড়ত জাতীয় গ্রন্থাগারে আর আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পড়াশুনা আর পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই আমাদের প্রথম পরিচয়। খুব আশ্চর্য যে আমরা একই দিনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে এসেছিলাম। আমি আর অমিতা একই বাসে উঠেছি। আমি অমিতাকে জিজ্ঞেস করলাম "তুই কোথায় যাচ্ছিস রে?" অমিতা বলল—"যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে"। আমি—"আরে আমিও ত সেখানে যাচ্ছি।" দুজনেই একদিনেই যাদবপুর ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে 'ট্রেনি' হিসাবে ঢুকলাম। আমি ত কোন টাকা পেতাম না— অমিতা বোধ হয় অল্প কিছু পেত। Temporary অবস্থায় আমরা মাইনে পেতাম ১১০ টাকা Consolidated। তিন মাস, তিন মাস করে আমাদের কাজ করার চিঠি আসত। প্রতি তৃতীয় মাসের শেষাশেষি আমরা দুজনে শুকনো মুখে বলাবলি করতাম "কিরে এবার আমরা চিঠি পাবত"। যাইহোক আমরা একই দিন থেকে চাকরীতে বহাল হলাম জুনিয়ার লাইব্রেরী এ্যাসিসট্যান্ট পদে। তারিখটা ছিল ১লা অগাষ্ট ১৯৫৯, অস্থায়ী পদ। আমরা স্থায়ী হলাম ১লা এপ্রিল ১৯৬২।

শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের তখন মুখ্য গ্রন্থাগারিক ছিলেন। আমরা যে কজন মেয়ে প্রথম দিকে গ্রন্থাগারের কাজে এসেছিলাম—উনি সবসময় আমাদের বলতেন 'আমার মেয়েরা'—আমরাও তাকে বাবার মতনই দেখতাম। যদিও একই বছরে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে দুজনের বেশী লাইব্রেরিয়ানশিপ পড়তে পাঠান যায় না। কিন্তু অজিতবাবু হিমানী চন্দ, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতা আর আমি— চারজনকে একই বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরিয়ানশিপের ডিপ্লোমা কোর্স পড়তে পাঠিয়ে দিলেন। আমি আর অমিতা ডেপুটেশনে যায়নি। কিভাবে ভর্তি হলাম সঠিক বলতে পারব না। অমিতা পড়াশুনায় খুব ভাল মেয়ে ছিল। ও ছিল অসম্ভব পড়ুয়া, একাগ্রচিত্ত এবং বুদ্ধিমতী। আমার আর গৌরীর দু জনেরই শেষ ক্লাসটা করতে ইচ্ছে হত না। গৌরী অমিতার মতনই পড়াশুনায় ভাল মেয়ে ছিল। রাত্রের ক্লাস—বাড়ী ফিরতে খুব দেরী হত। আমার প্রতিদিন ক্লাস থেকে পালাতে ইচ্ছে করত—কিন্তু অমিতা জোর করে বসিয়ে রাখত। একদিন/দুদিন আমার পা ঘষড়ানিতে বিরক্ত হয়ে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল। আমাদের তখন ডিপ্লোমাতে একটা যে কোন বিদেশী ভাষা শিখতে হত — আমরা দুজনেই জার্মান ভাষা নিয়েছিলাম। আমি কোনদিনই জার্মান ভাষার বইটা সেভাবে পড়িনি—ভাষা কিছু শিখিও নি। অমিতা seriously শিখত। অমিতা বলত তুই কিন্তু জানিস না ফেল করবি। কি আশ্চর্য আমি কিন্তু ফেল করিনি—ফেল কেন করলাম না বুঝলাম না। ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিয়ে অমিতা, গৌরী সবাই ফার্স্ট ক্লাস পেল। আমি পাই নি—আমি ঐ বছরই লাইব্রেরিয়ানশিপের ডিপ্লোমা আর ইতিহাসের অনার্স পরীক্ষা একসঙ্গে দিয়েছিলাম। আমি যে ডিপ্লোমা পাস করেছিলাম সেটা অমিতার চাপে আর প্রবীরবাবুর কাছে আমরা পড়েছিলাম তার ফলে। এরপর U.G.C Payscale পাওয়ার জন্য আমরা দুজনেই এম.এ. পরীক্ষা দিলাম—অমিতা 'দর্শনে' আমি 'ইতিহাসে'। যথারীতি অমিতার এম.এ.র ফল খুব ভাল হল। এরমধ্যে অমিতা আবার জার্মান ভাষায় ক্লাস করতে আরম্ভ করল—আমিও গেলাম—কিন্তু পড়তে নয়—আমি তার সঙ্গে এক সঙ্গে যাব আসব-ঘুরব-বেশ মজা হবে সে জন্যে। বেশীদিন মজা চলেনি

— আমি ছেড়ে পালিয়ে এলাম। অমিতা অবশ্য শেষ পর্যন্ত পড়ে সার্টিফিকেট নিল। জার্মান ভাষাটা অমিতা অনেকটাই শিখেছিল।

পড়াশুনার বিষয়ে আমার আর অমিতার কোন মিল না থাকলেও লাইব্রেরির কাজের ব্যাপারে আমাদের খুব মিল ছিল। আমরা কাজকে ভালবাসতাম—কেউ আমরা কাজে ফাঁকি দিইনি। অমিতা Cataloging section এ, আমি Current Periodicals section-এ ছিলাম। পরে আমি Cataloging section এ যাই। অমিতা কিছুদিন পরে Book-Selection Section এ দোতলায় চলে যায়। অমিতা কিছুদিন পরে Book-Selection Section এ দোতলায় চলে যায়। অমিতার মুক্তোর মতন সুন্দর হাতের লেখা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা ডি. এস কেশবন। শুধু অমিতা নয় গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা দত্ত, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় সূচীকরণ বিভাগের সকলেরই হাতের লেখা ও কাজকর্ম দেখে কেশবন মহাশয় খুব প্রশংসা করেন। অজিত মুখোপাধ্যায়কে বলেন আপনি এত ভাল স্টাফ পেয়েছেন আপনার ভাবনা কি? অজিত মুখোপাধ্যায়ের আমলে আমরা যারা প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গোড়াপত্তনের সময় থেকে গ্রন্থাগারে এসেছিলাম আমরা প্রায় সকলেই লাইব্রেরিকে ভালবাসতাম। লাইব্রেরির সহকর্মীরা সকলেই পরস্পরের সুখে-দুঃখে একাত্ম হতাম, লাইব্রেরির কেউ প্রশংসা করলে বা কাজের জায়গার কিছু উন্নতি হলে আমাদের আনন্দ হত। খারাপ বললে দুঃখ হত। অমিতাও এইরকমই ছিল। লাইব্রেরিতে আমাদের দৈনন্দিন কাজের বাইরে অন্য যে কোন কাজে আমার সঙ্গে অমিতারও খুব উৎসাহ ছিল। আমরা দুজনে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিটিং মিছিলে একসঙ্গে যেতাম, তেমনি লাইব্রেরির যে কোন কাজকেই ভালবেসে হাসিমুখে যত্নের সঙ্গে করতাম। আমার মনে পড়ে না অমিতা কোন কাজ করতে গিয়ে 'আমি কেন করব' এ কথা বলেছে। আমার কাজ, ওর কাজ এ সব অমিতা কোনদিন ভাবেনি। লাইব্রেরির যে কোন কাজই আমাদের কাজ বলে মনে করেছে। আমরা কোনদিনও যাদবপুরের লাইব্রেরি ছেড়ে অন্য কোনখানে যাবার কথা ভাবিনি। অমিতার মতন গুণবতী মেয়ের অন্য কোথাও যাবার যোগ্যতা কি ছিল না?—ছিল। আমরা কেউ কোনদিন যাদবপুরের লাইব্রেরির পদকে পরবর্তী কোনস্থানের উচ্চ পদের যাওয়ার Stepping Stone রূপে মনে করিনি। লাইব্রেরিতে আমরা একান্নবর্তী পরিবারের মতনই মিলেমিশে থাকতাম।

অমিতা খুব শান্ত, স্বল্পবাক, মৃদুভাষী — একথা সবাই জানে। কিন্তু অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে অমিতা সোচ্চার হয়েছে। আমার মতন করে নয়, ওর স্বভাবের মতন করেই অমিতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কোন মুখ্য গ্রন্থাগারিকের কোন নির্দেশ সঠিক না হলে, অমিতা মেনে নেয়নি, আপত্তি জানিয়েছে। কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে আমি হয়ত একটু বেশী চেঁচামেচি করেছি, অমিতা আমাকে শান্ত করেছে—কিন্তু আমার যুক্তিকে সমর্থন করেছে। আমার বিরুদ্ধে অমিতা কোনদিনই কোন কথা বলেনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অমিতা কেমন ছিল তা বোঝানোর জন্য দুটি ঘটনার উল্লেখ করব। '৭২ এর রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সময় বামপন্থী বিরোধী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ইউনিয়ন হঠাৎ অরুণ রায়কে ইউনিয়ন অফিসে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে তার বিচার করবে বলে। সেই খবর লাইব্রেরিতে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে অমিতা, আমি, বীণা মুখার্জী প্রায় ছুটতে ছুটতে ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে ইউনিয়নের নেতাদের হাত থেকে অরুণকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। তারপর অরুণকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নয় একেবারে যাদবপুর অঞ্চল থেকেই গাড়ী করে নিয়ে পালিয়ে যাই। সেদিনও আমার সঙ্গে ছিল অমিতা। লাইব্রেরিতে কর্মরত Senior Library Assistant Post থেকে একটি সাজানো interview র মাধ্যমে Assistant Librarian Post এর interview হয়, তখন সবচেয়ে পুরোন Senior Staff দীপক চক্রবর্তীকে সেই পদে না নিয়ে তার থেকে Junior একজনকে নির্বাচন করা হয়। অমিতা আমাকে বলেছিল এটা খুব অন্যায় হল। বিশেষ করে অমিতা বলেছিল দীপক বাবু আমাকে বলেছিলেন—দিবাদি (অমিতার ডাকনাম) আপনি যদি বলেন আমি interview দেব—না হলে দেব না। অমিতা দীপক বাবুকে জোর করেই Interview দিতে পাঠায়। আমার কাছে অমিতা অনেক দুঃখ করেছে। অবশ্য আমি তখন লাইব্রেরি থেকে চলে এসেছি। পরিবেশ পরিস্থিতিতে অনেক সময়ই প্রকাশ্যে হয়ত অমিতা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেনি—তাই বলে মেনে নিয়েছে এটা মনে করা ঠিক নয়। আমার আর অমিতার এক জীবন

দর্শন না হলে, আমাদের এত বন্ধুত্ব কখনই হত না।

আমি আর অমিতা দুজনে একসঙ্গেই প্রথম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে এসেছি। জহুরীমল লেনের পরিষদের পুরোন বাড়ীতেই আমাদের BLA এর জীবনের শুরু। অমিতার হাতের লেখা খুব সুন্দর বলে সে খামের উপর নাম, ঠিকানা লিখত, কখন কিছু কপি করত। 'বি এল এ' তেও অমিতা এক মনে কাজ করে যেত। আমরা একসঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যেতাম। অমিতার কাজই আগে গিয়ে জায়গা নেওয়া, খাবার নেওয়া। খাবারের লাইনে অমিতার তৎপরতায় আমরাও জুটে-না হলে কোথায় যে কখন থাকতাম তার ঠিক কি। সর্বভারতীয় সম্মেলন ইয়াসলিক এর সম্মেলনে পুনায় আমি একবারেই গিয়েছি। অমিতা বিয়ের পরে প্রবীরবাবুর সঙ্গে প্রায় সব সম্মেলনই গিয়েছে। ১৯৬৫ তে ৩০-৩১ মে হাওড়ার শ্যামপুরে উনবিংশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে আমি আর অমিতা দুজনেরই প্রবন্ধ পাঠ করি। অমিতার বিষয় ছিল 'পশ্চিমবঙ্গের শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : একটি কর্মসূচি' আর আমার বিষয় ছিল 'শিশু গ্রন্থাগার : একটি সামাজিক দাবী'। দুটো প্রবন্ধই গ্রন্থাগার পত্রিকার ১৩৭২ এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ছোটবেলা থেকেই আমার লেখালেখি করার অভ্যাস। আমি অমিতাকেই লেখালেখির জগতে টেনে আনতে চাইলাম। গ্রন্থাগার পত্রিকায় লেখার জন্য সৌরেন দা (সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়) ও ফণিদা (ফণিভূষণ রায়) আমাকে আর অমিতাকে উৎসাহিত করেছিলেন। অমিতার যে লেখাগুলি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার উল্লেখ করছি। "গ্রন্থ সংরক্ষণের কয়েকটি মূল কথা' (গ্রন্থাগার, ১১ দশ খন্ড, কার্তিক, ১৩৬৮), গ্রন্থাগার আন্দোলনে লাতিন আমেরিকা (গ্রন্থাগার ১১দশ খন্ড, ফাল্গুন, ১৩৬৮)—এই লেখাটা আমি আর অমিতা একসঙ্গে লিখি। আমরা অর্থাৎ আমি, অমিতা, গৌরী এবং জাতীয় গ্রন্থাগারে কজন কর্মী একসঙ্গে সাময়িক পত্রিকার সম্মিলিত সূচি সঙ্কলন করে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশ করি। গ্রন্থাগার পত্রিকার দ্বাদশ খন্ডে এই সম্মিলিত সূচি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তবে এই কাজ বেশীদিন চালু রাখা যায় নি। আমি চেয়েছিলাম অমিতা আমার সঙ্গে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় কিছু কিছু লিখুক। কিন্তু তা হয়নি। এই লেখালেখির প্রতি আমার আগ্রহ আর পরিবেশের চাপে অমিতার অনাগ্রহ আমাদের মধ্যে কিছুটা দূরত্বের সৃষ্টি করেছিল। অমিতার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা ছিল। পড়াশুনা করতে ভালবাসা, কোন বিষয়কে গ্রহণ করে তাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা, সুন্দর হাতের লেখায় বিষয়টিকে সকলের কাছে উপস্থাপন করার প্রতিভা—অমিতার ছিল। সেই প্রতিভা বিকশিত হতে পারলনা—সম্ভাবনার কুঁড়ি কোন দিনই ফুটল না। অকালেই শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেল।

আমাদের বন্ধুত্ব সকলেরই চোখে পড়ত-সকলেই জানত অমিতার দেখা পাওয়া গেলেই গীতার দেখা পাওয়া যাবে। গীতা যেখানে অমিতাও সেখানে। আমরা সব জায়গায় এক সঙ্গে যেতাম। একসঙ্গে টিফিন খেতাম। শাড়ীও একরকম কিনতাম-আমার বন্ধু, আত্মীয় স্বজন সবাই অমিতাকে চিনত — সবার বাড়ীতেই অমিতা গেছে। আমার জামাইবাবু আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন—তোমার সেই বুকের কাছে ছাতা ধরে থাকা বন্ধুটির কি খবর? সত্যি অমিতা গায়ে ছাতা হারিয়ে যায় দু হাতে আঁকড়ে ধরে বসত। অমিতার বাবা মা আমাকে খুব ভালবাসতেন। যেখানেই যাওয়ার কথা অমিতা তাঁদের কাছে বলত গীতা যাচ্ছে শুনলেই তাঁরা যেতে দিতেন। নানা জায়গায় আমরা একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি—লেকে বসেও কত গল্প করেছি—কত কথা আজ মনে পড়ে— সে সব দিনগুলো কোথায় চলে গেল। অমিতার বিয়ে, সৌগতর চলে যাওয়া—অমিতাকে অন্য এক জগতে নিয়ে গেল। সেখানে সন্তানহারা অমিতা সন্তান হারা প্রবীর বাবুকেই জড়িয়ে ধরে সেখানেই সে শান্তি এবং সান্ত্বনা পেল। কর্তব্যপরায়ণা অমিতা দাম্পত্য কর্তব্য পালনকেই জীবনের একমাত্র কাজ বলে মনে করে ছিল। তবে আমার থেকে অনেক দূরে কোন দিনও চলে যায় নি। আমার সুখে দুঃখে অমিতা সমান ভাবে সুখী দুঃখী হয়েছে। আমার দাদার, মায়ের মৃত্যুতে অমিতার উপস্থিতি ওর সান্ত্বনা দেওয়া আমায় শান্তি দিয়েছে। আমার অসুখ করলে অমিতা অনেক দিন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে আমার কাছে দুপুরে এসে—আমাকে সঙ্গ দিয়েছে, ওষুধ, পথ্য খাইয়েছে—অমিতা আমার জন্য অনেক করেছে, আমি তার কতটুকুই বা করতে পেরেছি।

অমিতা চলে গেল—বুদ্ধিমতী মেয়ে বলেই প্রবীরবাবুর আগেই চলে গেল। প্রবীরবাবু বিহীন অমিতার সেই নিঃসঙ্গ অসহায় জীবন যে কি দুঃসহ হত তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে

না—আমাদের কাছেও কষ্টদায়ক। অমিতার সেই ভয়ানক একাকীত্ব আমি সহ্য করতে পারতাম না—আর আমিও সে একাকীত্ব, সেই নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারতাম না। অমিতা চলে গেল —আমাদের সকলকে কি বলে গেল—

কাজে একনিষ্ঠ হও। সমাজের প্রয়োজনে কাজ কর। যে প্রতিষ্ঠান তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছে তার উন্নতি অবনতিকে নিজের বলে মনে কর। সহকর্মীদের ভালমন্দে একাত্ম হও। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মুখ খোল। সবাইকে ভালবাস।

শোক সংবাদ

নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত

পরিষদের আজীবন সদস্য নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায় গত ২রা জানুয়ারী ২০০৭এ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বেশ কিছুকাল যাবত তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন।

প্রয়াত নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায় ১৯৬১ সালে পরিষদ থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাশ করে হিন্দি হাইস্কুলে কিছুকাল কাজ করে ১৯৬৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে তৎকালীন এ্যামারেল্ড বাওয়ারে (বর্তমানে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের) ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট-এ গ্রন্থাগার সহকারি হিসাবে যোগ দেন। ঐ ইনষ্টিটিউট পরবর্তীকালে তিনি ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান পদে উন্নীত হন এবং ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ষাটের দশকের শেষেরদিকে তিনি পরিষদের সহ-সম্পাদক ছিলেন। ঐ সময় গ্রন্থাগার সম্মেলনগুলির সঙ্গে যে সমস্ত প্রদর্শনী হতো তিনি যত্নের সঙ্গে সেগুলির দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতেন।

পরিষদ প্রয়াত নীহার চক্রবর্তীর পরিবার পরিজনকে সমবেদনা জানাচ্ছে।

হাসতে যাদের ধানা, পড়তে তাদের ধানা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র
প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, আনুকূল পি সি সরকার
ভূমিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অমৃতপত্র"র বর্তমান লেখকগণ।

মূল্য: মাত্র ৮ টাকা

পত্রপাঠ

98300 52182
92315 59717

১০ মে, কর্ণ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাকমিশনের সফর: ১৯৬৫

২২ থেকে ২৬ আগস্ট ১৯৬৫ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ ডি এস কোঠারীর সভাপতিত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সফর করেন। কমিশন জাতীয় স্তরে একই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার মান পর্যালোচনা করে দেখছেন। এঁরা আসাম, উড়িষ্যা ও কেরালা ব্যতীত অন্যান্য রাজ্য সফর ইতিমধ্যেই সমাপ্ত করেছেন। আগামী ১ মার্চের (১৯৬৬) মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এঁদের রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

কলকাতায় শিক্ষা কমিশন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষায়তন পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও গত ২৮ আগস্ট ১৯৬৫ কমিশনের সঙ্গে দেখা করে শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং একটি স্মারকপত্র পেশ করেন। এই স্মারকপত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভকরে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত গ্রন্থাগারগুলির সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষা সংস্থার গ্রন্থাগারের সঙ্গে পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পর্ক, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজের সময়, আসবাবপত্র, গৃহ, পুস্তকসম্ভার, কর্মী সমস্যা, পুস্তক নির্বাচন, পুস্তক উৎপাদন প্রভৃতি সমস্যা ছাড়া গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন এবং মর্যাদার প্রশ্নটিও স্মারকপত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাছাড়া কমিশনের রিপোর্ট যাতে কার্যকর করার ব্যবস্থা হয় তার জন্যও অনুরোধ জানান হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রমীলচন্দ্র বসু, বিমলেন্দু মজুমদার, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় ও সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের অবস্থা, ১৯৬৫

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট থেকে পঃ বাংলার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির এক সমীক্ষা সম্প্রতি করা হয়েছে। এই রিপোর্টের কিছু অংশ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের ভাল ব্যবস্থা নাই। উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না থাকায় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছেনা বলে অভিমত জানিয়েছেন সমীক্ষক বৃন্দ।

মুদালিয়র কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী একাদশ শ্রেণীর সর্বার্থ-সাধক বিদ্যালয়গুলি পঃবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রিপোর্টে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্যেও ভাল সুপারিশ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল প্রত্যেক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভাল গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ছাত্রদের গ্রন্থাগারে পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে পাঠাভ্যাস বাড়ানোর সাহায্য করতে হবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের দ্বারা গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে হবে। ভাল ভাল বই সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধশালী করতে হবে এবং গ্রন্থাগারিককে সিনিয়র টিচারদের সমতুল্য বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারকে অবহেলা করা হচ্ছে এ সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘদিন থেকেই সচেতন এবং এ নিয়ে আন্দোলন করে আসছে। শিক্ষাবিদ শ্রী মুদালিয়র শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর কমিশন রিপোর্টে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য ভাল সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তার ঐ সুপারিশ কার্যকরী হয়নি। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ডিপার্টমেন্টের সমীক্ষায়ও এটা প্রমানিত হল।

নবদ্বীপে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ শিবির, ১৩-২৭ জুন ১৯৬৫

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে যে কয়টি শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করা হয় বা পরিচালনায় সহযোগিতা করা হয় নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালনায় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত এক পক্ষ কালের এই শিবিরই বোধ হয় এ ধরনের শেষ প্রচেষ্টা। বেশ কিছু পরে অনুষ্ঠিত হলেও অন্যান্য শিক্ষণ শিবিরের সঙ্গে এটা একত্রে দেওয়া হল এই জন্য যে তাতে এক জায়গায় সব শিক্ষণ

শিবিরের বিবরণ পাওয়া যাবে।

এই শিবিরের অনুষ্ঠান হয় ১৩ থেকে ২৭ জুন, ১৯৬৫। ২৭ জন ছাত্রছাত্রী এই শিবিরে যোগদান করেন।

১৩ জুন শিবিরের উদ্বোধন করেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের প্রধান ডঃ শচীন্দ্রলাল দাশগুপ্ত। গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে ডঃ দাশগুপ্ত ইংরেজীতে একটি নাতি দীর্ঘ ভাষণ দেন। কলকাতা কমার্শিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক কণিভূষণ রায় পরিষদের পক্ষ থেকে শিবিরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। সভায় স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষণ সমাপ্তি দিবসেও অনুরূপ একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নদীয়ার ডি এস ই ও কামিনীকুমুদ চৌধুরী এবং ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়। সভাপতির অনুরোধে প্রধান অতিথি কণিভূষণ রায় ডিউই ও কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন। এছাড়া নবদ্বীপ বার্তার সম্পাদক গৌরাঙ্গ কুণ্ডু স্থানীয় ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিবরণ, গ্রন্থবস্তু প্রভৃতি সংগ্রহ করার জন্য গ্রন্থাগারিকগণকে অনুরোধ জানান। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সহঃসম্পাদক অধ্যাপক চৈতন্যচন্দ্র গোস্বামী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই শিবিরের শিক্ষাদান অংশগ্রহণ করেছিলেন কণিভূষণ রায়, নির্মল চৌধুরী, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার সেন, রামকৃষ্ণ সাহা, বিনয় চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ সিংহ এবং নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক যশোদাগোপাল গোস্বামী।

নবদ্বীপ ও তাঁর আশেপাশের অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থাগারের কর্মীরা গ্রন্থাগার বিদ্যার অনভিজ্ঞ বলে তারা যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হন। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সাধারণ সম্পাদক তিনকড়ি বাগচী তাই শিক্ষণ শিবিরের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। ১৯৫৭ সালে তারই উৎসাহে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবিরের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। ১৯৫৭ সালে তারই উৎসাহে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয়। শ্রীযুক্ত বাগচী বহুদিন ধরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৫৮ সালে নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

চব্বিশ পরগণা জেলার গ্রন্থাগার

চব্বিশ পরগণা জেলায় সরকার পরিচালিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ২টি-একটি বাণীপুর ও অপরটি টাকিতে। সম্প্রতি টাকির গ্রন্থাগারটি জেলা গ্রন্থাগারে পরিণত করা হয়েছে। টাকী ব্যতীত আরো দুটি জেলা গ্রন্থাগার—একটি বিদ্যাননগরে অপরটি বহড়ায়।

মহকুমা গ্রন্থাগার তিনটি। বনগাঁ সাধারণ গ্রন্থাগার, বারাকপুরের সুরেন্দ্র নাথ ইন্সটিটিউট গ্রন্থাগার এবং ডায়মণ্ডহারবারের সরিষায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত গ্রন্থাগার। গৃহ নির্মাণ বাবদ ৪০,০০০ টাকা, গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য ৮০০০ টাকা, আসবাব পত্রাদির জন্য ৪০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ আছে। ব্যয়ের এক অষ্টমাংশ পরিচালকমণ্ডলী বহন করতেন।

শহর গ্রন্থাগার তিনটি। একটি বরিষা; একটি বরানগর ও অপরটি বেলঘরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত।

গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৪৯টি আছে। গ্রন্থের সংখ্যা ১,২৬,৩৭৯ প্রত্যেক গ্রন্থাগারের একজন গ্রন্থাগারিক, একজন সাইকেল পিওন আছে। গ্রন্থাগারিকদের বেতন ৭৫ টাকা, সাইকেল পিওন ৪০ টাকা। বিবিধ খরচ বাবদ ৫০ টাকা দেওয়া হয়।

আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের অনেকগুলির ভার রামকৃষ্ণ মিশন নিয়েছেন। বিশেষভাবে নরেন্দ্রপুর। সরিষা ও বরানগরের নাম উল্লেখযোগ্য। গত বৎসর ২০৫টি গ্রন্থাগার সরকারী সাহায্য লাভ করেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্য। এই সব পাঠাগারে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নেই।

কর্মীদের উপযুক্ত বেতন, গ্রন্থাগারের উপযুক্ত পরিবেশ ও বিজ্ঞান সম্মত প্রথায় গ্রন্থাগার পরিচালনা দেশের ও দশের উন্নতি বিধানে সাহায্য করবে।

[সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে চব্বিশ পরগণা জেলার সমাজ শিক্ষা আধিকারিক গদাধর নিয়োগী মহাশয়ের 'গ্রন্থাগার' (চৈত্র, ১৩১৭) এ প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে]

পুস্তক সমালোচনা

রামকৃষ্ণ সাহা

Making Sense of library automation : a hands–on guide by Swami Chidrupanenda. Kolkata, Meteor books, 2006, 310p. ISBN 81 - 88248 - 01 - Rs. 400/-

লেখক স্বামী চিদ্রূপানন্দ গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের গ্রন্থাগারের অটোমেশন কাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবত যুক্ত। বর্তমান গ্রন্থটি গ্রন্থাগার অটোমেশন কাজের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। যে সমস্ত গ্রন্থাগারিক হাতে কলমে গ্রন্থাগার অটোমেশনের কাজ জানতে ইচ্ছুক এই বই তাদের অনেকটা প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থাগার অটোমেশন বিষয়ের উপর কিছু বই বাজারে পাওয়া গেলেও এই বইটি অনেক দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য।

যাঁরা তথ্য প্রযুক্তির বিষয় নিয়ে চর্চা করে থাকেন তাঁরা জানেন যে বিষয়টি সদা পরিবর্তনশীল, প্রযুক্তির পরিবর্তনের গতি এত দ্রুত যে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা কষ্টকর। প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা খুব সুখকর হয় না। গ্রন্থাগারিকরা পড়ছেন দোটানায়। একদল গ্রন্থাগারিক নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে চাইছেন—সেখানে অর্থাভাব একটা বড় বাধা হিসাবে দেখা দিচ্ছে—আবার কর্তৃপক্ষ এই বিষয় সম্পর্কে খুব সড়গড় তা নয়। আবার আরেক ধরনের গ্রন্থাগার কর্মী রয়েছেন তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই—ফলে এ ব্যাপারে উৎসাহও দেখা যাচ্ছে না। এই অবস্থার মধ্যে স্বামীজির এই বই গ্রন্থাগারে কম্প্যুটার প্রয়োগের বিষয়টি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা সৃষ্টির সহায় হবে। কারণ বইটি লেখা হয়েছে কর্মরত গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াগুলি দেড় শতক যাবৎ স্থিতিশীল। তথ্য বিজ্ঞানের বিষয়টি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিগত শতকের ষাটের দশকের পর থেকে। গ্রন্থাগারকে অটোমেশন করতে গেলে কোন কোন বিষয় ও ক্ষেত্র বিবেচনার মধ্যে আনা প্রয়োজন লেখক সেগুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থাগার পরিচালনার যে যে মডিউলগুলি অটোমেশন করার জন্য আলোচিত হয়েছে তা হ'ল—Aquisition Section, classification and cataloguing (এর মধ্যে Marc 21 format সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে এবং সংক্ষিপ্তাকারে Tag নম্বর দেওয়া আছে)। Circulation section,OPAC, Member maintenance, binding section ও Periodical management। এই পরিচ্ছদগুলির পর ডিজিটাল ফর্ম্যাটে বই সংরক্ষণ ও ব্যবহার, নির্ঘণ্টিকরণ, স্ক্যানিং ও ইমেজ গ্রাউন্ডিং, রেফারেন্স ও ইনফরমেশন সার্ভিসেস, রিসোর্স শেয়ারিং, ইন্টারনেট ও ওয়েব-OPAC designing, হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার ম্যানেজমেন্ট, নেটওয়ার্ক ও ডাটা, গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র পরিচালনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশিষ্টে বিবেকানন্দ লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

বইটির প্রথমে তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে যে বক্তব্যগুলি রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। গ্রন্থাগার অটোমেশন করতে গেলে কম্প্যুটার হার্ডওয়ার এবং সফটওয়ার কিভাবে নির্বাচন করতে হবে সে সম্পর্কে মতামত দেওয়া হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে বাজারে বিভিন্ন ধরনের লাইব্রেরির প্যাকেজ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ইউনেস্কো প্রবর্তিত বিনা মূল্যের WINISIS, ISIS MARC, আবার NIC প্রবর্তিত E-Granthalay ও আছে। পাশাপাশি ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির মূল্যবান প্যাকেজও বাজারে পাওয়া যায়। এর মধ্যে থেকে সঠিক প্যাকেজ বেছে নেওয়া রীতিমত কঠিন কাজ। নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের মতামত এবং গ্রন্থাগারিকের প্রজ্ঞা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে যোগসূত্র ঘটানোই মূল সমস্যা। কর্তৃপক্ষকে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব।

ক্যাটালগিং ও মেশিন নিয়ন্ত্রিত ক্যাটালগিং-এর পর্যায়গুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। গ্রন্থাগার সংগঠন, গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত। রেফারেন্স ও তথ্য পরিষেবার বিষয়ও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত। যা দেওয়া হয়েছে তা মূলতঃ প্রাথমিক পর্যায়ের। একটা গ্রন্থাগার কম্প্যুটার মাধ্যমে তথ্য পরিষেবা দিতে গেলে তার সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বিষয়গুলি দেখা প্রয়োজন—এ ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত।

কম্প্যুটার হার্ডওয়ার সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা একপেশে। বিভিন্ন কোম্পানীর মাদার বোর্ড, হার্ডডিস্ক যে বাজারে পাওয়া তা লেখকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট নয়। ডিজিটাইজেশন সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত। আরো বহু প্রযুক্তি রয়েছে তার উল্লেখ থাকলে ভালো হত।

বইটির মূল্য ৪০০ টাকা করা হয়েছে। যৌক্তিকতার বিচারে হয়ত ঐ বিক্রয়মূল্য সঠিক; কিন্তু বাজারের ক্ষেত্র এতে সঙ্কুচিত হতে পারে।

সব মিলিয়ে বলা যায় যে লেখকের অভিজ্ঞতা প্রসূত বই হিসাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে গেলে বইটির গুরুত্ব অপরিসীম।

সম্পাদকের প্রতি চিঠিপত্র

[চিঠিপত্রে প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে]

সম্পাদক

"গ্রন্থাগার" পত্রিকা

কলকাতা-৭০০ ০১৪

সবিনয় নিবেদন,

কোলকাতার কোন সংবাদপত্র এখন আর পড়ার সুযোগ পাইনা। তাই ভারতবর্ষের সংবিধানের সপ্তম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত জাতীয় গ্রন্থাগারের জাতীয় গুরত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের (Institution of National Importance) মর্যাদা কেড়ে নেবার চক্রান্ত চলছে, সে সংবাদ বরেণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একটি প্রতিবেদন (গ্রন্থাগার, মাঘ, ১৪১৩) থেকেই জানতে পারলাম। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ইয়াসলিকের সহযোগিতায় এর প্রতিবাদে একটি কনভেনশনের আয়োজন করেছিলেন তা একটি সঠিক পদক্ষেপ। গ্রন্থাগারিক সাংসদ ডঃ বরুণ মুখোপাধ্যায় এই কনভেনশনে বলেছেন যে এই বিষয়ে তিনি কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। অবশ্য মন্ত্রীজীর জাতীয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তার কিছু আভাস কিছুদিন আগে একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে পাওয়া গিয়েছিল। গত বছর জুলাই মাসে তিনি নাকি কোলকাতায় সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে, আরও অনেক বেশী আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকর্ষণ করতে তাঁর প্রচেষ্টা হবে জাতীয় গ্রন্থাগার ও ভারতীয় জাদুঘর-কে Heritage Site-এ উন্নীত করা। প্রসঙ্গত: জাতীয় গ্রন্থাগার-এর প্রতিবেশী চিড়িয়াখানাও কিন্তু অনেক দেশী পর্যটকদের আকর্ষিত করে!

এবার আসলে কথায় আসি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কোন্ কোন্ বিষয়ে আইন প্রনয়ন করতে পারেন তা সংবিধানের ২৪৫ ও ২৪৬ ধারায় বিধিবদ্ধ আছে। ২৪৬ ধারা অনুযায়ী সপ্তম তফসিলে বিভাজিত দায়িত্বের তিনটি তালিকা আছে—List I (Union List), List II (State List) এবং List III (Concurrent List)। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দায়িত্ব দ্বিতীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত ক্রমিক সংখ্যা ১২ অনুসারে রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত। প্রথম তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ৬২ অনুসারে জাতীয় গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। সম্প্রতি National Knowledge Commission গ্রন্থাগারকে তৃতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেছেন। ক্রমিক সংখ্যা ৬২-র বয়ান এই রকম :

The institutions known at the time of the Constitution as the National Library, the Indian Museum, the Imperial War Museum, the Victoria Memorial and the Indian War Memorial and any other like institution financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be an institution of national importance.

লক্ষণীয় যে সংসদ আইন প্রনয়ন করেই কোন সংস্থানকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন। এই ভাবেই ক্রমিক সংখ্যা ৬৩ ও ৬৪ অনুসারে সংসদ, ভারত সরকার পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

গবেষণাগারকেও এই মর্যাদা দিতে পারেন। এখন ১২টির বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আছে সাতটি IIT এবং Indian Statistical Institute (ISI)। এগুলি UGC-র আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত। সপ্তম তফসিলের তিনটি তালিকার চোখ বোলালেই বোঝা যাবে যে সংবিধান সংশোধন করেই এই তালিকার সংশোধন, তাতে নতুন বিষয় সংযোজন অথবা তার থেকে কিছু পরিবর্জন করা যায়। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে হ'লে চিন্তাবিদ্ এবং বুদ্ধিজীবী পাঠক সমাজের সমর্থন ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়। তবে আরো বেশী প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষে সমস্ত সাংসদের কাছে দরবার করা সংবিধানের এই সংশোধন যেন গৃহীত না হয়।

প্রতিবেদনে দেখলাম যে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী সংখ্যা এখন ৭১২। এর থেকে ২১৯টি পদের অবলুপ্তির সুপারিশ করা হয়েছে। কিছুদিন আগে সংবিধানের অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধী ভাষায় প্রকাশিত বই সম্বন্ধে কিছু তথ্যের প্রয়োজন ছিল। তখনই জানলাম যে জাতীয় গ্রন্থাগারে সিন্ধী-ভাষী কোন কর্মী না থাকায় Delivery of Books Act অনুযায়ী প্রাপ্ত এই ভাষায় বইগুলির বর্গীকরণ হয় না। তাই Indian National Bibliography-তে এই সব বই তালিকাভুক্ত হয় না!

পরিশেষে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন-চিন্তাবিদ্ ও বুদ্ধিজীবী পাঠক সমাজের সমর্থন ও সহযোগিতা পাবার জন্য সীমিত শক্তি সত্ত্বেও তাঁরা উন্নততর পরিষেবা দিয়ে তাঁদের আস্থা অর্জন করুন। তাঁদের জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিষেবা সম্বন্ধে অনেক ক্ষোভ আছে। এই বিষয়টা তাঁরা কি একটু ভেবে দেখবেন?

ইতি

অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত

A 203 San Remo Apartments
10-1-128, Masab Tank,
Hyderabad 500028

(২)

সম্পাদক
"গ্রন্থাগার"
পি-১৩৪, সি. আই. টি., স্কীম-৫২
কলকাতা-৭০০ ০১৪

শ্রদ্ধেয় শ্রী রামকৃষ্ণ সাহার 'গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্য পরিসেবা' প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। নিজে একজন গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক হিসাবে বলতে দ্বিধা নেই যে, এটি একটি সময়োপযোগী প্রবন্ধ। বিশেষ করে গ্রন্থাগারের Newspaper cutting & clipping servicve. আমি মনে করি এটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ অপেক্ষা সরকারী স্তরে বা LLA স্তরে যদি এটার রুটিনমাফিক সুচারুভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলে আমরা যারা তৃণমূলস্তরে কাজ করছি তারা আস্তে আস্তে অনেক বেশী রিডারকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারব।

ধন্যবাদান্তে

প্রসূন কুমার পাল

গ্রাম ঃ মৌউলপুর, পোঃ সেহেরকুড়ি
বীরভূম-৭৩১ ১২৭

পরিষদ সংবাদ

৪৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি বৃন্দের তালিকা

স্থান — রবীন্দ্র ভবন (গৌতম বিকাশ চক্রবর্ত্তী মঞ্চ), বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

তাং : ২৯ - ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০০৬

উত্তর ২৪ পরগণা :— অনুপকুমার সরকার, অরুণাভ ভট্টাচার্য, কল্যাণী প্রামাণিক, ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার, গৌরাঙ্গ কর্মকার, অরুনকান্তি বসু, তুষারকান্তি সরকার, নিতাইচন্দ্র ঘটক, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, নন্দা ভৌমিক, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, প্রনবকুমার সরকার, প্রদীপ নিয়োগী, সেখ মোনাকরিম, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠাগার, সুনির্মলচন্দ্র হালদার, সাত্তার আলি সেখ, স্বরুপ সেনগুপ্ত, সঞ্জয় গুহ।

উত্তর দিনাজপুর :— অপর্ণা মন্ডল, ক্ষিতীশচন্দ্র মন্ডল, বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী

কোচবিহার :— গোপনকুমার সাহা, বিজয়কুমার দাস

কলকাতা :— অর্চনা শ্রীমানী, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অরুপ ঘোষ, ডঃ অলোক বন্দোপাদ্যায়, অসিতাভ দাশ, অরুন রায়, আলিস নিয়োগী, অর্জুন দাশগুপ্ত, গীতা সাহা, গৌতম গোস্বামী, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, গোপা চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতি চিত্রা শতপথি, ডঃ যতীন্দ্রনাথ শতপথি, দেবাশিব গুপ্ত, পুলক কর, উদয়ন ভট্টাচার্য্য, জয়তী ঘোষ, জয়দীপ চন্দ, দীপিকা নিয়োগী, ভাস্বতী চ্যাটার্জ্জী, মীনা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী মিতা ঘোষ, শ্রীমতী মিঠু মিত্র, নিশীথ পোদ্দার, শ্রী নিমাই চাঁদ সাহা, বরুণ মুখোপাধ্যায়, বিশ্ববরুণ গুহ, শ্রীমতী বল্লরী বন্দোপাধ্যায়, বিমল নারায়ন শূর, বীথিবসু, বেবীদাস, বাণী চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ সাহা, রত্না বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমতী রেনুকা ঘোষ, রজত দাস, শিশির কুমার সরকার, সোমা মিত্র, শুচিতা পত্রনবীশ, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, সুস্মিতা রায়, সলিলচন্দ্র খান, সৈকত চক্রবর্ত্তী, হিরণ কুমার দত্ত, হরেকৃষ্ণ সরকার, হরেন্দ্রনাথ বসু, অভিজিৎকুমার ভৌমিক, আলিস ঘোষাল, ভাস্কর ঘোষ, কল্প মজুমদার, কৃষ্ণা সরকার, নির্মালা রায়, পাপড়ী সেনগুপ্ত, অধ্যাপক এস. বি. ঘোষ, স্নাতা কুমার সেন, তপন দাস, তাপস সাহা।

জলপাইগুড়ি :— প্রদীপকুমার মোহান্ত, শ্রী চিত্তরঞ্জন রায়, জীবনকুমার রক্ষিত, তমাল দে

দক্ষিণ ২৪ পরগণা :— অশোক কুমার দাস, কাজাই মাসুদ্দিন, দীপক মজুমদার, ভারতী চৌধুরী (জোয়ারদার), মানস কুমার দত্ত, শিবনাথ দে, সঙ্গিতা চক্রবর্ত্তী।

দক্ষিণ দিনাজপুর :— অভিজিৎ কুমার ঘোষ, অনুপ কুমার মন্ডল, শ্রী নীরেন্দ্রনাথ সরকার, মিহির কুমার মন্ডল, শচীন্দ্রনাথ রায়।

দার্জিলিং :— বীরেন্দ্র কুমার চন্দ

নদীয়া :— অনুপম সরকার, অশোকসিংহ মহাপাত্র, অসিতা মজুমদার, আব্দুল মুনেম, কেশবলাল চক্রবর্ত্তী, দেবপ্রসাদ প্রামাণিক, প্রতিভারঞ্জন সাহা, মৃগাঙ্ক মন্ডল।

পশ্চিম মেদিনীপুর :— মিলন সরকার, মৃণালকান্তি মাইতি, রঞ্জন সামন্ত, রূপালী চৌধুরী (সরকার)।

পুরুলিয়া :— অপরূপ চক্রবর্ত্তী, অসিত বরণ গাঙ্গুলী, জগদীশ মাহাতো, ত্রিভঙ্গ মাঝি, ভীমচন্দ্র মাহান্তী, মৃণালকান্তি মন্ডল, সতীশচন্দ্র মাহাতো, সমরেশ্বর মন্ডল, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুনীল কুমার মাহাতো, স্বপন কুমার কুইরী।

পূর্ব-মেদিনীপুর :— অসীম কুমার পন্ডা, গৌতম কুমার পন্ডি, বাপন কুমার মাইতি।

বর্ধমান :— অদীপ কুমার চ্যাটার্জ্জী, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, অশোক গোস্বামী, অনুকূলচন্দ্র সেকনাথ, আব্দুল গণি করিকা, আলিস রায়, সেখ আবুল কাসেম, কেতুগ্রাম কিশোর সঙ্ঘ সাধারণ

পাঠাগার, কবদেব আলী খান, কবিতা কুন্ডু, ইলা হালদার, গিরিরাজ ভট্টাচার্য্য, গৌতম প্রধান, চুমকী গোস্বামী, চিত্রা চট্টোপাধ্যায়, জুলিয়া গোস্বামী, জগৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অরূপশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, তরুন কুমার দে, তিমিরবরণ চক্রবর্ত্তী, দীপালী সাহা, দোলন চাটার্জ্জী, দিলীপ দত্ত, দীপঙ্কর সিংহরায়, দুলালচন্দ্র ঘোষ, নিলকন্ঠ দাস, নবমী বাগদী, নীলমনি সামন্ত, অনিতা সিংহ, সেখ রেজওয়ান হোসেন, রাখাল গোস্বামী, রামতনু দত্ত, পার্থ কুমার দে, প্রদীপ পাল, পাপিয়া ব্যানার্জ্জী, বৈদ্যনাথ চৌধুরী, বিভাসিন্ধু রায়, বাসুদেব পাল, বিরাজবিহারী দাস ঠাকুর, বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী, মিত্রা লালা (কোলে), মৃদুল মিত্র, মফিজুল মল্লিক, যমুনা কেল, সুধাংশুশেখর মাজি, স্মিতা সিন্‌হা রায় (ঘোষ), সমীর কুমার সরকার, হরনাথ ঘোষ, সুহৃৎ ব্যানার্জ্জী, সেখ সালাউদ্দিন, সুরভী সামন্ত, সুজিত কুমার আঁকুড়ে, সুনীল কুমার মন্ডল, শ্যামাপদ সামন্ত, শিবাজী কুমার দে, শ্যামাপ্রসাদ সরকার, শুকদেব মুখার্জী।

বাঁকুড়া ঃ— অভিজিৎ মল্লিক, অধীর কুমার খাঁ, অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, অরুনকুমার রায়, অশোক কুমার পাল, আশিস কুমার পাত্র, আশিসকুমার মন্ডল, আশিস হাজরা, উত্তম কুমার রায়, কৃপাময় গোস্বামী, গৌতম বন্দোপাধ্যায়, দিলীপকুমার দাস, দুঃখভঞ্জন মন্ন, ধীরেনচন্দ্র কাপড়ি, নরহরি মন্ডল, নরহরি মন্ডল (অশ্বিনীরাজ স্মৃতি পাঠাগার), নিমাই চন্দ্র নন্দী, প্রশান্ত দাস, বিপদতারণ ঘোষাল, বিপ্লব ভদ্র, বংশীধর ঘোষাল, বাসুদেব কুন্ডু, মধুসুদন চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন লাহা, মানস কাপড়ী, রঞ্জিত কাপড়ী, রবীন্দ্রনাথ লাহা, শান্তিনাথ ব্যানার্জ্জী, সত্যনারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়, সজলকুমার দত্ত, সুনীত পাঁজা, সুশান্তকুমার পাত্র, সোমসুন্দর বিশ্বাস, সুবলচন্দ্র মন্ডল, হিমাদ্রী ব্যানার্জ্জী।

বীরভূম ঃ— অরূপ ঘোষ, কাঞ্চন চাটার্জ্জী, জয়ন্তকুমার দত্ত, তরুনকুমার মুখোপাধ্যায়, তরুণ রায়, নন্দকিশোর মন্ডল, প্রনবকুমার দত্ত, ভানু বিশ্বাস, মদনমোহন বিশ্বাল (ডোম), মহাদেব পাল, মানবেন্দ্র অধিকারী, মানিকরতন রায়, মৌসুমী চাটার্জ্জী, লক্ষ্মনচন্দ্র মন্ডল, লালুগোপাল দত্ত, শ্রীধর ঘোষ, সন্তোষ ঘোষ, সন্ধ্যা ঘোষ, সাক্ষীগোপাল চন্দ্র, সুকুমার মুখার্জী, সুশান্ত রায়া, সৌমেন্দুপ্রকাশ ব্যানার্জী।

মালদা ঃ— অনিলচন্দ্র সাহা, অরুণকুমার মন্ডল, কেকা কুমার, দীপক মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, মমতা ভট্টাচার্য্য, মিন্টুপদ সরকার, মিলি ভট্টাচার্য্য, রোহিনীকান্ত সরকার, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য, সুব্রত ভট্টাচার্য্য।

মুর্শিদাবাদ ঃ— অতুলপ্রসাদ দাস, অসিমকুমার দাস, অশোক কুমার বিশ্বাস, অশোককুমার রায়, আশিষকুমার রায়, আশীষ তরু ঘোষ, আব্দুর রহিম, মোঃ ইয়াসান আলি, কাকলী সাহা, কৃষ্ণেন্দু রায়, শ্রী তপনকুমার ঘোষ, তন্ময় দাস, নবীসুদ্দিন আহমেদ, প্রবীর সরকার, শ্রী প্রনব কুমার সরকার, প্রনব কুমার দাস, বিদ্যুৎ কুমার মন্ডল, বনজয় সাহু, বন্দনা সেনগুপ্ত, বাবলু সাহা, বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত, মহঃ নুরুল ইসলাম, মদনমোহন মন্ডল, মাধবী মন্ডল, মোঃ মুদাচ্ছের হোসেন,রতনকান্ত বিশ্বাস, রথীন্দ্রনাথ মন্ডল, মহঃ রফিক রবি জমাদার, রাধামাধব সরকার, রাজকুমার মন্ডল, শতরু ঘোষ, শমীক বর্মন রায়, সত্যনারায়ণ রায়, সত্যবান দাস, সাফিউল ইসলাম বিশ্বাস, মোহাঃ সানাউজ্জামান, শ্রী সৌমেন ঘোষাল, সুভাষ মন্ডল, সুমন্ত বন্দোপাধ্যায়, সুমিত চক্রবর্ত্তী, স্বপন দেবনাথ।

হাওড়া ঃ— অসীম চক্রবর্ত্তী, অরবিন্দ কুঠি, অশোক কুমার দাস, কমলকান্তি দাস, তরুনকুমার ঘোষ, পিনাকী নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রান্তর বন্দ্যোপাধ্যায়, মহীতোষ বেরা, মুকুন্দরাম মান্না, মন্টুচরণ ওড়িয়া, শুভেন্দু ঘোষাল, সুরথ মাইতি, সুবীর কুমার পাড়ুই, সৌমেন ব্যানার্জী।

হুগলী ঃ— অনবদ্য সান্যাল, অমিতা চট্টোপাধ্যায়, অরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ পান, কিরণময় দত্ত, গনেশ নন্দী, নিমাই চন্দ্র মাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, পার্থ সারথি মিত্র, মধুসূদন চৌধুরী।

বহিরাগত ঃ— স্বাগতা ঘোষ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হাওড়া জেলা শাখা
৫/৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ হাওড়া জেলা, শাখার উদ্যোগে মাকড়দহ সারস্বত লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনায় ৩-৯-২০০৬ তারিখে পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে হাওড়া জেলা কমিটি গঠিত হয়

১। সভাপতি — শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা
২। সহঃ সভাপতি — শ্রী বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য
৩। সহঃ সভাপতি — অধ্যাপক পুষ্কর চট্টোপাধ্যায়
৪। সম্পাদক — শ্রী কমল কান্তি দাস
৫। সহঃ সম্পাদক — শ্রী সুবীর কুমার পাড়ুই
৬। কোষাধ্যক্ষ — শ্রী অশোক কুমার দাস
৭। সদস্য — শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী
৮। সদস্য — শ্রী অমিতকুমার পাল
৯। সদস্য — শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী
১০। সদস্য — শ্রী দেবব্রত কুণ্ডু
১১। সদস্য — শ্রী জগদীশ সাপুই।

প্রতিবেদক — অশোককুমার দাস

অমিতা রায় চৌধুরির স্মরণসভা

গত ২৪শে মার্চ, ২০০৭ অপরাহ্ণ ৫টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্যা, যাদবপুর, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন কর্মী, গ্রন্থাগারের আন্দোলনের দীর্ঘকালের কর্মী প্রয়াত অমিতা রায়চৌধুরীর স্মরণসভা পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা। পরিষদের পক্ষ থেকে শোকপ্রস্তাব পাঠ করা হয় ও ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী দোলন ঠাকুর। গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক শিক্ষিকা, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, পরিষদের সদস্য-সদস্যা, গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী, গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিতদের মধ্যে শ্রী অরিন্দম কেওয়ার, কৃষ্ণা দত্ত, রীণা বসু, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ইয়াসলিকের প্রতিনিধি, ডঃ জে.এন. শতপথি, প্রাক্তন গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল, শ্রী হিরণ দত্ত, শ্রী রঞ্জিত নন্দী, কৃষ্ণপদ মজুমদার, শর্মিলা সেন, প্রবীর দে, কাইতি ডঃ মৃগেন্দ্র মিত্র পাঠাগারের প্রতিনিধি, অরুণ রায় প্রমুখ বিভিন্ন ব্যক্তি অমিতা রায়চৌধুরীর বিভিন্ন গুণাবলী সম্বন্ধে আলোকপাত করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেন। শ্রীমতী রায় চৌধুরীর পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রী সুপ্রিয় ঘোষ। সভাপতির ভাষণের পর সভার সমাপ্তি ঘটে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কোচবিহার জেলায় পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির অবস্থান কর্মসূচী পালন

জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়ের দাবীতে গত ১৮ই জানুয়ারী ২০০৭ পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি কোচবিহার জেলার পক্ষ থেকে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের দপ্তরের সামনে অবস্থান ও জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিককে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অবস্থানের কর্মসূচী পালন করা হয়। গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবীদাওয়ার সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি মোহনলাল মন্ডল ও সম্পাদক গোপাল সরকার। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে উক্ত দাবীগুলিকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক চন্দন গুহ ও জেলা সভাপতি তপন রায়। এছাড়া উভয় সংগঠনের অন্যান্য জেলা ও মহকুমার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। পরে নিম্নলিখিত দাবীগুলি আদায়ের জন্য জেলা সভাপতি, সম্পাদকের নেতৃত্বে জেলা কমিটির এক প্রতিনিধিদল জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। দাবীসমূহ হল : ১) অবিলম্বে গ্রন্থাগার কর্মীদের Service Book up to date করতে হবে। ২) গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রেডেসন তালিকা অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে। ৩) মৃত কর্মীর পোষ্যদের চাকরীর ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৪) গ্রন্থাগার কর্মীদের পরিচিতিপত্র চালু করতে হবে। ৫) জেলায় শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে জটিলতা দূর করে দ্রুত কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। অবস্থানে জেলার সমস্ত মহকুমা ও ব্লক থেকে ১৪৮ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দাবীগুলি জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা

জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০০৭ পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির যৌথ উদ্যোগে পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ভবনে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। সভার শুরুতে ভাষা শহীদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন জে. কে. কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তপন কুমার বর্মন, কর্মীসমিতির সম্পাদক সতীশ মাহাত, সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য হেমন্ত গোস্বামী এবং সুশান্ত কুমার হাজরা।

পাঠক, পাঠিকা, শিক্ষক, শিক্ষিকা, গ্রন্থাগারকর্মী মিলিয়ে প্রায় ৮০ জন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — মৃনালকান্তি মন্ডল

উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার, বর্ধমান
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০০৭ বুধবার বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে পালিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুকৃতি ঘোষাল। ডঃ ঘোষাল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সভায় গ্রন্থাগারের সদস্য-সদস্যা ছাড়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ডঃ ঘোষাল বলেন সাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে এবং নিজের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি মমত্ববোধ না থাকলে অন্য ভাষাতে দক্ষতা লাভ করা যায় না। এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক কল্যাণ ভট্টাচার্যও বক্তব্য রাখেন।

প্রতিবেদক — সেখ সালাউদ্দিন

রেবতী রমণ সেবা সংঘ শহর গ্রন্থাগার
মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

পঃ বঃ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, মাথাভাঙ্গা মহকুমার উদ্যোগে ও স্থানীয় রেবতী রমণ সেবা সংঘ শহর গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় গত ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করা হয়। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক স্বাতী সাহা এরকম একটি অনুষ্ঠান সফল ভাবে আয়োজনের জন্য গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতি ও গ্রন্থাগারিককে ধন্যবাদ জানান। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন শিক্ষক ডঃ তুষারকান্তি চক্রবর্তী ও মাথাভাঙ্গা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল রহিম গাজী। অনুষ্ঠানে মাতৃভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগীতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা

সিহড় সুকান্ত পাঠাগার, সিহড়, বাঁকুড়া
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৭, উদ্‌যাপন

বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলার সিহড় সুকান্ত পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৭ তারিখ সিহড় শ্রী শ্রী শান্তিনাথ নাটমন্দিরে বিকাল ৫ ঘটিকায় যথোচিত মর্য্যাদার সহিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পাঠাগার পরিচালন কমিটির স্থায়ী সভাপতি অসিত কুমার নন্দী। সূচনা পর্বে "মোদের গরব মোদের আশা আমার বাংলা ভাষা" সংগীতটি পরিবেশন করেন অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ শে ফেব্রুয়ারী"-কবিতাটি আবৃত্তি করে পাঠাগারের শিশু সদস্যা পাপড়ি নন্দী। বংশীবদন পাল সংক্ষিপ্ত ভাষণে আজকের দিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন।

অধ্যাপক কামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ সরোজ সিনহা বলেন ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালে ঢাকার রমনা ময়দানে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি ও মর্য্যাদার দাবীতে যে ছাত্র বিক্ষোভ হয়েছিল, তাহার ফলে পাক সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে বরকত, জব্বার প্রমুখ শহীদ হয়েছিলেন। তাঁহাদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে অধ্যক্ষ মহাশয় বাংলা ভাষার, লালিত্য মাধুর্য্য সারাবিশ্বে যে মর্য্যাদার স্বীকৃতি পেয়েছে তাহা ব্যাখ্যা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রায় চার শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — নিমাইচন্দ্র নন্দী

রেলপার্ক সাধারণ পাঠাগার
রিষড়া, হুগলী

পাঠাগারের পক্ষ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী সকাল আটটায় প্রভাতফেরীর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সূচনা করা হয়। গ্রন্থাগারে আসুন, বই পড়ুন, নিজ ভাষাকে লালন করুন-এই ছিল মিছিলের সুর। দ্বিতীয় পর্যায় বিকাল ৫টা ৩০ মিঃ পাঠাগার কক্ষে বক্তৃতা, আবৃত্তি ও গানের অনুষ্ঠান শুরু হয়। ভাষাশহীদ স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালনের পর এই উপলক্ষে একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ গৌতম বোস। বিষয়ের প্রেক্ষিতে মাতৃভাষার তাৎপর্য ও ২১শে'র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্বন্ধে-প্রধান অতিথি ডঃ বোসের নাতিদীর্ঘ ভাষন পাঠাগারের সদস্যগণ উৎসাহ ও মনোযোগ সহকারে শোনেন। ভাষা আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন পাঠাগারের সদস্য তথা শিক্ষক শ্রী হেমচন্দ্র সরকার।

প্রতিবেদক — শ্রী অনিলকুমার ঘোষ

বৈদ্যপুর লক্ষ্মীকান্ত স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার (গ্রামীণ)

পোঃ—বৈদ্যপুর : বর্দ্ধমান

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় পাকিস্তানী পুলিশের গুলিতে নিহত বাংলাভাষা আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শহীদবেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে শুরু হল ২০০৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী পাঠাগারের শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রবীন শিক্ষক শ্রী রামপদ চট্টোপাধ্যায় এবং অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রী বনজ রায়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই হয় শিশু-কিশোরদের অঙ্কন প্রতিযোগীতা ও পরে ২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরণে আবৃত্তি প্রতিযোগীতা।

বিভিন্ন বক্তার তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করতে পেরেছে।

প্রতিবেদক — শ্রী সনৎ ব্যানার্জী

পল্লী মঙ্গল কেন্দ্র পাঠাগার

কালনা, আনুখাল, বর্ধমান

গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী '০৭ পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র পাঠাগার-এর উদ্যোগে আনুখাল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০৭" পালন করা হয়। বেলা ২ ঘটিকায় পাঠাগারের পাঠক, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, গনসংগঠনের প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, এলাকার ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা শুরু হয়। এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আনুখাল উচ্চ বিদ্যালয়ের সহ প্রধান শিক্ষক শ্রী বরুণ চ্যাটার্জী। আলোচনা সভায় ২১ শে ফেব্রুয়ারীর উপর কবিতা পাঠ করেন বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুস্মিতা কোলে। আলোচনায় বক্তব্য রাখেন পাঠাগারের সম্পাদক উদয়শঙ্কর দে প্রমুখ।

প্রতিবেদক — শ্রী স্বপনকুমার সেন

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার

ডাকঘর—ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর, জেলা—নদীয়া, পিন—৭৪১ ১০৩

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস—২০০৭

বাংলাদেশের মাতৃভাষা আন্দোলনের অসামান্য সাফল্যকে সামনে রেখে রাষ্ট্রসংঘ ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিশ্বের সর্বত্র ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করা হবে। এবছরে এই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করে নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী তারাপদ সমাদ্দার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শ্রী বাদল বসু। তিনি সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে 'ভাষাদিবসের' গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন। বিশিষ্ট অতিথির ভাষণে শ্রী তপন ভট্টাচার্য মাতৃভাষা দিবসের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগারের পাঠকবৃন্দ, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ, গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ ও অনেক সুধীজন।

প্রতিবেদক—শ্রী অতেমান মে

উখরা পল্লী উন্নয়ন পাঠাগার

উখুরা-সরাংপুর, ডায়া-পাটুলি (বর্ধমান), পিন-৭১৩৫১২

২১শে ফেব্রুয়ারী ০৭ পাঠাগারের উদ্যোগে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে (সংগীত, আবৃত্তি, আলোচনা) পালিত হয়।

অংশগ্রহণে : অনিন্দিতা সাহা, মিতা সাহা, অর্পিতা সাহা, সন্দীপা পাল, মনিদীপা দত্ত, পিয়ালী রায়, অর্ঘ্য বাড়ই।

সাঁওতালী সংগীত পরিবেশন করবেন সদস্য মিঠুরঞ্জন দাস।

উদ্বোধনী ভাষণে সভাপতি শ্রী ভুবনেশ্বর দেবনাথ ভাষা শহীদ দিবস কিভাবে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসাবে রূপান্তরিত হলো তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। আলোচনায় সম্পাদক সুদীপ্ত ভাদুড়ী, সদস্য নিগমানন্দ বড়াল, রসরাজশীল, সাধুচরণ বিশ্বাস প্রত্যেকে মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন।

প্রতিবেদকগণ —শ্রীকৃষ্ণধন কুণ্ডু
শ্রী অর্জুন চন্দ্র দাস

মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার

মেমারি, বর্ধমান

২১শে ফেব্রুয়ারী ২০০৭ মেমারি শহরে 'ভাষা শহীদ স্মারক' একুশে উদ্যানে মেমারি পৌরসভা, মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার ও পঃ বঃ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশেষ ভাবাবেগে ও সাড়ম্বরে পালিত হল। প্রভাতী অনুষ্ঠান শ্রী নীলমাধব ওহর সভাপতিত্বে শুরু হয়। শহীদ স্মারকে মাল্যদান করেন স্থানীয় বিশিষ্ট ভাষাপ্রেমী মানুষ ও বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

ভাষা শহীদদের স্মরণে সবার শুরুতে একমিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ ও ভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ডঃ প্রফুল্ল কুমার পান ও অভিজিৎ সেনগুপ্ত।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সান্ধ্যকালীন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় 'একুশে উদ্যান' সংলগ্ন মঞ্চে। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও আলোচক শ্রী সলিল ভট্টাচার্য তাঁর ইতিহাস সমৃদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে ভাষা দিবসের তাৎপর্য আলোচনা করেন।

প্রতিবেদকগণ—রূপ নারায়ণ রায়
ও বীরেন্দ্র বিষয়ী

পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকালয়

পূর্বস্থলী, কলনা, বর্ধমান

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ০৬-০৩-২০০৭ তারিখে গ্রন্থাগারের রমেশ রায় মঞ্চে সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে ভাষা শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্বাগত ভাষণে সম্পাদক মহাশয় ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ও প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকগণ। এছাড়া স্থানীয় কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

প্রতিবেদক—তপনকুমার চক্রবর্তী

GRANTHAGAR

Vol. 56 : No. 12 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor : Nirmalya Roy March, 2007

ENGLISH ABSTRACTS

by Rupashri Chaudhuri

Collection development in public library (Editorial) **p.299**

Holdings of libraries especially in the case of public libraries are complementary to its service. The author felt that collection development should be aimed at maximizing its utility equally to various categories of users. Inclusion of the new, various forms of reading materials in different media, removal of the unnecessary items can be the basic way to go but the most important aspect is, that the collection should atleast be relevant to the contemporary societal needs especially of its locality.

Right to Information : some Ideas—by Shiladitya Jana **p.300**

With the purpose of a thorough understanding of the very important-Right to Information - the author discussed the same in detail. In order to present a comprehensive picture, the author explained its utility, legal and constitutional background, method of exercising the right, inapplicable areas and e-vovernance in this context, have been discussed upon.

Manipur Central Library : phase of destruction—by Debabrata Biswas **p.304**

Through this article the author laments upon the destruction of the manipur Central Library by local extremist forces.

Library movement in Bengal and History of the Bengal Library Association—by Nirmalendu Mukhopadhyay. **p.306**

The author talked at length about the library system of the district of Purulia through this serialised article. From the very beginning i.e. the formation of the district, the district library, establishment of other libraries has been described. Presently the library scenario of the district is not encouraging enough and the deficiencies are highlighted in detail. Nevertheless, the author ends in a hopeful note about the gradual development of the district's library system and local people's growing interest in library service.

Library News **p.308-310**

1. 'International Mother language day' has been celebrated jointly by the Deulpara Bhudharinath Bidyaniketan and **Deulpara Sabuj Sangha Public Library** on the **21st February** this year. A report by Shri Parthasarathi Mitra.
2. **Brindavan Smriti Pathagar** and **Krishti Samsad** have organized a **condolence meeting** in the memory of its maker Sri Satyabrata Nag on 10th of December 2006. Report by Shri Sunilbaran Chakrabarti.
3. With the joint initiative of Howrah Sangha and **Howrah Sangha Library,** the annual sports and **cultural competition** took place from 10th-17th

Dec' 06 and 7th Jan' 07. reported by Smt. Sujata Santra.

4. On the **23rd of December** last year, the **Baneshberia Public library**, the **Hooghli branch of Bengal Library Association** and **West Bengal Public Library Employees Association** jointly arranged the **celebration of Library day**. They also organized the bicentenary day of passing of, the pioneer of calligraphy art Sri Panchanan Karmar. A report by Shri Nikhil Goswami.
5. **Pallimangal Central Liberary** of Burdwan, celebrated their annual cultural programme, last year on the **19th of November**.Report by Shri Swapan Kumar Sen.
6. **Deshbandhu Smriti Sangha Grameen Pathagar** celebrated **'Library Day'** last year on the 20th of Dec. Report by Shri Swapan Kumar Sen.

District News p.311-313

1. A report on the 19th **District Book Fair** in Burdwan. Reported by Sri Sanjay Chattopadhyay.
2. Report on the **12th North Dinajpur District Book Fair**, by Shri Binay Krishna Goswami.
3. The **6th conference of West Bengal Public Library Employees Committee of Kalna** subdivision held on 4th February' 07 at Kankuria Deshbandhu Grameen Pathagar. A report by Shri Swapan Kumar Sen.
4. **'International Mother language day'** celebrated by **Hooghil's Manoharpur Public Library, Dankuni** and **Dankuni Book-Fair Committee** jointly on the 21st February this year. A report by Shri Jagannath Kar.
5. **Bibekananda Smriti Pathagar**, Bankura celebrated the **'International Mother language day'** this year on 21st of Feb, '07. A report by Shri Ranjit Koley.

Association News p.311-313

1. The **South Dinajpur district branch of the Bengal Library Association,** with the assistance from West Bengal Public Library Employees Committee, etc. arrnaged a meeting for discussing enhancement of Library services. A report by Shri Sanjit Pal.
2. On the **23rd of December '06 the 33rd conference of Bengal Library Association, Purulia** district was held at the District library. Reported by Shri Sunil Kumar Mahato.
3. The **3rd biannual conference of Bengal Library Association**, West Dinajpur district took place on the 13th of Jan, '07. Report by Shri Milan Kumar Sarkar.
4. Result of Library Sc. Certificate course. Of the Association, 2006 was published.

(i) **Obituary : Amita Roychaudhury**, a life member of the Association and formerly Associate Librarian of Jadavpur University Central Library died on 23.2.2007.

(ii) On the 5th of March' 07, the retired library personnel of Jadavpur University Central Library, Dr. **Shyamaprasad Das** passed away.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী জানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) লিখে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. নমুনা কপির জন্য 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No. : SSRM/KOL.RMS/WB.RNP-083/2007-09
Licence No MM & PG/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019 2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
Regd No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 57 No. 1 Editor Dr. Shyamal Roy Choudhury Asso. Editor : Nirmalya Roy April, 2007

CONTENTS

	Page
New Year of Granthagar (*Editorial*)	3
Siladitya Jana Right to information–Some ideas	4
Gita Chattopadhaya Late Amita Roy Chowdhury–A	9
OBITUARY	
Nirmalendu Mukhopadhyay Library Movement in Bengal and History of the Bengal Library Association	13
BOOK REVIEW	15
LETTERS TO THE EDITOR	16
ASSOCIATION NEWS	18
LIBRARY NEWS	21
ENGLISH ABSTRACTS (Vol-56 No. 12)	25

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2244-6866. E-mail : Info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2284-8265.**
Editor : **Dr. Shyamal Roy Choudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Roy**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ২ সম্পাদক ঃ ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক ঃ নির্মলা রায় জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪

সূচীপত্র

6/6/07

	পৃষ্ঠা
জনগ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের প্রতি বিশেষ যত্ন (সম্পাদকীয়)	৩১
বনশ্রী রায় ডিউই কৃত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সাহিত্যের শ্রেণীবিভাজন ঃ কিছু কথা	৩২
সুবল কুমার বারুই বাতিল বইয়ের স্থানাভাব ও সংরক্ষণ সমস্যা	৩৬
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	৩৮
শোক সংবাদ	৪১
পরিষদ সংবাদ	৪২
গ্রন্থাগার সংবাদ	৪৭
বার্ষিক নির্ঘন্ট (বর্ষ ৫৬; বৈশাখ-চৈত্র, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ)	৫১

P-24

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা
- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা।
- **ড: আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ: ২য় সং। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।
- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অলোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২৫.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩২.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology. 1993.
  Rs. 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume:
  1998, Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত) • দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10.00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

• ৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০ •(পরিবেষক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র
বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ২ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহ: সম্পাদক : নির্মালা রায় জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৪

UNIVERSITY

সম্পাদকীয়

জনগ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের প্রতি বিশেষ যত্ন

জনগ্রন্থাগারের নীতি ও পরিসেবা পদ্ধতি ব্যবহারকারীদের সুবিধা ও প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা উচিত। জনগ্রন্থাগারের উন্নত পরিসেবা দেওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন গ্রন্থাগার তার ব্যবহারকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং ব্যবহারকারীদের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিসেবার উন্নয়ন করে। একথা অনস্বীকার্য যে ব্যবহারকারীরা সন্তুষ্ট হলে তাঁরাই জনগ্রন্থাগারের প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করেন। জনগ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের প্রতি বিশেষ যত্ন সম্পর্কে একটা নীতি থাকা উচিত। এই নীতি নির্ধারণের জন্য কতগুলি বিষয়ে বিবেচনা করতে হয়। সেগুলি মধ্যে কয়েকটি হল (ক) জনগ্রন্থাগারের ভাবমূর্তি নিরপেক্ষ হওয়া উচিত এবং এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হওয়া উচিত, (খ) এর কর্মীরা হবেন সৌজন্যবোধ সম্পন্ন, বন্ধুত্বপূর্ণ, শ্রদ্ধাবোধসম্পন্ন ও সহানুভূতিশীল; সবসময় সাহায্য করার মনোভাব থাকতে হবে কর্মীদের, (গ) ব্যবহারকারীদের যত্ন সম্পর্কে কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়, (ঘ) প্রতিবন্ধী ও সংখ্যালঘুগোষ্ঠীর ব্যবহারকারীদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করা উচিত যে সম্পর্কেও কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন, (ঙ) জনসংযোগের সময় কোন দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়, (চ) সৌজন্যবজায় রেখে, বন্ধুত্বপূর্ণভাবে ব্যবহারকারীদের তথ্য পরিবেশনের যোগ্যতা কর্মীদের থাকা উচিত, (ছ) বিজ্ঞাপন দেওয়া, বুলেটিন প্রকাশনা, ওয়েবসাইট তৈরি করা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, (জ) উন্নত গ্রন্থাগার পরিসেবার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা নিতে হবে এবং যথাযথ পরিসেবাও দিতে হবে, (ঝ) গ্রন্থাগার খোলা রাখার সময় ব্যবহারকারীদের সুবিধামত হওয়া প্রয়োজন, (ঞ) ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সূচী ব্যবহারের সুবিধা থাকা প্রয়োজন (ট) জনগ্রন্থাগারের পাঠ্যসামগ্রী পুনর্নবীকরণ (renewal) এবং আরক্ষণ (reservation)-এর সহজ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, (ঠ) ব্যবহারকারীরা তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর যাতে অল্প সময়ের মধ্যে পান তার ব্যবস্থা করা উচিত।

জনগ্রন্থাগারের পরিসেবা উন্নয়নে ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। ব্যবহারকারীদের কি ধরনের পরিসেবা প্রয়োজন তা জানাও বাঞ্ছনীয়। তাঁদের কোন অভিযোগ থাকলে সেগুলি বিশ্লেষণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে জনগ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের প্রতি বিশেষ যত্ন সম্পর্কে নীতি ও উন্নত পরিসেবা পদ্ধতি নির্ধারণে ব্যবহারকারীদের মতামত ও প্রস্তাব খুবই সাহায্য করে। এই নীতি ও পদ্ধতিই উন্নত গ্রন্থাগার পরিসেবার সহায়ক।

ডিউইকৃত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সাহিত্যের শ্রেণীবিভাজন : কিছু সীমাবদ্ধতা

বনশ্রী রায়

গ্রন্থাগারিক, এগরা সারদা-শশীভূষণ কলেজ, পূর্ব মেদিনীপুর

• **ভূমিকা**

আজকে তথ্য প্রযুক্তির যুগে অনেকে মনে করেন গ্রন্থাগারে বর্গীকরণের প্রয়োজন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা একটু অন্যরকম। তথ্য বিস্ফোরণকে সামাল দিতে গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের প্রবেশের সাথে সাথে বিভিন্ন সফ্‌টওয়ার প্যাকেজ আসছে গ্রন্থ তথা তথ্যের দ্রুত প্রকরণ এবং তথ্য বিভিন্ন অনুসন্ধানীদের কাছে যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এই প্রকরণের কাজে সাহায্য করার জন্য দরকার বর্গীকরণ তালিকার। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডিউই দশমিক বর্গীকরণ সংক্ষেপে ডিডিসির ২০তম সংস্করণটির 'Electronic Dewey' সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই বৈদ্যুতিন (Electronic) মাধ্যমে প্রকাশিত ডিডিসির সাহায্যে ওয়েব ডিউই দ্বারা তথ্য সরবরাহ দ্রুত করা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে পৃথিবীতে গ্রন্থবর্গীকরণ করার জন্য যে সমস্ত বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তার মধ্যে ডিউই দশমিক বর্গীকরণ তালিকাটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

• **ডিউই দশমিক বর্গীকরণের প্রবর্তন**

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রচলিত যেমন, ডিউই দশমিক বর্গীকরণ, সার্ব দশমিক বর্গীকরণ, কোলন বর্গীকরণ, লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস বর্গীকরণ ইত্যাদি। এর মধ্যে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হল মেলভিল লুইস কোস্যাথ ডিউই (১৮৫১-১৯৩১) কর্তৃক উদ্ভাবিত দশমিক বর্গীকরণ (Dewey Decimal Classification)। এই বর্গীকরণ তালিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর উদ্ভাবিত বর্গীকরণ বিশ্বের সর্বপ্রথম আধুনিক বর্গীকরণ পদ্ধতি হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত। 'ডিউই দশমিক বর্গীকরণ'-এর ২২ তম সংস্করণের সম্পাদকের ভূমিকাতে উল্লেখিত হয়েছে এই বর্গীকরণ পদ্ধতিটি পৃথিবীর ১০৫টির বেশী দেশে ব্যবহৃত হয় এবং ৩০টিরও বেশী ভাষাতে অনূদিত হয়েছে। ভারতেও হিন্দি ভাষায় এই বর্গীকরণ অনুবাদ হয়েছে। ডিউই দশমিক বর্গীকরণকে অধিক প্রচলিত বর্গীকরণ পদ্ধতি বলা যায় যা পৃথিবীর ১০৫টিরও বেশী দেশে প্রায় ২০,০০০ গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়। ভারতে ডিউই পদ্ধতির প্রথম প্রচলন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে হয় এবং বর্তমানে ভারতের অধিকাংশ গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিউই দশমিক বর্গীকরণ বা ডিডিসির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এর আখ্যা ছিল 'A classification and subject index for cataloguing and arranging the books and pamphlets of a library'। যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত করে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিউই-এর দশমিক বর্গীকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের আখ্যা ছিল 'Decimal Classification and Relative Index' এবং এই নামকরণ পরবর্তী ৫৭ বছর ধরে ১৪তম সংস্করণ পর্যন্ত রাখা হয়েছিল। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ডিডিসির ১৫তম সংস্করণ তাঁর সংখ্যার সম্পূর্ণতা (Integrity of numbers) নিয়ে প্রকাশিত হল। এই সংস্করণ থেকেই ডিডিসির আখ্যা হল 'Dewey Decimal Classification and Relative Index'। এরপর বেঞ্জামিন কাস্টারের সুযোগ্য সম্পাদনায় ডিডিসির ১৬তম সংস্করণ প্রকাশিত হল এবং এই সংস্করণকে ডিডিসির প্রথম নবীকৃত তালিকা (Phoenix Schedule) বলা যেতে পারে। পরবর্তী ১৭ ও ১৮তম সংস্করণে কাস্টার প্রয়োজনমতো পরিবর্তন ও সংশোধন করে গেছেন এবং ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির সমুদয় সংশোধন ও সংযোজন করে সুসংহতরূপে ১৯তম সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইতে ফরেস্ট প্রেসের স্বত্ব OCLC (Online Computer Library Centre) ক্রয় করেন এবং কিছু বাহ্যিক ও কিছু আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও সংশোধন করে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জে পি কোমারোমির সম্পাদনায় চারটি খণ্ডে ডিডিসির ২০তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে ডিডিসির ২০তম সংস্করণের সঙ্গে বৈদ্যুতিন মাধ্যম CD-ROM-এ 'Electronic Dewey' নামে প্রথম সংযোজিত হয়। ২১তম ডিউই দশমিক বর্গীকরণের মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম একইসঙ্গে ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। এই

বৈদ্যুতিন ডিউই বর্গীকরণ করার জন্য বিষয়ের তালিকা হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। আবার ডিউই-এর ওয়েব সংস্করণের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট-এ ডিডিসির কম্প্যুটার প্রত্যক্ষ সারসংক্ষেপ (Online Summary) হিসাবে প্রথম ৩টি সংখ্যা দেওয়া আছে। তাছাড়া গ্রন্থাদির স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্গীকরণ করার জন্য 'Web Dewey' প্রস্তুত করার একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যেখানে গ্রন্থবর্গীকরণের জন্য চার ধরনের বর্গসংখ্যা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে থেকে গ্রন্থাগারিক সঠিক সংখ্যাটি নির্বাচন করতে পারবেন গ্রন্থের বর্গসংখ্যার জন্য।

- **ডিউই দশমিক বর্গীকরণের গঠন**

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রায়-নিরূপক বর্গীকরণ (Almost-Enumerative Classification) অর্থাৎ, একটি প্রধান তালিকায় বিভিন্ন মূল বিষয়, যৌগিক তথা জটিল সর্বপ্রকারের বিষয়, তাদের ব্যাপকতা অনুযায়ী বর্গে-উপবর্গের সম্পর্কে নিরূপিত বর্গসংখ্যা সমেত বিন্যস্ত হয়েছে। আবার অনেক যৌগিক ও জটিল বিষয়ের বর্গসংখ্যা তৈরী করে নেবার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। ডিডিসির প্রথম সংস্করণ ছিল ৪২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা বিশেষ। এর প্রথম ১২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ছিল ভূমিকা, পরের ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্গীকরণ-তালিকা এবং শেষ ১৮ পৃষ্ঠা সম্পর্ক-সূচক নির্ঘণ্ট (Relative Index) তালিকায় ১০০০টি বিষয়বর্গ বিন্যস্ত ছিল, তার মধ্যে ১০টি মূল বিষয়, বাকিগুলি মূলবিষয়ের বিভাজন। ডিউই এই ১০টি মূল বিষয় বিন্যাসে ডব্লু টি হ্যারিসকে অনুসরণ করেছেন। ডব্লু টি হ্যারিসের বিষয় বিন্যাসে আবার দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন-এর চিন্তাধারা প্রভাবিত। বেকন জ্ঞানের বর্গীকরণ করেন তিনটি মূল বর্গে - ইতিহাসগত জ্ঞান, কল্পনাগত জ্ঞান ও দর্শনগত জ্ঞান। হ্যারিস বেকনের পথই অনুসরণ করেছেন কিন্তু তিনি বিন্যাসটিকে উল্টে দিয়েছেন, যাকে বলা হয় 'Reverted Becon'। ডিউই হ্যারিসের বিন্যাস গ্রহণ করে সাধারণ বা বিবিধ বিষয়কে প্রথম স্থান দিয়ে জ্ঞান রাজ্যকে দশটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করেন। ডিউই পদ্ধতির প্রধান বিশেষত্ব হল, এর দশমিক ভিত্তি-দশমিক সংখ্যার পরিসরে প্রত্যেক বিষয়ের বিভাজন। এই দশমিক ভিত্তির জন্যই ডিউই দশমিক বর্গীকরণে প্রধান বা মূলবর্গের সংখ্যা হল মাত্র দশটি। এই দশটি মূল বা প্রধান বর্গ আবার প্রত্যেকটি দশটি বর্গ সংখ্যায় বিভাজিত এবং প্রত্যেকটি বর্গসংখ্যা পুনরায় দশটি সংখ্যায় বিভাজিত হয়েছে। ডিডিসির এই মূল বিষয় বিন্যাসে সাহিত্য হল একটি মূল বিষয়।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যের সংখ্যা কম নয়। ডিউই বর্গীকরণ তালিকায় পাশ্চাত্যের প্রভাব বেশী। কিন্তু গ্রন্থের দেশগুলির ভাষার সংখ্যা কম নয় এবং এই সমস্ত ভাষায় রচিত সাহিত্যও অসংখ্য। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বিভিন্ন ভাষাভাষীর দেশ। কিন্তু ডিডিসি আমাদের দেশে প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থাগারিকরা, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিকরা, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন যে গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রহের মধ্যে সাহিত্যের গ্রন্থের সংখ্যা সর্বাধিক। সাধারণ গ্রন্থাগারের (Public Library) প্রধান সংগ্রহ সাহিত্যের গ্রন্থাবলী। তাছাড়া আছে সাহিত্যের উপর বিশেষ গ্রন্থাগার (Special Library)।

- **ডিউই দশমিক বর্গীকরণে সাহিত্যের বিভাজন**

ডিউই-এর মূল বিষয় বিন্যাসে সাহিত্যের বর্গসংখ্যা হল ৮০০। মূল বিষয় ৮০০, সাহিত্যের বিভাজনে বিষয় হিসাবে সাহিত্যের উপবিভাগগুলিকে রাখা হয়েছে ৮০১ থেকে ১০৯-এ। সাহিত্যের এই ৮০১-৮০৯ উপবিভাগগুলি বিশেষ কোনো ভাষার সাহিত্য নয়। ৮০১-৮০৯ বর্গসংখ্যাগুলি তিনটি প্রধান উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা,

৮০১-৮০৭ সাধারণ রূপ বিভাজন (Standard Subdivision)

৮০৮ সাহিত্য রচনার কৌশল বা শৈলী সম্পর্কিত আলোচনা (Rhetoric and collections of literary texts from more than two literature)

৮০৯ সাহিত্যের ইতিহাস তথা তুলনামূলক সাহিত্য (History, description, critical appraisal of more than two literature)

আবার ৮০১ থেকে ৮০৭ সাহিত্যের সাধারণ রূপ বিভাজনের উপবিভাগগুলি এইভাবে ভাগ করা হয়েছে।

৮০১ সাহিত্যের দর্শন ও তত্ত্ব

৮০২ সাহিত্যের বিবিধ রচনা

৮০৩ অভিধান, জ্ঞানকোষ

৮০৪ (বর্তমানে ব্যবহৃত নয়)

৮০৫ ধারাবাহিক প্রকাশনা/পত্রপত্রিকা

৮০৬ সংগঠন

৮০৭ পাঠ ও পাঠদান

আবার ৮১০ থেকে ৮৯০ হল বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য। এখানে ৮১০ থেকে ৮৮০ পর্যন্ত আমেরিকা তথা ইউরোপীয় সাহিত্যবর্গগুলির স্থান নিরূপিত হয়েছে। যথা, ৮১০-এর উপবিভাগে আছে ইংরেজী ভাষায় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকান সাহিত্য এবং হাওয়ালি ও সংযুক্ত দ্বীপপুঞ্জের ইংরেজী ভাষার সাহিত্যের বর্গসংখ্যাগুলি, ৮২০-৮৮০ নির্দেশ করে ইউরোপীয় ভাষার সাহিত্যের বিভাগ-উপবিভাগ এবং যে সমস্ত ভাষার সাহিত্য ৮১০-৮৮০ সাহিত্যবর্গে স্থান পায়নি তারা ৮৯০ উপবিভাগে স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ উপরোক্ত আমেরিকান ও ইউরোপীয় সাহিত্য ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত ভাষার সাহিত্যকে ৮৯০ উপবিভাজনের মধ্যেই রাখার প্রস্তাব হয়েছে।

ডিউই দশমিক বর্গীকরণে এই ৮২০-৮৯০ বিভাজন ভাষার জন্য নির্দিষ্ট মূল বিষয় ৪০০-এর অনুরূপ অর্থাৎ নির্দিষ্ট ভাষার সাহিত্যের বিভাজন ও উপবিভাজনে ৪০০ শ্রেণীর ভাষাগত বিভাজন ৪২০-৪৯০-এর চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চিহ্নের স্মৃতি-সহায়কতা গুণ ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ ডিডিসিতে সাহিত্যের বর্গীকরণ তালিকায় চিহ্নের স্মৃতি-সহায়কতা গুণ প্রকৃষ্টরূপে বর্তমান।

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রায়-নিরূপক বর্গীকরণ পদ্ধতি কিন্তু সাহিত্যের বর্গীকরণে ডিডিসি মুখাপ্রিত বর্গীকরণ (Faceted Classification) পদ্ধতির অনুরূপ। অর্থাৎ সাহিত্যের তিন পর্যায়ে তিনটি প্রভাগ (Facet) সৃষ্টি করেছে, যথাক্রমে

[ভাষা], [সাহিত্যরূপ], [সাহিত্যকাল]

কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত উল্লেখক্রম হল :

(১) সাহিত্য

(২) সাহিত্যের ভাষা

(৩) সাহিত্যের রূপ

(৪) সাহিত্যে কাল-সূচক সংখ্যা

(৫) বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সাহিত্যের বিষয়বস্তু

- সীমাবদ্ধতা

সাহিত্যের গ্রন্থগুলির শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনামা না থাকায় সাহিত্যের গ্রন্থগুলির যথাযথ বর্গীকরণ করা যায় না।

প্রথমতঃ ডিউই সারণীতে ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যিকেরা অনন্য কোনো বর্গসংখ্যার অধিকারী হতে পারেননি। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ইংরেজ নাট্যকার শেক্সপীয়র। তাঁকেই দেওয়া হয়েছে অনন্য সংখ্যা ৮২২.৩৩।

দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যের ইতিহাসে একই কালে অনেক সাহিত্যিকের উদ্ভব হয়েছে। ডিউই পদ্ধতিতে বর্গীকরণে সেই সমস্ত সাহিত্যিকদের গ্রন্থগুলির বর্গসংখ্যা একই। যেমন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত উপন্যাস গ্রন্থগুলির বর্গসংখ্যা ৮৯১.৪৩৪।

তৃতীয়তঃ ডিউই পদ্ধতিতে সাহিত্যের বর্গীকরণ হয়েছে রূপমাধ্যমের বিচারে। কাজেই নির্দিষ্ট কোনো লেখকের বিভিন্ন রূপ সাহিত্যের রচনা, বিভিন্ন বর্গসংখ্যা তৈরী করে। সেক্ষেত্রে, গ্রন্থাগারে কোনো নির্দিষ্ট লেখকের তাঁর রচিত বিভিন্ন রূপ সাহিত্যের রচনা সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির স্থান বিভিন্ন হয়। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ, নাটক 'রক্তকরবী' এবং উপন্যাস 'চার-অধ্যায়' এই গ্রন্থগুলির বর্গসংখ্যা যথাক্রমে। ৮৯১, ৪৪১, ৮৯১.৪৪২ এবং ৮৯১.৪৪৩। অতএব গ্রন্থাগারে গ্রন্থবিন্যাস বর্গসংখ্যা অনুযায়ী হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাগুলির স্থান বিভিন্ন হয়।

চতুর্থতঃ বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং ভাব-প্রতিপাদক বিস্তৃত উপবিভাগসমূহের স্থান সারণী ৩সি (Table 3-C)-এ আর-০৮ অর্থাৎ 'সংকলন'-এর তলায় আর -০৯ অর্থাৎ ইতিহাস ও সমালোচনা পর্বে। কিন্তু ৩এ সারণী (Table 3-A) অর্থাৎ একক লেখকের জন্য যে সাহিত্য রূপের সারণী দেওয়া হয়েছে ডিউই-এর ২২তম সংস্করণে সেখান থেকে সারণী ৩সিতে যাওয়ার কোনো নির্দেশ নেই; তাই একক লেখকের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা ভাব-প্রতিপাদক আনা যায় না। যেমন, সমরেশ বসুর গঙ্গা এই গ্রন্থটির বর্গসংখ্যা হল ৮৯১.৩৭১। এটি একটি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস। কিন্তু এখানে বিষয়বস্তু বর্গসংখ্যায় আনা যাচ্ছে না।

পঞ্চমতঃ কোনো লেখকের সাহিত্য রচনা এবং লেখক বিষয়ক রচনা কোনো সাহিত্য - এই দুটির মধ্যে ডিডিসিতে সাহিত্যের বর্গীকরণে কোনো পার্থক্য করা যায় না। এর ফলে এই দুইটি

বিষয়ের উপর একই বর্গসংখ্যা ব্যবহার করা হয়। যেমন বিদ্যাসাগরের দ্বারা রচিত গ্রন্থাবলী এবং বিদ্যাসাগরের উপর রচিত গ্রন্থাবলী। উভয় গ্রন্থেরই বর্গসংখ্যা হবে ৮৯১.৮৮৪। ফলতঃ ডিডিসিতে সাধারণ সময় সারণীর কোনো আলাদা তালিকা প্রস্তুত করা হয়নি। নির্দিষ্ট সাহিত্যের নিম্নে সাহিত্যের নির্দিষ্ট কালানুযায়ী তালিকা (Enumerated) লিপিবদ্ধ করা আছে। এর ফলে ডিডিসি বর্গীকরণ তালিকাটির আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে।

সর্বশেষে বলা যেতে পারে, যেহেতু সাহিত্য শ্রেণীবর্গটি ইউরোপীয় ভাষার দ্বারা প্রভাবিত তাই অন্যান্য সমস্ত ভাষার সাহিত্য স্থান পেয়েছে ৮৯০ বর্গসংখ্যায়। ফলে প্রাচ্যের সাহিত্যের গ্রন্থগুলির বর্গসংখ্যা ডিডিসিতে জটিল ও দীর্ঘ হয়ে পড়ে।

- **উপসংহার**

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির অধিক জনপ্রিয়তার কারণ এর সুচিন্তিত সংস্করণ নীতি এবং উচ্চগুণগত কলাকৌশল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশের পর থেকে ডিউই দশমিক বর্গীকরণের মূলনীতি ও কাঠামো বজায় রেখে ক্রমাগত পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এই সংস্করণের ফলে ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল জ্ঞানের সম্মুখীন হয়ে নিজেকে বর্তমান ও ব্যবহারিক করে রেখেছে।

ডিডিসির পেছনে আছে একটি সুগঠিত সম্পাদকীয় সংস্থা। এই সংস্থার কাজ ডিউই পদ্ধতিকে বর্তমান ও কালোপযোগী করে রাখা। তাই ডিডিসির নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও ব্যবহারের সুবিধার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী এর প্রচলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ডিডিসি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত বর্গীকরণ তালিকা। এর আরবিক চিহ্ন (Arabic Numerals) এবং নিরূপক প্রকৃতি (Enumerative in nature) এই বর্গীকরণ তালিকাটির ব্যবহার সহজ করে দিয়েছে। বিশ্ব ডিউই পদ্ধতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব বেশী থাকায় বহু ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারে আমাদের দেশের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদির যথার্থ শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভবপর হয় না। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে তার সুদীর্ঘ গ্রন্থাগারিকতার অভিজ্ঞতা থেকে 'বাংলা দশমিক বর্গীকরণ' পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই বর্গীকরণ তালিকার সাহায্যে ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির উপর রচিত গ্রন্থসমূহের বর্গীকরণ করা যায়।

- **সহায়িকা গ্রন্থপঞ্জি**

১। আদিত্য ওহদেদার। গ্রন্থবর্গীকরণ। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৯৯৭। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা।

২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ : দশমিক প্রথায় বাংলা গ্রন্থের বর্গীকরণ পদ্ধতি। ১৯৫৯। ওরিয়েন্ট বুক; কলিকাতা।

৩। বিমলকান্তি সেন, সত্যব্রত রায় এবং অশোক পোদ্দার। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষাকোষ : ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা।

৪। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক : সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। পরিবর্ধিত সংস্করণ। ১৯৮৩। ওরিয়েন্ট বুক; কলিকাতা।

৫। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। ওরিয়েন্ট বুক; কলিকাতা।

৬। DEWEY (M). Dewey Decimal Classification and Relative Index. Forest Press. New York;

যেখানে যাদের ধারা, পড়ছে তাদের ধারা

কাউকে হাসানোর, কাউকে কাঁদানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্তমান লেখকগণ।

যুক্তিবাদী সাময়িকপত্র

পত্রপাঠ

দাম: মাত্র ৮ টাকা

☎ 98300 52182
92315 59717

১০ বে. কার্ণ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

বাতিল বইয়ের স্থানাভাব ও সংরক্ষণ সমস্যা

সুবল কুমার বাকুই
গ্রন্থাগারিক, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ

মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সাধারণত মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম (Curriculum) রূপায়ণে সাহায্য করে। উচ্চশিক্ষার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করতে মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাত্র-ছাত্রীদের মনে উচ্চশিক্ষার প্রতি আকর্ষণ এবং প্রেরণার, উৎসাহদাতার কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গের মহাবিদ্যালয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশিত পাঠ্যক্রম বা শিক্ষাক্রম রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই ভূমিকা পালন করতে গেলে প্রথমেই দরকার একটি পরিপূর্ণ কার্যকরী গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারে মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত পাঠ্যপুস্তক (Text Books), সহায়ক গ্রন্থ (Reference Books) এবং উচ্চমানের গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক এবং গভীর ধারণা সৃষ্টির জন্য গবেষণামূলক গ্রন্থ (Research Oriented Books) এবং সহায়ক গ্রন্থের গুরুত্ব অনেক বেশী। এই কারণে বিভিন্ন মানের গ্রন্থ মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করা কর্তব্য।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক মহাবিদ্যালয় আছে যারা অর্দ্ধশতাব্দী বা তার বেশী সময় অতিক্রম করেছে। সেইসব মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারও প্রায় অনুরূপ সময় অতিক্রম করে চলেছে। তাদের গ্রন্থাগারের একটা বড় সমস্যা হল বাতিল বইয়ের (Weeded Books) স্থানাভাব ও সংরক্ষণ সমস্যা। প্রথমেই আমি আলোচনা করছি বাতিল বই (Weeded Books) কাকে বলে? "গ্রন্থাগারে বই বাতিল করা বা ছাঁটাই করা। যে সকল বই আর কাজে লাগছে না সেই সকল বই পুস্তক মঞ্চ (Book Shelf) থেকে বার করে নিয়ে বাতিল করা হয়। যখন এ ধরনের বইগুলিকে আলাদা করে রাখা হয় তখন বলা হয় Pseudo-Weeding"। Harrod's Librarians Glossary - "Discharging from stock books which it is considered are of no further use in the Library".

Encyclopadia of Information & Library Science – "The practice of discarding to transferring to storage superfluous copies, rarely used books, and material no longer of use". গ্রন্থাগারে আজ যে বই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কয়েক বছর পরে তা অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এই অপ্রয়োজনীয়তা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের কাছে একটা বড় সমস্যা। কি কি কারণে বই বাতিল হয় এবার বলার চেষ্টা করছি। প্রথম এবং প্রধান কারণ পাঠ্যক্রম পরিবর্তন (Syllabus Change)। বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে আধুনিক বিষয়, যুগোপযোগী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গ্রন্থাগারে পুরানো পাঠ্যক্রমের বইগুলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে এখানে বলতে পারি কিছু কিছু বই এর সংস্করণ (Edition) পরিবর্তনের ফলে নতুন সংস্করণের বই এর চাহিদা বাড়তে থাকে, পুরোনো সংস্করণ ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে। তৃতীয়তঃ বেশ কিছু বেশী ব্যবহৃত বইয়ের এমন অবস্থা হয় যে সেগুলিকে বাতিল করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও আছে কোন কোন বইয়ের পাতা কেটে নেওয়া, অনেক সময় জলবায়ুর কারণেও কিছু বই ন্যাৎসেতে হয়ে যায়। সেগুলিকে আর ব্যবহার করা যায় না। কিছু কিছু কলেজের ক্ষেত্রে Pre-University পাঠ্যক্রমের বই গ্রন্থাগারের স্থানাভাবকে বাড়িয়ে চলেছে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার নির্দিষ্ট জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের প্রবক্তা শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন তাঁর পঞ্চম সূত্রে বলেছেন "Library is a growing organism" অর্থাৎ গ্রন্থাগার ক্রমবর্ধমান জীবদেহের অনুরূপ। বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলির জায়গা সীমিত। তাই কোন না কোন সময় গ্রন্থাগারে জায়গার অভাব অনিবার্য। বাতিল বইগুলির জন্য নতুন বইগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা দেওয়া যায় না। বছরের পর বছর ধরে কিছু কিছু বই গ্রন্থাগারে জায়গা দখল করে রাখছে অথচ সেগুলিকে কোনভাবে সরানো যাচ্ছে না। আমার এখানে প্রশ্ন সত্যিই কোনভাবে গ্রন্থাগার থেকে বইগুলি বাদ দেওয়া যায়? যদি যায় তাহলে কিভাবে? আবার একেবারে বাদ দিলে কলেজে প্রকৃতপক্ষে বইয়ের সংখ্যা কমে

যাবে। গ্রন্থাগারে কর্মী সংখ্যার যে (Staff Pattern) ফরমুলা আছে তা বিঘ্নিত হবে। তাছাড়া বাতিল বই থেকে কোন গবেষক যদি কোন কাজ করতে চান তাহলে তিনি তা পাবেন না। সবদিক থেকে সমস্যা। এর থেকে উত্তরণের উপায় কি?

পশ্চিমবঙ্গের বেশীরভাগ মহাবিদ্যালয় থেকে ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে গ্রন্থাগারগুলিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক একেবারে বাতিলযোগ্য। তবে উক্ত বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তর একটি আদেশনামা জারি করেছেন যে কলেজগুলি তাদের উক্ত শ্রেণীর বইগুলি কোন একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীভুক্ত স্কুল গুলিকে যেন দান করেন। আমার জানা দক্ষিণ কলকাতার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজ নির্দেশনামা জারির পূর্বে বছরে শিক্ষক দিবসের দিন ঐ কাজ করেছেন। এটা অবশ্যই একটা সমাধানের পথ। দান করেও সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হবে না, কারণ কিছু বই আছে যেগুলি দানেরও অযোগ্য; সেইগুলিকে বাধ্য হয়েই রাখতে হয়।

বাতিল বই জমতে জমতে পাহাড়-প্রমাণ আকার ধারণ করে। জায়গা দখল করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য আরও একটি প্রকট সমস্যা দেখা দেয়; সেটা হল সংরক্ষণ। সংরক্ষণ শব্দটি আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি বাতিল বইয়ের ক্ষেত্রে সেই অর্থে সংরক্ষণ হয় না। কলেজ গ্রন্থাগারসমূহে বইপত্র যথাযথভাবে রক্ষাবেক্ষণ করতে হলে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য নিয়মিতভাবে ঝাড়পোঁছ করা; আমাদের দেশে এই জিনিসটি ঠিকমত না করতে পারলে সব গ্রন্থাগারের পক্ষেই বিপদ। আমাদের দেশের ছোটবড় গ্রন্থাগারসমূহে নিত্য নৈমিত্তিক ঝাড়পোঁছ সম্ভব নয়। কারণ প্রয়োজনীয় অর্থ নাই। দ্বিতীয়তঃ কর্মীর অভাব। কলেজ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বছরে তিন থেকে চার বার ধূলো-মুক্ত করা দরকার। সে ও হয় না। কিন্তু বর্তমানে ব্যবস্থা যাই হোক গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশের আবহাওয়ায় এবং নোংরা, স্যাঁতসেঁতে, ধূলাবালি ও মাকড়সার জাল ইত্যাদিতে, উই আর ইঁদুর ছাড়াও ছোট ছোট মাছপোকা, আরশোলা বা তেলাপোকা বা ঐ জাতীয় ছোট ছোট নানান পোকায় বইয়ের যা ক্ষতি করে তা অপূরণীয়। আমাদের কলেজ গ্রন্থাগারে বাতিল বইগুলি এমন জায়গায় রাখা হয় সেখানে রোদ কোনদিন পৌঁছায় না বা যথেষ্ট পরিমাণ আলো-হাওয়া নেই। সাধারণত ড্যাম্প থেকে পোকামাকড় বেশী জন্মায়। ড্যাম্পের একটিমাত্র প্রতিষেধক হল - ভাল হাওয়া চলাচল ও সূর্যকিরণ। বইপত্র মাঝে মাঝে কিছু সময়ের জন্য রোদে দিলে ভালো হয়। বেশী রোদ দেওয়া আবার ক্ষতিকরও বটে।

ধূলো, বালি, পোকা মাকড় ও অপরিচ্ছন্নতার সমস্যা যে পরিমাণে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিকদের চিন্তিত করে তোলে, বিদেশের গ্রন্থাগারিকদের কাছে সে পরিমাণ ভাবনার ব্যাপার বলে মনে হয় না। সামান্য অমনোযোগিতায় পোকামাকড় ও উই, ইঁদুর আমাদের গ্রন্থাগার যেরূপ নষ্ট করে বিদেশে তা করতে পারে না।

Reference Books :

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান / রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, দি ওয়ার্ল্ড প্রেস, ১৯৬৩

International Encyclopaedia of Information & Library Science / Routledge, 1997

With Best Compliments from :-

Gutenberg's

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

58, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার দাবীতে জনসভা (১৯৬৫)

১৯৬৫ সালের ৪ এপ্রিল ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত সভায় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার দাবী জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। সভাপতিত্ব করেন যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু।

পরিষদের সহ-সভাপতি প্রমীলচন্দ্র বসু বলেন বৃত্তি ও মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই সভা আহবান করা হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী অবহেলিত হচ্ছে। এরফলে কর্মীরা ক্রমশঃই হতাশ হয়ে পড়ছেন, এবং এই কারণেই জনসাধারণকে তাঁদের অবস্থাটা জানাবার জন্য আজ এই সভা আহবান করা হয়েছে। ১৯৫২/৫৩ সালের দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে আজকের দ্রব্যমূল্যের তুলনা সঙ্গে বিচার করে আমরা দেখতে পাব শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সরকার পরিচালিত জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে কোন বৃদ্ধি হয়নি এমনকি কোন বেতনক্রমও চালু করা হয়নি। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে এই সময়ের মধ্যে কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে কিছুই হয়নি এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি থাকতে পারে?

গ্রন্থাগারিকরা যদিও সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করতে আসেন তবু তাঁরা সন্ন্যাসী নন। তাঁদেরও সংসার আছে, আত্মীয় স্বজন ও পরিজন আছে; তাঁদের কথা চিন্তা করে বিচার না করলে খুবই অন্যায় হবে।

সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার এই যে এদের উপযুক্ত দাবীকে কেউ অস্বীকার করছেন না, কিন্তু প্রতিকারের কোন চেষ্টাও করা হচ্ছে না। এরপর আসছে বিশ্ববিদ্যালয় মজুরি কমিশনের কথা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃদ্ধি ও মর্যাদার জন্য এই কমিশন যে সুপারিশ করেছেন তাও এখনো কার্যকরী হয়নি। ১৯৬১ সালে ইউ জি সি এই সুপারিশ করেছেন এবং অন্যান্য রাজ্যে এই সুপারিশ চালু হয়ে গিয়েছে। শুধু বাংলাদেশেই এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে, গত চার বৎসরের মধ্যেও এ বিষয়ে কোন কিছুই ব্যবস্থা হল না এটাও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। অনেক সময়ে অর্থের অভাবে ইউ জি সি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না বলে অজুহাত দেখানো হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় সদিচ্ছার ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকলে কোন কাজই অর্থের জন্য আটকে থাকে না। যদি সুদৃঢ় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয় তাহলে কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার দিকে নজর দিতে হবে। এদের সন্তুষ্ট করতে না পারলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কোনমতেই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পে কমিশনের সুপারিশ ও গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে সুবিচার করেন নি। কলেজ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে মহার্ঘ ভাতার ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের চেয়ে পৃথক করে হচ্ছে, এটাও খুব যুক্তিযুক্ত কাজ হচ্ছে না। আজকের এই জনসভায় উপস্থিত জনসাধারণের কাছে তাই আমাদের অনুরোধ তাঁরা এই বেতন ও মর্যাদার বিষয় যেন সহানুভূতি সঙ্গে বিচার করে দেখেন।

নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, MLA, MLC ও MP দের বেতন বেড়ে গেল, শুধু গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেই অর্থের অভাব দেখা দিল। আমাদের প্রত্যেকেরই অর্থের প্রয়োজন আছে। আমাদের এই দাবীকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে দেখা উচিত।

কলেজ গ্রন্থাগারিক পরিষদের পক্ষ থেকে হরেকৃষ্ণ দত্ত বলেন, পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের কোন স্বাধীনতাই দেওয়া হয় না। ফলে নানা অসুবিধা দেখা দেয়। এছাড়া শিক্ষকদের যে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয় গ্রন্থাগারিকদের তাও দেওয়া হয়না। এটা আমাদের খুবই অযৌক্তিক বলে মনে হয়। সুতরাং এর আশু প্রতিকার প্রয়োজন।

জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের পক্ষ থেকে সরোজ হাজরা বলেন, জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের অনেকদিন নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করতে হচ্ছে, অন্যান্য সরকারী কর্মীচারীদের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কিছু বেতন বৃদ্ধি ও মহার্ঘ ভাতা দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। বছরের পর বছর নির্দিষ্ট বেতনে আমাদের কাজ করে যেতে হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট বেতনক্রমে ও মহার্ঘভাতার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতির প্রয়োজন।

উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের অধ্যাপক সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, শিক্ষার ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকার

বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ভাগ করে প্রচার করতে পারেন বেতন ও পদমর্যাদা বিষয়ক আন্দোলন সহজ ও সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠবে। হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য বলেন, আমাকে কোন রকম ভাতা দেওয়া হচ্ছে না, কোন বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে না। মেডিক্যাল রিলিফ আমরা পাচ্ছি না এবং শিক্ষকদের মত আমাদের বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। এর অও প্রতিকার আবশ্যক।

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন পলিটেকনিকের গ্রন্থাগারিক মদনমোহন প্রধান বলেন পলিটেকনিকের গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও কর্তব্য কম নয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এঁদের বেতন ও পদমর্যাদার দিকে মোটেই নজর দিচ্ছেন না। এঁরা এখনো ১৭৫-৩৫০ টাকা বেতন পাচ্ছেন। পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের পলিটেকনিক শিক্ষকদের মত বেতন ও সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত।

আনন্দবাজার প্রত্রিকার প্রতিনিধি পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আজকের সভায় আরও বেশী জনসমাবেশ হবে আশা করেছিলাম, আপনাদের দাবী আদায় করতে হলে আরও সংঘবদ্ধ হতে হবে, আরও সোচ্চার হতে হবে। জাতীয় জরুরী অবস্থায় গ্রন্থাগার প্রসারের পরিকল্পনা ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় এটা যুক্তিযুক্ত হয়নি। মানুষ যদি সত্যিকারের শিক্ষিত না হয় তাহলে সামরিক শিক্ষা কোন কাজেই লাগবেনা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্রন্থাগার গড়ে তোলার শিক্ষা শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকরা যদি উপযুক্ত কোন ও মর্যাদা না পান তাহলে ভবিষ্যতে এই বৃত্তি গ্রহণ করতে কেউ আসবে না। ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলন ব্যাহত হবে।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছে সক্রিয় আন্দোলন না করলে সরকারের কাছ থেকে কোন দাবী আদায় করা যায় না। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যার সমাধান হবার আশা খুবই কম।

শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনাথবন্ধু দত্ত গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

সভাপতি দক্ষিণারঞ্জন বসু তাঁর ভাষণে বলেন, লোকান্তরিত শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর মৃত্যুর পর এ বিষয়ে আর কেউ আগ্রহ দেখান নি। প্রমীলবাবু বলেছেন, গ্রন্থাগারিকরা নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। তাঁরা আন্দোলনের মধ্যে সহজে যেতে চান না। শিক্ষকরা বোধহয় আরো নিরীহ ছিলেন, সংবাদিকরাও কম নিরীহ নন, কিন্তু তবুও তাঁদের দাবী আদায় করতে ট্রেড ইউনিয়নের পথে অগ্রসর হতে হয়েছে। যে পরিকল্পনা সরকার করেছেন তাকে রূপায়িত করতে হলে কর্মীদের সমস্যার সমাধান করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যদি এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন তাহলে আন্দোলন করা ছাড়া উপায় নেই। প্রয়োজন হলে ট্রেড ইউনিয়নের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। গ্রন্থাগারিকগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত আছেন। আমাদের দেশে এই অবস্থার ব্যতিক্রম কেন ঘটবে? এই ব্যতিক্রম অত্যন্ত অপমানজনক। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছাড়া আপনাদের সমস্যার সমাধান হবে না। আপনারা তার জন্য প্রস্তুত হন। প্রবীর রায়চৌধুরী নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করতে গিয়ে বলেন, বহুদিন ধরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা নিয়ে সংগ্রাম করে আসছেন। আজ এই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করে যেতে পারি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করতে পারব। প্রস্তাবগুলি বাণী বসু সমর্থন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে প্রস্তাবটি ছিল—

" এই সভা মনে করে, এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারের উচিত অবিলম্বে গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য বেতনক্রম চালু করা, মহার্ঘভাতা ও অন্যান্য ভাতা দেওয়া এবং শিক্ষকেরা সাধারণতঃ যে সব সুবিধে পাইয়া থাকেন সেইসব সুবিধা দেওয়া"

২। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে প্রস্তাব—

" এই সভা দুঃখের সহিত লক্ষ করিতেছে যে অন্যান্য রাজ্যে ইউ জি সি-র সুপারিশ কার্যকরী হইলেও পশ্চিমবঙ্গে আজও রূপায়িত হয় নাই। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতে মজুরী কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা সম্ভব হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরেও গ্রন্থাগারিকদের জন্য অনেক কম ব্যয়সাধ্য এই সুপারিশ আজও গৃহীত হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হইয়া গেলে মজুরী কমিশনের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহৃত হইতে পারে এই আশঙ্কায় গ্রন্থাগার কর্মীরা হতাশা ও উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছেন। সুতরাং এই সভা বিশ্ববিদ্যালয় মজুরী কমিশনের সুপারিশ তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে কার্যকর করার জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের সনির্বন্ধ

অনুরোধ করিতেছে।

৩। শিক্ষকদের ন্যায় মহার্ঘ ভাতা দান সম্পর্কে প্রস্তাব

" এই সভা মনে করে গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষকদের অনুরূপ দায়িত্ব ও মর্যাদা আজ পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি পশ্চিমবঙ্গে স্কুল কলেজের গ্রন্থাগার কর্মীরা শিক্ষকদের অনুরূপ মহার্ঘ ভাতা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। গ্রন্থাগার শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও এবং ইহার সংগঠনের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকৃত হইলেও শিক্ষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভা, শিক্ষক পরিষদে আজও গ্রন্থাগারিকদের কোথাও সভ্যপদ দেওয়া হয় নাই। এই সভা এই দুই বিষয়েই প্রতিকারের জন্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছে।

৪। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে প্রস্তাব

" এই সভা মনে করে যে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে তাহাতে প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন ও পদমর্যাদা দানপূর্বক একজন করিয়া সর্ব সময়ের জন্য পৃথক গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। এমন কি সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে আজও এইরূপ গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হয় নাই। এই সভা সরকারের ও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছে"।

গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা (জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ডে-স্টুডেন্টস হোম):বেতন ও মর্যাদার দাবীতে সম্মেলন

১৯৬৫র ১৩ ও ১৪ এপ্রিল কলকাতার ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং ডে স্টুডেন্টস হোম কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার দাবীতে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন হরেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বর্তমানে দৈনিক বসুমতীতে কর্মরত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রথম দিনের অধিবেশনে শ্রী মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, স্বাধীনতার পর সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়নে কিছু কাজ করেছেন। দেশে অনেক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু লাইব্রেরি শুধু সাজিয়ে রাখলেই চলে না। সত্যিকারের শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী চাই। আর শিক্ষিত গ্রন্থাগারকর্মীরা যদি উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা না পান তাহলে গ্রন্থাগারের উন্নতি হওয়া কষ্টকর। গ্রন্থাগার কর্মীদেরও শিক্ষকের মতো বেতন ও মর্যাদা দেওয়া উচিত। সরকারের এ বিষয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করা উচিত।

হুগলি জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক অনিল দত্ত বলেন, গ্রন্থাগার আন্দোলন আমরা যাতে ভালভাবে গড়ে তুলতে পারি সেদিক নজর দিতে হবে। আমাদের বেতন ও মর্যাদার প্রশ্নটির আশু সমাধান প্রয়োজন; এ জন্য আমরা এ সম্মেলন ডেকেছি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সারা বাংলার গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা নিয়ে সবসময়েই চিন্তা করেন। সরকারের সঙ্গে পরিষদের তথা গ্রন্থাগারিকদের কোন বিরোধ নেই। তবে গনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারকে প্রত্যেকেরই অভাব অভিযোগ জানানোর অধিকার আছে। আমাদের এই ন্যায্য দাবী সকলে স্বীকার করেন। কিন্তু এর প্রতিকার হচ্ছে না। স্পনসর্ড প্রথা তুলে দিয়ে সরাসরি সরকারী লাইব্রেরি হবার দাবী করলে তারা সরকারী কর্মচারীদের মতো সবরকম সুবিধা নিশ্চয় পাবেন।

শান্তিময় ভট্টাচার্য্য বলেন, পশ্চিম বাংলা সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে এসেছি। আলাপ আলোচনার পথে সমস্যার সমাধান না হলে জাতির স্বার্থের জন্যই আন্দোলনের পথে নামতে হয়। সরকারী কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে সবসময়ই আপনাদের পাশে থাকব।

ডে স্টুডেন্টস হোমের পক্ষ থেকে রণজিত্র সেন বলেন পঃ বঃ সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে স্টুডেন্টস ডে হোমের কর্মচারীদের যুক্ত করা হয়েছে। এক একটা ডে-স্টুডেন্টস হোমে ২৫০ থেকে ৩০০ ছাত্র পড়াশুনা করেন, তাই ডে-স্টুডেন্টস হোমের কর্মীদের অবস্থা অনেকটা জেলা গ্রন্থাগারের কর্মীদের মতো। এখানে কোন বেতনক্রম নেই, সার্ভিস রুল নেই, কোন ভাতা নেই এবং চাকুরীর কোন স্থায়িত্ব নেই। বছর বছর নিয়োগপত্র দেয় এমন স্টুডেন্টস হোমের কথাও জানি । এর ফলে কর্মীদের মনে কি অবস্থার সৃষ্টি হয় সেটা সকলেই অনুমান করতে পারেন। আমরা যদি জেলা ও গ্রামীন গ্রন্থাগারের সঙ্গে মিলে একসঙ্গে কাজ করতে পারি তাহলে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে।

নির্মলেন্দু বন্দোপাধ্যায় (গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক) বলেন, সরকার বলেছেন, অর্থ নেই। কিন্তু একথা বললে চলবে কেন? এতদিন ধরে যে আমরা নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করছি এটা কি সরকারের পক্ষে গৌরবের কাজ হচ্ছে? বঙ্গীয় গ্রন্থাগারে পরিষদের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী হওয়া সত্বেও আমাদের এই দুর্দশা কলঙ্কজনক।

সম্মেলনের সভাপতি হরেন্দ্র মজুমদার বলেন, আপনাদের সমস্যা সম্পর্কে আমি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হিসেবে অনেক কিছুই জানি। আমাদের সংঘবদ্ধ হয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা

অনুযায়ী অগ্রসর হতে হবে। আমরা মনে হয়, লাইব্রেরি সংক্রান্ত একটা আইন হওয়া উচিত । এই আইন প্রণয়ন করা হলে সরকারের দায়িত্ব এসে যাবে। এইসব অ্যাসোসিয়েশনকে সরকারের আওতায় আনতে হবে এবং স্টাটিউটরি বডিতে রূপান্তরিত করতে হবে। তাহলে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পঃ বঃ সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সারা দেশ যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন তার প্রশংসা না করে উপায়ে নেই। বাংলা দেশে গ্রন্থাগারে কর্মীদের জন্য যত দিন না পর্যন্ত পে-স্কেল, সার্ভিস রুল তৈরী হচ্ছে ততদিন গ্রন্থাগারের বিশেষ উন্নতি সম্ভব নয়। সরকারের এ বিষয়টিকে জাতীয়করণ করা উচিত ।

সরোজগোপাল হাজরা সম্মেলনের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরের দিন ১৪ই এপ্রিল নির্বাচনের অনুষ্ঠান করে কমিটি গঠিত হয় এবং কতগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরিষদের ৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৯৬৫

১৯৬৫র ১১ জুলাই কলেজ স্কোয়ারস্থিত মহাবোধি সোসাইটি হলে প্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ও বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি ও কর্মসচিব নির্বাচিত হন। (ক্রমশঃ)

শোক সংবাদ

দীপক কুমার নাগ

গত ২২ শে এপ্রিল, ২০০৭ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ স্পেসাল লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার (ইয়াসলিক)-এর সাধারণ সম্পাদক ও কলকাতার জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার গ্রন্থাগারিক শ্রী দীপক কুমার নাগের জীবনাবসান ঘটে। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমরা মর্মাহত। তাঁর সক্রিয় ও যোগ্য নেতৃত্বে ইয়াসলিকের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। রাজ্য তথা সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বল্পভাষী, অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নীরবকর্মী শ্রী নাগের প্রয়াণে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো। পরিষদ প্রয়াত নাগের শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

লীনা দাস

গত ২৩শে এপ্রিল,২০০৭ সোমবার, রাত্রি ১০টা ৩০মি, ন্যাশন্যাল অ্যাটলাস অ্যান্ড থিমোটিক ম্যাপিং অরগ্যানিজেশন (NATMO)-এর লাইব্রেরী ইনফরমেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রীমতী লীনা দাস-এর জীবনাবসান ঘটে । তিনি যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. লিব. ও ইনসডক থেকে বিশেষ ডিগ্রী অর্জন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ও দুই পুত্রকে রেখে গেছেন। শ্রীমতী দাসের প্রয়াণে পরিষদ মর্মাহত। পরিষদ প্রয়াত দাসের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

সৈকত ঘোষ

গত ১০ই মে, ২০০৭ রাজ্য কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রী সৈকত ঘোষ- এর জীবনবসান ঘটে। তিনি ঐ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার সহকারি ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে পরিষদ মর্মাহত । মর্মাহত পরিষদ প্রয়াত ঘোষের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

পরিষদ সংবাদ

৪৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, রবীন্দ্রসদন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

গৌতম বিশ্বাস চক্রবর্তী মঞ্চ; তাং ২৯.১২.০৬-৩১.১২.০৬

[গত ২৯-৩১ শে ডিসেম্বর, ২০০৬ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে অনুষ্ঠিত ৪৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিস্তারিত প্রতিবেদন স্থানাভাবের জন্য ধারাবাহিকভাবে বৈশাখ, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ (বর্ষ ৫৭, সংখ্যা-১) থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। গত সংখ্যায় ঐ সম্মেলনে অংগ্রহণকারীদের নাম প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় ও আগামী সংখ্যায় সম্মেলনের কার্যবিবরণী যথাক্রমে প্রকাশিত হল এবং হবে। **প্রতিবেদকরা হলেন বীথিবোস, পাপড়ি সেনগুপ্ত, ও গৌতম গোস্বামী — সম্পাদক**]

গত ২৯ শে ডিসেম্বর, ২০০৬ তারিখে বিকাল ৪ ঘটিকায় স্থানীয় রবীন্দ্রসদনে (গৌতম বিকাশ চক্রবর্তী মঞ্চ) ৪৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধনের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ গণনাট্য সংঘের, বহরমপুর শাখার সদস্যবৃন্দ উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সভার শুরুতে অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক শ্রীমদন মন্ডল বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ৪৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রচারের কাজে থাকাকালীন শ্রী গৌতম বিকাশ চক্রবর্তী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। স্বভাবতই এই মঞ্চের নাম রাখা হয়েছে "গৌতম বিকাশ চক্রবর্তী মঞ্চ"। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগত প্রতিনিধিদের অভিনন্দন ও নমস্কার জানাই। আপনারা এই সম্মেলনকে সুন্দর ও সফল করে তুলবেন এই আশারেখে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সাংসদ মইনুল হাসান। তিনি বলেন 'শ্রদ্ধেয় সভাপতি, গ্রন্থাগার মন্ত্রী তপন রায়, মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আগত প্রতিনিধি সকলকে অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় স্বাগত জানাচ্ছি। এই জেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। কৃষি প্রধান, এখানে সংখ্যালঘুরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। এই জেলাতে মধ্যবিত্তের অবস্থান ছিল। খাদ্য ভাব ছিল প্রচন্ড, শিক্ষার হার যদিও কম। কিন্তু ১৯৭৭ সালের পর থেকে এই জেলা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। যেখানে সম্মেলন হচ্ছে তার অনতিদূরে আছে কৃষ্ণনাথ কলেজ ও স্কুল। আজকের সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড: অমিয় বাগচি কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পর্যটনের দিক দিয়ে একটি গুরুত্ব পূর্ণ জেলা। অদূরেই হাজার দুয়ারী, শশাঙ্ক রাজাদের বাসস্থান, কাশিমবাজার, আর্মেনিয়ান কবরস্থান, গির্জা, বাগান। ক্ষুদ্রশিল্প, মাঝারী শিল্প আছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুষ্ঠ। আপনারা যাঁরা বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন আপনাদের সাহায্য, পরামর্শ আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে। আপনাদের নমস্কার জানিয়ে এবং আমাদের ভুলত্রুটি থাকলে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন পরিষদের কর্মসচিব শ্রী অনুপ কুমার সরকার। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন "৪৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের আলোচ্য বিষয় "গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্য সচেতনতা", ১৯৫৯ সালে যে ষোড়শ সম্মেলন এই বহরমপুর শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার বিষয় ছিল "গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন", এবারের আলোচনার বিষয়বস্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে কোন উৎপাদন ব্যবস্থায় তথ্যের প্রয়োজন এবং এতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীন। গ্রন্থাগারিককে বেশী করে তথ্য সচেতন হতে হবে। সুতরাং গ্রন্থাগারিককে তথ্যের প্রতি নজর রাখতে হবে, তথ্য সংগ্রহকরে বিন্যাস করতে হবে এবং যথাসময়ে তা সরবরাহ করতে হবে। গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক দায়িত্ব আছে। তাঁকে দেখতে হবে কোন তথ্য সমাজের উপকারে লাগে, কোন তথ্যে সমাজের অপকার হয় এবং সম্পদের হানি ঘটায়। তথ্য পরিবেষার ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাচ্ছে। পরিষদের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের উদ্বোধক রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সুদর্শন রায়চৌধুরী।

তিনি কিছুদিন আগে হুগলী জেলার একটি রাজনৈতিক দলের হলঘর উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন। সেই হলঘরে একটি গ্রন্থাগার আছে। সেই হলঘরটি ও গ্রন্থাগারের নামকরণ সেখানকার ক্ষেতমজুর আন্দোলনের নেতা মেথর রাইখান।

রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন গ্রন্থাগারে বাদ ও প্রতিবাদ পাশাপাশি থাকবে ঠিক তেমন মেথর রইখানের স্যুভিনিরে, প্রকাশিত ডায়েরীতেও একইভাবে কোন সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। সম্মেলনের বিষয়বস্তু তথ্যের প্রয়োজনীয়তা। অসংখ্য তথ্যের ঢেউ থেকে সঠিক তথ্যটি বেছে নিতে হবে যা আমাদের পরিবেশকে একটি পার্থিত লক্ষ্যে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে। যদিও তথ্যের বিকার থাকতেই পারে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে যে প্রশিক্ষণ দরকার তার বড় পথ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগারের সেইকথা 'বাদ প্রতিবাদ পাশাপাশি থাকবে।' আজকের দুনিয়ার বিরাট পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছে যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এই বিকাশ ও উন্নয়নের একটা সঙ্কীর্ণ দিক আছে। সেই সঙ্কীর্ণ দিকটা হচ্ছে এই বিকাশ বা উন্নয়ন শেষপর্যন্ত বেশীর ভাগ মানুষের জীবনের পক্ষে গিয়ে পৌঁছাতে পারেনি। এই সংকীর্ণতার মধ্যে আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে। আমাদের বিকাশ ও উন্নয়ন আমাদের করতে হবে। এই উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে যে লড়াই করতে হবে তারজন্য যাযা উপকরণ দরকার, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে "তথ্য"। এই তথ্য গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগান দেওয়া হচ্ছে। যদিও গ্রন্থাগারই একমাত্র মাধ্যম নয়। আমরা আমাদের রাজ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি তা হল ভূমিসংস্কার ও স্বায়ত্বশাসিত প্রশাসন। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের সময় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল গ্রন্থাগার পরিসেবা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে। আজ গ্রন্থাগারের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। গ্রন্থাগার ঘিরে যে একটা সচেতনতা তা কতটা করতে পারা গেছে তা নিয়ে একটা সংশয় থেকে যাচ্ছে। গ্রন্থাগার অনুকূলে মানসিকতা তৈরী করতে পারা গেছে কিনা তা একটা প্রশ্ন। সরকার যে কারণে ভূমিসংস্কার করেছে, সেই একই কারণে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ও গ্রন্থাগার করেছেন। দৃষ্টিভঙ্গী একটাই। কিভাবে গ্রামাঞ্চলের মানুষকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সাবলম্বী করে তুলতে পারা। এই উদ্দেশ্যেই এত গ্রন্থাগার তৈরী হয়েছে। এই সাফল্য ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, যে সচেতনতা গড়ে তোলার কথা ছিল তা আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। আমাদের পাড়ায় যে তিনটি লাইব্রেরী ছিল তার সদস্য করারজন্য ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে কে এই দায়িত্ব নেবে মানুষকে লাইব্রেরীমুখী করার। এলাকার কতজন ছেলেমেয়েকে আমরা গ্রন্থগারে পৌঁছে দিতে পারছি তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কত মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করেছেন। আমি আশা করি তিনদিন ধরে আপনাদের যে আলোচনা চলবে তাতে আর একটা জিনিসও যদি বিবেচনা করেন তা হল গ্রন্থাগারের প্রতি আমরা কত মানুষকে আকৃষ্ট করাতে পেরেছি তার একটা মূল্যায়ন করা। লাইব্রেরীগুলোতে লোক কম যাচ্ছে এবং লাইব্রেরী পরিচালন সমিতির নির্বাচন নিয়ে যে অনীহার হয়, তা দুশ্চিন্তার কারণ। লাইব্রেরী দখল করা না লাইব্রেরী পরিষেবা দেওয়া। এই ব্যাপারটাও সম্মেলনে খতিয়ে দেখবেন। পরিশেষে সম্মেলনের সাফল্য এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বলিষ্ঠ ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোক এই কামনা রেখে বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর **শ্রী তপন রায় (গ্রন্থাগার মন্ত্রী)** বক্তব্য রাখেন - আমাদের রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিষদের নাম সমান উচ্চারণে আসে। রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি একটি সক্রিয়-ভূমিকা পালন করেন। কয়েকটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা প্রায়ই শুনছি যে গ্রন্থাগারে পাঠক কমে যাচ্ছে। কেন কমে আসছে - এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম আমরা নিতে পারছি না। এই ব্যাপারে সমবেত উদ্যোগ নিতে হবে। সেটা স্কুল, কলেজ, পরিবার থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। বহুলোক এখনো অশিক্ষিত হয়ে আছে। ভুলতথ্য যেমন মানুষকে ভিন্ন রাস্তা দেখায়, তেমনি সঠিক তথ্য মানুষকে সঠিকপথে নিয়ে যায়। গ্রামে যে পাঠাগার আছে - সেখানকার অবস্থান, সামাজিক অবস্থা, এলাকার বিবরণ, সম্পদ প্রভৃতি তথ্য সেখানকার মানুষকে দেওয়া যায়। তাতে সেখানকার মানুষের পাঠাগারের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। উন্নয়ন ও জীবন জীবিকার জন্য তথ্যের প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের তথ্যের প্রয়োজনীয়তা কি তা জানতে হবে। এই আলোচনার বিষয় বস্তু গ্রামে গঞ্জে নিয়ে যাওয়া দরকার। তথ্য মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং গ্রন্থাগারমুখী করে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজমি কত আছে এবং তাতে কত ফসল হবে, এরজন্য তথ্যের প্রয়োজন। তথ্য ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে। আজকে তথ্যের সাথে সাথে সাক্ষরতার কথাও সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে। সুতরাং গ্রন্থাগারের সাথে সাথে সাক্ষরতা আন্দোলনকেও যুক্ত করতে হবে। সাক্ষরতা আন্দোলন যত গতিবেগ পাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন তত গতিবেগ পাবে। শ্রমজীবি মানুষ যখন গ্রন্থাগারে আসবে এবং তাদের তথ্য সচেতন করা যাবে তখন সমাজের উন্নতি হবে এই বিশ্বাস রেখে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন **শ্রী করুণ মুখার্জী (সাংসদ)**। এই সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারা মানে দেশের বিরাট ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা। কারণ রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল, দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এখনো সজাগ আছে। তথ্য সাক্ষরতা ও তথ্য নিরক্ষরতা অর্থাৎ গ্রন্থাগার সাক্ষরতা ও গ্রন্থাগার নিরক্ষরতা এই দুটি সম্বন্ধে যদি আমরা আলোচনা করি তবে বিরাট সামাজিক উপলব্ধি আসবে। গ্রন্থাগার নিরক্ষরতা একটি আশঙ্কার। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থাগার পরিসেবা অত্যন্ত মূল্যবান চেতনা বৃদ্ধির জন্য। গ্রন্থাগার আমাদের কি দিতে পারে এটা যত বেশী মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে, মানুষ নিজেকে তত সমৃদ্ধ করতে পারবে। নানাভাবে সে গ্রন্থাগারকে কাজে লাগাতে পারবে। তথ্য সচেতনতা থেকে একটা কথা উঠে আসছে তা হলো "Community Information Service"। জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়ে মাঝে মাঝেই সংকট দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে একটি Convention হয়েছিল। বক্তা এই ব্যাপারে লোকসভা চলাকালীন মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন- কেন্দ্রীয় সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা "National Policy of Public Library on Information Service" মন্ত্রী উত্তর দেন আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই। (Ministry of Culture) এটা আমাদের হতাশ করেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য ও সভ্যারা এবিষয়ে ওয়াকিবহাল আছেন এবং এই ব্যাপারে আমাদের কার্যক্রম নিতে হবে ভবিষ্যতের জন্য। এইকথা বলে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রী বীরেন চন্দ ঃ আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিরাট ইতিহাস আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সেই ঐতিহ্যকে বহন করে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তার পাশাপাশি সহযোগী যোদ্ধা পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে খুব কমসংখ্যক পাঠক সাধারণ গ্রন্থাগারে আসে। হাসপাতালের মতো গ্রন্থাগারের গুরুত্ব আছে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করার জন্য আমরা সোচ্চার হচ্ছি তার একমাত্র কারণ গ্রন্থাগারকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা, এর মাধ্যমে বহুমুখী পরিসেবা মানুষের মধ্যে দেওয়া। এখন অনেক গ্রন্থাগারে বেকার যুবক যুবতীদের জন্য নানারকম তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। সেখানে বহু মানুষ আসছে। আমার প্রশ্ন হলো সাধারণ গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব বজায় রেখে অন্যান্য পরিসেবা দেওয়া। সমস্ত মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী না করতে পারলে আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। বই ও পাঠকের কোন বিকল্প হয়না। সারা রাজ্যে প্রায় ২৫০ র বেশী বইমেলা হয়। সুতরাং বই নিয়ে এরকম কর্মযজ্ঞ আর কোথাও নেই। ৪৮ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

শিবব্রত ঘোষ (সভাপতি, ইয়াসলিক) ঃ সচেতনতা শুধু গ্রন্থাগারিকদের জন্য নয়, তা পাঠকের জন্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে উভয়কে সচেতন হতে হবে। তথ্য সাক্ষরতা বা তথ্য সচেতনতা একই জিনিস, Synonymous। ব্যবহারকারীদের জানতে হবে তথ্য কোথায় পাবো, তথ্য কি, তথ্য কেন চাই, বিরাট তথ্যের মূল্যায়ন করে প্রকৃত তথ্য বার করা। সমস্ত পৃথিবীতে তথ্য সাক্ষরতা নিয়ে কাজ হচ্ছে। এটা বিভিন্ন level এ হতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার ইত্যাদির ক্ষেত্রে, কিন্তু মূল দর্শন একটা। তথ্য নিয়ে তার application কিভাবে করা হবে তা দেখতে হবে। "Knowledge Commission" সম্বন্ধে বলেন। একটা working group তৈরী হয়েছে। তাতে কোন গ্রন্থাগার পরিবদের কোন প্রতিনিধি নেই, গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কি ধরনের Recommendation যাচ্ছে তা আমরা জানি না, মাননীয় সাংসদদের কাছে অনুরোধ সংসদে এই ব্যাপারে বক্তব্য রাখা। Knowledge Commission-এর কাজ হলো জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরী করা। তিনি ইয়াসলিকের তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান ও সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

ডঃ অমিয় বাগচী—উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি ঃ সারাজীবন গ্রন্থাগারের সাহায্য পেয়েছি। প্রথমে তিনি ছোট বেলায় কিভাবে বই পেতেন তার উল্লেখ করেন। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরী কথা উল্লেখ করেন। সেখানে ছাত্রদের দিয়ে catalogue update করিয়ে নেওয়া হতো। এরপর তিনি Cambridge University Library-র কথা উল্লেখ করেন। সেটি সকাল ৯টায় খুলতো এবং রাত ১০টায় বন্ধ হতো। সেখানে একটি Rare book section (Anderson section) ছিল। সরাসরি stack-এ যাওয়া যেত। শিক্ষক হতে গেলে যেমন শেখা ও শেখানো দুটোই করতে হয়, তেমনি Librarian হতে গেলে বই সম্বন্ধে আগ্রহ থাকতে হবে, Training দিয়ে কিছু হয় না। বহু গ্রন্থাগারিক আছেন যারা বই ভালবাসে না। তেমনি অনেক শিক্ষক আছেন যারা শিক্ষকতা সম্বন্ধে অবহিত নন। যদি অবহিত হতেন তবে উচ্চশিক্ষার হাল এমন হতো না। উচ্চশিক্ষার হাল অত্যন্ত খারাপ। IG NOU-

তে দেখেছি বহু Professor আছেন যাদের professional কোন যোগ্যতা নেই। Librarian এর ক্ষেত্রে একই অবস্থা। সেদিকে নজর দিতে হবে। আমাদের একটি ছোট Institute আছে। সেখানে Lib. asst. নেওয়া হবে। Interview এ দেখা গেল Librarianship পাশ করে এসেছে অথচ Title page দেখে Catalogue করতে পারছে না। একজন M.Phil করতে এসেছে। তার অবস্থাও তেমনি। তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক। শিক্ষক আছেন, যারা গাড়ী কিনতে পারেন কিন্তু বই কিনতে পারেন না। কোন জিনিসটা তথ্য এবং কোন জিনিসটা তথ্য নয়, তা যে প্রয়োগ করবে তার উপর ছেড়ে দেওয়া ভালো। একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Library তে IMF-Survey report খুঁজতে গিয়ে পাই নি। জানতে পারি কোন শিক্ষক ব্যবহার করেন না বলে ফেলে দেওয়া হয়। Librarian দের কাছে নানাভাবে ঋণী। যে ছাত্র শিখতে চায়, যে পাঠক গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে চায়, তাকে পরিসেবা কিভাবে দেওয়া যাবে সেদিকে নজর দিতে হবে। নিয়ম অনেক আছে কিন্তু কি নিয়মে পরিষেবা দেওয়া যাবে তা দেখতে হবে। কারণ Bureaucracy এর জন্য অনেক ক্ষেত্রে পরিসেবা দেওয়া যায় না। মনে রাখবেন আপনারা আছেন গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা আছেন বলে। তাদের কিভাবে পরিসেবা দেওয়া যাবে সেটা মনে রাখবেন। কিভাবে শিক্ষক Trained করতে হবে, কিভাবে গ্রন্থাগারিক Trained করতে হবে, Institute এর লক্ষ্য হল সেটা। Internet এর দৌলতে বহু বই Download করতে পারা হয়। Internet Search করতে হবে। Librarian দের এটা শিখতে হবে। তাতে তথ্য সচেতনতা বহুদূর ছড়িয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অদ্ভুত ধরনের। একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথ, অমর্ত্য সেন, জগদীশ বোস আছেন। তেমনি নিরক্ষরতার হার 25-30%। মুর্শিদাবাদে প্রচুর কলেজ, স্কুল হয়েছে। শিক্ষার হার মুর্শিদাবাদে কম। আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে কেরালার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রতি আমাদের সমান দায়িত্ব আছে। সমাজের চোখে যে অনগ্রসর শ্রেণী আছে তাদের প্রতিও আমাদের অনেক দায়িত্ব আছে। আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এখানে আহ্বান করার জন্য। ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা জায়গায় সম্মেলন করার জন্য, যেখানে আমার স্কুল জীবন কেটেছে। মানুষ হওয়ার জন্য অর্থাৎ মানব উন্নয়নের জন্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সমানভাবে প্রয়োজ্য। একজন মানুষ পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে যদি সে শিক্ষাটা সম্পূর্ণভাবে পায়। সেখানে শিক্ষকদের সঙ্গে, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে, প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব একইরকম। আপনাদের আন্দোলনের আরো অগ্রগতি, National Library এর পুনরুদ্ধার এবং আন্দোলন করে সমাজের অগ্রসরতা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির যুগ্মসম্পাদক এবং অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে রাধামাধব সরকার। তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মাননীয় সভাপতি, মন্ত্রী মহাশয়, মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথি বর্গ এবং বহরমপুর শহর ছাড়াও অন্যান্য জেলার উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং প্রকাশ্য সভায় যারা এসেছেন অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সমস্ত প্রতিনিধি বৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

৪৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ''তথ্য সচেতনতা''র উপর আলোচনা শুরু হয় ৩০শে ডিসেম্বর, ২০০৬ সকাল ন'টায়। সভায় সঞ্চালক হিসাবে কাজ করেন শ্রী অরুণ ঘোষ।

সভার শুরুতে শোক প্রস্তাব নেওয়া হয়। সম্মেলনকে সফল করার জন্য যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান, তিনি হলেন শ্রী গৌতম বিকাশ চক্রবর্তী। অপরজন হলেন শ্রী সত্যব্রত সেন, তিনি পরিষদের নানা কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ, গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক, এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর অনেক বই লিখে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যু আমাদের বেদনায় ভরিয়ে দিয়েছে।

আজ সকাল আটটায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাজানো আদালতের রায়ে ইরাকের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে ফাঁসি দেওয়া হয়। সারা পৃথিবীর মানুষ এই কাজের নিন্দা করেছেন। আমরা এদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করবো।

গ্রন্থাগার মাধ্যমে তথ্য সচেতনতা নিয়ে ৭টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়েছে এবং ৮ জন লেখক প্রবন্ধ লিখেছেন। সঞ্চালক প্রথমে সমস্ত প্রবন্ধকারকে মঞ্চে উপবিষ্ট হতে বলেন। প্রথমে প্রবন্ধ

পেশ করেন শ্রী শুভেন্দু ঘোষাল।

শুভেন্দু ঘোষাল। তার প্রবন্ধের নাম "গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন ও তথ্য সচেতনতা : কিছু কথা"। তিনি বলেন তার প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হল গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা, তথ্য সচেতনতা এবং তথ্য সচেতনতা বৃদ্ধির পাঠক্রম"। এই তিনটি বিষয়কে তুলে ধরতে নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেন। সমাজকে তিনভাগে ভাগ করা যায় - কৃষি নির্ভর, শিল্প নির্ভর এবং জ্ঞান ও তথ্য নির্ভর সমাজ। তথ্যের সন্ধান ও ব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞানী, গবেষক এবং সাধারণ মানুষের মোটামুটি ধারণা আছে এবং সঠিক তথ্য তারা সংগ্রহ করে চলে। তথ্য সচেতনতার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেন দৈনন্দিন জীবন যাপনে বা সিদ্ধান্ত নিতে যা কাজে লাগে তাকে তথ্য সচেতনতা বলে। তথ্য সচেতনতার কার্যক্রম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, S.R. Ranganthan, UNESCO এবং IFLA র কথা উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে সমস্ত প্রমোশনাল স্ট্রাটেজী নেওয়া যেতে পারে সেগুলি হল — প্রদর্শনী, বইমেলা সংগঠিত করা, লাইব্রেরী ওয়েবসাইট তৈরী করা, সম্পদ তালিকা প্রকাশ করা, স্থানীয় লোক উৎসবে গ্রন্থাগারের অংশগ্রহণ, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, সাহিত্য সভা, আলোচনাচক্র, ব্যানার, সাইনবোর্ডের মাধ্যমে প্রচার, NGO প্রোগ্রাম, অন্যান্য সেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে প্রোগ্রাম করা, স্কুল ও কলেজের মাধ্যমে প্রচার ইত্যাদি। এরপর গ্রন্থাগারে কিভাবে তথ্য উৎপন্ন, সংগ্রহ এবং ব্যবহার করার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলে সাধারণ গ্রন্থাগারে মানুষের চাহিদানুযায়ী তথ্য নেই। তার ভান্ডার তৈরী করতে সরকারী দপ্তর, গ্রাম পঞ্চায়েত, NGO ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তথ্য ভান্ডার তৈরী করতে হবে। যার মধ্যে থাকবে বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তথ্য, পর্যটন সংক্রান্ত, বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য, সরকারী প্রকল্পের তথ্য। পরিশেষে তিনি বলেন সদিচ্ছা ও উপযুক্ত পরিকল্পনা না থাকলে এটা সম্ভব নয়।

তথ্য সঞ্চালক বলেন প্রবন্ধকার যে বক্তব্য পেশ করলেন তার মূলকথা প্রবন্ধের আখ্যাতেই উল্লেখ করা আছে।

এরপর প্রবন্ধ পাঠ করেন ড: রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় :- আমার প্রবন্ধের শিরোনাম "তথ্য সচেতনতা ও ইফলা/ইউনেস্কো নির্দেশিকা" এই প্রবন্ধটিতে তথ্য সচেতনতা কি সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তথ্য সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা এবং জন গ্রন্থাগার পরিষেবা উন্নয়নের জন্য UNESCO নির্দেশিকায় যে পরিসেবা প্রদানের কথা বলেছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। IFLA, UNESCO নির্দেশিকা বইটি হল Public Library Service-UNESCO guideline for Development. IFLA-র প্রকাশন এবং IFLA Public Library Section এটি প্রকাশ করেছে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এর ভাবানুবাদ করেছে।

তথ্য সচেতনতা বলতে বোঝায় তথ্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে জানা, কোথায় এবং কিভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে, তথ্যের উৎসগুলি ও সেইসঙ্গে তথ্য সম্বলিত উপাদানগুলির সাথে পরিচিত হওয়া, প্রয়োজন অনুসারে তথ্যের বিশ্লেষণ করা, এবং কিভাবে সেই সকল তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া। অনেকে ডিজিটাল/কম্পিউটার সচেতনতা বা গ্রন্থাগার ব্যবহার শিক্ষাকে তথ্য সচেতনতার প্রতিশব্দ বলে মনে করেন। এইগুলি তথ্য সচেতনতার উপাদান। তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা ও দক্ষতা একজন কম্পিউটার ব্যবহার করে ডেটাবেস অনুসন্ধান করতে সাহায্য করে ঠিকই কিন্তু তথ্য সাক্ষরতা তথ্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে শেখায়, কি ধরনের তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে এবং কিভাবে তা মূল্যায়ন ও ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকে। যে কোন গণতন্ত্রের সার্থকতা নির্ভর করে সচেতন নাগরিকদের উপর। সঠিক তথ্য, ঘটনা প্রচারের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। একে স্বশিক্ষার প্রাথমিক স্তর বলে। আজীবন শিক্ষার বুনিয়াদ হলো তথ্য সচেতনতা। তথ্য সচেতনতা এক কথায় বলা যায় জানতে, শেখা, তথ্য ব্যবহারের দক্ষতা, গ্রন্থাগার ব্যবহারের দক্ষতা, তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা। এগুলি সবটাই একসঙ্গে সচেতন হলে আজীবন শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। ইফলা/ইউনেস্কো জনগ্রন্থাগার ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছে "শহর ও গ্রামাঞ্চলের জনগোষ্ঠির বিভিন্ন চাহিদার দিকে লক্ষ্যকরে গ্রন্থাগার পরিষেবা স্থির করা প্রয়োজন। আজীবন শিক্ষাকে সাহায্য করার জন্য জনগ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে ইফলা/ ইউনেস্কোর নির্দেশিকায় বলা হয়েছে "জনগ্রন্থাগার আজীবন শিক্ষাকে সাহায্য করে। Distant Learning এর প্রভাব জনগ্রন্থাগারে পড়েছে। যারা বাড়িতে বসে পড়াশুনা করছেন তাদের জনগ্রন্থাগারের সাহায্য প্রয়োজন। এইভাবে জনগ্রন্থাগার তার স্থান বজায় রাখতে পারবেন শিক্ষাব্যবস্থায়। জনগ্রন্থাগার পরিসেবা সম্পর্কে স্থান নির্দেশিকায় বলা হয়েছে—সকল স্তরে তথ্য ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া, স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ ও তার ব্যবহার, সকল বয়সের ব্যবহারকারীদের তথ্য ব্যবহারের শিক্ষা দেওয়া, তথ্য উৎসের ব্যবহারকারীকে নির্দেশ প্রদান করা, সরকারী তথ্য সম্পর্কে

ইনফরমেশন ডেস্ক রাখা, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে আলোচনা করে মানুষের তথ্য চাহিদা পূরণ করা, বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধানে সাহায্য করা, সমাজের সমস্ত ব্যক্তিকে সচেতন করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তথ্য সচেতনতার জন্য কাজ করছেন, তাদের সাথে একসঙ্গে গ্রন্থাগারের থাকা প্রয়োজন। তার তালিকা গ্রন্থাগারের থাকা প্রয়োজন। কোন সংস্থা কি ধরনের কাজ করছেন, সমাজের সক্রিয় ও পরিপূর্ণ সদস্য গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগারের দায়িত্ব আছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের তথ্য দিগ্‌দর্শক হিসাবে কাজ করা উচিৎ এবং ব্যবহারকারীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিৎ। বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যবহারকারীদের জন্য গ্রন্থাগার পরিদর্শন করানো, আলোচনাসভা, স্থানীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে কর্মসূচী গ্রহণ করা। পরিশেষে তিনি বলেন তথ্য সচেতনতার কর্মসূচীকে কার্যকর করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বোঝাপড়া ও সমঝোতা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে জাতীয় স্তরে এই কর্মসূচী এখনও আরম্ভ হয় নি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এর গুরুত্ব অনুধাবন করে এর কর্মসূচী নিতে সরকারী স্তরে আলোচনা করবে।

সভাপতি তার বক্তব্যে IFLA/UNESCO এর নির্দেশিকা উল্লেখ করে ভারতবর্ষের পটভূমিকায় এই নির্দেশিকা কিভাবে প্রয়োগ করবে তা চিন্তা করতে হবে, এবং কিভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তার কথাও ভাবতে হবে।

(ক্রমশঃ)

বিশেষ সংবাদ

ছাত্র ছাত্রী পুনর্মিলন উৎসব ২০০৭

আগামী ২৩ জুন, ২০০৭ শনিবার, বিকেল ৪টায় পরিষদ ভবনে "ছাত্র ছাত্রী পুনর্মিলন উৎসব" অনুষ্ঠিত হবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

পল্লীশ্রী পাঠাগার

হীরাপুর, সাঁকরাইল হাওড়া - ৭১১৩১০

(১)

পল্লীশ্রী পাঠাগারের (হীরাপুর হাওড়া) উদ্যোগে ২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৭ বিকাল ৫টায় পাঠাগারের কক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়।

অমর ভাষা শহীদ স্মারক স্তম্ভে মালাদান করেন গ্রন্থাগারিক অশোক কুমার দাস ও ছাত্র গোপাল খাঁড়া।

মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষা শহীদ স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

গ্রন্থাগারিক অশোককুমার দাস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতিতে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাতৃভাষা দিবস সফলতা লাভ করে।

(২)

পল্লীশ্রী পাঠাগারের নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে। সভাপতি ও সম্পাদক হয়েছেন যথাক্রমে শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র সাপুই ও শ্রী বিকাশ কুমার বাড়ুই। গ্রন্থাগারিক ও যুগ্ম সম্পাদক হলেন শ্রী অশোক কুমার দাস।

প্রতিবেদক — অশোককুমার দাস

দক্ষিণ চণ্ডীপুর চিরসবুজ পাঠাগার

পোঃ ভূতনি, জেলা - মালদহ - ৭৩২ ২০৩

দক্ষিণ চণ্ডীপুর চিরসবুজ পাঠাগারের উদ্যোগে ব্যাপক কর্মসূচী সহ গ্রন্থাগার দিবস (২০ শে ডিসেম্বর, ২০০৬) পালিত হয়। ২৩ শে ডিসেম্বর ২০০৬ বেলা ২টায় প্রকাশ্য সমাবেশে বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, বিদগ্ধ গুণীজন বক্তব্য রাখেন। ২০ শে ডিসেম্বর ২০০৬, ৭০জন ছাত্রছাত্রী কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে ১৮ জন কে পুরস্কৃত করা হয়। ২১ শে ডিসেম্বর,২০০৬ অংকন প্রতিযোগিতায় ৫২ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে ২০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। ২৩ শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে১৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।এ উপলক্ষে এলাকায় মানুষের মধ্যে খুব উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়।

প্রতিবেদক — সুব্রত ভট্টাচার্য

কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী এন্ড ফ্রি রিডিং রুম
কোন্নগর, হুগলী

কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী এন্ড ফ্রি রিডিং রুম ৫০ তম বর্ষে পদার্পণ করল। গত ১লা এপ্রিল ২০০৭ বর্ষব্যাপী সার্ধশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সূচনা হল প্রভাতফেরীর মাধ্যমে। স্থানীয় সাংসদ শ্রী শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের সূচনা ঘোষণা করেন। কার্ণিভাল শোভাযাত্রাটিতে স্থানীয় জনসাধারণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ হুগলী জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের অতীত ঐতিহ্যকে বহাল রাখতে সক্ষম হয়েছে বলা যায়।

ঐ দিনেই সন্ধ্যায় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন হুগলী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) ও স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের সভাপতি শ্রী লিয়াকৎ আলী ও বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ডঃ শ্রুতিনাথ প্রহরাজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের প্রবীণ সদস্য ও বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রী অধীর কুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারের পক্ষে স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক শ্রীমতী তপতী সরকার। বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় মধ্যে দিয়ে ঘোষিত হল।

প্রতিবেদক — অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইয়াসলিক
পি-২৯১, সি আই টি স্কীম ৬ এম
কলকাতা-৭০০ ০৫৪

গত ২১ শে মার্চ, ২০০৬ সন্ধ্যে ৬টায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের মঙ্গলাপ্রসাদ সিনহা মেমোরিয়াল হল-এ ইয়াসলিকের উদ্যোগে ত্রয়োদশতম বাৎসরিক রঙ্গনাথন মেমোরেয়াল বক্তৃতা, ২০০৬ দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন মুখ্যগ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। বক্তৃতার বিষয় ছিল "বাংলা বই-এর বর্গীকরণ স্কীম গঠন (Designing a classification scheme for Bengali books)"। সভায় সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। সভায় বহু গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
হাওড়া জেলা, হাওড়া

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, প.ব. সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ৬ই মার্চ ২০০৭ হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অভিজিৎ ভৌমিক। গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা প্রবীর দে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের পটভূমি ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কবি ও প্রাবন্ধিক জিয়াদ আলি মাতৃভাষা দিবসে এপার বাংলা ও ওপার বাংলা ভাষাপ্রেমীদের আন্দোলনের তাৎপর্য ও পঠন-পাঠন সম্পর্কে সচেতনার বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। ভাষা প্রেমী ও গ্রন্থাগার কর্মীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সফলতা লাভ করে।

প্রতিবেদক — অশোককুমার দাস

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশতঃ এই সংখ্যায় ENGLISH ABSTRACTS (Vol-57 No.1) প্রকাশ করা সম্ভব হল না। আগামী সংখ্যায় (Vol-57 No.1) and (Vol-57 No. 2) ENGLISH ABSTRACTS প্রকাশিত হবে। — সম্পাদক

মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী অ্যান্ড ফ্রী রীডিং রুম

জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২০২

বাঙালির শোক ও বসন্তকে ছুঁয়ে আছে রক্তাক্ত একুশে। আজ সেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিকাল ৫ ঘটিকায় গ্রন্থাগারের বিদ্যাসাগর সভাগৃহে একটি আলোচনা সভা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শ্রদ্ধায় ও স্মরণে মহান একুশে পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রী অশোক কুমার রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক, সাহিত্যিক ও ছড়াকার ডা: অসিত দত্ত। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইন্সটিটিউট অফ্ ফার্মেসী, কল্যাণীর গ্রন্থাগারিক শ্রী নিতাই ঘটক। এছাড়া শিক্ষক ও সাহিত্যিক শ্রী বুদ্ধদেব গৌতম, প্রাক্তন শিক্ষক ও লেখক শ্রী শিবশংকর চক্রবর্ত্তী, কবি ও ছড়াকার শ্রী সোমেশ চট্টোপাধ্যায়, বেতার শিল্পী ও আবৃত্তিকার শ্রী অরূপ মাল্লা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। প্রধান অতিথি ডা: অসিত দত্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, একুশে ফেব্রুয়ারীকে ভোলা যায় না। ভাষার জন্য জীবনদান এ এক অনন্য নজির। বাংলা ভাষাকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করার কণামাত্র উদ্যোগ আজ আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে গেছে। আমলাদের তাচ্ছিল্য এর প্রধান কারণ, বাংলাশব্দের অবলুপ্তি বিপদের সংকেত। তিনি ২১ শে ফেব্রুয়ারীর উৎপত্তি ও ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। বিশেষ অতিথি শ্রী নিতাই ঘটক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে ভাষাগত বিশ্লেষণ দ্বারা বাংলা ভাষার তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সভায় অনেকে আবৃত্তি পরিবেশন করেন ও সংগীতে অংশ নেন।

প্রতিবেদক — শ্রী শ্যামল চৌধুরী

আনন্দ সংবাদ

SET পরীক্ষার মাধ্যমে কলেজ গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগ

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি কলেজগুলিতে গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতামূলক পরীক্ষা স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট (SET)-এর বিষয় সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। এই দ্বাদশ SET পরীক্ষা একই সঙ্গে কুড়িটি বিষয়ে লেকচারার পদের সঙ্গে এবার সর্বপ্রথম রাজ্যের বেসরকারি কলেজগুলিতে গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগের জন্যও নেওয়া হবে। পরীক্ষা হবে ১৯ শে আগষ্ট, ২০০৭। পরিচালনা করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ সার্ভিস কমিশন (WBCSC)। ফর্ম দেওয়া হবে ১৬ই মে, ২০০৭ থেকে ১৬ই জুন ২০০৭। এ ব্যাপারে বিস্তারিত খবরের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে (WBCSC)-র অফিসে (৬, ভবানীদত্ত রোড, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০ ০৭৩) বা ওয়েবসাইটে : (www.wbcsc.ac.in) যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে জানানো প্রয়োজন যে, পরিষদ দীর্ঘকাল ধরেই পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি কলেজগুলিতে গ্রন্থাগারিকপদে নিয়োগ CSC-র মাধ্যমে করার দাবী জানিয়ে এসেছে। যৌথ আন্দোলনের ফলে প্রয়োজনীয় সরকারী সার্কুলারও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এবছর থেকে ঐ সার্কুলার কার্যকরী হল।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত দুইটি পুরস্কার প্রদান করে। পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত অর্থের সুদ বাবদ বার্ষিক আয় থেকে পুরস্কার দুটি দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১। **আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৬ :** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত যে কোন শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার এবং যে কোন গ্রন্থাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগ এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন।

২। **আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৬ :** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন।

বিস্তারিত তথ্য ও নিয়মাবলীর জন্য পরিষদ অফিসে যোগাযোগ করুন। গ্রন্থাগার পত্রিকায় ৫২ বর্ষ, সংখ্যা ২ (বৈশাখ, ১৪০৯)-তে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

— কর্মসচিব।

ফর্ম - ৪
FORM – IV

(রুল - ৮ দ্রষ্টব্য)

(Vide Rule - 8)

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্রের (রেজিস্ট্রেশন) নিয়মাবলী (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল ঃ

১.	পত্রিকার নাম	ঃ	গ্রন্থাগার
২.	পত্রিকার ভাষা	ঃ	বাংলা - ইংরাজী
৩.	প্রকাশের স্থান	ঃ	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪
৪.	প্রকাশের কাল	ঃ	মাসিক
৫.	মুদ্রকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	অরুণ রায়, ভারতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪
৬.	প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	ঐ
৭.	সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী ভারতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪

আমি, অরুণ রায়, ঘোষণা করছি যে উপরে বর্ণিত তথ্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

অরুণ রায়

৩০/৩/২০০৭ *বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে*

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বার্ষিক নির্ঘন্ট

বর্ষ ৫৬; বৈশাখ-চৈত্র, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ

নির্ঘন্ট সঙ্কলক

পার্থপ্রতিম বোস

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ গ্রন্থাগার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ও

অনুপকুমার রাউত

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক

ড: শ্যামল রায়চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক

নির্মাল্য রায়

ক. লেখক-আখ্যা সূচী (লেখকের নাম ও আখ্যা-পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

খ. বিষয়ানুগ ও বিভাগীয় তালিকা (বিষয় শিরোনাম পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম - ৫২

কলিকাতা - ৭০০ ০১৪

দূরভাষ - ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বার্ষিক নির্ঘণ্ট । ৫৬ বর্ষ। ১৪১৩ বঙ্গাব্দ

ক : লেখক-আখ্যা সূচী

(বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

অঞ্জন ব্যানার্জী/বই তুমি কার?

৮, অগ্রহায়ণ, পৃ: ১৯৩

অতীতের কথা : বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন।

১, বৈশাখ; পৃ: ২৬

অনুপম ঘোষ/বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অনুলয় বিভাগ এবং এর ব্যবহারকারী—একটি সমীক্ষা।

২, জৈষ্ঠ; পৃ: ৪১-৫০

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত/গ্রন্থাগারিক রঙ্গনাথন।

৯, পৌষ; পৃ: ২২১-২২৩

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত/সুব্বলক্ষ্মী : এক গ্রন্থপ্রেমী গৃহবধূর কথা।

৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৪-১২৬

অসিতাভ দাশ/আজি এ প্রভাতে রবির..।

৯, পৌষ; পৃ: ২১৬-২২০

আজি এ প্রভাতে রবির .../অসিতাভ দাশ।

৯, পৌষ; পৃ: ২১৬-২২০

একবিংশ শতাব্দির স্বাস্থ্যবিজ্ঞান গ্রন্থাগারের গঠন ও তথ্য পরিসেবার মানদণ্ড এবং বৈদ্যুতিন যুগে তার যথাযথ প্রয়োগ/নিতাইচন্দ্র ঘটক।

৭, কার্তিক; পৃ: ১৬৫-১৬৮

এস.আর.রঙ্গনাথন/সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়।

৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৩

গতিকৃষ্ণ বটব্যাল/ডিজিটাল গ্রন্থাগার : তথ্য পরিসেবার এক নতুন দিগন্ত।

১, বৈশাখ; পৃ: ৮-৯

গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবায় জাতীয় মিশন (সম্পাদকীয়)।

১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৬৭

গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন (সম্পাদকীয়)।

৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৮৩-১৮৪

গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ (সম্পাদকীয়)।

১, বৈশাখ; পৃ: ৩

গ্রন্থাগার পরিসেবা ও গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ (সম্পাদকীয়)

২, জৈষ্ঠ; পৃ: ৪৩

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নতুন দিগন্ত : অপ্রকৃত গ্রন্থাগার/শ্যামলিমা দাস।

৩, আষাঢ়; পৃ: ৬৮-৬৯

গ্রন্থাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা।

৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৩

গ্রন্থাগারিক দিবস (সম্পাদকীয়)।

৫, ভাদ্র; পৃ: ১১৫

গ্রন্থাগারিক রঙ্গনাথন/অরুণকান্তি দাশগুপ্ত।

৯, পৌষ; পৃ: ২২১-২২৩

গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্য পরিসেবা/রামকৃষ্ণ সাহা।

১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৬৮-২৭২

জনগ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা/মৃদুলকুমার মিত্র।

৭, কার্তিক; পৃ: ১৭২-১৭৪

জনগ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতি : নতুন ভাবনা (সম্পাদকীয়)।

৩, আষাঢ়; পৃ: ৬৭

জনগ্রন্থাগার সম্পদ ও তথ্য পরিসেবা (সম্পাদকীয়)।

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৩৫

জনগ্রন্থাগারে সংগ্রহের উন্নয়ন (সম্পাদকীয়)।

১২, চৈত্র; পৃ: ২৯৯

জাতীয় গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ-একটি কনভেনশন।

৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০১-২০২

জাতীয় গ্রন্থাগারের সংকট (সম্পাদকীয়)।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯১

জাতীয় জ্ঞান কমিশন এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা (সম্পাদকীয়)।

১০, মাঘ; পৃ: ২৩৯-২৪০

জেলাস্তরে তথ্যসম্ভারে জনতথ্য বিপনন কেন্দ্রের ভূমিকা/পার্থপ্রতিম রায়।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৩৬-১৪০

ডিজিটাল গ্রন্থাগার : তথ্য পরিষেবায় এক নতুন দিগন্ত/গতিকৃষ্ণ বটব্যাল।
১, বৈশাখ; পৃ: ৮-৯

তথ্য সচেতনতা ও গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়)।
৯, পৌষ; পৃ: ২১৫

তথ্যের অধিকার : কিছু ভাবনা/শিলাদিত্য জানা।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩০০-৩০৩

দেবব্রত ঘোষ/বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ।
১, বৈশাখ; পৃ: ৪-৭

দেবব্রত বিশ্বাস/মনিপুরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার : ধ্বংসে পর্ব।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩০৪-৩০৫

নন্দিতা ভট্টাচার্য/ভূমিকার ভূমিকা—একটি নির্বাচিত বিষয় - একটি সমীক্ষা।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১১৬-১১৮

নিতাইচন্দ্র ঘটক/একবিংশ শতাব্দির স্বাস্থ্যবিজ্ঞান গ্রন্থাগারের গঠন ও তথ্য পরিষেবার মানদণ্ড এবং বৈদ্যুতিন যুগে তার যথাযথ প্রয়োগ।
৭, কার্তিক; পৃ: ১৬৫-১৬৮

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়/বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস।
— ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫১-৫৩
— ৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৬-৭৮
— ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০২-১০৫
— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১১৯-১২২
— ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪১-১৪৪
— ৭, কার্তিক; পৃ: ১৬৯-১৭১
— ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৪-১৯৭
— ৯, পৌষ; পৃ: ২২৪-২২৫
— ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৫-২৪৯
— ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৭৩-২৭৭
— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩০৬-৩০৮

পশ্চিমবঙ্গে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার গুরুত্ব (সম্পাদকীয়)।
৭, কার্তিক; পৃ: ১৬৩-১৬৪

পার্থপ্রতিম রায়/জেলাস্তরে তথ্য সম্ভারে জন তথ্য বিপনন কেন্দ্রের ভূমিকা।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৩৬-১৪০

পীযূষকান্তি জানা/বইমেলা ও জনগ্রন্থাগার : কিছু না জানা তথ্যের খোঁজে।
১০, মাঘ; পৃ: ২৪১-২৪৪

বই তুমি কার/অঞ্জন ব্যানার্জী।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৩

বইমেলা ও জনগ্রন্থাগার : কিছু না জানা তথ্যের খোঁজে/পীযূষকান্তি জানা।
১০, মাঘ; পৃ: ২৪১-২৪৪

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস/নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।
— ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫১-৫৩
— ৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৬-৭৮
— ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০২-১০৫
— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১১৯-১২২
— ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪১-১৪৪
— ৭, কার্তিক; পৃ: ১৬৯-১৭১
— ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৪-১৯৭
— ৯, পৌষ; পৃ: ২২৪-২২৫
— ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৫-২৪৯
— ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৭৩-২৭৭
— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩০৬-৩০৮

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলন ও তার পরিসেবা/বীরেন চন্দ।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯৮-১০১

বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি গ্রন্থাগার পরিসেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবির।
৯, পৌষ; পৃ: ২২৮

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অনুলয় বিভাগ এবং এর ব্যবহারকারী—একটি সমীক্ষা/অনুপম ঘোষ।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৯-৫০

বন্নরী বন্দ্যোপাধ্যায়/ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের সাংবিধানিক অবস্থানের অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে কনভেনশন : একটি প্রতিবেদন।

১০, মাঘ; পৃ: ২৫০-২৫২

বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরন/দেবব্রত ঘোষ।

১, বৈশাখ; পৃ: ৪-৭

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ময়মনসিংহ/মো:এনামুল হক ও বিধানচন্দ্র বিশ্বাস।

৩, আষাঢ়; পৃ: ৭০-৭৫

বিধানচন্দ্র বিশ্বাস। দেখুন মো: এনামুল হক ও বিধানচন্দ্র বিশ্বাস।

বিপ্লবী প্রফুল্লকুমার সেনের জন্মশতবর্ষ পালন।

৯, পৌষ; পৃ: ২২৮

বিবলিওমেট্রিক স্টাডি : দি বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স/মো. এনামুল হক ও বিধানচন্দ্র বিশ্বাস। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৮৯-১৯৩

বিশ্বজিৎ মোদক। দেখুন (ড.) শিবানী রায় এবং বিশ্বজিৎ মোদক।

বীরেন চন্দ/বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলন ও তার প্রভাব। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯৮-১০১

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের সাংবিধানিক অবস্থানের অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে কনভেনশন : একটি প্রতিবেদন/বন্নরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০, মাঘ; পৃ: ২৫০-২৫২

ভারতের প্রেক্ষাপটে সমাজ বিজ্ঞান গবেষণায় তথ্য পরিসেবা/মাধবচন্দ্র চ্যাটার্জী।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯২-৯৭

ভূমিকার ভূমিকা-নির্বাচিত বিষয়-একটি সমীক্ষা/নন্দিতা ভট্টাচার্য।

৫, ভাদ্র; পৃ: ১১৬-১১৮

মণিপুরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার : ধ্বংসে পর্ব/দেবব্রত বিশ্বাস।

১২, চৈত্র; পৃ: ৩০৪-৩০৫

মাধবচন্দ্র চাটার্জী/ভারতের প্রেক্ষাপটে সমাজ বিজ্ঞান গবেষণায় তথ্য পরিসেবা। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯২-৯৭

মো: এনামুল হক ও বিধানচন্দ্র বিশ্বাস/বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ময়মনসিংহ।

৩, আষাঢ়; পৃ: ৭০-৭৫

মো: এনামুল হক ও বিধানচন্দ্র বিশ্বাস/বিবলিওমেট্রিক স্ট্যাডি : দি বাংলাদেশ জার্নাল অব এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স।

৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৮৯-১৯৩

মৃদুলকুমার মিত্র/জনগ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা।

৭, কার্তিক; পৃ: ১৭২-১৭৪

রামকৃষ্ণ সাহা/গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্য পরিসেবা।

১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৬৮-২৭২

শমীক বর্মন রায়/সাধারণ গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা : মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৮৫-১৮৮

শ্যামলিমা দাস/গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নতুন দিগন্ত : অপ্রকৃত গ্রন্থাগার। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৬৮-৬৯

(ড.) শিবানী রায় ও বিশ্বজিৎ মোদক/সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথির সন্ধানে।

২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৪-৪৮

শিলাদিত্য জানা/তথ্যের অধিকার : কিছু ভাবনা।

১২, চৈত্র; পৃ: ৩০০-৩০৩

সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়/ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন।

৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৩

সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথির সন্ধানে/ড. শিবানী রায় ও বিশ্বজিৎ মোদক। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৪-৪৮

সাধারণ গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা : মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারের ভূমিকা/শমীক বর্মন রায়।

৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৮৫-১৮৮

সুবলসুন্দরী : এক গ্রন্থপ্রেমী গৃহবধুর কথা/অরুণাকান্তি দাশগুপ্ত।

৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৪-১২৬

খ ঃ বিষয়ানুগ ও বিভাগীয় সূচী

(বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

বিষয়ানুগ সূচী

অপ্রকৃত গ্রন্থাগার (Virtual Library)/শ্যামলিমা দাস।
আষাঢ়; পৃ: ৬৮-৬৯

আন্ত-গ্রন্থাগার সহযোগিতা — পশ্চিমবঙ্গ/সম্পাদকীয়।
কার্তিক, পৃ: ১৬৩-১৬৪

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার — মনিপুর — ইতিহাস/দেবব্রত বিশ্বাস।
চৈত্র; পৃ: ৩০৪-৩০৫

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার — বাংলাদেশ/মো. এনামুল হক ও বিধানচন্দ্র বিশ্বাস।
আষাঢ়, পৃ: ৭০-৭৫

গ্রন্থাগার আন্দোলন/অসিতাভ দাশ।
পৌষ; পৃ: ২১৬-২২০

— বীরেন চন্দ। শ্রাবণ; পৃ: ৯৮-১০১

গ্রন্থাগার আন্দোলন। আরো দেখুন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ — ইতিহাস।

গ্রন্থাগার — তথ্য পরিসেবা/সম্পাদকীয়।
ফাল্গুন; পৃ: ২৬৭

গ্রন্থাগার দিবস — তাৎপর্য/সম্পাদকীয়।
অগ্রহায়ণ। পৃ: ১৮৩-১৮৪

গ্রন্থাগার দিবস — তাৎপর্য। আরো দেখুন গ্রন্থাগার আন্দোলন/অসিতাভ দাশ

গ্রন্থাগার পত্রিকা/সম্পাদকীয়।
বৈশাখ; পৃ: ৩

গ্রন্থাগারিক — প্রশিক্ষণ ও পরিসেবা/সম্পাদকীয়।
জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৩

গ্রন্থের ভূমিকা পত্র — গুরুত্ব/নন্দিতা ভট্টাচার্য।
ভাদ্র; পৃ: ১১৬-১১৮

গ্রামীণ গ্রন্থাগার — তথ্য পরিসেবা/রামকৃষ্ণ সাহা।
ফাল্গুন; পৃ: ২৬৮-২৭২

জনগ্রন্থাগার — সংগ্রহবৃদ্ধি/সম্পাদকীয়।
চৈত্র; পৃ: ২৯৯

জনতথ্য বিপননকেন্দ্র — ভূমিকা/পার্থপ্রতিম রায়।
আশ্বিন; পৃ: ১৩৫-১৪০

জাতীয় গ্রন্থাগার — বর্তমান সংকট/সম্পাদকীয়।
শ্রাবণ; পৃ: ৯১

জাতীয় জ্ঞান কমিশন — ভূমিকা/সম্পাদকীয়।
মাঘ; পৃ: ২৩৯-২৪০

ডিজিটাল গ্রন্থাগার — তথ্য পরিসেবা/গতিকৃষ্ণ বটব্যাল।
বৈশাখ; পৃ: ৮-৯

তথ্য সচেতনতা — গ্রন্থাগারের ভূমিকা/সম্পাদকীয়।
পৌষ; পৃ: ২১৫

তথ্যের অধিকার/শিলাদিত্য জানা।
চৈত্র; পৃ: ৩০০-৩০৩

বইমেলা ও জনগ্রন্থাগার/পীযূষকান্তি জানা।
মাঘ; পৃ: ২৪১-২৪৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ — ইতিহাস/নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
— জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫১-৫৩
— আষাঢ়; পৃ: ৭৬-৭৮
— শ্রাবণ; পৃ: ১০২-১০৫
— ভাদ্র; পৃ: ১১৯-১২২
— আশ্বিন; পৃ: ১৪১-১৪৪
— কার্তিক; পৃ: ১৬৯-১৭১
— অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৪-১৯৭
— পৌষ; পৃ: ২২৪-২২৫
— মাঘ; পৃ: ২৪৫-২৪৯
— ফাল্গুন; পৃ: ২৭৩-২৭৭
— চৈত্র; পৃ: ৩০৬-৩০৮

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় — অনুলয় বিভাগ - সমীক্ষা/অনুপম ঘোষ।
জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৯-৫০

বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ — গুরুত্ব/দেবব্রত ঘোষ।
বৈশাখ; পৃ: ৪-৭
রঙ্গনাথন — জীবনী/অরুণকান্তি দাশগুপ্ত।
পৌষ; পৃ: ২২১-২২৩
সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা — তথ্য পরিসেবা — ভারত/মাধবচন্দ্র চাটার্জী।
শ্রাবণ; পৃ: ৯২-৯৭
সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথি/ড. শিবাণী রায় ও বিশ্বজিৎ মোদক।
জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৪-৪৮
সাধারণ গ্রন্থাগার — তথ্য পরিসেবা/মৃদুলকুমার মিত্র।
কার্তিক; পৃ: ১৭২-১৭৪
সাধারণ গ্রন্থাগার — তথ্য পরিসেবা-মুর্শিদাবাদ/শমীক বর্মণ রায়।
অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৮৫-১৮৮
সাধারণ গ্রন্থাগার — পরিচালন পদ্ধতি/সম্পাদকীয়।
আষাঢ়; পৃ: ৬৭
সাধারণ গ্রন্থাগার — পরিসেবা/সম্পাদকীয়।
আশ্বিন; পৃ: ১৩৫
সুবলশ্রী — জীবনী/অরুণকান্তি দাশগুপ্ত।
ভাদ্র; পৃ: ১২৪-১২৬
স্বাস্থ্যবিজ্ঞান গ্রন্থাগার — গঠন, পরিসেবা এবং বৈদ্যুতিন যুগে তার ব্যবহার/নিতাই চন্দ্র ঘটক।
কার্তিক; পৃ: ১৬৫-১৮৭

বিভাগীয় সূচী

গ্রন্থাগার ঃ বার্ষিক নির্ঘন্ট-১৪১২।
১, বৈশাখ; পৃ: ২৭-৩৭

গ্রন্থাগার দিবস ঃ

আরামবাগ মহকুমা উপসমিতি (উপসমিতির উদ্যোগে এবং রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার ও সংস্কৃতি পরিষদের সহযোগিতায় গ্রন্থাগার দিবস পালন)।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮২
কমলাপুর সংঘ শহর গ্রন্থাগার, দমদম।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮৩
গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মী সমিতি, বর্ধমান জেলা শাখার সহযোগিতায় জামুড়িয়া নজরুল শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গনে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩১১
চন্দননগর পুস্তকাগার, বাগবাজার, চন্দননগর, হুগলী।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮১
চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার, কামারপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলী।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮৬
তরুণ সমিতি পাঠাগার, কাশীয়াডাঙ্গা, নদীয়া।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮৫
দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, কৃষ্ণদেবপুর, বর্ধমান।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩১০
নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮৪
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ঃ উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখা।
৩, আষাঢ়; পৃ: ২-৮০
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (পরিষদের কোচবিহার জেলা শাখা ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি জেলা কমিটির উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস পালন, স্তালিন পাঠাগার)।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮৩
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (পরিষদের মাথাভাঙা মহকুমা কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পরিচালনায় গ্রন্থাগার দিবস পালন)।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮৪
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (পুরুলিয়া জেলা শাখা ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস)।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : পুরুলিয়া জেলা শাখা।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৩
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : মৌলালী যুবকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সমাবেশ, (বিষয় : সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা)।
১০, মাঘ; পৃ: ২৫৬-২৫৮
বড়দা বানীশ্রী পাঠাগার, পুরুলিয়া
১, বৈশাখ; পৃ: ১৬
বাটরা পাবলিক লাইব্রেরী, হাওড়া।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮৫
বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩১০
গ্রন্থাগার সংবাদ ॥
অভিযান সংঘ গ্রন্থাগার, মহেশমাটি, মালদহ (নব-নির্মিত ভবন ও শিশুবিভাগের উদ্বোধন)।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮৬
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পার্ক অ্যাসোসিয়েশন পাঠাগার, বাঘাযতীন, কলকাতা (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন)।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৮২
(দি) ইয়ংমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন। শেওড়াফুলী, হুগলী (কার্যকরী সমিতি গঠন)।
৯, পৌষ; পৃ: ২২৬
উখুরা পল্লী উন্নয়ন পাঠাগার, বর্ধমান (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৯
উখুরা পল্লী উন্নয়ন পাঠাগার, বর্ধমান (রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী পালন)।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৮
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় : কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (কেরিয়ার গাইডেন্স বিভাগের উদ্বোধন)।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৭
কমলাপুর সংঘ শহর গ্রন্থাগার (পাঠ্যপুস্তক বিভাগ উদ্বোধন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৫
কান্দরা জ্ঞানদাস পল্লীমঙ্গল সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, কান্দরা, বর্ধমান (রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন)।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৩
কাশীপুর ইনস্টিটিউট (কার্যকরী সমিতি গঠন)।
৭, কার্তিক; পৃ: ১৭৭
কোচবিহার জেলা পাবলিক লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি (বার্ষিক সাধারন সভা)।
৮, অগ্রহায়ন; পৃ: ২০০
গোসাইরহাট জাগৃতি সংঘ ও গ্রন্থাগার, কোচবিহার (রবীন্দ্র সন্ধ্যা)।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০০
চুপী অকিঞ্চন কুটীর ও অক্ষয় গ্রন্থাগার, কালনা, বর্ধমান (ছন্দকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫১
চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার (প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণের শিলান্যাস)।
৯, পৌষ; পৃ: ২২৭
— (মহিলা বিভাগের উদ্বোধন)।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮৪
— (রূপান্তর দিবস)।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৯
— (সচেতন ক্রেতাই সুরক্ষিত ক্রেতা)।
৭, কার্তিক; পৃ: ১৭৮
চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগার : দার্জিলিং (নবনির্মিত পাঠকক্ষের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান)।
১, বৈশাখ; পৃ: ২১
জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের কেন্দ্র সংগঠকদের প্রশিক্ষণ শিবির, বর্ধমান।
৭, কার্তিক; পৃ: ১৭৬-১৭৭
দীঘল গ্রাম বালাজী পাঠাগার, বাঁকুড়া (অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে বিদায় সম্বর্ধনা)
১, বৈশাখ; পৃ: ১৫
দাঁইহাটা শহর জিতেন্দ্রনাথ মিত্র স্মৃতি পাঠাগার, বর্ধমান (রবীন্দ্র নজরুল স্মরণসভা)
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৪
দেউলপাড়া সবুজ সংঘ সাধারণ পাঠাগার, হুগলী (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৯
— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩০৮

দেশবন্ধু পাঠাগার, কলকাতা (নতুনভবনের উদ্বোধন)।
৯, পৌষ; পৃ: ২২৮
দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, বর্ধমান। (রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন)।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৯
নগরী বাণীমন্দির পাবলিক লাইব্রেরী, বীরভূম। (রজতজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৬
নাদনঘাট শান্তী স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, নাদনঘাট, বর্ধমান (পাঠাগার ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান)
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৯
নেতাজী লাইব্রেরী, বাঁকুড়া (২৩শে জানুয়ারী পালন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৭-১৮
পল্লীভারতী, মৃগকল্যাণ, হাওড়া (রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৩
— সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা।
১, বৈশাখ; পৃ: ২০
পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র পাঠাগার, আনুখাল, বর্ধমান (বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩১০
পল্লীশ্রী গ্রন্থাগার, হীরাপুর, হাওড়া (রবীন্দ্র-নজরুল জন্মদিবস পালন)।
৬, অশ্বিন; পৃ: ১৫২
পুঁথিঘর গ্রন্থাগার, খুকড়ামুড়া, পুরুলিয়া (গ্রন্থাগার সহায়কের বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান)।
৯, পৌষ; পৃ: ২২৮
পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগার, পূর্বস্থলী, কালনা, বর্ধমান (পুস্তক প্রদর্শনী সপ্তাহপালন)।
৭, কার্তিক; পৃ: ১৭৭
— (রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন)।
৪, শ্রাবন; পৃ: ১১০
বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার, বর্ধমান (নজরুল জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন)।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৪
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ (১৩ তম পুনর্মিলন উৎসব-২০০৬)
বৈশাখ; পৃ: ১১
(দি) বঙ্গেজ ওন লাইব্রেরী এন্ড ইয়ং মেন্স ইন্সটিটিউট, কলকাতা (৯৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৩
— (পাঠাগারের ৯৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন)
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৪
বাচামারী কবি ভারতীভবন সাধারণ পাঠাগার, মালদহ (দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন ও গ্রন্থাগার দিবস পালন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৪
বারাসাত রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (রক্তদান কর্মসূচী)।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৮২
বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী, হুগলী (পঞ্চাশন কর্মকারের দ্বিশত প্রয়ান বার্ষিকী উদ্‌যাপন)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩১০
বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগার, ময়নাপুর, বাঁকুড়া (মাতৃভাষা দিবস পালন)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩১৩
বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শীর্ষক কর্মশালা)।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০১
বেলডাঙা প্রসন্নকুমার মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরী, বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ (নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন)।
৯, পৌষ; পৃ: ২২৬
বৈদ্যনাথ লক্ষ্মীকান্ত স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার (গ্রামীণ) (ভাষা শহীদ দিবস উদ্‌যাপন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৮
বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগার ও কৃষ্টি সংসদ, করুণাময়ী, বিধাননগর (২১ তম বার্ষিক সভা)।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০০
— (প্রয়াত সত্যব্রত নাগ স্মরণে শোকযাত্রা)
১২, চৈত্র; পৃ: ৩০৯
ভামুরিয়া উদয়িনী পাবলিক লাইব্রেরী, পুরুলিয়া (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৮
মনোহরপুর পাবলিক লাইব্রেরী, হুগলী (মাতৃভাষা দিবস পালন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৮

মনোহরপুর পাবলিক লাইব্রেরী, ডানকুনি, হুগলী (মাতৃ ভাষা দিবস পালন)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩১২
মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী অ্যান্ড গ্রী রিডিং রুম, হুগলী (মাতৃভাষা দিবস পালন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৭-১৮
— (রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা)।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৯
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, রিষড়া, হুগলী (অভিজ্ঞান ছড়া উৎসব)।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৫
— (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৪
মুজাফফর আহমেদ পাঠাগার (গ্রন্থাপ্রকাশ অনুষ্ঠান)
৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৭
মেমারী মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার, বর্ধমান (রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন)।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৩
— (অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে বিদায় সম্বর্ধনা)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫১
— (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ২০
— (ভাইফোঁটার মিলনমেলা)।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮১
— (শিশু বিভাগের উদ্বোধন)।
১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮১
যুবা ব্যায়াম সমিতি লাইব্রেরী (শিশু ভবন উদ্বোধন)
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৬
রেবতীরমন সেবা সংঘ শহর গ্রন্থাগার, মাথাভাঙা, কুচবিহার (নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান)।
১, বৈশাখ; পৃ: ২২
রোপপার্ক সাধারণ পাঠাগার, রিষড়া, হুগলী (ভাষা দিবস পালন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৯
রোল যাযাবর সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বাঁকুড়া (অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে বিদায় সম্বর্ধনা)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৫
শান্তি সংসদ সাংস্কৃতি পাঠাগার, সোনারপুর (রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫১
সংস্কৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, আমতা, হাওড়া (নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ২২
সারদা গ্রন্থনিকেতন, হুগলী (রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা)।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৮
সুভাষ পাঠাগার, বর্ধমান (রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন)।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৩
গোসাইরহাট জাগৃতি সংঘ ও গ্রন্থাগার কোচবিহার (রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন)।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৪
সৌগত স্মৃতি গ্রন্থাগার, ২৫/২ চক্রবেড়িয়া রোড, কলকাতা (প্রতিষ্ঠা দিবস পালন)।
৭, কার্তিক; পৃ: ১৭৮
হাওড়া সংঘ পাঠাগার (বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা)।
১২; চৈত্র; পৃ: ৩০৯

গ্রন্থাগারিক দিবস ঃ

গ্রন্থাগারিক দিবস-২০০৬ (কেন্দ্রীয় সমাবেশ, বালী রবীন্দ্রভবন)
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪৯
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখা (গ্রন্থাগারিক দিবস উদ্‌যাপন)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪৮

চিঠিপত্র ঃ

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৮
শ্যামল খাসনবিশ, বালুরঘাট।
৯, পৌষ; পৃ: ২৩২

পরিষদ সংবাদ ঃ

আটচল্লিশ (৪৮ তম) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বিষয় বিজ্ঞপ্তি।
৮, অগ্রাহয়ণ; পৃ: ২০৫-২০৬
আরামবাগ মহকুমা উপসমিতি (বর্গীকরণ ও সূচীকরণ বিষয়ক কর্মশালা)।
৯, পৌষ; পৃ: ২৩১

গ্রন্থাগার দিবস ২০০৬ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি।

৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৪-২০৫

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান : পুনশ্চিক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা।

৭, কার্তিক; পৃ: ১৭৫

নলেজ লাইব্রেরীয়ানদের সার্ট লিব্ (২০০৬) পরীক্ষার ফলাফল।

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪৮

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্মশালা।

২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা-একটি গণডেপুটেশন)।

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪৫-১৪৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী অনুষ্ঠান)।

১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৭৮-২৮০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (পরিষদের কাউন্সিল সভা ২০০৬-২০০৭)।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (সংবর্দ্ধনা সভা)।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (সমাবর্তন উৎসব)।

৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৯-৮০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (সার্টলিব্ এস.সি.-২০০৬ সালের পরীক্ষার ফলাফল)।

১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (৭৩ তম সাধারণ সভা ২০০৪-২০০৫)।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখা (এক নজরে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার আন্দোলন)।

৩, আষাঢ়; পৃ: ৮০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : কোচবিহার জেলাশাখা (পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারনের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি কোচবিহার জেলাশাখার যৌথ উদ্যোগে নবনির্বাচিত এল.এল.এ সদস্য ও জেলা সভাপতিকে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান)।

৭, কার্তিক; পৃ: ১৭৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : কোচবিহার জেলা শাখা (বিগত বছরের কাজকর্মের প্রতিবেদন)।

৩, আষাঢ়; পৃ: ৮১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা (পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে, জেলার পরিচালন সমিতিগুলির সহযোগিতায় গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নয়ন কল্পে ব্লক ভিত্তিক আলোচনা সভা)।

১২, চৈত্র; পৃ: ৩১৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখা (৩য় দ্বিবার্ষিক সম্মেলন)।

১২, চৈত্র; পৃ: ৩১৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : পুরুলিয়া জেলা শাখা (৩৩ তম সম্মেলন)।

১০, মাঘ; পৃ: ২৫৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : পুরুলিয়া জেলা শাখা (৩৩ তম জেলা সম্মেলন)।

১২, চৈত্র; পৃ: ৩১৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বাঁকুড়া জেলা কমিটি (১৬ তম বার্ষিক সাধারন সভা)।

১, বৈশাখ; পৃ: ১১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বীরভূম জেলা শাখা (জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার মন্ত্রীকে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের সার্টিফিকেট প্রদান)।

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : মালদা জেলা শাখা (নেতাজী জন্মদিন উদ্‌যাপন ও অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের বিদায় সংবর্দ্ধনা)।

১, বৈশাখ; পৃ: ১৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হাওড়া জেলা শাখা (ভাষা দিবস পালন)।

১, বৈশাখ; পৃ: ১৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হুগলী জেলা কমিটি (ভাষা দিবস পালন)।

১, বৈশাখ; পৃ: ১২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হুগলী জেলা শাখা (২৮ ও ২৯তম সাধারণ সভা)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১০
(ড.) শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের ১১৪ তম জন্ম জয়ন্তী পালন, ২০০৬।
৯, পৌষ; পৃ: ২২৯-২৩০
সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স, ২০০৬ পরীক্ষার ফল প্রকাশ।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩১৪-৩২০
পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি :
উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখা (২২তম সাধারণ সভা)।
৮, অগ্রহায়ন; পৃ: ১৯৮
উলুবেড়িয়া মহকুমা শাখা, হাওড়া (১১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫২
কালনা মহকুমা শাখা (৮ম সম্মেলন, কাঁকুড়িয়া দেশবন্ধু গ্রামীণ পাঠাগার)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩১২
— (১১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৬-১৭
কোচবিহার জেলাশাখা (এস এল এ সদস্য নির্বাচন ও বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫২
— (প্রতিষ্ঠা দিবস পালন)।
৯, পৌষ; পৃ: ২২৬
— (বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৮, অগ্রহায়ন; পৃ: ১৯৮
জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন (২ জুন, ২০০৬)।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১০
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখা, বালুরঘাট (বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৮, অগ্রহায়ন; পৃ: ২০১
পুরুলিয়া জেলা শাখা (৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৮-১১০
— (৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৭
বর্ধমান জেলা (১২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
১, বৈশাখ; পৃ: ২৫
— (২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
১, বৈশাখ; পৃ: ২৫
মাথাভাঙ্গা মহকুমা কমিটি (বার্ষিক সাধারণ সভা)
৮, অগ্রহায়ন; পৃ: ১৯৯
হাওড়া জেলা শাখা (অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের বিদায় সম্বর্ধনা)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৪
হাওড়া সদর মহকুমা শাখা (১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৩
বইমেলা সংবাদ :
উত্তর দিনাজপুর জেলা (১১ তম)।
১, বৈশাখ; পৃ: ২৪
উত্তর দিনাজপুর জেলা (১২ তম)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩১২
কোচবিহার জেলা।
১, বৈশাখ; পৃ: ২৫
পুরুলিয়া জেলা, ২০০৬ (২০ তম)।
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৬
বর্ধমান জেলা (১৮৩ তম ও অষ্টম মেমারী বইমেলা)।
১, বৈশাখ; পৃ: ২৩-২৪
বীরভূম জেলা।
৯, পৌষ; পৃ: ২২৮
বিশেষ সংবাদ :
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত কিছু তথ্য।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৮-১২৯
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (মঙ্গলাপ্রসাদ সিনহা মেমোরিয়াল হল-এর উদ্বোধন)।
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১০
রাজ্যসভায় জনগ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও ভারতের প্রীতি রাজ্যের সাধারন গ্রন্থাগার আইন প্রনয়নের দাবী।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫০

রাজ্যসভায় ভারতের প্রতিরাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রনয়নের দাবী।

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫০

শোক সংবাদ ঃ

অমিতা রায়চৌধুরী, প্রাক্তনকর্মী, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩২০

অলোক কুমার দত্ত। বীরনগর।

১, বৈশাখ; পৃ: ১০

ঘোকন রাজভর, সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ সাধারনের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কোচবিহার জেলা শাখা।

৯, পৌষ; পৃ: ২৩১

(ড.) গনেশ ভট্টাচার্য, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৫

গৌতমবিকাশ চক্রবর্তী।

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৪

বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৪

মঞ্জরী বসু। গ্রন্থাগারিক, প্রেসিডেন্সী কলেজ

১০, মাঘ; পৃ: ২৪৯

রাখালচন্দ্র অধিকারী।

৩, আষাঢ়, পৃ: ৭৫

শ্যামাপ্রসাদ দাস, প্রাক্তনকর্মী, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

১২, চৈত্র; পৃ: ৩২০

সত্যব্রত সেন, গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক।

৯, পৌষ, পৃ: ২৩০

সত্যব্রত সেন।

১০, মাঘ; পৃ: ২৫৯-২৬০

সরকারী আদেশনামা ঃ

Approved exemption from NET to M.Phil and Ph. D. Degree holders for appointment to the post of Assistant Librarian & Assistant Director of Physical Education. (No. F. 3-1/94 (PS)-7 Dated 22nd September, 2006)

১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৯২

Change of date of option of the employees of the government sponsored Public library. (No. 53/ MEE/Sectt Dated 18th Jan. 2007)

১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮৭-২৮৮

i) Creation of posts of professors in autonomous college

ii) Career advancement scheme for Assistant Library/College Libraries/Assistant Director of Physical Education/College Director of Physical Education.

(F.No - 1-9/99 - U.II Dated 22nd, Sep 2007)

১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮৯-২৯১

Recognition of the "Trade Course on Library & Information Science approved & affiliated to National Council of vocational training (NCVT), under Ministry of Labour and Employment, Govt. of India.

(No $\frac{526 - MEE/Sectt}{5L-98/06}$ Dated 19th June, 2006)

৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩০

English Abstract

— ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৯-৬২

— ৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৫-৮৬

— ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৫-১৫৮

— ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৭-২১০

— ৯, পৌষ; পৃ: ২৩৩-২৩৪

— ১০, মাঘ; পৃ: ২৬১-২৬২

— ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৯৩-২৯৪

— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩২১-৩২২

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার'** প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিস্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আশের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, সেবাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

UBLISHED ON 25TH OF EVERY
NGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No. : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo.:MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPW/P-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd. No. : R. N. 26745/7

GRANTHAGAR

l.57 : No. 2 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor : Nirmalya Roy May, 2007

CONTENTS

Page

pecial care to public library user (***Editorial***) 31

anashree Roy
Classification of Litera Classification
Scheme : A discussio 32

ubal Kumar Barui
Weeded out books : problem of space scarcity and preservation 36

rmalendu Mukhopadhyay
Library Movement in Bengal and History of the Bengal Library Association 38

BITUARY 41

SSOCIATION NEWS 42

BRARY NEWS 47

NUAL INDEDX (Vol. 56 No. 1-12, Baisakh–Chaitra, 1414 B.S. April, 2006 - March, 2007) 51

nted & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T. heme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 2244-6866. E-mail : info@blacal.org,** bsite :http://www.blacal.org, Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, one : 2284-8265.
itor : **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Roy**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ৫ | সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী | ভাদ্র, ১৪১৪

সূচীপত্র

11/9/07

CALCUTTA UNIVERSITY

	পৃষ্ঠা
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়)	১২৩
বেলা দত্তগুপ্ত সমাজ বিকাশে গ্রন্থাগার ও তথ্যের ভূমিকা	১২৪
শোক সংবাদ	১৩০
ভ্রম সংশোধন	১৩০
সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতে অভিধান সঙ্কলন প্রসঙ্গে	১৩১
গ্রন্থাগার সংবাদ	১৪৩
পরিষদ সংবাদ	১৪৪
সরকারি নির্দেশনামা (767-MEE / Sectt. Dated : 18th July, 2007)	১৪৬

C.R. AVENUE 28.9.07 DELHI

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  বৈদিক সাহিত্য গ্রন্থাগার, ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা
- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা।
- **ডঃ অদিতা ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ, ২য় সং : ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।
- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা ১৯৮৮
  মূল্য : ২৫.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী.
  ১৯০০-১৯১৪ : ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology, 1993.
  Rs. 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume: 1998, Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : দেবী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত) • দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10.00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

• ৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০ • (পরিবেশক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ৫ সম্পাদক : গৌতম গোস্বামী ভাদ্র, ১৪১৪

সম্পাদকীয়

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত জেলাতে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারের যেমন ভূমিকা আছে তেমনি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। সেই মতাবেক ভাবা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার স্থাপন করা এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি করা। প্রথম দিকে শর্ত ছিল যে সকল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ৭৫০ বা তার বেশী সেই সকল বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যবস্থা, নিয়মিত গ্রন্থাগার ক্লাস রুটিনে রাখা ইত্যাদি এবং গ্রন্থাগারিক সম্পূর্ণ সময় গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কাজে ব্যাপৃত থাকবে। কিন্তু দুঃখের কথা এখনও পর্যন্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়মিত নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ নেই গ্রন্থ কেনার জন্য। নিয়মিত গ্রন্থাগার ক্লাস রুটিনে নেই। সবচেয়ে বেশী দুঃখের বিষয় যা তা হলো গ্রন্থাগারিকদের দিয়ে গ্রন্থাগার ছাড়া বিদ্যালয়ের অন্য কাজে যেমন - প্রায় নিয়মিত নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্লাস নেওয়া, করনিকের কাজ করা, কোন শিক্ষক/শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকলে তাঁর নির্দিষ্ট ক্লাস নেওয়া ইত্যাদি। গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বা গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত কাজ অবশ্যই গ্রন্থাগারিক করতে পারে। কিন্তু তার বাইরে কোন কিছু করলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অবনতি ঘটবে এবং ছাত্র বা শিক্ষকশিক্ষিকাদের ক্ষতি হবে। এই ব্যাপারে অনেক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকরা প্রতিবাদ করাতে কিছু কিছু জায়গায় ভালো ফল পাওয়া গেছে, আবার কিছু জায়গায় গ্রন্থাগারিকদের লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। এমনকি এও বলা হয়েছে গ্রন্থাগারিকের কোন কাজ নেই অথবা শিক্ষকশিক্ষিকা বা ছাত্র/ছাত্রীরা বই পড়বে না ইত্যাদি। এমন ঘটনাও ঘটেছে গ্রন্থাগারে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমরা এই ব্যাপারে একমত যে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার চালু রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে আলোচনা করে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

With Best Compliments from :-

Gutenberg

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

58, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

সুশীল কুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতা

সমাজ বিকাশে গ্রন্থাগার ও তথ্যের ভূমিকা

ড: বেলা দত্তগুপ্ত

২১ শে এপ্রিল ২০০৭, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে বর্তমান লেখককে শ্রী সুশীল কুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতা দেবার জন্য একটি অনুরোধ জানান হয়। ঐ বক্তৃতাটির একটি অনুলিপি এখানে নিবেদিত হল।

প্রকৃতির অন্যান্য জীবের মতই মানুষও সমাজবদ্ধ জীব। কিন্তু ঠিক একরকম কি? না তা নয়। মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীর, অন্য জীবের ব্যতিক্রম আছে, পার্থক্য আছে। কারণ মানুষ শুধুমাত্র সমাজবদ্ধ জীব-ই নয়, মানুষ "হোমো সেপিয়েন" (Homo Sapien) অর্থাৎ 'মননশীল'; সে চিন্তা করে, অতীতে অবগাহন করে, বর্তমানে সঞ্চারণ করে এবং ভবিষ্যতের দিশারীও হয়। জ্ঞান আহরণের সঙ্গে থাকে তার জ্ঞান বিতরণের নিরন্তর প্রয়াস। সে সঞ্চয় করে তার সন্তানের প্রবাহের জন্য। জ্ঞানের ভাণ্ডার জমে ওঠে শিলালিপিতে, প্যাপাইরাসে (Papyrus), ভূর্জপত্রে, পোড়ামাটির ইষ্টকখণ্ডে, তালপাতায়, তাম্রফলকে এবং আরো অজস্র মাধ্যমে। নিরবধি কালের জন্য এই প্রবাহকে বহমান রাখতে, সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজন উপযুক্ত ব্যবস্থার। ফলে, একসময় স্থাপিত হয়েছিল এ সবের সংরক্ষণাগারের। বর্তমান অর্থে গ্রন্থাগার বলতে যা বোঝায়, সেই অর্থে গড়ে ওঠেনি এসব সংরক্ষণাগারগুলি। যেমন ধরা যাক, সম্রাট অশোক নিজস্ব ভাবনাগুলি চিরকালের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে রেখেছিলেন এবং এই ভাবে অসংখ্য লিপিমালা জমে ওঠে। পরবর্তীকালে এসব লিপিমালার পাঠোদ্ধার হয়েছে এবং বর্তমানে তা গ্রন্থাগারজাত।

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণের প্রয়াস সমানভাবে চলে আসছে। তাই জ্ঞান সংরক্ষণের ইতিহাস বিস্ময়কর ভাবেই সুপ্রাচীন।

শ্রীমতী সারাতুলোচ সম্পাদিত The Oxford Dictionary of New Words (1992) থেকে জানা যায় যে "Gloss" অর্থাৎ শক্ত শব্দের অভিধান লেখা শুরু হয় খৃ: পূ: ২৫০০ বছর আগেকার সুমের (Sumer) সভ্যতার সময় থেকে। দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়া-য় অবস্থিত এই সুমের সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা বলে অনুমিত হয় সুমেরুতত্ত্ববিদ স্যামুয়েল নোয়া ক্রামার (Samuel Noah Kramer) এর মতে। ক্রামার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সুমেরতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ এমেরিটাস অধ্যাপক। তাঁরই সূত্র ধরে বর্তমানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আকে সো বেগ সুমেরিয়ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলনে রত আছেন। "cuneiform" পদ্ধতিতে লেখা সুমেরিয় ভাষায় বহু প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে বলা যায় যে সুমের সভ্যতায় পুঁথি/গ্রন্থ সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থাও ছিল। এইসব সংরক্ষণাগারগুলিকে বর্তমানের গ্রন্থাগার হিসেবে চিহ্নিত করতে বিশেষ অসুবিধে আছে বলে মনে হয়না।

অনুরূপভাবে, আসিরিয় ও মিশরীয় সভ্যতায় গ্রন্থের অগ্রতুলতা দেখা যায়না। আসিরিয় নিনেভ (Nineveh) শহর শত্রুর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। বহু বৎসর পর বিভিন্ন ধ্বংসস্তূপ খনন করে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ ২০০০০ কিংবা ততোধিক বই উদ্ধার করা হয়। এগুলো বর্তমানের বইয়ের মত নয়। সবগুলো মাটির চাকতি, বা ফলকের উপর লেখা কোনোটা গোল, কোনোটা চৌকো, কোনোটা আবার অন্য চেহারার। কিউনিফর্ম (cuneiform) বা কৌণিক চিহ্নে লিখিত হত এই সব 'ফলক' বা বই। দর্শন, সাহিত্য, প্রেমকথা সমস্ত রকম রচনাই পাওয়া গেছে এই লিপির মাধ্যমে। একমাত্র মেসোপোটেমিয়া সাম্রাজ্যেই নয়। পরবর্তীকালে সুমের, আকাড, আসিরিয় সাম্রাজ্যেও এই লিপিতে লেখালেখি হয়েছে এবং গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। মিশরীয় সভ্যতায় বইয়ের ব্যবহার আরো সুস্পষ্ট। তবে মিশরীয়রা লিখতো মূলত প্যাপাইরাস-এর উপর আর সেগুলো গুটিয়ে রাখা হত। এই সূত্রে আমরা বর্তমানে ব্যবহৃত volume কথাটি পেলাম। volume কথাটি এসেছে 'vovere' অর্থাৎ "গোটানো" প্রক্রিয়া থেকে। মিশরীয় ধর্মস্থানের পুরোহিতেরা এবং রাজা (ফেরো Pharaoh) বা তাদের সংরক্ষণাগারে এইসব volume যত্ন করে রেখে দিতেন। মধ্যপ্রাচ্য তখন নানাভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে দেশ বিদেশের সঙ্গে এই সব প্রাচীন সভ্যতার যোগাযোগ হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগার/সংরক্ষণাগারগুলি জনগণের জন্য উন্মুক্ত হয়নি। রাজা, বাদশা, ফেরো এবং পুরোহিতদের দখলেই থেকে গেছে। এমন কি, প্রাচীন গ্রীসেও জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগারের অভাব দেখা যায়। অনেক দিগ্গজ, দিকপাল

পণ্ডিত গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু তাঁরা ছিলেন "Peripatetic" অর্থাৎ "ভ্রাম্যমান" পণ্ডিত। তাঁরা চলতে ফিরতে জনসাধারণে জ্ঞান বিতরণ করতেন যার ফলে কোন জিজ্ঞাসুকে গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হবার প্রয়োজন হতনা। তাছাড়া, একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে গ্রীসির সমাজ প্রবলভাবে স্তর বিন্যস্ত ছিল; ফলে সর্বসাধারণে বিদ্যাচর্চার অবকাশ ছিল খুবই কম। যে কারণেই হয়ত "ভ্রাম্যমান বুদ্ধিজীবী" বা Peripatetic Scholar দের দিয়ে সমাজের চাহিদা মিটে যেত।

ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা সূত্রে ইওরোপীয় ভূখণ্ডে বহুবিস্তৃত সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। পশ্চিম ও মধ্য ইওরোপে আনুমানিক ৫-১১ শতক পর্যন্ত সামন্ততন্ত্রের দাপট ছিল অসাধারণ। গোটা সামন্ত সমাজটি আবার নিয়ন্ত্রণ করত ইওরোপের প্রধান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খ্রিস্টীয় চার্চ এবং এই প্রতিষ্ঠানের শিখরে আসীন ছিলেন রোমান চার্চের মহামান্য পোপ।

শিক্ষাদীক্ষার উপর চার্চের কর্তৃত্ব ছিল অসাধারণ। সাধারণে কোন সাক্ষর মানুষ ছিলনা বললেই চলে। উচ্চপদস্থ বহু সামরিক বাহিনীর মানুষও নিজেদের নাম সই করতে পারতেন না। বহির্বিশ্ব ও দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ করে রাখা এবং বিপদে আপদে চার্চ ও যাজকশ্রেণীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা শিক্ষাই চার্চের পক্ষে কাম্য ও গ্রহণীয় ছিল। শিক্ষার বাহন ছিল লাতিন ভাষা। সুতরাং সাধারণ মানুষের আয়ত্বাধীন নয়। পোপের ভ্যাটিকান চার্চের অধীনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল অসংখ্য মনাষ্টারী (Monastary) বা ক্ষুদ্রায়তন চার্চ বা গির্জা। ধর্মযাজকেরা প্রাচীন ধর্মীয় পাণ্ডুলিপি নকল করার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। মনাষ্টারী বা ভ্যাটিকান গীর্জার সংরক্ষিত গ্রন্থাগার ছিল সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। কঠোর নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে অপরাধীর শাস্তির কোন সীমা পরিসীমা ছিলনা। এদের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টধর্মে অবিশ্বাসের অভিযোগ আনা হত এবং চরম ও নিকৃষ্টতম সাজার ব্যবস্থা হত। আমরা ইতিহাস সূত্রে জোর্দানো ব্রুনো, গ্যালেলিও গ্যালেলেই, মাইকেল সেরভিটাস ইত্যাদির নাম জেনেছি যাঁরা এসব শাস্তি ভোগ করেছিলেন।

ফলে, ইওরোপের মধ্যযুগে মনাষ্টারী এবং ভ্যাটিকান চার্চে গ্রন্থাগার গড়ে উঠলেও বই তখনও সকলের জন্য নয়। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল এবং সেটি একান্তভাবেই ব্যতিক্রমী। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে (১০৯-৫৬) রোমে জনৈক Lucullus তাঁর ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহশালা সর্বসাধারণের গ্রন্থাগার হিসেবে দান করেন। ইতিহাসে এটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

রাজনীতি ও অর্থনীতির আবহে মধ্যযুগে ইওরোপে বিভিন্ন রাজন্যবর্গ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভবের ফলে গ্রন্থাগারের চাহিদা ক্রমবর্ধমান হতে থাকে। শোনা যায় মধ্যযুগে ইওরোপে ৬৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এবং ব্যবসাবাণিজ্যের (দেশীয় ও আন্তর্জাতিক) উন্নতির ফলে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং ভদ্রযুবকদের সামাজিক জীবনের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে Ritter Akademien নামে সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো। শুধু তাই নয়, আরব "মুসলিম রেনেশাঁস"-এর সূত্র ধরে প্রাচীন গ্রীসের মহামূল্যে পুঁথিপুস্তক একে একে পৌঁছতে শুরু করল ইওরোপে। প্রাচীন ভারতের তক্ষশিলা ও নালন্দা গ্রন্থাগার থেকে সমৃদ্ধ হয়ে বহু চৈনিক পরিব্রাজক পুঁথির অনুলিপি নিয়ে দেশে ফিরে গেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন নিজেদের দেশকে- এ কথা এখন তো সর্বজন বিদিত। পরবর্তীকালে বাংলা ও মগধে বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, সোমপুরী, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থাপিত হয়। প্রতিটি বিহারের সঙ্গে যুক্ত থাকতো উচ্চমানের গ্রন্থাগার।

পাশ্চাত্যদেশের মত ভারতের বিভিন্ন রাজপরিবারের নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল। তেরোশ শতকে চালুক্য রাজা বিশাল দেবের গ্রন্থাগার, ১১ শতকে ধারা রাজ্যের রাজা ভোজের গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। বর্তমান "গ্রন্থাগারিক" পদ-এর মত ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থাগারে "পুস্তকভাষক" নামাঙ্কিত একটি পদ ছিল। এই "পুস্তকভাষক"-এর কাজ ছিল "পুঁথি-র" পাঠোদ্ধার করা। অধিকাংশ তথ্য "পুঁথি"-তে সংরক্ষিত হত এবং সেসবই ছিল মঠ/মন্দিরের সম্পত্তি। উদাহরণ হিসেবে আমরা ওড়িষার মাদলাপঞ্জী, আসামের বুরুঞ্জী এবং দক্ষিণ ভারতের সঙ্গম সাহিত্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। ইহুদিদের গেনিজায় ঐ সম্প্রদায়ের প্রাচীন কাগজপত্র সংরক্ষিত হত। এ তথ্য আমরা জেনেছি শ্রী অমিতাভ ঘোষ রচিত In an antique Land (১৯৯২) উপন্যাস থেকে।

কিন্তু, এসব গ্রন্থাগার থেকে কতখানি উপকৃত হত সমাজ? ন্যূনতম। এটা যে অতিশয়োক্তি নয় সেটি উপলব্ধি করা যাবে সেইসব অতি প্রাচীন ও অনতি প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির ইতিবৃত্ত জানতে পারলে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অনতিপ্রাচীন গ্রন্থাগারগুলি করায়ত্ত ছিল রাজরাজেরা ও ধর্ম গুরুদের। সম্রাট ও রাজন্যবর্গের গ্রন্থাগারে সাধারণের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। প্রথমশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাও উপযুক্ত সুপারিশপত্র ব্যতীত গ্রন্থাগারে প্রবেশের অনুমতি পেতেন না। ১৫৭০ খৃঃ রু[illegible] পোপ

ঘোষণা করেন যে ভ্যাটিকান গ্রন্থাগার থেকে কোন বই বা পাণ্ডুলিপির নকল করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে চরম সাজা পেতে হবে। এমন কি, তাকে খৃষ্টধর্মচ্যুত বা excommunicate ও করা হতে পারে। ফলে, এই চরমতম শাস্তির ভয়ে কেউ আর দুঃসাহসী হতে পারেনি।

ইওরোপের মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠিত প্রায় সত্তরটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে নিয়মাবলী অপেক্ষাকৃত শিথিল করা হয়। কিন্তু, শিক্ষার্থীদের জন্য তখনও গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়নি। বই-য়ের আয়তন ছিল বিশাল কারণ কাগজ ও ছাপাখানার জন্ম তখনও হয়নি ইওরোপে। ভেলাম (velum) বা পার্চমেন্ট (parchment) বা পশুচর্মের উপর লেখা হত অক্ষর, বই। সুতরাং আকারে ও ওজনে এসব বই ছিল বিরাট। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রাচ্যদেশের ইতিহাস ছিল স্বতন্ত্র। ৮৬৮ খৃ: অ: - এ চীনদেশে Block Printing এর সাহায্যে "হীরকসূত্র"। Diamond Sutra ছাপানো হয়। ১১০০ খৃ: অ: - এ চীনদেশে চলমান অক্ষর বা Movable Types এর উদ্ভাবন করেন পি. সেঙ্গ (P. Seng)। ১৩ খৃ: অ: - এ জাপানেও Movable Type এর বইলেখা হয়। আনুমানিক ১৬০০ খৃ: অ:-এ জার্মানিতে গুটেনবের্গ-এ মুদ্রণ যন্ত্রের উদ্ভাবন এবং চীন থেকে কাগজ আমদানীর সূত্রে মুদ্রণ জগতে এক অচিন্তনীয় পরিবর্তন এসে গেল। Velum বা Parchment এর স্থান অধিকার করল কাগজে ছাপা বই। অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Sir Thomas Bodley ৮/১১/১৬০২ সনে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের ২০,০০০ বই দিয়ে বর্তমানের বিশ্ববিখ্যাত Bodlian Library প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮০ সনে বর্তমান লেখক গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করার সময় জেনেছিলেন যে ঐ সময় উক্ত গ্রন্থাগারে বই-য়ের সংখ্যা ছিল চল্লিশ লক্ষ। বর্তমানে, সে সংখ্যা কত বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবেশ অবাধ হলেও, Thomas Bodley এই গ্রন্থাগারে বড় সাইজের বই রাখাই পছন্দ করতেন যাতে বই চুরি না যায়। শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ দেওয়া হলেও, সম্পূর্ণ সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। মধ্যযুগে ইওরোপে ৬৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছাড়াও, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেনের রাজন্যবর্গ গ্রন্থাগার নির্মাণে একান্ত আগ্রহী ছিলেন। ত্রিশ বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধে বিধ্বস্ত হবার আগে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে ইওরোপের বইমেলা বসত। গোটা ইওরোপই নয়, আরব দুনিয়া থেকে সেখানে পুস্তক সম্ভার নিয়ে হাজির থাকতো বইশ্রেমী ও বই ব্যবসায়ীরা। এখানে উল্লেখ্য যে তথাকথিত আরব দুনিয়াকে ইতিহাসের "অন্ধকার অধ্যায়" আখ্যায়িত করা হলেও, ঐ মধ্য যুগেই এই আরব দুনিয়া থেকে "কারাভাঁ"- (Caravan) বাহিত হয়ে উত্তর আফ্রিকার স্থল পথে লক্ষ লক্ষ পুঁথি (manuscript) ইওরোপে পৌছত। তৎকালীন বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি ও সাফল্যের অনেক তথ্য প্রখ্যাত বিজ্ঞানী J. D. Bernal এর Science in History (4 vols) বইটিতে পাওয়া যাবে। তাঁর সুযোগ্য পুত্র Merlin Bernal এর রচিত Black Athena (3 vols) এই বিষয় সমধিক উল্লেখিত হয়েছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট ছাড়াও, জার্মানির কলনস্ভিক, হাইডেলবের্গ, ব্রাবডেনবর্গ শহরে বিশাল সব গ্রন্থাগার ছিল এবং জনসমাবেশ ঘটিয়ে গ্রন্থের এবং গ্রন্থাগারের উপকারিতার বিষয়ে লোকমত তৈরীর চেষ্টা হত। কিন্তু, গ্রন্থাগারের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত হতে তখনও দূর অস্ত। ইওরোপের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার হিসেবে মহামান্য পোপ-এর গ্রন্থাগার ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ।

আরব দুনিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে এখানে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা মনে করি। বাগদাদ, কায়রো এবং খলিফাদের আমলে বেশ কিছু গ্রন্থাগার ছিল। মুসলমান শাসনকালে স্পেনে ৭০টি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। করডোবায়, খলিফার আমলে (৯৬১-৭৬ খৃ: অ:) তার গ্রন্থাগারে ৪ লক্ষ পুঁথি ও বই ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার ছিল আলেকজান্দ্রিয়া শহরে। ঐ বন্দর নগরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং আলেকজাণ্ডার খৃ: পূ: ৩৩১ এ। গ্রীসের বিশ্বখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটলের বইশ্রেমী এই ছাত্র তাঁর সামরিক অভিযান চলাকালীন সময়েও নাকি বই পড়া থেকে নিবৃত্ত হননি! এখানে উল্লেখ্য, অ্যারিস্টটলের মৃত্যুর পরে তাঁর গ্রন্থের সংগ্রহ আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারে রাখা হয়েছিল। ঐ গ্রন্থাগারে পুঁথির সংখ্যা ছিল প্রায় ছয়লক্ষ (৬০০,০০০)। কীভাবে সম্ভব হয়েছিল এই অসম্ভব বিষয়টি? ঐ গ্রন্থাগারের কর্মকর্তারা নিয়ম করেছিলেন যে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর দিয়ে যত জাহাজ অতিক্রম করবে, জাহাজে কোন পাণ্ডুলিপি থাকলে তা জমা দিয়ে যেতে হবে গ্রন্থাগারে। লিপিকর (copyist) রা সেসব পাণ্ডুলিপি নকল করে রাখতেন। ফিরতি পথে নাবিকেরা আবার সেসব পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে নিয়ে যেতেন। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল সেই বিখ্যাত জ্ঞান-ভাণ্ডার, গ্রন্থাগার।

অন্য একটি কারণেও এই গ্রন্থাগার একান্তভাবে স্মরণীয়। বর্তমান আধুনিক গ্রন্থাগারগুলিতে বই, পুঁথির, শ্রেণী-বিভাগ ও বর্ণীকরণ একটি অবশ্য করণীয় বিষয়। এ সম্বন্ধে ইওরোপ, আমেরিকা তাঁদের অগ্রণী ভূমিকার দাবী করলেও। এই গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়টির অগ্রপথিক ছিলেন সুমেরিয়ন-রা (Sumerian)। তাদের প্রাচীন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, আলেকজান্দ্রিয়া-র গ্রন্থাগারেই নাকি প্রথম উন্নতমানের শ্রেণিবিভাগ ও বর্গীকরণ-এর নিয়ম চালু হয়। কালিম্যাকাস (Callimachus) নামে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী এক পণ্ডিত ছিলেন এর প্রবর্তক। আলবের্তো ম্যাঙ্গুয়েল (Alberto Manguel) এর "এ হিস্ট্রি অব রিডিং" (A History of Reading) বইটিতে এসব অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দেশগুলিতে গ্রন্থাগারের অগ্রতুলতা যে উপরোক্ত বিবরণী থেকে তা স্পষ্টই উপলব্ধ হবে। কিন্তু সিন্ধুকে আবদ্ধ ধনরত্নের মত তা মানুষের কাজে ও উপকারে সামান্যই ব্যয়িত হতে পেরেছে একথা চিন্তা করে ১৬০৬ খৃ: অ:-এ ইওরোপের অ্যাম্ব্রোসিয়ানা (Ambrosiana)-র গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীদের কাছে উন্মুক্ত করা হয়। কার্ডিনাল বোরোমেও (Cardinal Boromeo) এই গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই কার্ডিনাল মাজারিন (Cardinal Mazarin) তাঁর বিশাল গ্রন্থাগার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। গ্রন্থাগারিক ছিলেন গেব্রিয়েল নাউডে (Gabriel Naude')। বর্তমান গ্রন্থাগার বিষয়ক বিদ্যার জগতে নাউডে-র নাম অত্যন্ত সুপরিচিত। গ্রন্থাগারজাত গ্রন্থের শ্রেণীকরণে তাঁকে পথিকৃৎ বলে মানা হয় কারণ ১৯৯৫ সনের আগে ক্যালিমেকস (Callimachus)-এর নাম সমগ্র দুনিয়াতে অজানা-ই ছিল। গেব্রিয়েল নাউডে আরেক কারণে উল্লেখ্য। তা হল, তিনি গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি রাখতে শুরু করেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে গ্রন্থাগার প্রতীত্যের দেশে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হতে থাকে। মধ্য যুগের পর বহু শতাব্দী কেটে গেছে এবং বহু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে যথা রেনেশাঁস, রিফর্মেশন, বিজ্ঞানবিপ্লব, শিল্পবিপ্লব গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ক্রম উপলব্ধ হতে থাকে। বিজ্ঞান বিপ্লব সূত্রে ইওরোপের বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত উন্নতমানের গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়, যথা ইংলণ্ডের Royal Society, ফ্রান্সের Academie des Sciences এবং ইতালীর Accademia dei Lincei। ১৬০০ সনে স্বয়ং গ্যালেলিও এই Accademia dei Lincei তে যোগ দিয়েছিলেন। এই সব প্রতিষ্ঠান এবং সংযুক্ত গ্রন্থাগারগুলি বহু বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব আবিষ্কার করে এবং তথ্য ব্যবহার করে সমাজের কল্যাণসাধন করে। কিন্তু তথ্য যথার্থ হলেও, সব সময়ই যে জনসাধারণে গ্রাহ্য হত, জনকল্যাণ তথা সমাজ উৎকর্ষ সাধিত হত তা নয়। ধর্মান্ধতার কারণে অনেক তথ্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। তথ্যের আবিষ্কারকের প্রাণদণ্ড হয়েছে। মানবদেহে রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ করেন স্পেনের জনৈক চিকিৎসক মাইকেল সারভিটাস (Michel Servetus)। তিনি এই প্রক্রিয়াটির "আংশিক" সঞ্চালন (কেবলমাত্র ফুসফুসে)-এর কথা বলেছিলেন। পরে উইলিয়ম হার্ভে (William Harvey ১৫৭৮-১৬৫৭) - তাঁর আদ্যন্ত গবেষণায় পূর্ণাঙ্গ রক্ত সঞ্চালনের কথা বলেন। মাইকেল সারভিটাস-এর মতামত প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী হওয়ায় তাঁকে ধর্মগুরু কালভিন (Calvin)-এর নির্দেশে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেলেও মধ্যযুগীয় মনোভাব ধ্যানধারণা দূর হতে দীর্ঘদিন সময়লাগে কী প্রতীচ্যে, কী প্রাচ্যে! Technical Pessimism এ আচ্ছন্ন থেকে বহু নতুন গবেষণালব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করতে নিবৃত্ত থেকেছে মানুষ। উদাহরণস্বরূপ আমরা জার্মানির মূলার ও ব্রিটেনের ডেনিস পাপিনের নাম উল্লেখ করতে পারি। মূলার একটি নতুন ধরণের তাঁত (loom) তৈরী করেছিলেন। এর জন্য তাকে জেলবন্দী হয়ে থাকতে হয় বহু বছর এবং তাঁত টিকেও নষ্ট করে ফেলা হয়। ডেনিস পাপিন বাষ্পচালিত এনজিন (Steam engine)-এর প্রথম উদ্ভাবক কিন্তু তাঁর নাম একেবারে মুছে ফেলা হয়েছে Technical Pessimism এর দৌলতে। এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং ব্যক্তি হল The Luddite Movement এবং নেড লাড (Ned Lud)। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের (The Industrial Revolution) এর বিরোধী Luddite রা এবং Ned Lud শিল্পায়নের সময় যাবতীয় যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে খান খান করে রাখতো। এরা যেকোন নতুন পরিবর্তনের বিরোধী ছিল। কিন্তু, এই Technical Pessimism বা নতুন যন্ত্রবিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও সমাজের অগ্রগতি থেকে থাকেনি। কোন সুদূর অতীত থেকে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনের নিরিখে অনেক উদ্ভাবন করেছে। সেসব কোন গ্রন্থাগারের তথ্যের ভিত্তিতে নয়। স্রেফ বাঁচবার তাগিদে। ছোট একটি / দুটি উদাহরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। দীর্ঘদিন আগে, ১৯৫৯ সালে, বর্তমান লেখকের ব্রিটেনের একটি প্রাচীন রোমান শহর দেখার সুযোগ হয়। দক্ষিণ ইওরোপের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দেশের বাসিন্দাদের ব্রিটেনের সুতীব্র শীত সহ্য করা সম্ভব হয়নি। তাই তারা বাস কক্ষ গরম করার পদ্ধতি অনুসন্ধানে সক্রিয় হল, সফলও হল। পদ্ধতিটি আর কিছুই নয়, আগুন জ্বালিয়ে, সেই ধোঁয়া একটি নলের মাধ্যমে এক কামরা থেকে অন্য কামরায় সঞ্চালিত করা। একে বলা হ'ত Hypocaust। এই

Hypocaust ই বর্তমান কালের Air Conditioning এবং Central Heating এর পূর্বসূরী। প্রয়োজনের তাগিদেই এই উদ্ভাবন এবং পরবর্তী কালে নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার পর বর্তমানের যাবতীয় উন্নত ব্যবস্থা। আরেকটি উদাহরণ এখানে প্রাসঙ্গিক মনে করছি। লণ্ডন শহরের ওয়েলকম মুজিয়ম (Wellcome Museum) পৃথিবী বিখ্যাত। ম্যুজিয়ম বা যাদুঘর মাত্র-ই বর্তমান লেখিকার এক বিরাট আকর্ষণ। সেই আকর্ষণের বশেই Wellcome Museum এ ঢুকে লেখিকার বিস্ময়ের আর অন্ত ছিল না। গ্রন্থাগার, তথ্যাগারহীন অনক্ষর (pre-literate) সব প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মানুষেরা কীভাবে যে প্রসূতির প্রসব কালিন সময়ে নিজস্ব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতো, Wellcome সংগ্রহশালা সেসব সংগ্রহ করে এনেছেন। দেখে বিস্মিত হতে হয় সেসব ব্যবস্থা! বর্তমান শল্যচিকিৎসার তুলনায় অত্যন্ত নিম্নমানের হলেও। কৃৎকৌশলের মান নেহাৎ ন্যূন নয়। বর্তমানের Scalpel, Scissors, Suture সব পাওয়া গেছে তাদের আদি রূপে। Medical Anthropology র সূত্রে জানা যে বর্তমানের Brain surgery র নিদর্শন দক্ষিণ আমেরিকার বহু জায়গায় পাওয়া গেছে তিন হাজার বছর আগেকার প্রত্ন নিদর্শন থেকে। তাছাড়া, প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে এবং বিভিন্ন সম্রাট বাদশাহদের আনুকূল্যে শিল্পীদের রচিত অনুচিত্র (miniature paintings)-এ নানা ধরণের কৃৎকৌশলের (technique) তথ্য পাওয়া যায়, যা কিনা পুস্তক বা গ্রন্থজাত করা সম্ভব হয়নি। প্রাচীন হিট্টাইটদের লেখার Bustroledon পদ্ধতি বর্তমানের Electronic Typewriter এর আদিজনক কিনা সে প্রশ্নও জিজ্ঞাস্য। এই প্রসঙ্গের উপসংহারে এটুকুই বলা যায় যে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সমাজের ইতিবাচক হয়ে ওঠার আগেই মানুষ তার প্রয়োজনে তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে সমাজকে সমৃদ্ধ করে চলেছে কোন সুদূরতম অতীত থেকে।

Miniature paintings থেকে যেসব সংগৃহীত তথ্য সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে তার একটি তালিকা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই লেখকের ধারণা। এই তালিকার মধ্যে আছে (ক) চশমা (খ) আয়না (গ) পাতন পদ্ধতি বা Distillation (ঘ) জলপরিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি বা Filtration (ঙ) সময় বা কাল নিরূপণ যন্ত্র (Time-reckoning devices) (চ) কৃষির যন্ত্রপাতি (Agricultural Implements) (ছ) বাঁধ/সেতুনির্মাণ পদ্ধতি (Dams/Bridges construction) (জ) বয়নশিল্পের যন্ত্র (Textile tools) (ঝ) ভূগর্ভ থেকে জল তোলার ব্যবস্থার (Persian wheel) এবং (ঞ) প্যাঁচকল বা Screw-making।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব এ বিষয়ে এদেশে সর্বপ্রথম বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন গত শতকের সত্তরের দশকে। এর পর থেকেই বিভিন্ন ভারতীয় ইতিহাসবিদ এ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। Art and Material Culture as represented in the paintings of Akbar's Court, S.P. Verma, Delhi 1978 বইটি একান্তভাবে উল্লেখযোগ্য এই সূত্রে। বিভিন্ন লেখকের বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকেও যথা Bernal, Singer অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ঐ সব প্রাথমিক তথ্যকে ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে বিজ্ঞান, তথা সমাজের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। সম্ভবত, অণুচিত্র (miniature paintings) এর সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য পরবর্তী কোন সময়ে গ্রন্থগত হয়ে থাকবে ব্যাপক সংখ্যক পাঠকের সুবিধার জন্য। এ সব ইতিহাসের কথা এবং গ্রন্থাগারের ক্রম উন্নয়ন ও পরিবর্তনের দিক নির্দেশক।

গত প্রায় একশতক ধরে শিক্ষায়তন ও সর্বসাধারণের গ্রন্থাগার বিষয়ে অনেক নতুন ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। গ্রন্থাগারকে গ্রন্থ ও তথ্যের শুধুমাত্র সঞ্চয় করলেই হবেনা। গ্রন্থতথ্য সঞ্চালন ও গ্রন্থাগারের একটি অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করা হচ্ছে। এবং এই সঞ্চালন শুধুমাত্র ব্যষ্টির জন্য সমষ্টির জন্যও, নিশ্চয়ই। তাই বর্তমান গ্রন্থাগার Community Information Service বা C.I.S. এর অন্তর্গত একটি বিষয়। ব্যক্তির জন্য নয়, সমাজের জন্য গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সুদীর্ঘ চার দশক আগে LIBRI (1967, P 210-219) পত্রিকায় জনৈক C. Koettelwesch এর প্রবন্ধে জেনেছিলাম যে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার "daily receives a few thousand visitors asking for information, for advice, or just designing to work in peace". গ্রন্থাগারকে সমাজ উপযোগী তথ্যাগার-এ পরিণত করতে হলে গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ থাকা প্রয়োজন। এঁদের নির্দেশমত বিভিন্ন সমাজ উপযোগী গ্রন্থ সংগ্রহে রাখা সম্ভব হবে। Roman (1967) 42-47 জে. পি. ডেনটন J.P. Danton এর একটি উক্তি এখানে প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে : "... need of "the subject specialists in national and university libraries, with special reference to book selection."

সঞ্চয় নয়। সঞ্চালন অর্থাৎ পুস্তকজাত জ্ঞানের সঞ্চালনই যে গ্রন্থাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য সে কথা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ইওরো-আমেরিকার দেশগুলিতে বারবার উচ্চারিত

হয়েছে। The Making of a Library : The Academic Library Trasition (N.Y. 1972) বইটির লেখক Robert S Taylor এর মতামতটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে : "Resources are not just row of books, drawers full of art slides, or shelves of records. Resources are also the "conscious exploitation of the inanimate things to challenge, to suggest, to explicate, to guide, in short, to educate. This is what libranes are 'all about. অর্থাৎ Paul Wasserman (The New Librarianship : A challenge for change, N.Y. 1972) এর মতে শুধু Input নয় Output এর উপর গ্রন্থাগারগুলিকে জোর বা গুরুত্ব বেশী দিতে হবে। গ্রন্থাগারের কাজ হবে Centripetal অর্থাৎ কেন্দ্রাভীগ বা Outreach programme।

বিংশশতকে এসব স্বপ্নের সামিলই ছিল। কিন্তু, একবিংশ শতকে এ জিনিষ আর অসম্ভব নয় IT বা ইনফরমেশনের টেকনোলজির উন্নতি ও উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে। তবে এই কাজ করতে হলে রাষ্ট্র এবং জনগণের একান্ত সহযোগিতা প্রয়োজন।

Outreach Programme বা ঐ বা ঐ ধরণের ব্যবস্থার মাধ্যমে সুদূর গ্রামাঞ্চলকে শহর বা কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা যাবে। গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য সংস্থার তথ্য IT-র মাধ্যমে সেখানে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

তবে, এই ব্যবস্থা কার্যকরী হতে সময় ও রাষ্ট্রের সদিচ্ছার প্রয়োজন। বর্তমান লেখকের বিভিন্নদেশের বেশ কয়েকটি বড় গ্রন্থাগার ও তথ্যাগার দেখার সুযোগ হয়েছে। যথা, ব্রিটিশ লাইব্রেরী, বোডলিয়ন লাইব্রেরী, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। ডান হাগ (The Hague) শহরের গ্রন্থাগার, মস্কৌ শহরের লেনিন গ্রন্থাগার, পেইচিং (চিন) শহরের জাতীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি। গ্রন্থাগারকে শুধু মাত্র সঞ্চয়ের পরিবর্তে সঞ্চালকের ভূমিকায় পেইচিং এর জাতীয় গ্রন্থাগার ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের ভূমিকা লেখককে গভীরভাবে স্পর্শ ও অভিভূত করে। ১৯৯৬ সনে, পেইচিং-এর জাতীয় গ্রন্থাগার দেখার সূত্রে বর্তমান লেখক নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করেন (Beijing Review, September 1996)-এর সূত্র ধরে।

ক) ১৯৪৯ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী চিন প্রতিষ্ঠিত হবার সময় সমগ্র চিনদেশে গ্রন্থাগারে সংখ্যা ছিল ৩৯২ টি;

খ) ১৯৯৪ সনে গ্রন্থাগার সংখ্যা বেড়ে পৌঁছয় ২৫৮,৪৭৭; গ্রন্থ সংখ্যা - তিন বিলিয়ন

গ) এইসব গ্রন্থাগার তৃণমূল স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চগবেষণাকেন্দ্র স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত;

ঘ) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা বর্তমানে গ্রন্থাগারগুলির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে Beijing Review র পৃষ্ঠা ১৩-১৪ থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হচ্ছে :

(a) "Qu Jiankang, director of the Shaanxian Country Library in Henan Province, attended a "meeting and was somewhat surprised when a farmer presented him with over a dozen carp. The farmer thanked Qn profusely, saying that the books he had sent on fish breeding techniques and methods for treating aquatic diseases had prevented him from losing as much as 100,000 yuan."

(b) "Upon learning that the county's chemical fertiliser plant planned to launch an art-paper manufacturing project, Qu invited the factory's technology director to the library and provided him with all related books and materials. This helped the factory to save 450,000 yuan in construction funds alone."

(c) "The National Library, Beijing, has contributed information and materials to key projects involving mineral exploration, water conservancy, metallurgy and geology."

(d) "The Shanghai Library provided invaluable assistance to the Huangpu River Tunnel project."

(e) "The Gansu Provincial Library provided assistance to construction of the Tianshui - Lanzhou, Lanzhon-Urumqi railways, as well as to survey and design projects for the Liujiaxia Hydropower Station.

(f) "The Henan Provincial Library joined in the Yellow River treatment project."

(g) "The Hangzhon Library participated in the cross-channel dike project for the Qinshan Nuclear Power Plant".

(h) "The Library of the China Academy of Sciences has provided voluminous materials concerning the ecological and environmental impact of the Three

Gorges Project on the Yangtze River".
অধিকর্তা Qu এর উক্তিতে "Providing services to spur economic development is one of our major tasks". গ্রন্থাগারের পরিবর্তিত রূপ ও কর্মসূচীর মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জনে যে চিন সফল হয়েছে এ বিষয়ে আজ আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। গ্রন্থাগার তথ্যাগার হয়ে উঠেছে। তথ্যের অবাধ সঞ্চালন হচ্ছে দেশ ও মানুষের কল্যাণে। এই পরিবর্তনের ঢেউ অন্যান্য দেশে এখনও বেগবান নয়। ভারতে তো নয়-ই। তবে, পশ্চিমবঙ্গ তার CLIC অর্থাৎ Community Library & Information Centre প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এক নতুন দিশার পথ দেখাচ্ছে। এটাই এক বিরাট প্রাপ্তি। আশা করা যায় যে কিশলয় একদিন মহীরূহের আকার নেবে। সমৃদ্ধ হবে মানুষ, দেশ, জাতি।

(ড: বেলা দত্তগুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা বিষয়ের পূর্বতন অধ্যাপিকা এবং রাজ্য মহিলা কমিশনের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান)

শোক সংবাদ

গত ২রা জুলাই, ২০০৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক সায়েন্স বিভাগের গ্রন্থাগারিক পুষ্প বসাক (সিনহা)-র জীবনাবসান ঘটে। তিনি দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত ছিলেন। পরিষদ তাঁর প্রয়াণে মর্মাহত। পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানানো হচ্ছে।

ভ্রম সংশোধন

(গ্রন্থাগার পত্রিকার ৫৭ বর্ষ, সংখ্যা-২, ৩, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৪১৪ সংখ্যায় কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত— —সম্পাদক)

পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি	যা আছে	যা হবে
৪৮	১ম	১	ফ্রি রিডিং রুম ৫০তম বর্ষে	ফ্রি রিডিং রুম ১৫০তম বর্ষে ...
৯৪	২য়	১	50th birth anniversary	150th birth anniversary

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্যকারণবশত: এই সংখ্যায় নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর ধারাবাহিক রচনা "বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস।" ও English Abstracts (Vol. 57 No. 4) প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যায় ঐ ধারাবাহিক রচনা এবং - English Abstracts (Vol. 57 No. 4 ও Vol. 57 No. 5) প্রকাশিত হবে। — সম্পাদক

রাজকুমার চক্রবর্তী স্মারক বক্তৃতা, ২০০৭

প্রাচীন ভারতে অভিধান সঙ্কলন প্রসঙ্গে

শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ কোষগ্রন্থ বা অভিধানের পীঠস্থান। সুদূর অতীত কাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অসংখ্য কোষগ্রন্থ ভারতবর্ষের মৃত্তিকাকে উর্বর করে রেখেছে। বিভিন্ন কোষকারগণ তাঁদের গ্রন্থে বহু কোষকারের নাম এবং কখনও কখনও কোষগ্রন্থের নাম করায় আমরা জানতে পারি যে প্রায় পাঁচশতের অধিক কোষগ্রন্থ ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল। সব গ্রন্থ এমন উপলব্ধ না হলেও যা মোটামুটিভাবে এখনও বিদ্যমান, তার সংখ্যাও কল্পনার অতীত। এই অসংখ্য কোষরাজির মধ্য হতে আমি মাত্র অতি প্রসিদ্ধ কয়েকটি কোষের নামোল্লেখ করে আমার প্রবন্ধ আরম্ভ করছি।

ভারতীয় ভাষায় শব্দের সঙ্কলন করা হয়েছে যে সব গ্রন্থে তার তিনটি নাম প্রসিদ্ধ — নিঘণ্টু, কোষ/কোশ ও অভিধান। নিঘণ্টু নামটি প্রথম ব্যবহার হয় বৈদিক শব্দের সঙ্কলন অর্থে। কোষ/কোশ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে লৌকিক শব্দের সঙ্কলনের ক্ষেত্রে । যদিও অভিধান কথাটি কোষ অর্থে দশম শতাব্দী থেকে প্রবর্তিত হয়েছে, তথাপি অভিধান পরবর্তী কালের শব্দ। আধুনিক কালের dictionary অর্থে অভিধান কথাটি ব্যবহার হয়।

নিঘণ্টু ও নিঘণ্ট একই ঘণ্ট ধাতু থেকে এসেছে। নিঘণ্ট শব্দের অর্থ হল সূচীপত্র। আর নিঘণ্টু হল নাম সংগ্রহ। নিঘণ্টু শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল — নিঘণ্টতি শোভতে ইতি ঘণ্ট, দীপ্তৌ কুপ্রত্যয়ঃ। মৃগয্বাদয়শ্চ উণ্ (১/৩৮)। এর প্রথম অর্থ শব্দ সংগ্রহ করে রাখা হয় যাতে, দ্বিতীয় অর্থ অভিধান। নিঘণ্টুতে মূলত: বৈদিক শব্দের অর্থ লিখিত আছে। বৈদিক শব্দের যে অর্থ নিঘণ্টুতে দেওয়া আছে তা সব পর্যায় বাচক শব্দ। সেজন্য যে শাস্ত্রে পর্যায়বাচক শব্দ দেওয়া থাকে, তাকেও নিঘণ্টু বলে। দ্বাদশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্র নি-পূর্বক চুরাদিগণীয় ঘটি ধাতু থেকে নিঘণ্টু শব্দ নিষ্পন্ন করেছেন। হেমচন্দ্র অভিধানচিন্তামণির টীকায় লিখেছেন-ব্যাড়িস্ত অর্থান্ নিঘণ্টয়ত্যস্মাদ্ নিঘণ্টুঃ পরিকীর্তিতঃ।

এ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ব্যতীত খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যাস্ক নিঘণ্টুশব্দের অর্থ করেছেন নিম্নলিখিত রূপে — সমাম্নায়: সমাম্নাত: । স ব্যাখ্যাতব্য:। তমিমং সমাম্নায়ং নিঘণ্টবঃ ইত্যাচক্ষতে। নিঘণ্টবঃ কস্মাৎ। নিগমা ইমে ভবন্তি। ছন্দোভ্যঃ সমাহৃত্য সমাহৃত্য সমাম্নাতাস্তে নিগন্তব এব সন্তো নিগমাদ্ নিঘণ্টব উচ্যন্ত ইতৌপমন্যবঃ। অথবাপি আহননাদেব স্যুঃ। সমাহৃতা ভবন্তি। যদ্বা সমাহৃতা ভবন্তি।

যাস্কের নিরুক্তে ঔপমন্যুর কথা উল্লেখ করে নিঘণ্টুর তিন রকম অর্থ দেওয়া হয়েছে - সমাহরণ, সমাহনন এবং নিগমন। সমাহরণ শব্দের অর্থ হল বৈদিক সাহিত্য হতে শব্দগুলোকে ভালভাবে আহরণ করে সঙ্কলন করা হয়েছে। সমাহনন শব্দের অর্থ হল শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজান। এবং নিগমন শব্দের অর্থ হল মন্ত্রসমূহের অর্থ অবগমন করান।

কোষশব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল — কুষ্যন্তে আকৃষ্যন্তে শব্দাযস্মিন্ ইতি কুষ্+ অধিকরণে ঘঞ্, অর্থাৎ যেখানে শব্দসমূহকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ সংগ্রহ করে রাখা হয়। এ অর্থে কোষের অপর নাম অভিধান, শব্দাদি সংগ্রহ শাস্ত্র।

কোষ শব্দ তালব্য শ দিয়ে কোশরূপেও লেখা হয়। তখন তার ব্যুৎপত্তি হবে — কুশ্যতে সংশ্লিষ্যতে কুশ + ঘঞ্ কর্তরি অথবা। অর্থ- অণ্ড, খনিজ স্বর্ণ ও রজত, কুটমল বা কুঁড়ি। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে সমূহ। সে অর্থেই পরবর্তী কালে এর অর্থ দাঁড়ালো শব্দসমূহ। তখন মূর্ধন্য ষ-কারের সঙ্গে মিশে গিয়ে কোষেতে তালব্য শ দিয়েও লিখতে শুরু করা হল। তখন থেকে কোষেতে দুটো বানানই চলতে আরম্ভ করল।

অভিধান কথাটি অভিধা শব্দ থেকে এসেছে। অভিধা শব্দের প্রথম অর্থ হচ্ছে কথন (অভি-ধা+ভাবে অঙ্+স্ত্রিয়াং টাপ্)। শব্দের মূল অর্থ "বোধজনক শক্তিবিশেষ।" আবার একে অভিধীয়তে অনেন ইতি করণে অঙ্+স্ত্রিয়াং টাপ্ করেও করা যায়, তখন তার অর্থ হবে " বাচক" শব্দ। কোষে এর অর্থ দিয়েছে — " ফলজনক ব্যাপার রূপ শব্দনিষ্ঠ ভাবনা বিশেষ"। অলঙ্কারশাস্ত্রে এর অর্থ হল - সঙ্কেতিতার্থস্য বোধনাদগ্রিমাভিধা (সাহিত্যদর্পণ), "সঙ্কেতিত অর্থ বুঝিয়ে দেয় বলে অভিধা প্রধান"

অভিধান শব্দেরও অর্থ হচ্ছে কথন (অভি-ধা ভাবে ল্যুট্ অন। অথবা, অভিধীয়তে কথ্যতে অনেন ইতি করণে ল্যুট্ (অন) অর্থ — নাম, ধ্বনি। পরে শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ বিশেষ।

এ তিনটি শব্দের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দেশের dictionary অর্থে তিনটি শব্দের তুলনা করা যেতে পারে। সে তিনটি শব্দ হল Lexicon, Thesaurus এবং dictionary.

Lexicon শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। এর পুংলিঙ্গ শব্দ হচ্ছে Lexiko's। শব্দের অর্থ হল "শব্দসঙ্কলন"। শব্দটি lex(is) এর সমতুল্য। অর্থ ভাষা (speech)। তার থেকে শব্দ। শব্দটি এসেছে legein ক্রিয়া থেকে। মানে "কথা বলা"। এই lex শব্দের সঙ্গে- ikos প্রত্যয় যোগ হয়ে শব্দটি হয়েছে Lexiko's। সাকল্যে অর্থ হচ্ছে শব্দতালিকা (Wordbook), তার থেকে dictionary। শব্দটি মূলতঃ গ্রীক্, লাতিন ও হিব্রু ভাষার শব্দাবলীর সঙ্কলনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।

Thesaurus এসেছে গ্রীক শব্দ thēsauros শব্দ থেকে। অর্থ রত্ন (Treasure)। তার থেকে অর্থ হল যেখানে রত্নরক্ষিত হয় (a storehouse)। তারপর শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ায় অর্থ দাঁড়ালো শব্দের রত্নরাজি। তার থেকে dictionary অর্থে প্রযুক্ত হতে লাগল। মূলতঃ এখন শব্দটা অভিধানের পর্যায়ে বাচক শব্দ (synonyms) এবং তার বিপরীতার্থক শব্দ (antonyms) অর্থেই প্রয়োগ হয়। অভিধান অর্থে এর প্রয়োগ খুব কম। অজ্ঞতাপ্রসূত অনেকে dictionary অর্থে thesaurus শব্দটা প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু Rogel যাঁটি dictionary অর্থে Thesauras of English words and Phrases ব্যবহার করেন নি। Classified dictionary অর্থে ব্যবহার করেছেন।

শব্দের সঙ্কলন অর্থে যে dictionary অর্থে ব্যবহার হয়, তার মূল অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। Dictionaryকথাটা এসেছে অর্বাচীন লাতিন diction কথা থেকে যেটা মধ্য ইংরেজীতে diccion এবং আধুনিক ইংরেজীতে diction হয়েছে। লাতিনে এর অর্থ ছিল " আলঙ্কারিক ভাষণ" (rhetorical delivary) তারপর এর অর্থ দাঁড়ালো "উচ্চাঙ্গ ধরণের শব্দ প্রয়োগ পদ্ধতি (a high level of usage)। যেখানে শব্দচয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়, সেখানে diction কথাটি ব্যবহার করা হয়। যেমন excellent diction, poetic diction, a good diction, Latin diction ইত্যাদি। Diction-তে পছন্দসই শব্দের প্রয়োগ থাকে। এ জাতীয় শব্দসঙ্কলন যেখানে করা হয়, তার নাম হল dictionary। তার থেকে যেখানেই ভাষার শব্দ সঙ্কলন করা হয়, তাই নাম dictionary হতে আরম্ভ করল। গ্রীক ভাষায় diction অর্থে lexis কথাটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু lexis -এর সাধারণ অর্থ হল শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে ভাষার শব্দের প্রয়োগ। তারপর শব্দের সঙ্কলন। এর থেকে lexicon শব্দটি dictionary অর্থে প্রয়োগ হয়ে আসছে।

কোষ বা dictionary অর্থে দেশ-বিদেশের শব্দাবলীকে বিশ্লেষণ করার পর আমি মূল প্রবন্ধে প্রবিষ্ট হচ্ছি।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদ। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত। সেই ঋগ্‌বেদে আমরা কোন কোষ বা শব্দসংগ্রহের সন্ধান পাই না। কিন্তু পরবর্তী কালের তৈত্তিরীয় সংহিতার প্রসঙ্গতঃ মাঝে মাঝেকোন কোন শব্দের অর্থের ইঙ্গিত দেওয়া আছে। বেদাদি সংহিতা গ্রন্থের বয়ঃকাল খ্রীষ্টপূর্ব পনেরশ' শতাব্দী হতে এক হাজার শতাব্দীর মধ্যে। এর মধ্যে কোন কোষ গ্রন্থের বা অভিধানের সন্ধান পাওয়া যায় না।

সংহিতার পর ব্রাহ্মণ গ্রন্থের যুগ খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার থেকে আটশ' শতাব্দীর মধ্য। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে কিছু কিছু শব্দের প্রসঙ্গতঃ অর্থ দেওয়া আছে। যেমন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অঙ্গিরসের অর্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—যেঽঙ্গারা আসংস্তোঙ্গিরসোঽ ভবৎ (ঐ. ব্রা. ১৩।১০)। সেরূপ শতপথ ব্রাহ্মণে অর্ক শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—আপো বা অর্কঃ (শত ১০। ৬। ৫। ২)।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থের যুগের পর আরম্ভ হল আরণ্যক সাহিত্যের যুগ আটশ' থেকে সাতশ' শতাব্দীর মধ্যে। সেখানেও প্রসঙ্গতঃ কখনও কখনও কোন ব্যাকরণ বা যজ্ঞীয় শব্দের অর্থের ইঙ্গিত দেওয়া আছে। কিন্তু কোন কোষকারের বা কোষগ্রন্থের নামোল্লেখ নেই।

সাতশ' থেকে ছ'শ শতাব্দীর উপনিষদের যুগ। ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসার যুগে শব্দের অর্থের চেয়ে তত্ত্বকথার সংজ্ঞা দেবার প্রবণতা বেশী। এ যুগেও আমরা কোন কোষের সন্ধান পাই না।

মোটকথা, সাহিত্যরচনার কাল খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দী হতে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত কোন কোষ বা অভিধান গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হতে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত বেদাঙ্গ গ্রন্থের যুগ। এ যুগেই প্রথম কোষ গ্রন্থের সন্ধান পাই। সেই কোষ গ্রন্থের নাম নিঘণ্টু। প্রায় সমসাময়িক কালেই যাস্কের নিরুক্ত পাওয়া যায়।

নিঘণ্টু হল বৈদিক শব্দসংগ্রহের গ্রন্থ। সেখানে এক জাতীয় দুরূহ বৈদিক শব্দ ও তার অর্থের তালিকা দেওয়া আছে। নিঘণ্টুতে পাঁচটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেকটি অধ্যায় কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদে এক জাতীয় পর্যায়ভুক্ত শব্দের নাম ও তার অর্থ দেওয়া আছে। যেমন, পৃথিবীর

পর্যায়বাচক শব্দ হিসেবে একুশটি শব্দ দেওয়া আছে।

পৌঃ। পা। জমা। স্থা। ক্ষা। ক্ষমা। ক্ষোণী। ক্ষিতি। অবনিঃ। উর্বী। পৃথ্বী। মহী। রিপঃ। আদিতিঃ। ইলা। নির্ঋতি। ভূঃ। ভূমিঃ। পৃথা। গাতুঃ। গোত্রা। ইতি একবিংশতিঃ পৃথিবীনামধেয়ানি।। ১।।

কিছু শব্দ ছাড়া এর মধ্যে অনেক শব্দ আছে যার প্রয়োগ লৌকিক সংস্কৃতে হয় নি। নিঘণ্টু খুব ছোট্ট তিনাই সাইজের ২৪ বা রয়েল সাইজের ১৮ পৃষ্ঠার বই হবে। কিন্তু শব্দসঙ্কলন প্রচুর। পাঁচ অধ্যায়ে ৭৮টি অনুচ্ছেদে এতে ১৮০০ শব্দের সমাবেশ আছে। শব্দসংগ্রহের এই নিঘণ্টুই হল আদিতম কোষ। পরবর্তীকালে বহু টীকাটিপ্পনী রচিত হলেও নিরুক্তই নিঘণ্টুর প্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

নিরুক্তকে বেদের প্রথম ব্যাখ্যা বা টীকা গ্রন্থ বলা হয়। ঋগ্‌বেদের বহুমন্ত্রের ব্যাখ্যা নিরুক্তে আছে। নিরুক্তে বেদের দুরূহ বা বহু শব্দের ব্যুৎপত্তিসহ অর্থ দেওয়া আছে। সেজন্য নিরুক্তকে অনেকে Etymological গ্রন্থ বলে। নিরুক্তে ১২টি অধ্যায় ও ২টি পরিশিষ্ট আছে।

নিঘণ্টু ও নিরুক্তকে শব্দকোষ রচনার আদিযুগ বলা চলে। পরবর্তীকালে যে পদ্ধতিতে কোষগ্রন্থ রচিত হয়েছিল, সে পদ্ধতিতে এ দুটি গ্রন্থ রচিত না হলেও, শব্দসংগ্রহ ও তার অর্থ প্রদানে এ দু'টি গ্রন্থ আদর্শস্থানীয়।

এই খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই প্রতিশাখ্য বলে এক জাতীয় বৈদিক ধ্বনিতত্ত্বমূলক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, যাতে বহু ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বের সংজ্ঞা ও অর্থ দেওয়া আছে। প্রত্যেকটি বেদের একটি করে প্রাতিশাখ্য আছে। যেমন—ঋগ্‌বেদের ঋগ্‌বেদ প্রতিশাখ্য, যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী প্রতিশাখ্য, সামবেদের সামবেদ প্রাতিশাখ্য, ঋক্‌তন্ত্রব্যাকরণ ও সামবিধান প্রাতিশাখ্য এবং অথর্ববেদের অথর্ববেদ প্রাতিশাখ্য, অথর্ব প্রাতিশাখ্য ও অথর্বপরিশিষ্ট আছে। কোষপ্রসঙ্গে এদের নামের উল্লেখের তাৎপর্য হল এই যে এ সব গ্রন্থে ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বের অনেক সংজ্ঞা ও তার অর্থ দেওয়া আছে, যা আমরা পরবর্তী কালের কোষগ্রন্থে পাই না।

প্রায় সমসাময়িক কালে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এক জাতীয় শ্রৌত বা যজ্ঞসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। তাতেও প্রসঙ্গতঃ বহু শব্দের অর্থের নিদর্শন দেওয়া আছে। তবে সেগুলো যজ্ঞসংক্রান্ত পরিভাষিক শব্দ। যেমন—প্রাতঃসবন, অগ্ন্যাধার, দীক্ষণীয়েষ্টি প্রভৃতি কাকে বলে তার অর্থসহ ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

সে যুগেই সর্বানুক্রমণিকা নামে এক জাতীয় Index গ্রন্থের রচনা হয়েছিল। তাতে ঋগ্‌বেদের ঋষি, দেবতা, ছন্দ ও অন্যান্য বিষয়ের সমাবেশ আছে।

এরপর খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থশতকে আসে পাণিনির যুগ। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে ব্যাকরণের বহু সংজ্ঞার ও তার অর্থের নিদর্শন আছে। যদি কেহ আধুনিক কালে ব্যাকরণের কোষগ্রন্থের এক অভিধান প্রস্তুত করতে চান, তা হলে তাকে এই প্রাতিশাখ্য ও পাণিনির ব্যাকরণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। যেমন, K. V. Abhayankar-এর A Dictionary of Sanskrit Grammar, Baroda, 1954 দ্রষ্টব্য।

সত্যি কথা বলতে গেলে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী হতে আরম্ভ করে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত নিঘণ্টু ও নিরুক্ত ব্যতীত কোন কোষ বা অভিধান গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাইনা। যদিবা কোন গ্রন্থ রচিত হয়ে থাকে, তা আমাদের হাতে এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছোয় নি। নানান রকম উদ্ধৃতি থেকে জানতে পারি যে বহু কোষ নাকি রচিত হয়েছিল, এখন তা সব লুপ্ত। বহু কোষগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে বান (সপ্তম), ময়ূর (সপ্তম?), মুরারি (নবম), শ্রীহর্ষ (দ্বাদশ)-এরাও নাকি শব্দসংগ্রহ করেছিলেন। এমন কি, কালিদাসও নাকি শব্দসংগ্রহ বলে একটি শব্দের কোষ রচনা করেছিলেন। এছাড়া, প্রাচীন প্রসিদ্ধ লেখকদের মধ্যে কাত্যায়ন নামমালা নামে একটি কোষগ্রন্থ লিখেছিলেন। কিন্তু এখন তা লুপ্ত। ব্যাড়ির উৎপলিনী ও বাচস্পতি ও বিক্রমাদিত্যের শব্দার্ণব ও সংসারাবর্ত নামে কোষগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। বররুচির নামে একটি নিরুক্ত আছে, তার নাম বাররুচ্যনিরুক্ত। এটা প্রকাশিত হয়েছে।

খ্রীঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দী হতে খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতক পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সাতশ বছর কোন কোষ গ্রন্থের রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। মনে হয়, বহু কোষগ্রন্থ লুপ্ত হবার ফলে এই সময়ের কোন কোষ গ্রন্থের অস্তিত্ব আমাদের কাছে নেই।

সেই অর্থে প্রথম কোষ গ্রন্থ হচ্ছে অমরসিংহের নামলিঙ্গানুশাসন অথবা গ্রন্থকারের নামে অমরকোষ। খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীতে লেখা। অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁর বহু গ্রন্থ ধ্বংস করলেও এই অভিধানটি ধ্বংস করেন নি। অমরকোষের বহু টীকা-টিপ্পনী থাকলেও তিনটি টীকা অতি প্রসিদ্ধ। সে টীকা লেখকদের নামগুলো হল—ক্ষীরস্বামী (একাদশ শতাব্দী), বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ (১১৫৯ খ্রীঃ) ও রায় মুকুট (১৪৩৩ খ্রীঃ)। সর্বানন্দ বাঙ্গালী ছিলেন বলে তাঁর টীকার মধ্যে চার শতাধিক বাংলা শব্দের হদিশ পাওয়া যায়।

অমরকোষ তিন কাণ্ডে বিভক্ত। এ জন্য একে ত্রিকাণ্ডকোষও বলে। এক একটি কাণ্ড আবার কয়েকটি বর্গে বিভক্ত। বর্গ শব্দের অর্থ এক জাতীয় শব্দের সমাবেশ। প্রথম কাণ্ডে বর্গের সংখ্যা নয়। সেগুলোর নাম হল—স্বর, দিশ্, কাল, ধী, শব্দাদি, নাট্য, পাতালভোগিন্, নরক ও বারি। দ্বিতীয় কাণ্ডে বর্গ সংখ্যা দশ। যথা—ভূমি, পুর, শৈল, বনৌষধি, সিংহাদি, নৃ, ব্রহ্মন্, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তৃতীয় কাণ্ডের বর্গ সংখ্যা পাঁচ। যথা—বিশেষ্যনিঘ্ন, সঙ্কীর্ণ, নানার্থ, অব্যয় ও লিঙ্গাদি সংগ্রহ। মোট সাকল্যে বর্গসংখ্যা চব্বিশ। কিন্তু একটি শ্লোকে অমরকোষের বর্গসংখ্যা ছাব্বিশ বলা হয়েছে।

সুরাদিত্রিকাণ্ডে ভূকাণ্ডে প্রত্যেকং দশ বর্গতঃ।
সামান্যকাণ্ডে ষড়্বর্গৈঃ কোষং ত্বমরসংহিতম্।।

এই শ্লোক দ্বারা অমরকোষের বর্গসংখ্যা হয় ছাব্বিশ।

অমরকোষ সাধারণতঃ পর্যায়বাচক (synomymous) কোষ। প্রসঙ্গতঃ অনেকার্থ বা নানার্থ বাচকও (Homonymous) বটে।

অমরকোষে বৈদ্যক ও উদ্ভিদ শাস্ত্রের নিঘন্টু দেওয়া আছে।

সাধারণ অমরকোষে শ্লোকসংখ্যা ১৪৯৭ দেওয়া আছে। কিন্তু ৫৮টি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সংখ্যা যোগকরলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৫৫। সাকল্যে অমরকোষ শব্দসংখ্যা ১১,৩২১।

অমরকোষের পূর্বেও কিছু কোষগ্রন্থ ছিল, তা অমরসিংহের উক্তি থেকেই বোঝা যায়। অমরসিংহ বলেছেন—

সমাহৃত্যান্যতন্ত্রাণি সংক্ষিপ্তৈঃ প্রতিসংস্কৃতৈঃ।
সম্পূর্ণমুচ্যতে বর্গে নামলিঙ্গানুশাসনম্।।

যদিও টীকাকার সর্বানন্দ সমাহৃত্য অন্যতন্ত্রাণি শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন যে ব্যাড়ি, বররুচি প্রভৃতি প্রণীত শব্দকোষ, তথাপি আমার মনে হয়, এছাড়া অন্য কোষও হতে পারে।

পূর্বেই বলেছি অমরকোষ পর্যায়বাচক শব্দদ্বারা সুশোভিত। নীচে তার দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি। স্বর্গের পর্যায় বাচক শব্দ হিসেবে অমরকোষে আছে—

স্বরব্যয়ং স্বর্গ-নাক-ত্রিদিব-ত্রিদশালয়া।
সুরলোকো দ্যো-দিবৌ দ্বে স্ত্রিয়ৌ ক্লীবে ত্রিপিষ্টপম্।।

দেবতাদের নামের প্রসঙ্গে আছে-

অমরা নির্জরা দেবাস্ত্রিদশা বিবুধাঃ সুরাঃ।
সুপর্বাণঃ সুমনসস্ত্রিদিবেশা দিবৌকসঃ।।
আদিত্যেয়া দিবিষদো লেখা অদিতিনন্দনাঃ।
আদিত্যা ঋভবোঽস্বপ্না অমর্ত্যা অমৃতান্ধসঃ।।
বহির্মুখাঃ ক্রতুভুজো গীর্বাণা দানবারয়ঃ।
বৃন্দারকা দৈবতানি পুংসি বা দেবতা স্ত্রিয়াম্।।

লক্ষ্মীর পর্যায় বাচক শব্দ হচ্ছে—

লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া পদ্মা কমলা শ্রীর্হরিপ্রিয়া।
ইন্দিরা লোকমাতা মা ক্ষীরাব্ধিতনয়া রমা।।

টি. গণপতি শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ত্রিবান্দ্রাম্ থেকে ১৯১৪-১৭এর মধ্যে অমরকোষ প্রকাশিত হয়। ইউরোপে প্রথম প্রকাশিত হয় রোম থেকে ১৭৯৮ খ্রী F. Paulino a Sancto Bartholomaio এর সম্পাদনায়।

অমরসিংহের পর চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে কোন উল্লেখযোগ্য কোষগ্রন্থ রচিত হয়েছিল কিনা, তা আমাদের জানা নেই। হয়ত বা রচিত হয়ে থাকবে, তা এখন আমাদের কাছে উপলব্ধ নয়। হয়ত ভবিষ্যৎ এর উত্তর দিতে পারবে।

অমরসিংহের পর প্রায় দু'শ বছর অতিক্রান্ত হবার পর শাশ্বতের যুগ এল। শাশ্বত ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। অনুষ্টুপ্ ছন্দে ৮০৭ শ্লোক রচিত হয়েছে শাশ্বতকোষ। শাশ্বত কোষের আসল নাম অনেকার্থ সমুচ্চয়। রচয়িতার নামানুসারে একে শাশ্বতকোষও বলে। কোষটি ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম চারটি অধ্যায়ে শব্দের অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, শেষের দু' অধ্যায়ে অব্যয় শব্দের অর্থ পরিবেশিত।

Theodor Zachariae বার্লিন থেকে ১৮৮২ খ্রীঃ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। পরে K.G. Oak ১৯১৮ খ্রীঃ পুনা থেকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

সপ্তম শতাব্দীর অগ্নিপুরাণে অমরকোষের অনুরূপ একটি শব্দকোষ আছে। তা নিতান্তই অনুল্লেখযোগ্য।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে কোন শব্দকোষ রচিত হয়েছিল কিনা, তা আমাদের জানা নেই। রচিত হয়ে থাকলেও এখন লুপ্ত। তবে পালি শব্দ কোষ মহাব্যুৎপত্তি রচিত হয়েছিল। সে বিষয়ে পরে বলা হবে।

মধ্যযুগের একজন প্রসিদ্ধ কোষকার হলেন দশম শতাব্দীর হলায়ুধ (৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর অভিধানরত্নমালা একটি প্রসিদ্ধ অভিধান গ্রন্থ। তিনি গ্রন্থের নাম রেখেছেন অভিধান। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু হলায়ুধ থাকলেও কোষকার হলায়ুধ দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি মূলতঃ কোঙ্কন ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর গুরুর নাম ভট্টভাস্কর।

হলায়ুধের তিনটি রচনা - অভিধানরত্নমালা, কবিরহস্য ও পিঙ্গলছন্দসূত্রের মৃত সঞ্জীবনী টীকা। পণ্ডিতেরা (যেমন Ludwig Heller) অনুমান করেন যে হলায়ুধ সর্বপ্রথম অভিধানরত্নমালা লিখেছিলেন। ওঁনার অভিধানে অমরকোষের

প্রভাব অত্যন্ত বেশী। অভিধান রত্নমালা পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত ও তাতে ৯০০ (ন'শত) শ্লোক আছে। খণ্ডগুলো হল - স্বরকাণ্ড, ভূমিকাণ্ড, পাতালকাণ্ড, সামান্যকাণ্ড ও অনেকার্থ কাণ্ড। প্রথম চারটি কাণ্ড সমার্থ বা পর্যায়শব্দ দেওয়া আছে এবং শেষকাণ্ডে অনেকার্থ শব্দের সমাবেশ আছে।

অভিধান রত্নমালা আদ্য বা অন্ত্য বর্ণ অনুসারে সাজানো হয় নি। রূপভেদের দ্বারা শব্দের লিঙ্গ জানানো হয়েছে। অভিধানটিতে কিছু মৌলিকতা থাকলেও এর প্রচার তেমনভাবে হয়নি। এই কোষে বহু দ্বন্দ্বের সমাবেশ আছে। সেটাও হয়ত এর বহুল প্রচারে বাধা। কিন্তু মধ্যযুগে বহু কোষকার ও টীকাকার হলায়ুধের কোষের উল্লেখ করেছেন।

S.T. Aufrecht - এর সম্পাদনায় অভিধান রত্নমালা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

হলায়ুধের কবিরহস্যকে একজাতীয় ধাতুকোষ গ্রন্থ বলা যায়। এ ধাতুকোষে প্রায় তিনশ' ধাতুর বিভিন্নগণে প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া আছে। এ গ্রন্থে ২৭২ টি শ্লোক আছে। একই ধাতুর বিভিন্নগণের বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের এক বচনের রূপ ও তার অর্থ দেখানো আছে। গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভেরই তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—

লোকেষু শাস্ত্রেষু চ যে প্রসিদ্ধাঃ
কাব্যেষু যে সৎকবিভিঃ প্রযুক্তাঃ।
উচ্চিত্য তাংশ্চিত্ত বিনোদনায়
শব্দানহং ধাতুভিরুদ্ধরামি।।

" যে ধাতুগুলো লৌকিক কাব্য ও শাস্ত্র প্রসিদ্ধ এবং যে ধাতুগুলো উৎকৃষ্ট কবিরা কাব্যে প্রয়োগ করেছেন, আমি সুধীগণের চিত্ত বিনোদনের জন্য সে সকল ধাতু সংগ্রহ করে ধাতু দ্বারা তার উদ্ধার সাধন করছি।

তাঁর কাব্যের গঠন পদ্ধতি (mechanism) সম্বন্ধে তিনি আবার বলছেন—

একার্থা একশব্দাশ্চ নানার্থশ্চৈক বাচকাঃ।
সদৃশার্থাভিধানাশ্চ ভিন্নার্থাঃ সদৃশাক্ষরা।।৩।।
একার্থাস্তুল্য শব্দাশ্চ নিবধ্যন্তেত্র ধাতবঃ।
ধাতুপারায়ণাত্তোষেঃ পারোত্তীর্ণ ধিয়াময়া।।৪।।

"ধাতুরূপ সমুদ্রলঙ্ঘনে উত্তীর্ণ বুদ্ধি আমি এ গ্রন্থে একার্থ, এক শব্দ, নানার্থ ও একবাচক, তুল্যার্থ, ভিন্নার্থ, সমানাক্ষর, একার্থ এবং তুল্যশব্দ ধাতুসমূহ লিপিবদ্ধ করছি।"

আসলে এই ধাতুকোষে তিনশ' ধাতুর বিভিন্নগণে যে রূপ হয় তার প্রয়োগ দেখিয়েছেন। দক্ষিণাপথে কৃষ্ণরাজ নামে একজন সাম্রাজ্য দীক্ষিত নৃপতি ছিলেন। এই কাব্যে২৭২ টি সংস্কৃত শ্লোকে কৃষ্ণরাজের গুণগান করা হয়েছে বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে। দু একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

সে উদারমতি নৃপতি
গোপায়তি ক্ষিতিমিমাং চতুরব্ধিসীমাং
পাপাজ্জুগুপ্সতে উদারমতিঃ সদৈব।
বিত্তং ন গোপয়তি যস্তু বনীয় কেভ্যঃ
ধীরো ন গুপ্যতি মহত্যপি কার্যজাতে।।৬।।

"চতুঃ সমুদ্রসীমা বিশিষ্ট পৃথিবীকে রক্ষা করেন, যিনি সর্বদা পাপকে নিন্দা করেন, যিনি যাচকগণের কাছে অর্থ গোপন করেন না, এবং যে ধীর নৃপতি দুঃসাধ্য কার্য উপস্থিত হলেও ব্যাকুল চিত্ত হন না।"

অগ্নিংপৃনাতি পৃনাতি দ্বিজদেবতাশ্চ
প্রীণাতি বান্ধব জনানতিমীন্ পৃণোতি।
যঃ প্রীয়তে প্রণয়িষু প্রয়তে চ ভৃত্যান্
যঃ প্রায়য়ন্তি কবিসূক্তি বসায়নানি।। ৯।।

"যিনি অগ্নিকে তৃপ্ত করেন, যিনি ব্রাহ্মণ ও দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখেন, যিনি বন্ধুবান্ধবদের প্রতি প্রীত থাকেন, যিনি অতিথিগণকে তৃপ্ত করেন, যিনি বন্ধুদের আনন্দিত করেন, যিনি ভৃত্যদের সন্তুষ্ট রাখেন, এবং কবিগণের সু-উক্তিরূপ রসায়নসমূহ যাঁকে সর্বদা আনন্দিত করে"

L.Heller -এর সম্পাদনায় Göttingen থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কবিরহস্য প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই দশম শতাব্দীতেই প্রথম প্রাকৃত শব্দকোষ রচিত হয়। সংস্কৃত শব্দকোষের ন্যায় প্রাকৃত ভাষার শব্দকোষও বহু রচিত হয়েছিল। বিভিন্ন শব্দকোষ থেকে জানা যায় যে প্রাকৃত ভাষায় প্রাকৃত নামলিঙ্গানুশাসন, প্রাকৃতকোষ, প্রাকৃত শব্দসংগ্রহ প্রভৃতি নামে বহু প্রাকৃত শব্দকোষ রচিত হয়েছিল। হেমচন্দ্র তাঁর দেশীনামমালায় বহু দেশী শব্দকোষের নামোল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এখন পর্যন্ত উপলব্ধ প্রাকৃত ভাষার শব্দকোষ বলতে ধনপালের পাইয়লচ্ছীনামমালা এবং হেমচন্দ্রের দেশীনামমালাই পেয়েছি। অন্যকোষ এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয় নি।'

ধনপাল (৯৭২খ্রীঃ) দশম শতাব্দীর লোক। তাঁর রচিত প্রাকৃত কোষের নাম পাইয়লচ্ছীনামমালা। কোষটি আর্যা বা গাথা ছন্দে ২৭৯টি শ্লোকে রচিত। সংস্কৃত ভাষায় যেমন অমরকোষ, প্রাকৃত ভাষায় তেমনি পাইয়লচ্ছীনামমালা। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাকৃতভাষায় এর পঠন পাঠন এত বিরল যে

এ। গ্রন্থের প্রচলন অত্যন্ত অল্প।

এ গ্রন্থের ২৭৯টি শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকটি মঙ্গলাচরণ এবং শেষের চারটি আত্মপরিচায়ক। এ কোষটি কোন অধ্যায় বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত নয়। কিন্তু তথাপি আদ্যন্ত পাঠ করলে বোঝা যায় যে এতে চারটি অনুচ্ছেদ আছে। প্রথম শ্লোক থেকে অর্থাৎ ১-১৯ শ্লোক পর্যন্ত একটি অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয়টি ২০-৯৪ শ্লোক পর্যন্ত, তৃতীয়টি ৯৫-২০২ শ্লোক পর্যন্ত এবং চতুর্থটি ২০৩-২৭৫ শ্লোক পর্যন্ত।

পূর্বেই বলেছি যে ধনপালের কোষটি অমরকোষের অনুকরণে রচিত। তার কিছু পরিচয় দিচ্ছি। ব্রহ্মার প্রতিশব্দ হিসেবে ধনপাল লিখেছেন—

কমলাসনো সয়ংভূ পিয়ামহো চউমুহো য পরমিট্ঠী।
থেরো বিহী বিরিংচো পজ্জাবঈ কমলজোনী য।।

এর সংস্কৃত হল —

কমলাসনঃ স্বয়ম্ভূঃ পিতামহ চতুর্মুখশ্চ পরমেষ্টিঃ।
স্থবিরো বিধি বিরিঞ্চিঃ প্রজাপতিঃ কমলযোনিশ্চ।।

মেরুতুঙ্গের (১৩০৬ খ্রী:) প্রবন্ধচিন্তামণিতে ধনপালের একটি জীবনচরিত লিপিবদ্ধ আছে। সেখান থেকে জানা যায় যে তাঁর পিতার নাম সর্বদেব এবং তিনি কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীর বিদ্যালয়ে বাস করতেন। ধনপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শোভন। গৃহে মনোমালিন্যের জন্য ধনপাল ধারা নগরীতে বাস করতে লাগলেন। সেখানে বাসকালীন তিনি পাইয়লচ্ছীনামমালা লিখেছিলেন। এ গ্রন্থ লেখার কারণ প্রসঙ্গে ধনপাল বলছেন—

ধারানয়রীএ পরিট্ঠিএণ মন্নেঠিয়াএ অণবজ্জে।
কজ্জে কণিট্ঠবহিনীএ সুন্দরী নামধিজ্জাএ।। ২৭৭।।

"ধারানগরীতে বাসকালীন, যেখানে পণ্ডিতগণ সুন্দর অনবদ্য মার্গে অবস্থান করেন, সেখানে আমার কনিষ্ঠ ভগিনী সুন্দরীর জন্য এ গ্রন্থ লেখা হয়েছে।"

এ শ্লোক থেকে অনুমিত হয় যে ধনপাল তাঁর ভগিনী সুন্দরী বা অবন্তীসুন্দরীর জন্য এ কোষ লিখেছেন।

গ্রন্থের রচনা কাল ৯৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। এ রচনা কাল আমরা গ্রন্থকারের নিকট থেকে জানতে পারি। তিনি বলছেন —

বিক্কম-কালস্স গএ অউণত্তীসুত্তরে সহস্সম্মি।
মালব-নরিন্দে-ঠাণী এ লুডিএ মন্নখেডম্মি।। ২৭৬ ।।

"বিক্রম রাজত্বের এক হাজার ঊনত্রিশ বৎসর অতীত হলে পর এবং মালব রাজকর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার মান্যখেট লুণ্ঠিত হলে (আমি এ গ্রন্থ রচনা করেছি)।"

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বিক্রমাব্দ ১০২৯ (৯৭২-৭৩ খ্রী:) ধনপাল এ গ্রন্থ তাঁর ভগিনীর জন্য লিখেছিলেন। সুতরাং এর থেকে অনুমিত হয় যে ধনপাল দশম শতাব্দীর শেষাংশে বা একাদশ শতাব্দীর পূর্বভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

George Bühler ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে Göttingen থেকে সম্পাদনা করে এ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণের পর এ কোষের আর কোন সংস্করণ প্রকাশিতও হয়েছে বলে কখনও শুনিনি। এর একটা সংস্করণ হওয়া বিধেয়।

ধনপালের পর আসেন যাদবপ্রকাশ একাদশ শতাব্দীতে। তাঁর রচিত বৈজয়ন্তীকোষ ১১শ শতকে রচিত। সমগ্র অভিধানটি আট খণ্ডে বিভক্ত। যথা - স্বর্গকাণ্ড, অন্তরিক্ষকাণ্ড, ভূমিকাণ্ড, পাতালকাণ্ড, সামান্যকাণ্ড, স্বাক্ষরকাণ্ড, ব্রাহ্মকাণ্ড এবং কোষকাণ্ড। প্রথম পাঁচকাণ্ডে পর্যায় শব্দের এবং শেষ তিন কাণ্ডে নানার্থ শব্দের বর্ণনা আছে।

যাদবপ্রকাশ দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুরম্-এর সন্নিকটে তিরুপুট্কুলি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন শঙ্করপন্থী অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পরে অবশ্যি তিনি রামানুজপন্থী (১০১৭-১১৩৭ খ্রী:) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব হন।

G. Oppert-এর সম্পাদনায় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ হতে বৈজয়ন্তী প্রকাশিত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দী কোষসাহিত্যের একটি মধ্যাহ্নগগনের যুগ। এ যুগে বহু কোষকার বহু কোষগ্রন্থ রচনা করে কোষসাহিত্যকে পুষ্ট করে গিয়েছেন। এ যুগের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কোষকার হলেন — পুরুষোত্তমদেব, মহেশ্বর, ধনঞ্জয়, মঙ্খ, হেমচন্দ্র, কেশবস্বামী ও মেদিনীকর।

দ্বাদশ শতাব্দীর পুরুষোত্তমদেব লক্ষ্মণ সেনের (১১১৯-১২০৫ খ্রী:) আমলে জীবিত ছিলেন। তিনি ত্রিকাণ্ডকোষ, হারাবলী ও একাক্ষর, দ্বিরূপকোষ ও বর্ণদেশনা কোষের রচয়িতা। অনেকে বলেন ত্রিকাণ্ডকোষ অমরকোষের পরিশিষ্টস্বরূপ। সাধারণতঃ যে সব শব্দ অমরকোষে স্থান পায়নি প্রয়োগের অভাববশতঃ সে সব শব্দ পুরুষোত্তমদেব ত্রিকাণ্ডকোষ সংগ্রহ করেছেন। সম্ভবতঃ যেসব শব্দ পুরুষোত্তম দেবের আমলে সাহিত্যে প্রয়োগ হত বলে মনে হয়, তিনি সেসব শব্দ তাঁর অভিধানে সন্নিবেশিত করেছেন।

অনেকে মনে করেন অমরকোষে তিনটি কাণ্ড আছে বলে একে ত্রিকাণ্ডও বলে। তাই হয়ত পুরুষোত্তমদেব তাঁর গ্রন্থের নাম ত্রিকাণ্ডশেষ দিয়েছেন। অমরকোষের মত ত্রিকাণ্ডশেষেরও

তিনটি কাণ্ড এবং বর্গাদি বিভাগ আছে। পুরুষোত্তমদেব গ্রন্থশেষে বলেছেন যে শব্দের প্রয়োগ প্রায় নেই সেই শব্দগুলোকে প্রয়োগের অভাববশতঃ তিনি সংগ্রহ করেন নি। এই উক্তির দ্বারা মনে হয় যে শব্দপ্রয়োগই শব্দসংগ্রহকারদের কোষরচনার মূল লক্ষ্য।

অনেকে বলেন অমরসিংহের ন্যায় পুরুষোত্তমদেবও বৌদ্ধ ছিলেন, কারণ তাঁর অভিধানে অনেক বুদ্ধের নাম এবং অমরকোষ বহির্ভূত কয় বৌদ্ধশব্দ তাঁর ত্রিকাণ্ড শেষে স্থান পেয়েছে।

অমরকোষের কামধেনু নামক টীকায় বলা হয়েছে যে পুরুষোত্তমদেবের দুর্ঘট নামে এক গ্রন্থ ছিল। সেখানে বলা হয়েছে যে — উক্তং চ লক্ষ্য - লক্ষণে - দুর্ঘটে পুরুষোত্তমেন। দুর্ঘটে কষ্টসাধ্য পদসমূহের বুৎপত্তি দেখান হয়েছে।

পুরুষোত্তমদেবের হারাবলী ২৭৮ শ্লোকে রচিত। এ কোষের বৈশিষ্ট্য হল অপ্রচলিতশব্দের প্রতিশব্দ দেওয়া এবং একই ধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থ শব্দসমূহের অর্থ প্রদর্শন করা। পদচন্দ্রিকায় হারাবলীর উল্লেখ আছে।

একাক্ষরকোষে পুরুষোত্তম অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের অর্থ প্রদান করেছেন। যেমন—

অকারো বাসুদেবঃ স্যাদাকারস্তু পিতামহঃ।
পৃজ্ঞায়ামপি মাঙ্গল্যে আকারঃ পরিকীর্তিতঃ।।

একাক্ষর কোষের শ্লোক সংখ্যা ৩২। দ্বিরূপকোষে একই শব্দের দুই বা ততোধিক বানান দেখান হয়। যেমন -

মসূরো মসুরো মত ইতি দ্বিরূপকোষঃ।
হালাহলং হালহলং বদন্ত্যপি হলাহলম্ ইতি দ্বিরূপকোষঃ।

বর্ণদেশনা গদ্যে লেখা। যেসব শব্দের বানান অত্যন্ত কষ্টকর এবং প্রয়োগে ভুল হবার সম্ভাবনা, তাদের একত্রিত সমাবেশ এ গ্রন্থে আছে। সর্বানন্দ টীকাসর্বস্বে বর্ণদেশনার উল্লেখ করেছেন। সর্বানন্দ বলছেন—তদুক্তং বর্ণদেশনায়াং - ঊজহীতে উৎপাদ্যন্তে-ত্যর্থঃ। উদ্ বাঁওে ত প্রত্যয়ে আদি বর্ণস্যাপ্যকারো দেশে নৈরুক্তে বকার রাহিত ঊর্ধ্ব। অর্থাৎ এভাবে বকার রহিত ঊর্ধ্ব শব্দও শুদ্ধ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে হর্ষচন্দ্রের (বা হট্টচন্দ্র) ও বর্ণবিবেক নামে একটি পদার্থক কোষ আছে।

পুরুষোত্তমদেবের আর একটি উল্লেখযোগ্য কোষ হচ্ছে উষ্মবিবেক বা উষ্মভেদ। এতে শ, ষ ও স নিয়ে যে সমস্ত শব্দ আছে, তার সমাবেশ। বইটি খুবই উল্লেখযোগ্য। টীকাসর্বস্বে এর উল্লেখ আছে। যেমন—শুক শিক্ষোপশল্যমিতি শভেদঃ। বিষূবং বিষুবদ্ বিভূবর্ণমিতি ষভেদঃ। সারস্বত-সরীসৃপা ইতি সভেদঃ।

পুরুষোত্তমদেব ভাষাবৃত্তি নামে পাণিনি ব্যাকরণের লৌকিক অংশের টীকা প্রণয়ন করেন। ভাষাবৃত্তির টীকাকার সৃষ্টিধরাচার্য বলেছেন যে গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেনের আদেশে পুরুষোত্তম এই ভাষাবৃত্তি রচনা করেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্ণয়সাগর প্রেস বোম্বে থেকে ত্রিকাণ্ডকোষ প্রকাশিত হয়। তারপর বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হতে টীকা সহ ত্রিকাণ্ডকোষ প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে।

দ্বাদশ শতাব্দীর আর একজন উল্লেখযোগ্য কোষকার হলেন মহেশ্বর। তাঁর রচিত বিশ্বপ্রকাশ অনেকার্থশব্দকোষ। মহেশ্বর (১১১১ খ্রী:) এই কোষে শব্দগুলোকে অন্ত্যব্যঞ্জনবর্ণ অনুসারে সাজিয়েছেন। অর্থাৎ কান্ত, খান্ত, গান্ত ইত্যাদিক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। যথা-কৈকম্, কন্দিকম্, কত্রিকম্, কচুতুত্তম্ ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য এই যে এ কোষে ক্ষ-কে একটি স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে দেখান হয়েছে। সর্বশেষে অব্যয়গুলোকেও অন্ত্যব্যঞ্জনান্তরূপে দেখান হয়েছে। ২২৩০ শ্লোকে অনুষ্টুপ্ ছন্দে কোষটি লেখা হয়েছে।

ধনঞ্জয় (১১২৩-১১৪০ খ্রী:) হলেন মধ্যযুগের একজন অন্যতম কোষকার। তাঁর কোষের নাম নামমালা। ধনঞ্জয় রচিত বলে এই কোষের আর একটি নাম ধনঞ্জয়কোষ। এছাড়া, এ কোষকে নামাবলী, নিঘণ্টুসময়ও বলা হয়। অমরকোষের টীকাকার রায়মুকুট একটি ধনঞ্জয় নিঘণ্টুর উল্লেখ করেছেন।

নামমালার দুটি অংশ। প্রথম অংশের নাম নামমালা, আর দ্বিতীয় অংশের নাম অনেকার্থনামমালা বা অনেকার্থ নিঘণ্টু। নাম শব্দের দ্বারা ধনঞ্জয় পর্যায় ও সমার্থক শব্দগুলোকে বুঝিয়েছেন। ধনঞ্জয়কোষের প্রথমাংশের শ্লোকসংখ্যা ২০০, আর দ্বিতীয়াংশের শ্লোক সংখ্যা ৪৪ (কারো মতে ৫০)।

গ্রন্থের নমস্কার ও অন্তিম শ্লোক থেকে জানা যায় যে ধনঞ্জয় জৈন ছিলেন। নমস্কার শ্লোকে বলেছেন —

দ্বয়ং দ্বিতয়মুভয়ং যমলং যুগলং যুগম্।
যুগ্মং দ্বন্দ্বং যমং দ্বৈতং পাদয়োঃ পাতু জৈনয়োঃ।।

পরবর্তী শ্লোকে ঋষি শব্দের বর্ণনা প্রসঙ্গে যে ঋষির প্রতিশব্দ দিয়েছেন, তাঁরা সব জৈন ঋষিঃ

ঋষি র্মুনি র্যতি র্ভিক্ষুস্তাপসঃ সংশিতো ব্রতী।
তপস্বী সংযমী যোগী বর্নী সাধুশ্চ পাতু বঃ।।

কোষের অন্তে ধনঞ্জয় বলছেন —

বক্তা বাচস্পতি র্যত্র শ্রোতা শক্রস্ত্বথাপিতৌ।
শব্দপারায়ণস্যান্তং ন গতৌ তত্র কে বয়ম্।।
প্রমাণমকলঙ্কস্য পূজ্যপাদস্য লক্ষণম্।
দ্বিসন্ধানকবেঃ কাব্যং রত্নত্রয়মপশ্চিমম্।।

এই দ্বিসন্ধান কবি ধনঞ্জয় স্বয়ং নিজেই দ্ব্যর্থক কাব্য রাঘব পাণ্ডবীয়ম্ লেখার জন্য এর এই বিশেষণ। দ্বিসন্ধান কাব্যের টীকাকার বলছেন যে ধনঞ্জয় দিগম্বর জৈন ছিলেন। তাঁর পিতার নাম বাসুদেব, মাতার নাম শ্রীদেবী। কোন কোন টীকাকার ধনঞ্জয়কোষ থেকে উদ্ধৃতি দিলেও এই কোষের প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত নয়।

দ্বাদশ শতাব্দীর আর একজন কোষকার হলেন কাশ্মীরী পণ্ডিত মঙ্খ বা মঙ্খক (১১৫০ খ্রী:)। ইনি একজন নিপুণ চিকিৎসক ছিলেন। ইনি অনেকার্থকোষ নামে এক কোষগ্রন্থ রচনা করেন। বহু গ্রন্থ ও কবিদের রচনা থেকে শব্দসংগ্রহ করে এই কোষ রচনা করেছেন। এর শব্দাবলী বিশ্বপ্রকাশের মত অন্ত্যব্যঞ্জন ও অক্ষর সংখ্যানুযায়ী সাজান। কোষটি ১০০৭ শ্লোকে রচিত এবং এতে কোন অধ্যায় বিভাজন নেই। এই কোষে হ্র-কারের পর ক্ষ-বর্ণকে ধরা হয়েছে এবং ক্ষ-বর্ণ দিয়েও শব্দ গৃহীত হয়েছে। কোষের শেষে অব্যয় শব্দের সমাবেশ আছে। রূপভেদের মাধ্যমে শব্দের বিভিন্ন লিঙ্গ নির্দেশ করা হয়েছে। মঙ্খের নামে যে টীকা প্রচলিত আছে, তাকে মঙ্খটীকা বলে। হয়ত মঙ্খ নিজে এই টীকা লিখে থাকবেন।

T. Zachariae ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা থেকে মঙ্খ কোষ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে যে ক'জন কোষকার অভিধান লিখেছিলেন হেমচন্দ্রসূরি (১০৮৮-১১৭২ খ্রী:) তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও প্রসিদ্ধ। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। ব্যাকরণ, দর্শন, সাহিত্য, চরিতকথা এবং কোষগ্রন্থ। হেমচন্দ্র সাকল্যে পাঁচটি কোষগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেগুলো হল — (১) অভিধানচিন্তামণি, (২) অনেকার্থ-সংগ্রহ, (৩)নিঘণ্টুকোষ, (৪) একাক্ষরনামমালা ও (৫) দেশীনামমালা। প্রভাচন্দ্রসূরি (দ্বাদশ শতাব্দী) তাঁর প্রভাবকচরিতে হেমচন্দ্রের চারটি গ্রন্থের নাম করেছেন। একাক্ষরনামমালার নাম করেন নি। বলেছেন তিনি — একার্থানেকার্থা দেশ্যা নির্ঘণ্টি ইতি চ চত্বারঃ। প্রভাবকচরিতে অভিধানচিন্তামণির নামোল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ অভিধানচিন্তামণি তখন একার্থশব্দকোষ নামে পরিচিত ছিল। অভিধানচিন্তামণিকে নামমালাও বলা হয়। কেহ বা গ্রন্থের নাম অভিধানচিন্তামণি নামমালাও রাখেন।

অভিধানচিন্তামণি প্রায় সাড়ে পনেরশ' শ্লোকে রচিত। এতে ছটি কাণ্ড আছে। গ্রন্থকার স্বয়ং নিজে গ্রন্থের বিভাজন দিয়ে গিয়েছেন। প্রথম দেবাধিদেব কাণ্ড, দ্বিতীয় দেবকাণ্ড, তৃতীয় মর্ত্যকাণ্ড, চতুর্থ তির্যক্ কাণ্ড, পঞ্চম নারক কাণ্ড এবং ষষ্ঠ সামান্য কাণ্ড। এরপর অবায়। চতুর্থ তির্যক্ কাণ্ডকে আবার একেন্দ্রিয়, পৃথ্বীকায়, অপ্কায়, তেজস্কায়, বায়ুকায়, বনস্পতিকায়, দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয়, পঞ্চেন্দ্রিয় ইত্যাদি হিসেবে নয় দশ উপবিভাগে বিষয়ীকৃত।

অভিধানচিন্তামণি পর্যায় বাচক কোষ। অর্থাৎ, প্রতি শব্দের পর্যায় শব্দ দেওয়া আছে। যেমন—স্বর্গের পর্যায় বাচক শব্দ হল—

স্বর্গ-স্ত্রিবিষ্টপং দ্যোদিবৌ ভুবিস্তবিষতাবিলৌ নাকঃ।
গৌ স্ত্রিদিবমূর্ধ্বলোকঃ সুরালয়ঃ..... ইত্যাদি। (২/৮৭)।

হেমচন্দ্র স্বয়ং জৈন ছিলেন বলে তাঁর কোষে আমরা বহু জৈনশাস্ত্রের অনেক তথ্যের সন্ধান পাই। যেমন-জৈনতীর্থঙ্কর, তীর্থঙ্করদের মাতাপিতার নাম, উৎসর্পিনী ও অবসর্পিনী কালচক্র, জৈন দার্শনিক শব্দের অর্থ, জৈন পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বহু জৈন বিষয়ক শব্দ।

হেমচন্দ্র তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভে জৈন দেবতা অর্হৎকে নমস্কার পূর্বক গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন।

প্রণিপত্যার্হতঃ সিদ্ধসাঙ্গশব্দানুশাসনঃ।
রূঢ় যৌগিক-মিশ্রাণাং নাম্নাং মালাং তনোম্যহম্।। ১।।

"অর্হৎকে নমস্কার পূর্বক, শব্দের অনুশাসন (অর্থাৎ ব্যাকরণ) রচনা করার পর, রূঢ়, যৌগিক ও মিশ্র শব্দের বিস্তার আমি এই মালা গ্রন্থে (অর্থাৎ অভিধানচিন্তামণিনামমালা গ্রন্থে) করছি।"

এরপর তিনি প্রথমকাণ্ডে জৈনদেবতা ও জৈনধর্মবিষয়ক শব্দ, দ্বিতীয় কাণ্ডে অনেক বৌদ্ধ, হিন্দুদেবদেবী ও তদানুষঙ্গিক শব্দ, তৃতীয় কাণ্ডে মনুষ্যসংক্রান্ত শব্দ, চতুর্থকাণ্ডে মনুষ্যেতর অন্যান্যদের শব্দ, পঞ্চম কাণ্ডে পৃথিবীসংক্রান্ত প্রাণিগণের নাম এবং ষষ্ঠ কাণ্ডে গুণবাচক শব্দ ও অব্যয়াদি বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থে হেমচন্দ্র অনেক কোষকারদের নামোল্লেখ করেছেন। টীকায় আরও বহু কোষকারদের নাম আছে।

মনে হয় অভিধানচিন্তামণির পর হেমচন্দ্র অনেকার্থসংগ্রহ রচনা করেছেন। অনেকার্থসংগ্রহে সাতখণ্ডে ১৯৩১টি শ্লোক আছে। তিনি এই কোষকে দু'ভাবে সাজিয়েছেন - অক্ষরসংখ্যানুযায়ী ও অন্ত্যব্যঞ্জনবর্ণ অনুসারে। এতে শব্দসমূহকে সহজে বার করতে সুবিধে হয়।

T. Zachariae ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা হতে প্রকাশ করেন। নিঘণ্টুশেষ মূলত: উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ। নিঘণ্টু কথার তাৎপর্য এই যে শব্দ ও তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রদান করা হয়েছে। নিঘণ্টুতে উদ্ভিদ জগতের একটা শ্রেণীবিভাগ পাওয়া যায়। জৈনশাস্ত্রে উদ্ভিদরাজ্যকে (বনস্পতিকায়) যেভাবে ভাগ করা হয়েছে, তারই একটা প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় এই কোষে।

একাক্ষরনামমালা একটি ছোটগ্রন্থ। এতে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের অর্থ দেওয়া আছে। গ্রন্থখানি উপলব্ধ কিনা জানা নেই।

ভারতীয় কোষসাহিত্যের মধ্যে হেমচন্দ্রের দেশীনামমালা এক অনবদ্য অবদান। বিশ্বসাহিত্যে এই জাতীয় কোন কোষ গ্রন্থ আছে কিনা তা আমার জানা নেই। যতদূর অনুসন্ধান করা গিয়েছে তাতে মনে হয় এই জাতীয় কোন গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে নেই। দেশীনামমালা একটি কোষগ্রন্থও বটে, আবার একটি দেশীসাহিত্যও বটে। এই দেশী সাহিত্য হিসেবেই এই দেশীনামমালা অনবদ্য ও অতুলনীয়।

দেশীনামমালাতে আর্যা বা গাথা ছন্দে প্রাকৃতভাষায় দেশী শব্দের সংগ্রহ করেছেন। এই গ্রন্থ অনেক নামে এককালে প্রচলিত ছিল। যথা - রত্নাবলী (৮/৭৭), বুলার বলেন দেশীশব্দসংগ্রহ (১/২, ৮/৭৭), পিশেল বলেন দেশীনামমালা। কোন কোন হস্তলিখিত পুথিতে আছে দেশীশব্দসংগ্রহবৃত্তি। কিন্তু দেশীনামমালা নামটাই সমধিক প্রচলিত ও স্বীকৃত।

দেশীনামমালায় ৭৮৩টি প্রাকৃত শ্লোক আছে এবং সেই প্রাকৃত শ্লোকের একটি সংস্কৃতটীকা আছে। এই টীকায় ও গ্রন্থে সর্বসাকল্যে ৩,৯৭৮টি দেশী শব্দ আছে। প্রত্যেকটি দেশী শব্দ দিয়ে একটি প্রাকৃত গাথা শ্লোক আছে। এইটেই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। এতে সর্বসাকল্যে গাথা শ্লোক সংখ্যা ৭৮২টি। গ্রন্থখানি আটটি বর্গে বিভক্ত এবং নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্তীকৃত :

প্রথমবর্গ স্বরবর্ণ গাথা সংখ্যা ১৭৪; দ্বিতীয়বর্গ কবর্গ (১১২), তৃতীয়বর্গ চবর্গ (৬২), চতুর্থবর্গ টবর্গ (৫১), পঞ্চমবর্গ ত-বর্গ (৬৩), ষষ্ঠবর্গ পবর্গ (১৪৮), সপ্তমবর্গ অন্তঃস্থ বর্ণ (৯৬) এবং অষ্টমবর্গ উষ্মবর্ণ (৭৭)। সর্বসাকল্যে গাথা সংখ্যা ৭৮৩।

হেমচন্দ্র এ গ্রন্থে বহু অভিধানকারীর নামোল্লেখ করেছেন। যথা-গোপাল, দেবরাজ, দ্রোণ, ধনপাল, পাদলিপ্তাচার্য, রাহুলক, শান্ত, শীলাঙ্ক, সাতবাহন প্রভৃতি।

হেমচন্দ্র প্রথমে দেশীশব্দের সংজ্ঞা দিয়েছেন। দেশী শব্দ কাকে বলে? হেমচন্দ্র বলছেন—

জে লক্ষণে ণ সিদ্ধা ণ পসিদ্ধা সক্কয়াহিহাণে সু।

ণ য গউণ-লক্ষণা-সত্তি-সংভবা তে ইহ নিবদ্ধা।।১/৩।।

"যে শব্দ লক্ষণের দ্বারা সিদ্ধ নহে এবং যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃত অভিধানেও প্রসিদ্ধ নয়, এবং যেগুলো গৌণ লক্ষণা শক্তির দ্বারা সম্ভব নয়, সেগুলোকে এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।"

এরপর হেমচন্দ্র নিজেই বলেছেন যে সমস্ত দেশী শব্দ সংগ্রহ করা এক দুস্কর অসাধ্য ব্যাপার। কারণ দেশে দেশে এর প্রচুর ভেদ দেখা যায়। সতরাং যে সমস্ত শব্দ খুব প্রসিদ্ধ, কেবল সেগুলোই এখনে সংগ্রহ করা হয়েছে। সে জন্য তিনি বলছেন —

দেস-বিসেস- পসিদ্ধিই ভন্নমাণা অণংতয়া হংতি।

তম্হা আণহি-পাইয়-পয়ট্ট-ভাষা-বিসেসও দেসী।। ১/৪।।

"দেশে দেশে প্রসিদ্ধ অনন্ত শব্দ বলা হয়; সেজন্য অনাদি কাল থেকে প্রাকৃতভাষায় বিশেষ প্রসিদ্ধ (প্রবৃত্ত) দেশী শব্দই সংগ্রহ করা হয়েছে।"

হেমচন্দ্র দেশীনামমালায় সমস্ত দেশী শব্দকে অকারাদিক্রমে সাজিয়ে বর্ণনা করেছেন। যেমন, জার ও অসতী নারী অর্থে অকারাদি শব্দ দিয়ে যে শব্দগুলো আছে, তাকে পরপর শব্দের অর্থ দিয়ে শুমকিত করেছেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

অয়ডোংধংধূ কূবে অণড-অণাডোবিণয়বরা জারে।

অবিণয়বঈই অডয়া তথা অহব্বা অডয়ণা য।। (১/১৮)

অর্থাৎ, 'অয়ডো' এবং 'অংধংধূ' মানে কূপ (well); 'অণডে।','অণাডো।' এবং 'অবিণয়বরো' মানে জার (paramom); 'অডয়া''অহব্বা' এবং 'অডয়ণা' মানে অসতী নারী (unchaste lady)।

এরপর হেমচন্দ্র এই আটটা দেশী শব্দদিয়ে একটি কাব্যিক শ্লোক রচনা করেছেন প্রাকৃতে। এই শ্লোকগুলো ভাবে ও ভাষায়, কর্পনার লালিত্যে ও কোমলতায় জগতের অনেক সাহিত্যের সমকক্ষ হতে পারে। শ্লোকটি এ রকম —

অড এ! সুণাহিঅয়ডে। অণাড-অডয়ণ-পিএ সরসি কালে।

অংধংধূমঅবিণয়-বরাহব্বাঠাণং তমিস্তঅণডোক্কি।। ১/১৫।।

"হে কূপের ন্যায় সুন্দর নাভিবিশিষ্ট অসতি নারি! (তুমি) জার এবং অসতীদের প্রিয় কালে (অর্থাৎ সন্ধ্যার সময়ে) জারাসতীদের (মিলন) স্থান কূপের কাছে যাইতেছ? কেন, সেখানে কি কোন জার আছে?"

এভাবে হেমচন্দ্র ৩৯৭৮ টি দেশী শব্দ দিয়ে ৭৮২ টি শ্লোক রচনা করে এক বিরাট দেশী সাহিত্য গড়ে তুলেছেন।

কেশবস্বামী (১২০০ খ্রী:) হলেন দ্বাদশ শতাব্দীর আর একজন দক্ষিণভারতীয় উৎকৃষ্ট কোষকার। ৫৮০০ শ্লোকে রচিত নানার্থার্ণব সংক্ষেপ একটি বৃহত্তম শব্দকোষ। কোষটি ছটি কাণ্ডে বিভক্ত। প্রথম কাণ্ডে একাক্ষর, দ্বিতীয় কাণ্ডে দ্ব্যক্ষর রূপে শব্দবিন্যাস করতে করতে ষষ্ঠ কাণ্ডে ষড়ক্ষর বিশিষ্ট শব্দাবলী কথিনা করা হয়েছে। এই কোষের শব্দরাশি আদিবর্ণানুসারে বিন্যস্ত। প্রতিকাণ্ডের শব্দশ্লোকে পুং, স্ত্রী, নপুংসক, বাচ্যলিঙ্গ ও নানালিঙ্গ অনুসারে পাঁচ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ কোষে অনেক বৈদিক শব্দ ও এমন অনেক শব্দ আছে যা অমরকোষে নেই। এই কোষের সহিত বৈজয়ন্তী কোষের অনেক মিল আছে। এই কোষে বহু কোষের ও গ্রন্থকারদের নামোল্লেখ আছে। কালীজীবন চক্রবর্তী মহাশয় কেশবস্বামীর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন — "চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ চোলের পুত্র রাজরাজ চোলের আগ্রহাতিশয্যে তৎকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কেশবস্বামী এই কোষ রচনা করেন। রাজরাজের নামানুসারে এই গ্রন্থের আর এক নাম হয় 'রাজরাজীয় কোষ'। ইতিহাসে দুইজন কুলোত্তুঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়। একজন খ্রী: ১১শ/১২শ শতাব্দীর (১০৭০-১১২০) এবং অন্যজন খ্রী: ১৩শ শতকের। উভয়ের পুত্রের নামই রাজরাজ। অনেকের মতে ১ম কুলোত্তুঙ্গের পুত্র রাজরাজই ছিলেন কেশবের পোষ্টা। এই মত সত্য হইলে কেশব ১২শ শতকের প্রথমার্ধে অভ্যুদিত হন। চোলদেশে রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত 'রাজেন্দ্রচোল' নামক গ্রামে কেশবের বাড়ী ছিল। তাঁহার পিতার নাম ভট্ট কৃষ্ণপুরদেব এবং গুরুর নাম ভবস্কন্দ। দ্রমিড় বাৎস্যায়ন বংশীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ কুলে কেশবের জন্ম। মল্লিনাথ ও অরুণাচলনাথ যথাক্রমে রঘুবংশের ও কুমারসম্ভবের টীকায় তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।" (অভিধানের ইতিহাস, ২০০২, পৃ: ১৩২-৩৩)।

এ যুগেই মোহম্মদ পালিশব্দকোষ রচনা করেছিলেন। সে সম্বন্ধে পরে বলছি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কোন কোষকারের সন্ধান পাইনা। রচিত হয়ে থাকলেও এখনো লুপ্ত।

চৌদ্দশ শতকে রচিত মেদিনীকরের অনেকার্থশব্দকোষ একটি বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ। এর গ্রন্থটি মেদিনীকোষ নামেও পরিচিত। এ অভিধান রচনাকালে লেখক বহু কোষের ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করেছেন। মেদিনীকোষের শব্দবিন্যাস পদ্ধতি বিশ্বপ্রকাশের মত হলেও তার থেকে বেশী সুবিন্যস্ত। মেদিনীকর কিভাবে শব্দবিন্যাস করে সাজিয়েছেন, তা তিনি নিজেই বলেদিয়েছেন —

এক-দ্বি-ত্রি-চতু:-পঞ্চ-ষড়-বর্ণানুক্রমাৎ কৃত:।
স্বর-কাদ্যাদি-কাদ্যন্তে-বর্ণৈর্নানার্থসংগ্রহ:।।(১২)

তাঁর গ্রন্থে প্রথমে তিনি এক থেকে ছয় পর্যন্ত অক্ষরসমূহ সাজিয়েছেন। এবং তারপর স্বর, ক আদি এবং অন্ত্যবর্ণরূপে উপবিভাগীকৃত করেছেন। মেদিনী কোষকার বিশ্বপ্রকাশ কোষের বহু দোষ দেখেছেন। তিনি বলছেন—অপি বহুদোষং বিশ্বপ্রকাশকোষং চ সুবিচার্য্য। মেদিনীকোষ একটু পরে রচিত হলেও বহু টীকাকার এই কোষের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁদের টীকায়।

চৌদ্দশ শতকে আর একজন কোষ কার হলেন ইরুগাপ্পা। তাঁর রচিত নানার্থরত্নমালা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোষগ্রন্থ। তিনি কবনামে অভিহিত ছিলেন—ইরুগদণ্ডেশ, নিরুপমদণ্ডনার্থ, ভাস্করবিবুধ। Brunell তাঁর পুথি তালিকায় (Catalogue of Sanskrit Manuscripts) গ্রন্থে তাঁকে দণ্ডিনাথ ভাস্কর বলেছেন। তার থেকে অনেকে মনে করেন ভাস্করই হচ্ছে তাঁর প্রকৃত নাম এবং নিরুপম হচ্ছে তাঁর উপাধি। সাধারণত: তিনি ইরুগাপ্পা নামেই পরিচিত ছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁকে বিজয়নগর রাজ প্রথম হরিহরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলেছেন। কেহ বা বলেন তিনি দ্বিতীয় বুক্করাজের মন্ত্রী চৈচের পুত্র এবং সীতারামের শিষ্য। কেহ বা বলেন তিনি মায়ণের পুত্র এবং সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা। কেহ বা ইরুগাপ্পাকে জৈন এবং পুষ্পসেনের ছাত্র মনে করেন। আসলে তাঁর পূর্বপুরুষেরা রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি এই রাজকার্যকেই কুলব্রত বলেছেন তাঁর নানার্থরত্নমালায়।

দ্বিতীয়মন্ত্ররকরণং রাজ্ঞো হরিহরস্য য:।
রাজকার্যং প্রজারক্ষাং স্বয়ং ধীত্তে কুলব্রতম্।।

নানার্থরত্নমালা ছ'টি কাণ্ডে বিভক্ত। সেগুলোর নাম — একাক্ষর কাণ্ড, দ্ব্যক্ষরকাণ্ড, ত্র্যক্ষর কাণ্ড, চতুরক্ষর কাণ্ড, সঙ্কীর্ণ কাণ্ড ও অব্যয় কাণ্ড। একাক্ষর কাণ্ডে অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণ-সমূহের শব্দ ও তার অর্থ প্রদর্শিত হয়েছে। অন্ত্যাক্ষর অনুসারে শব্দগুলো সাজান হয়েছে, অন্যান্য অভিধানের মত অন্ত্য ব্যঞ্জনানুসারে নয়। সঙ্কীর্ণকাণ্ডে পঞ্চাক্ষর, ষড়ক্ষর, সপ্তাক্ষর ও বিষমাক্ষর শব্দাবলীর সমাবেশ করা হয়েছে। এই কোষে কন্নড় ও মলয়ালম্ শব্দাবলীর অনুপ্রবেশ হয়েছে। সমগ্র কোষের শ্লোকসংখ্যা ১৩০০-র কিছু বেশী। বন্দ্যভট্ট এই কোষের টীকাকার। এই কোষটির কেহ কোন উদ্ধৃতি দিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোন কোষকার কোন কোষগ্রন্থ

লিখেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। লিখিত হয়ে থাকলেও তা এখন লুপ্ত বা আত্মপ্রকাশ করেন নি।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান শাসনের আমলে পারসীভাষার শব্দসমূহের সংস্কৃত ভাষায় অর্থ প্রদান করায় কতকগুলো পারসী-সংস্কৃত অভিধানের সৃষ্টি হয়েছিল। আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী:) সময়ে আকবর বাদশাহের প্রেরণায় বিহারি কৃষ্ণদাস পারসীক - প্রকাশ রচনা করেন। এ গ্রন্থে পারসী শব্দের সংস্কৃত ভাষায় অর্থ দেওয়া আছে। একথা আমরা সে গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। বিহারি কৃষ্ণদাস বলছেন—

শ্রী মহামহেন্দ্র শ্রী অকবর শাহ কারিতে বিহারি কৃষ্ণদাস মিশ্রকৃতে পারসিক প্রকাশে ..... ইত্যাদি।

কৃষ্ণদাসমিশ্র আবার বলেছেন—

যে বেগাহিতুমিচ্ছন্তি পারসীবাগ মহার্ণবম্।
তেষামার্থে কৃষ্ণদাসো নিবন্ধাতি বচঃ প্লবম্।।

" সমুদ্রতুল্য (গম্ভীর) পারসী শব্দে যারা অবগাহন করতে ইচ্ছা করেন,তাদের জন্য কৃষ্ণদাস (পারসী) বাক্যের তরঙ্গ বিশেষরূপে বন্ধন করেছেন।"

A.Webner ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে Persian Sanskrit Dictionary নামে বার্লিন থেকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন।

এরপর বল্লসেনের পারসী বিনোদও ঐ একই সময়ে লেখা। এই বই সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি নি।

খ্রীষ্টাব্দ সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে জাহাঙ্গীরের নির্দেশে কবি কর্ণপুর একটি বৃহৎ আকারে সংস্কৃত - পারসী অভিধান রচনা করেন। কবি কর্ণপুর কামরূপ নিবাসী করণ বংশজাত ছিলেন। ইনি সম্রাটের আদেশে সংস্কৃত ভাষার পারসী ব্যাকরণও রচনা করেছিলেন। ব্যাকরণটি সংস্কৃত ছন্দে লেখা।

ঠিক অনুরূপভাবে জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহাজাহানের আমলে বেদাঙ্গ রায় পারসিক - প্রকাশ নামে এক জ্যোতিষ বিষয়ক কোষ রচনা করেছিলেন১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। কোষটি শাহজানকে সন্তুষ্ট করার জন্য লেখা হয়েছিল। গ্রন্থকার বলেছেন—

..... শ্রী মচ্ছাহজহান -নরেন্দ্র-পরমপ্রীতি প্রসাদাপ্তয়ে।।

এ গ্রন্থ লেখা হয়েছিল।

বেদাঙ্গ রায়ের প্রকৃত নাম রায় মালজিৎ এবং তিনি গুজরাটের শ্রীস্থল-নিবাসী। বেদ - বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য সম্রাট তাঁকে বেদাঙ্গ রায় উপাধি প্রদান করেন।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দকোষ সম্বন্ধে বলার পর পালিশব্দ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক বলে মনে করি। যেমন সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দকোষ রচিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি বহু পালি শব্দ কোষও নির্মাণ হয়েছিল। পালিভাষার কোষগ্রন্থের মধ্যে দু'টি খুব উল্লেখযোগ্য : মহাব্যুৎপত্তি ও অভিধানপ্পদীপিকা। মহাব্যুৎপত্তিতে নবম শতাব্দীতে রচিত। মহাব্যুৎপত্তিকে বৌদ্ধকোষ বললেও এতে কেবল পালিশব্দের সমাবেশই যে কেবল আছে, তা নয়, এতে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক কথারও সমাবেশ আছে। মহাব্যুৎপত্তিতে ২৮৪ অধ্যায় ৯০০০ শব্দের সঙ্কলন আছে। এতে বুদ্ধদেব, বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ, উদ্ভিদ রাজ্য, রোগ ও জীবজন্তুর নামও আছে।

তিব্বতের রাজা Ti Ralpbachjan নবম শতকে তিনজন পণ্ডিতের দ্বারা এ অভিধান প্রস্তুত করেন। পরে এর মঙ্গোলীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এ অভিধানটির তিনটে সংস্করণ হয়েছে।প্রথমে A. Schiefner-এর সম্পাদনায় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে St. Petersberg থেকে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে I.P Minayeff এবং N.D.Mironov-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে Alexande Csoma Le Koros(১৭৮৪-১৮৪২)-এর সম্পাদনায় ইংরেজী অনুবাদ সহ দুর্গাচরণ চ্যাটার্জীর সম্পাদনায় কোলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটী থেকে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

আর একটি প্রসিদ্ধ পালিশব্দ কোষ হল অভিধানপ্পদীপিকা। ১২শ শতকের শেষদিকে মোগ্গল্লান স্থবির অমরকোষের পদ্ধতি অনুসারে পালিশব্দ কোষ অভিধানপ্পদীপিকা রচনা করেন। এতে শ্লোকসংখ্যা ১২০৩ এবং তিনটি কাণ্ড আছে। এ তিনটি কাণ্ড হল — সগ্গ কাণ্ড, ভূকাণ্ড এবং সামঞ্ঞকাণ্ড। মোগ্গল্লায়ন ১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এ গ্রন্থ রচন করেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সুভূতিপাদস্থবির অভিধানপ্পদীপিকাসূচী প্রণয়ন করেন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ও সিংহলী ব্যাখ্যা সহ কলম্বো থেকে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে প্রাচীন পন্থীর কোষ রচিত না হলেও কোষ বা Dictionaryরচনা স্তব্ধ হয় নি। আধুনিককালে ইংরেজদের আগমনের পর বহু সংস্কৃত,প্রাকৃত ও পালি Dictionary রচিত হয়েছে। সংস্কৃতে St. Petersberg, H.H. Wilson, Max Muller, Caul Chappella, Monier - Williams, Macdonell, VS Apte) প্রমুখ অভিধান উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতে হরগোবিন্দ দাসটি শেঠ, অভিধানরাজেন্দ্র,

K.B.Pathak প্রসিদ্ধ। পালিতে Childers, Trenckner (Anderson and Smith), Rhys Davids-Stede প্রমুখ অভিধান ব্যবহারযোগ্য।

সারসংক্ষেপ

ওপরের কোষগ্রন্থের পরিক্রমা থেকে জানা যায় যে কি পদ্ধতিতে প্রাচীনের লোকেরা কোষগ্রন্থের রচনা করেছিলেন।

১. সমস্ত কোষকার তাদের কোষগ্রন্থটিকে বিষয় অনুসারে বিভাগ করে সেই সেই বিভাগ অনুসারে যে সব শব্দ আসে, সেই অনুসারে শব্দগুলোকে বিষয়ীকৃত করেছেন। নিঘণ্টু থেকে আরম্ভ করে বেদাঙ্গ রায় পর্যন্ত সকলেই এই পথের পথিক। আজকাল যে Classified Vocabulary (বিষয়ীকৃত শব্দভাণ্ডার) দেখা যায়, যেমন, বিখ্যাত Roget-এর Thesaurus of English words and Phrases (1832), Webster –এর Dictionary of Synonyms (1942), Hantrampf's Vocabulary (1959) প্রভৃতি তার বহু শত বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে এই Classified Vocabulary-র প্রচলন হয়েছিল। আড়াই হাজার বৎসর আগে নিঘণ্টুতে এই প্রথার আরম্ভ হয়েছিল। এবং পরেও তা অব্যাহত ছিল।

২. বিষয়ীকৃত শব্দভাণ্ডার অনুসারে সাজানোর পর কোষগ্রন্থের অন্যতম প্রধান কাজ হল পর্যায়বাচক বা সমানার্থক শব্দ প্রদান করা। আজকালকার ভাষায় যাকে আমরা Synonyms বলি। একটি শব্দের কতগুলো প্রতিশব্দ হতে পারে তার একটা তালিকা দেওয়া। তাতে কবিদের এবং সাহিত্য পাঠকদের সুবিধে হয়। পর্যায় শব্দের প্রসঙ্গে বচনের উল্লেখ করা।

৩. কোষকারদের আর একটি কাজ হল নানার্থ শব্দ প্রদান করা। কখনও কখনও একটি শব্দের দু'তিনটে অর্থে প্রয়োগ হয়, তারও উল্লেখ করা।

৪. কোষকারেরা অনেক সময় প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক (Homonyms) শব্দের তালিকা প্রদান করেন।

৫. কোষকারগণের কোথে প্রসঙ্গত: বিপরীতার্থক (Antonyms) শব্দেরও উল্লেখ থাকে।

৬. লিঙ্গনির্ণয় অধ্যায়ের উল্লেখ করা। সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গ নির্ণয় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হওয়ায় প্রায় সব কোষকারের গ্রন্থে একটি লিঙ্গ নির্ণয়ের অধ্যায় থাকে।

৭. অব্যয় শব্দ ও তার অর্থের জন্য একটি অধ্যায় থাকবে।

৮. কখনও কখনও শ, ষ, স-কার দিয়ে যে সব শব্দ আছে, তার উল্লেখ থাকে।

৯. কোন কোন কোষকার তার গ্রন্থে শব্দগুলো সাজিয়ে ছেন অকারাদিক্রমে অথবা অন্ত্য বা আদি বর্ণ দিয়ে যাতে করে শব্দ খুঁজতে সুবিধে হয়।

১০. দু'একজন কোষকার শব্দ বা বিষয় সাজানোর রীতি অনুক্রমনিকা (Index) অনুসারে করেছেন এবং এ পদ্ধতিও প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে চালু হয়েছিল।

স্বল্পপরিসর স্থানে ও সময়ে প্রায় সাড়ে তিনহাজার বছরের কোষ সাহিত্যে একটা সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা দেওয়া গেল। আমার মনে হয় এসব নিয়ে গবেষণা হলে ভারতের লুপ্ত কোষ রত্নরাজির অনেক তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ধার করা যাবে।

গ্রন্থপঞ্জী

(যে সব গ্রন্থের সাহায্যে এ প্রবন্ধ লেখা)

1. H.P Sastri –A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Collection of the Asiatic Society, Vol .VI (Grammar), Calcutta, 1931.
2. Ramavatar Sarma– A Brief Survey of the History and Development of Indian, Lexicography.
3. H.H. Wilson – Grammar and Dictionaries of the Sanskrit Language ed by R.Rost, Delhi, 1979.
4. Madhukar M. Pathkar – History of Sanskrit Lexicography, Munshiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd New Delhi, 1981
5. A.M. Ghatage,R.N. Dandekan and M.A Mahandale. Studies in Historical Lexicography, Deccan College, Poona,1973.
6. Kalijoban Chakraborty – Samaskrta O Prākrta Sabda Kosa or Abhidhana Itihasa, Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta, 2002

হাসতে যাদের মানা, পড়তে তাদের মানা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "আলপথ"র বর্তমান লেখকগণ।

বুক পোস্টে সত্বর আনতে দাম: মাত্র ৮ টাকা

পত্রপাঠ

ফোন 98300 52182 92315 59717

১০ বে. কর্ণ রোড কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার সংবাদ

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাখা

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন ঃ

বারাসাত জেলা গ্রন্থাগারের পাঠকদের উদ্যোগে গত ২৬ শে বৈশাখ, ১৪১৪ (ইং ১০ মে, ২০০৭) বৈকাল ৪ ঘটিকায় গ্রন্থাগার কক্ষে যথোচিত মর্য্যাদার সহিত রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান শুরু করা হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করিলেন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন ও গ্রন্থাগার ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন শ্রী সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটির বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী প্রবীর দে। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল মজিদ সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটি। শেষ পর্বে আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন গ্রন্থাগারের পাঠকবৃন্দ।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ঃ

গত পয়লা জুন,২০০৭ বারাসত জেলা গ্রন্থাগারের পাঠক ও সভ্যদের উদ্যোগে এবং বারাসত জেলা গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান করা হয়। এই স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির উদ্বোধন করেন রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মাননীয় শ্রী অভিজিৎ ভৌমিক। এ ছাড়া রক্তদাতাদের উৎসাহী করতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠাগারের কর্মী,পাঠক ও সদস্যদের মধ্য থেকে ৩০ জন রক্তদান করেন।

প্রতিবেদক — আব্দুল মজিদ

গ্রন্থাগার সংবাদ
বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগার
(সরকার পোষিত)
পোঃ ময়নাপুর, জেলা - বাঁকুড়া-৭২২১৩৮

ময়নাপুর বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে ১৯ শে বৈশাখ ১৪১৪ তারিখে কবি পক্ষের মধ্যে সারাদিন ব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব ও সাংস্কৃতিক পুরস্কার বিতরণী সভা উদ্‌যাপন করা হয়।

সকাল থেকে চারটি বিভাগে রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নৃত্য ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার্থীবৃন্দ ও ক্লাবের সদস্য- সদস্যাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বিকাল ৪টায় পাঠাগার প্রাঙ্গনে বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসক শ্রীযুক্ত অজয় ঘোষ মহাশয় এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত শঙ্কর প্রসাদ দে, শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর নিয়োগী ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাননীয়া শ্রীযুক্তা সুলোচনা দাস মহাশয়া।

সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পী দ্বারা একটি মনোজ্ঞ রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠান নিবেদিত হয়।

প্রতিবেদক — অশোক কুমার বিশ্বাস

সৃজনী টাউন লাইব্রেরী
আইহো, মালদা

গত ৪ঠা জুন,২০০৭ মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের অন্তর্গত সৃজনী টাউন লাইব্রেরী রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ সন্ধ্যার আয়োজন করে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে। স্থানীয় শিল্পীদের নাচ· গান কবিতা অনুষ্ঠান আড়ম্বর সহকারে পরিবেশিত হয়। দর্শক সমাগম প্রচুর হওয়ার জন্য আসন দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতিকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক বিজয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অতিথির আসন গ্রহন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ বীরেন্দ্র নারায়ণ শুকুল, বিশেষ অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি শিপ্রা বসাক ভৌমিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক শ্রী শংকর পাল। রবীন্দ্র-নজরুল প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পরিচালন সমিতির সদস্য প্রমোদবন্ধু চক্রবর্ত্তী। এদিন গ্রন্থাগারের পাঠ্য পুস্তক বিভাগের জন্য ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয় ১০০ টি পুস্তক দান করেন।

প্রতিবেদক — আশিস বাগ

দিঘী সাধনা লাইব্রেরী, পুরুলিয়া
সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

গত ১৪ ও ১৫ই এপ্রিল ২০০৭ পুরুলিয়া জেলার দিঘী সাধনা লাইব্রেরীতে দু-দিন ও দুই রাত্রি ব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। উদ্বোধক ছিলেন বনমন্ত্রী বিলাসীবালা সহিস। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (জেলাশাখা) সভাপতি তথা বিধায়ক নিখিল মুখার্জী জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তপন কুমার বর্মন, বি.এল.এ সম্পাদক (জেলাশাখা) সুনীল মাহাতো, জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক প্রণবেশ গঙ্গোপাধ্যায়, এল.এল.এ সদস্য কৃষ্ণপ্রসাদ সিংদেও প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান আবৃত্তি, বসে আঁকো, কেমন পড় শুনি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, যেমন খুশি সাজো, মিউজিক্যাল চেয়ার, প্রভৃতি প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশ গ্রহণ করেছিল প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠক-পাঠিকা। সফল প্রতিযোগিদের হাতে মঞ্চে উপস্থিত ব্যক্তিগণ শংসাপত্র ও পুরস্কার তুলে দেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উৎসবের আকার নেয়। ছৌনৃত্য, ঝুমুর গান, বাউলগান, আঞ্চলিক নৃত্যানুষ্ঠান, সাঁওতালী নাচ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রতিবেদক — মৃণালকান্তি মন্ডল

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
ছাত্রছাত্রী পুনর্মিলন উৎসব, ২০০৭

গত ২৩শে জুন শনিবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে অনুষ্ঠিত হল ' ছাত্রছাত্রী পুনর্মিলন উৎসব ২০০৭', এই অনুষ্ঠানটি ঐ প্রতিষ্ঠানের গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন গ্রন্থাগার শিক্ষনের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ও ছাত্রীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফলকাম হয়েছে। অবশ্যই একথা অনস্বীকার্য নয় যে এই অনুষ্ঠানটি শিক্ষকদের সহযোগীতা ছাড়া কখনোই এত সুন্দর করে গড়ে তোলা সম্ভব হতোনা । এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন ছাত্র সংযোগ উপসমিতির সভাপতি শ্রী পুলক কর। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রী ও মহাজাতি সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীমতি বীথি বসু ।

অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথমে পর্বে অনুষ্ঠানটির রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে উদ্বোধন সূচিত হয়েছিল। উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়ে ছিলেন আমাদের বন্ধু ওম্রা পাল । তারপর

সভাপতি পুলক কর ও প্রধান অতিথি বীথি বসু সম্বর্ধনা জানানো হয়। প্রাক্তন ছাত্রদের কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হয়। তাঁদের বক্তব্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পর্বের সমাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ডালি নিয়ে। কবিতা, হাস্যকৌতুক, আবৃত্তি, নৃত্য এবং নাটকের সমারোহে পুরো অনুষ্ঠানটি আনন্দময় ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। প্রথম সুন্দর ও সুমধুর সঙ্গীতের ডালি নিয়ে ভরপুর করেছেন আমাদের বন্ধু জয়তী চ্যাটার্জী । পাঠ করেন সবর্নী সরকার শুভ দাসগুপ্ত রচিত একটি আধুনিক কবিতা, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেছেন গৌতম বিশ্বাস। এবারে বিশেষভাবে হাস্যকৌতুকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যা পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছিলেন অশোকতরু মন্ডল। যা সবথেকে আমাদের মন কেড়েছে এবং প্রেক্ষাগৃহের কোনায় কোনায় মানুষ খুশির অঙ্ক বার করতে সক্ষম হয়েছিল তা হল রাধারমন ঘোষের নাটক ' এক ধামা আলু'। যা প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকা, উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দরা প্রচন্ড প্রশংসা করেছেন। এই নাটকটি প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের সম্মিলিত পরিশ্রমে এবং শিক্ষকের সহযোগিতায় সম্পূর্ণতা লাভ করে। শেষে এই কথা বলা যায় এই অনুষ্ঠানটির অত্যন্ত রসবোধে ভরপুর ছিল যা অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি মানুষের মনকে ছুঁয়ে গেছিল।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
সমাবর্তন উৎসব — ২০০৬-০৭

গত ১৪ই জুলাই,২০০৭ শনিবার পরিষদ ভবনে ২০০৬ -০৭ শিক্ষাবর্ষের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। সভায় শুরুতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণ উপসমিতির ডাইরেক্টর শ্রী গৌতম গোস্বামী ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬ - ০৭ অর্থাৎ বর্তমান শিক্ষাবর্ষে এবং গত শিক্ষাবর্ষে কতজন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং তারমধ্যে কতজন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তার একটা পরিসংখ্যান পেশ করেন। তিনি বলেন কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এই পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৩৭ সাল থেকে এই কোর্স শুরু হয় ১৯৩৯ সালে এই কোর্স বন্ধ থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য। তারপর থেকে টানা কোর্স চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত দেশে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। তিনি আরও বলেন যিনি এই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, তিনি কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় স্মারক পদক, শ্রীমতি মৈথিলী সেনগুপ্ত স্মারক পদক এবং সলিল চাকলাদার স্মারক পুস্তকের অধিকারী হবেন।

এরপর উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্যামলকান্তি সান্যাল মহাশয়কে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানায় শ্রীমতি বন্নরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর তিনি ২০০৬-০৭ সালে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী এবং ২০০৬ সালে উত্তীর্ণ নন্‌ট্রেইন্ড গ্রন্থাগারিকদের অভিজ্ঞান পত্র প্রদান করেন। তিনি তাঁর দীক্ষান্তে ভাষণে বলেন — গ্রন্থাগারে লোকসংখ্যা বাড়ছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান যারা পাশ করছেন তাদের একটা লক্ষ্য আছে। গ্রন্থাগারিকের উপস্থিতি সর্বত্র। গ্রন্থাগারিকের কাজ কাকে কোন বই দিতে হবে তা জানা। গ্রন্থাগার যে অবস্থায় এসেছে তা সত্যিকারের বিজ্ঞান। ৫-৬ বছরে বিজ্ঞান অনেকটা এগিয়েছে। আগামীকাল বিজ্ঞান কোথায় যাবে তা কেউ বলতে পারবে না, সুতরাং গ্রন্থাগারিককে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে। আজ আপনারা প্রথম সোপান পেয়েছেন। অনেকে ভবিষ্যতে ভালো করবেন । সকলে আনন্দে থাকুন বলে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা বক্তব্য রাখেন । তিনি তাঁর ভাষণে বলেন গ্রন্থাগারিকতা শুধু বই দেওয়া নেওয়া নয়। কি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে? তা আহরণ করে ঠিকমতো তার ব্যবহার করতে হবে । তথ্য এখন পণ্য হিসাবে কাজ করছে। তিনি প্রধান অতিথি ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

প্রতিবেদক — গৌতম গোস্বামী

Government of West Bengal
Mass Education Extension Department
Bikash Bhawan, Salt Lake, Kolkata - 700 091.

No. 767-MEE / Sectt.
5L-103/03 Pt.I

Dated, Kolkata, the 16th July, 2007

From : Shri A. S. Gupta

Deputy Secretary to the Government of West Bengal.

To : The Director of Library Services, West Bengal.

Sub : Scheme for payment of Pension, Gratuity on the date of superannuation to the employees of the Government sponsored and Aided (other than Govt.) Libraries in West Bengal and introduction of comprehensive Form in connection with sanction of pension cases.

With reference to his Memo No.507/L.S. dated 02.04.07 the undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor has been pleased to approve the procedure towards payment of the Government. Sponsored and Aided (other than Government) Libraries as detailed in the enclosure.

The aforesaid procedure was duly vetted by the Directorate of Pension. Provident Fund and Group Insurance, West Bengal vide their u/o No. 57/DPPG dated 5.8.05

All concerned are being informed:

SG

Sd/-A. S. Gupta
Deputy Secretary.

No. 767/1(48) -MEE / Sectt. **Dated, Kolkata, the 16th July, 2007**

Copy forwarded for information & necessary action to the :-

1. Principal Accountant Genral (A&E), West Bengal , Treasury Buildings, Kolkata - 700 001
2. Director, Directorate of Pension, Provident Fund and Group Insurance, Government of West Bengal, Purta Bhawan (2nd Floor), Bidhannagar, Kolkata - 700 091
3. Deputy Director of Library Services, West Bengal, Bikash Bhawan.
4. District Library Officer.....
5. Pay & Accounts Officer, Kolkata Pay & Accounts Office, 81/2/2, Phears Lane, Kolkata - 700 012
6. Treasury Officer .....
7. P.S. to the M.O. S. in charge , Deptt. of M.E.E. & Library Services.
8. P.A. to the Secretary, M.E.E Department.
9. Guard file.

Deputy Secretary

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার'** প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছালে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আসের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য এককালীন টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা নেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

UBLISHED ON 25TH OF EVERY
NGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo.:MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

ol. 57 : No. 5 Editor : Goutam Goswami August, 2007

CONTENTS

Page

chool Library (***Editorial***) 123

ela Dutta Gupta 124
Role of Library and Information in the development of society

bituary 130

rata 130

tya Ranjan Bandyopadhyay 131
On Compilation of Dictionary in Ancient India

BRARY NEWS 143

SSOCIATION 144

OVT. ORDER (767-MEE / Sectt Dated ... 146

SUBIR SARKAR
Calcutta University Central Library, Journal Section,
3rd floor, Kolkata – 700073

nted & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T.
heme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2244-6866. E-mail : info@blacal.org,
ebsite :http://www.blacal.org, Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014,
one : 2284-8265.
itor : Goutam Goswami

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ৬ | সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী | আশ্বিন, ১৪১৪

সূচীপত্র

২৩/৩/০৪

	পৃষ্ঠা
প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য (সম্পাদকীয়)	১৫১
সুকান্ত কুমার পাত্র অথরিটি ফাইল ঃ ব্যবহারিক সূচীকরণের দৃষ্টিভঙ্গিতে	১৫৩
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	১৫৬
মোঃ এনামুল হক ও অধ্যাপক বিধান চন্দ্র বিশ্বাস শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	১৫৮
শোক সংবাদ	১৬১
পরিষদ সংবাদ	১৬২
গ্রন্থাগার সংবাদ	১৬৫
ENGLISH ABSTRACTS (Vol-57 No. 4 & 5)	১৬৭

C.U. AVENUE 700073 17 OCT 2007

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার; ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা
- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা
- **ডঃ আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ; ২য় সং। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা
- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অলোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ
  ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২২.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩২.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।
- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial. 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology. 1993.
  Rs. 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume : 1998, Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত) • দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10.00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

• ৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০ •(পরিবেষক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ৬ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী আশ্বিন, ১৪১৪

সম্পাদকীয়

প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

বিগত ২২ শে আগষ্ট ২০০৭ সকাল ৮-৫২ মিনিটে প্রবীর রায়চৌধুরী ২ বৎসর ৮ মাস ক্যান্সার রোগ ভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বৎসর।

অবিভক্ত বাংলাদেশে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার সোনার গাঁ পরগণার গোয়ালদি গ্রামে ছিল তাঁদের পৈতৃক আবাস। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে পিতৃ-মাতৃ হারা হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর স্নেহচ্ছায়ায় তিনি বেড়ে ওঠেন। শৈশবে টাইফয়েড রোগে তাঁর একটি পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাঁকে বিন্দুমাত্রও মানুষের সঙ্গে থেকে তাঁদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টার প্রয়াস থেকে নিরস্ত করতে পারেনি।

ব্যক্তি জীবনে ছাত্র আন্দোলনের পথ ধরে তিনি ১৯৫০ সালে সেই কঠিন সময়ে, যখন কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল, তখন অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৬৪ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সদস্য ছিলেন।

১৯৫০ সালে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ছাত্র হিসাবে যোগ দেওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কলেজে ছাত্র সংসদের অন্যতম নেতা হিসাবে বৃত হন এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন। কালক্রমে তিনি তৎকালীন বঙ্গীয় প্রদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হন।

প্রয়াত রায়চৌধুরী ১৯৫৬ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের Certificate in Library Science শিক্ষাক্রমে ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন। কৃতিত্বের সঙ্গে ঐ পরীক্ষায় পাশ করেন এবং পরিষদের কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। পরে ১৯৫৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাটালগার হিসাবে যোগদান করেন এবং অচিরেই কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদে করণিক হিসাবে যোগদান করেছিলেন, কিন্তু ইউনিয়ন করার অপরাধে তাঁকে কর্মচ্যুত করা হয়।

গ্রন্থাগার আন্দোলন, কর্মচারী আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি ১৯৫৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্ লিব পরীক্ষায় (বর্তমানে বি এল আই এস) প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৬৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে এম এ পাশ করেন। ১৯৬৪ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি ঐ বিভাগে আংশিক সময়ের শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৬ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম লিব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ঐবৎসরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের পূর্ণসময়ের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৫৯ সাল থেকে দীর্ঘকাল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সেও শিক্ষকতা করেছেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে সাথে রাজ্যের বিভিন্ন গণআন্দোলনের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে কখনই তিনি বিরত থাকেন নি।

তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে,কর্মচারী আন্দোলনে, শিক্ষক হিসাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলার চেষ্টা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ণের বিষয়ে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি দরদী মন, সেখানে কোন পক্ষপাতিত্বের জায়গা ছিল না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর দীর্ঘ হাসপাতালে- নার্সিং হোমে থাকার সময় যখন প্রত্যেক দিন অসংখ্য ছাত্র ছাত্রী, গুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা কিভাবে তাঁর কাজে লাগতে পারেন সেজন্য আন্তরিক চেষ্টা করতেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ছিল তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠান -প্রাণের প্রতিষ্ঠান। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, সাধারণ কর্মসচিব, সহ-সভাপতি, সভাপতি, গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অধিকর্তার পদ অলংকৃত করেছেন। এই বৎসরেও তিনি কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি সর্বভারতীয় সংগঠন ইয়াসলিকের যুগ্ম সম্পাদক, কাউন্সিল সদস্য এবং বিভিন্ন উপসমিতির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঐ সংগঠনের সাম্প্রতিক সংবিধান সংশোধনের এক গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের মর্যাদা অবনমনের জন্য ৭০এর দশক যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল প্রবীর রায় চৌধুরী ছিলেন তার পুরো ভাগে। তিনি একসময় বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন, এবং বিদ্যাসাগর মেলার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সঙ্গেও নিবিড় ভাবে যুক্ত ছিলেন।

প্রবীর রায়চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে (১৯৬৪ সাল) শেষ সময় পর্যন্ত এই সমিতির উপদেষ্টার ভূমিকায় ছিলেন। তিনি সব সময় এই সংগঠনের ভাল মন্দের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন।

তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয়ের কথা সব সময়ই বলতেন। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলা বইয়ের মেলা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ ছিল প্রবল। ১৯৮০ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা শুরু হয় প্রবীর রায়চৌধুরী ছিলেন তারও পুরোভাগে। এছাড়া জেলায় জেলায় গ্রন্থমেলা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর শিশু কিশোরদের প্রতি ভালবাসা ছিল অসীম। তিনি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে শিশু বিভাগ খোলার উপদেশ সব সময় দিতেন। তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তার বাড়ীতে পুত্রের নামে শিশু গ্রন্থাগার — সৌগত স্মৃতি শিশু-কিশোর গ্রন্থাগার—প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। এই সংস্থার তিনি সর্বভারতীয় কর্মসমিতির সদস্য ছিলেন।

সারাজীবনে গ্রন্থাগার আন্দোলনে অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের ফেলোশিপ দেওয়া হয় ২০০৬ সালে।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর অজস্র মূল্যবান প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবীর রায়চৌধুরী গ্রন্থাগার আন্দোলনে যে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতেন, যেভাবে নেতৃত্ব দিতেন তা কোন একজনের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। তাই আমরা সংঘবদ্ধভাবে এই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব। তাঁর অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করব। পরিষদের পক্ষ থেকে এর মধ্যে দিয়েই প্রয়াত রায় চৌধুরীর প্রতি যথার্থ সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো হবে।

আমরা তাঁর প্রয়াণে গভীরভাবে মর্মাহত, দুঃখিত। পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর শোকসন্তপ্ত আত্মীয় ও পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রবীর রায় চৌধুরী অমর রহে

অথরিটি ফাইল : ব্যবহারিক সূচীকরণের দৃষ্টিভঙ্গিতে

সুকান্ত কুমার পাত্র

গ্রন্থাগার বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা-২৯

১. ভূমিকা :

গ্রন্থাগার সূচী হল সেই গ্রন্থাগার সামগ্রীর দর্পন, যা তার ব্যবহারকারীকে বলে দেয় তাঁর আকাঙ্খিত গ্রন্থাগার উপাদানটি গ্রন্থাগারে আছে কি না? যদি থাকে, তবে তার পরিচয় কি? তার ঠিকানা কোথায়?

একজন গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর কাছে এই সূচীর গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং এই গ্রন্থাগার সূচীর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও তার নিয়মিত পরিচর্চা গ্রন্থাগারিকতারই অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি গ্রন্থাগারই — পাঠক বা ব্যবহারকারী, পরিসেবার প্রকৃতি ও তার উপাদানের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিজস্ব। এই নিজস্বতা রক্ষার্থে, পাঠকের চাহিদা চরিতার্থে ও ব্যবহারিক সূচীকরণ (Practical Cataloguing)-এর সমতা রক্ষার্থে সূচীকারকদের সূচীকরণের যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজকর্ম সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হয়, এই সিদ্ধান্ত সম্বলিত নথিসমূহকে বলা হয় 'অথরিটি ফাইল'। আলোচ্য প্রবন্ধে 'অথরিটি ফাইল' সম্পর্কে উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হল, যা ব্যবহারিক সূচীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

২. সংজ্ঞা :

আমরা অর্থাৎ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত প্রত্যেকেই 'অথরিটি ফাইল' সম্পর্কে অল্প-বিস্তর জানি। অথরিটি ফাইল (Authority file) বলতে যা বুঝি তা হল, গ্রন্থাগার সূচীতে ব্যবহৃত নিয়ম সমৃদ্ধ নির্দিষ্ট সজ্জায় (প্রধানত বর্ণানুক্রমিক) সজ্জিত দলিল সমূহ যা সূচীকরণের খুঁটিনাটি কাজকর্মের সিদ্ধান্ত ধারণ করে।

Allen Kent ও Harald Lancour সম্পাদিত Encyclopaedia of Library and Information Science-এ Authority file বলতে যা বলা হয়েছে তা হল—

"A separate listing of entries and the authority on which they are based is commonly called an authority file; these files may, for example, simply record decisions which are based on a single authority, in which case the listing of the authority may not be given, in the interest of simplification."

৩. প্রকারভেদ :

গ্রন্থাগার সূচীতে ব্যবহৃত সিদ্ধান্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সাধারণত তিন প্রকারের অথরিটি ফাইল গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়।

ক) নাম-অথরিটি ফাইল (Name-Authority file);

খ) বিষয়-অথরিটি ফাইল (Subject-Authority file); এবং

গ) গ্রন্থমালা-অথরিটি ফাইল (Series-Authority file);

৩.১. নাম-অথরিটি ফাইল :

গ্রন্থাগার সূচীতে ব্যবহৃত নামের বানান, রূপ ও নাম সংক্রান্ত অন্যান্য সিদ্ধান্তের সম্মিলিত রেকর্ড এই ফাইলের মাধ্যমে সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ক) আঞ্চলিক নামের রূপ — অধিকাংশ গ্রন্থাগারই গ্রন্থের সূচীকরণের সংলেখ শিরোনামে ব্যবহৃত গ্রন্থকার-এর নামের আভ্যন্তরীণ সজ্জা উক্ত অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের উপর নির্ভরশীল। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গ্রন্থাগার বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থের গ্রন্থকার খোঁজ (Author approach)-এর প্রকৃত ও আঞ্চলিক চাহিদা (Local demand)-র ভিত্তিতে, সূচীকরণে সংলেখ শিরোনামে গ্রন্থকারের নামের বিভিন্ন অংশের অবস্থানগত পরিবর্তন (Positional rendering) করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে এক্ষেত্রে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'-কে শীর্ষক রূপে ব্যবহার করা হয়, 'ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ' নয়। প্রয়োজনে নির্দেশনী সংলেখ (Reference Entry) করা হয়।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ

দেখুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ) লেখক সতন্ত্রীকরণ : একই নামধারী বিভিন্ন (দুই বা ততোধিক) লেখক বা গ্রন্থকার দ্বারা লিখিত বই সমূহ প্রবেশ করলে, সতন্ত্রীকরণ বিধি (canon of individual) অনুসারে উক্ত গ্রন্থকার সমূহের নামের সঙ্গে পৃথকীকরণ নির্দেশক সংযোজন করা হয়। যেমন, জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, ইত্যাদির সংযুক্তিকরণ।

গ) পদবীর বানান বৈচিত্র্য : গ্রন্থকার, সংকলক, সম্পাদক, অনুবাদক প্রভৃতির নামের পদবীতে ব্যবহৃত বানানের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে অথরিটি ফাইল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

CHAKRABARTY
Refer from / used for
CHAKRABARTI
CHAKRABORTI
CHAKRABORTY
CHAKRABARTY
CHAKRAVARTY

ঘ) লিপ্যান্তরণ (Transliteration) — এর ক্ষেত্রে উচ্চারণ (Pronounciation) অনুসারে বর্ণের ব্যবহার প্রসঙ্গে অথরিটি ফাইলের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন —

		Sound like
অ	a	*O in son*
আ	ā	*a in mother*
ই	i	*i in if*
ঈ	ī	*ee in feel*
...	...	... ...

৩.২. বিষয়-অথরিটি ফাইল :

গ্রন্থের সূচীকরণে বিষয় সংলেখ (Subject Entries) তৈরীর সময় আমরা ব্যবহারিক সূচীকরণে সর্বদা কোনো না কোনো প্রামাণ্য নথি যেমন, 'লাইব্রেরি অব্ কংগ্রেস সাবজেক্ট হেডিংস্' বা 'সিয়ার্স লিস্ট অব্ সাবজেক্ট হেডিংস্' প্রভৃতি অনুসরণ করি। এছাড়াও অনেক গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ডেটাবেস-কে কিছু ক্ষেত্রে বিষয়-অথরিটি ফাইল হিসাবে গণ্য করা হয়। বেশ কিছু বিশেষ গ্রন্থাগার, তাদের সংগৃহীত গ্রন্থের সূচীকরণে তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব কিছু বিষয় শিরোনাম (Subject headings)-কে ব্যবহার করে থাকে। এই প্রকৃতির নিজস্ব বিষয় শিরোনাম তালিকা বা কম্পিউটার ডেটাবেসকে বলা হয় বিষয় অথরিটি ফাইল।

৩.৩. গ্রন্থমালা-অথরিটি ফাইল :

গ্রন্থের সূচীকরণে অথরিটি ফাইল দ্বারা গ্রন্থমালা সংলেখ, () মূলত ব্যবহারকারীদের আকাঙ্খিত খোঁজ ( ) অনুসারে করা হয়ে থাকে। গ্রন্থাগার সামগ্রীর খোঁজ-এর মধ্যে প্রধান উল্লেখ্য খোঁজগুলি হল — বিষয় কেন্দ্রিক, লেখক কেন্দ্রিক, আখ্যা কেন্দ্রিক ও গ্রন্থমালা কেন্দ্রিক। সুতরাং গ্রন্থমালা দ্বারা গঠিত সংলেখ-গুলোর সঠিক নিয়ন্ত্রন অতি প্রয়োজনীয়। সুতরাং যে অথরিটি ফাইল দ্বারা গ্রন্থমালা সংলেখে, গ্রন্থমালার পরিমার্জন, নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন প্রভৃতি করা হয়ে থাকে, তাকে গ্রন্থমালা অথরিটি ফাইল বলা হয়। যেমন—

বঙ্গীয় সাহিত্য গ্রন্থমালা
ব্যবহার করুন
বঙ্গীয় সাহিত্য গ্রন্থমালা

৪. প্রয়োজনীয়তা :

(i) সূচীর প্রধান সংলেখে ব্যবহৃত লেখক বা গ্রন্থকারের নাম (সম্পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত)-এর রূপ ও গঠনে।
স্বামী বিবেকানন্দ
(স্বামী) বিবেকানন্দ

ব্যবহার করুন
বিবেকানন্দ (স্বামী)

(ii) বিকল্প বা ব্যাখ্যামূলক (Alternative or Explanatory) নাম ব্যবহৃত হবে কী না, যদি হয় তবে তার রূপ ও গঠন কি হবে।

(iii) সূচীতে গ্রন্থকারের ছদ্মনাম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে।

(iv) সূচী শীর্ষকে ব্যবহৃত কোন সংস্থার (সরকারী বা বেসরকারী) নাম-এর রূপ কি হবে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে।

(v) একই নামধারী যদি একাধিক গ্রন্থকারের গ্রন্থ গ্রন্থাগারে থাকে, তবে সংলেখ শীর্ষকে সেই সকল গ্রন্থকারদের পার্থক্য নির্দর্শনে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(vi) আঞ্চলিক নাম ও ভিন্নভাষার সংলেখের শীর্ষকের রূপ বিবৃত করতে।

(vii) সূচী সংলেখে ব্যবহৃত যতিচিহ্ন (Puntuations)-এর ব্যবহার প্রসঙ্গে।

(viii) সংলেখ স্মরণিকা (Tracing) কিভাবে লেখা হবে-তার নির্দেশ দেবে এই অথরিটি ফাইল।

(ix) সূচী শীর্ষকে বা বিবরণাত্মক অংশে গ্রন্থকারের বানান ব্যবহার্যতা প্রসঙ্গে।

(x) সূচীকরণের সময় সূচীর তথ্যের লিপ্যন্তরণ (Transliteration) করতে অথরিটি ফাইল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

৫. অথরিটি নিয়ন্ত্রণ :

গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও তৎমধ্যস্থ তথ্যের বিপুল সম্ভারে তথ্যের যেমন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় তেমনই সূচীকরণে বিভিন্ন সংলেখে সমতা ও সামঞ্জস্য (Uniformity and Consistancy) বজায় রাখতে অথরিটি নিয়ন্ত্রণ (Authority control) অতি প্রয়োজনীয়। সঠিক অথরিটি নিয়ন্ত্রণ গ্রন্থাগারের ব্যবহার্যতা বহুগুণে বর্ধিত করে এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ভ্রম থেকে রক্ষা করে। এই প্রসঙ্গে কবিগুরুর একটি কথা অবশ্যই বলা চলে— "লাইব্রেরিকে ব্যবহার্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না।"

সম্পদ বন্টন কর্মসূচী (Resource Sharing Activities), সমবায় সূচীকরণ (Cooperative Cataloguing) এবং কেন্দ্রীয় সূচীকরণ (Centralized Cataloguing)-এ অথরিটি নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

৬. গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা :

যে কোনো গ্রন্থাগারে তার উপাদান সামগ্রীর উপযুক্ত ব্যবহারে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তেমন ভাবেই গ্রন্থাগার সূচীর ব্যবহার্যতা গ্রন্থাগারিকের কর্মনিপুণতা ও দূরদর্শীতার উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি গ্রন্থাগারেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারিক পরিবর্তন হয়। কেউ আসে, কেউ যায় চলে। রয়ে যায় কর্ম। সুতরাং প্রতিটি গ্রন্থাগারিক যখন অথরিটি ফাইল-এর নিয়ন্ত্রণ করেন তখন সেক্ষেত্রে তাঁর দূরদর্শীতা ও বুদ্ধিমত্তা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিভঙ্গি যেন ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় সম্রাট আলাউদ্দিন খলজি বা পাগলা রাজা-র মত না হয়।

গ্রন্থাগার সামগ্রীর সঠিক ব্যবহার্যতা প্রসঙ্গে কবিগুরু 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯২৮)-এ ব্যক্ত করেছেন—

"লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সে অংশে তার সার্থকতা। লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলবার চিন্তা ও পরিশ্রম লাইব্রেরিয়ানে প্রায় স্বীকার করতে চায় না। তার কারণ, সঞ্চয় বহুলতার দ্বারাই মনকে অভিভূত করা সহজ।"

গ্রন্থাগার সামগ্রী ও ব্যবহারকারীর সেতুবন্ধক হল গ্রন্থাগার সূচী, আর সেই সূচী যদি প্রকৃতপক্ষে নির্ভুল ও পাঠকসহায়ক হয় তবেই তো গ্রন্থাগার সামগ্রীর ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং অথরিটি ফাইলের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক বর্গকেও রেফারেন্স সংলেখ দ্বারা সঠিক উপাদান নির্বাচনে সাহায্য করতে হবে।

৭. উপসংহার :

গ্রন্থাগার যেমন যুগের কৃষ্টি ও সৃষ্টিকে ধারণ করে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করে ঠিক তেমনই অথরিটি ফাইল গ্রন্থাগার সূচীর রক্ষণাবেক্ষণ করে। তাই সূচীকরণ সংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্ত সর্বদা অথরিটি ফাইলে লিপিবদ্ধ করতে হয়। তবে আজ আক্ষেপের বিষয় এই যে বহুগ্রন্থাগারেই 'অথরিটি ফাইল' নামক কোনো নথি রক্ষিত হয় না। চিরাচরিত নিয়মাবলী 'বেন'-এর প্রাথমিক রূপ বা শ্রুতি-র মত করেই মুখে মুখে প্রচলিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সেই সব গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে প্রশ্ন করা হলে, তাঁরা স্পষ্ট বলে, আমাদের গ্রন্থাগারে এভাবেই করা হয়। সেই কথা নিয়মের কোনো লিপিবদ্ধ নথি নেই। তবুও আমরা আশাবাদী-আশাকরি আগামী দিনের গ্রন্থাগার তথাকথিত বা চিরাচরিত অথরিটি ফাইল ব্যবহার না করলেও কম্পিউটার পরিচালিত কোনো ডেটাবেসকে ডিজিটাল অথরিটি ফাইল হিসাবে ব্যবহার করবে।

৮. গ্রন্থপঞ্জি :

ক) সাহা (রামকৃষ্ণ), সম্পা। রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার : তৎসহ রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ও গ্রন্থপঞ্জী। কলকাতা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৮৮, ১২৫ পৃ.।

(i) DHIMAN (Anil K) and RANI (Yashoda) Learn library cataloguing. New Delhi : Ess Ess Publications, 2005, 349p.

(ii) GOSWAMI (Inder Mohan). ed. Manual of Library Cataloguing. New Delhi: Commonwealth Publishers, 1995, 355p.

(iii) KOCHAR (R S). Principles and practices of cataloguing. Delhi : Rajat Publications, 1998, 262p.

(iv) PRAKASH (Ved). Cataloguing practice : for library and information science students, officers, librarians and documentalists. New Delhi : Aar Vee Publications, 1991. 281p.

(v) SVENONIUS (Elaine). ed.. Conceptual foundations of descriptive cataloguing. London : Academic Press, 1989. 241p.

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়াসলিক স্টাডি সার্কেলের অধিবেশন

১৫ মে ১৯৬৬ সকাল ৯টায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইয়াসলিক স্টাডি সার্কেলের এক অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত। সি. ভি.সুব্বা রাও, এইচ এন আনন্দরাম, এস এম কুলকার্ণি, ফণিভূষণ রায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ইয়াসলিকের সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মীরা এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্য বিষয় ছিল 'সরকারী প্রকাশনার সমস্যাবলী'। অধিবেশন বেলা ৪টা অবধি চলে। অধিবেশনের অবসরে কলকাতা থেকে আসা দলটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গ্রন্থাগার ভবন ও গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন।

১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এই স্টাডি সার্কেলের অধিবেশন মাসে নিয়মিত একবার করে হচ্ছে। উদ্দেশ্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সমস্যাবলী আলোচনা ও পরস্পর মতামত বিনিময়। এ পর্যন্ত প্রায় ১৭টি অধিবেশন হয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়াসলিক স্টাডি সার্কেল

১২জুন ১৯৬৬ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ডা: আদিত্য কুমার ওহ্‌দেদারের সভাপতিত্বে ইয়াসলিক স্টাডি সার্কেলের অধিবেশন হয়। ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল কো-অপারেটিভ ক্যাটালগ বা যৌথ সূচী। আলোচনান্তে স্থির হয় কো-অপারেটিভ ক্যাটালগ নয়, আঞ্চলিক ভিত্তিতে ইউনিয়ন ক্যাটালগ বা সম্মিলিত সূচী প্রণয়নের ব্যবস্থাই বর্তমানে কাম্য। তাই পরবর্তী সভায় ইউনিয়ন ক্যাটালগ সম্পর্কে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়।

স্টাডি সার্কেলের নিয়মানুসারে পালাক্রমে এক একজন এক একবার সভায় চেয়ারম্যান, লীডার ও র‍্যাপোর্টিয়ার নির্বাচিত হন। চেয়ারম্যান সভা পরিচালনা করেন। লীডার মূল আলোচ্য বিষয় পাঠ তারপর সাধারণ ভাবে সকলে আলোচনা অংশগ্রহণ করেন র‍্যাপোর্টিয়ারের কাজ হল রিপোর্ট তৈরি করা। লীডার মূল আলোচ্য বিষয়টির সংক্ষিপ্তসার কিছু দিন পূর্বেই সদস্যদের মধ্যে বিলি করার জন্য পাঠিয়ে দেন। স্টাডি সার্কেলের বর্তমান সম্পাদক হলেন পি এন ভেঙ্কটাচারী। সি. ভি. সুব্বা রাও ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক এবং প্রধানত তাঁর উৎসাহেই এটি গড়ে ওঠে।

বইয়ের উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিষেধাজ্ঞা জারি ও তুলে নেওয়া

ক্যালকাটা গেজেট (অতিরিক্ত) ৩০ জুন ও ২৮জুলাই ১৯৬৬ তে বিজ্ঞাপিত এক আদেশ বলে প:ব: সরকার ডা: অমূল্য চন্দ্র সেন লিখিত ও কিরণ কুমার রায় কর্তৃক প্রকাশিত "ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য" বইটির প্রচার, পুনঃপ্রকাশ, মুদ্রণ, বিক্রয় ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অপর এক আদেশ বলে প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ও তৎকর্তৃক প্রকাশিত 'প্রবাসী প্রেস' থেকে সজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত 'মুক্তিপথে' বইটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন। ১৯৩১ সালে তৎকালীন সরকার এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারে নূতন গ্রন্থাগারিকের যোগদান

২৯নভেম্বর ১৯৬৭ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে যাদব মুরলীধর মূলে অবসর গ্রহণ করায় দেশরাজ কালিয়া গ্রন্থাগারিক পদে যোগদান করেন। শ্রী কালিয়া ইতোপূর্বে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অবৈতনিক কর্মসচিব।

যাদব মুরলীধর মূলেকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা

১৩ ডিসেম্বর '৬৭ বঙ্গীয় গ্রন্থাগারে পরিষদের কার্যালয় ৩৩, বজুরিমল লেনে জাতীয় গ্রন্থাগারের বিদায়ী গ্রন্থাগারিক যাদব মুরলীধর মূলেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মূলে বৃটিশ আমলে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর স্পেশাল অফিসার রূপে তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যোগ দেন। পরবর্তীকালে ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান রূপে দীর্ঘকাল কাজ করেন। অবসর গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হন।

সম্বর্দ্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রমীল চন্দ্র বসু। সভাপতি ছাড়া মূলের অবসর জীবন নীরোগ ও দীর্ঘ হউক এই মর্মে

পরিষদের সভাপতি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ডা: আদিত্য কুমার ওহদেদার, পরিষদের কর্মসচিব সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সহ সভাপতি সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এছাড়া চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্রে ইয়াসলিকের পক্ষ থেকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ইয়াসলিকের সভাপতি ডা:বিষ্ণুপদ মুখার্জী এবং কর্মসচিব গোবিন্দভূষণ ঘোষ, শ্রী মুলেকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে বক্তৃতা করেন।

বিভিন্ন সম্মেলন, সেমিনার ইত্যাদি IFLA ও FID সম্মেলন ১৯৬৬

১২ - ১৭ সেপ্টেম্বর IFLA এবং ১৯-২৪ সেপ্টেম্বর হেগ শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। IFLA আন্তর্জাতিক গ্রন্থাসূচী আইন প্রণয়ন সংস্থা এবং FID আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টেশন সংস্থা।

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের চতুর্থ সেমিনার ১৯৬৬

১৭-২০ ডিসেম্বর হায়দ্রাবাদের সেমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ ইসায়লিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলোচ্য বিষয়গুলি হল।

১. সরকারী প্রকাশন ও টেকনিক্যাল রিপোর্ট সংগ্রহ

২. গ্রন্থাগার উন্নয়নে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের প্রভাব

ষোড়শ নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৬৬

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ২৬-২৮ ডিসেম্বর '৬৬ চন্ডীগড়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ষোড়শ সর্ব ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলোচ্য বিষয়গুলি হল :—

১. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ভারতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নয়ন।

২. আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা। (ক্রমশঃ)

অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণে মৌনমিছিল ও শোকসভা

গত ২৩.৮.২০০৭ তারিখে পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণে কালনা মহকুমার গ্রন্থাগার কর্মীরা কালনা শহরে এক মৌন মিছিলের আয়োজন করেন। শোকমিছিল কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার থেকে শুরু হয়ে কালনা শহর পরিক্রমা করে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন বর্ধমান জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী শিবানন্দ পাল, মৃদুল মিত্র, হরনাথ ঘোষ, অমিতাভ চক্রবর্তী প্রমুখ।

গত ২২.৮.০৭ বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগারে প্রবীর রায়চৌধুরী স্মরণে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা নেতৃবৃন্দ হরনাথ ঘোষ ও জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক চন্দনলাল প্রমুখ শ্রী রায়চৌধুরীর স্মৃতিচারণা করেন। একই সঙ্গে কালনা মহকুমা গ্রন্থাগারে শোক পালন করে সমবেত মহকুমার গ্রন্থাগার কর্মীরা।

অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী প্রয়াণে স্মরণসভা

- গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও পথিকৃৎ নেতা অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরীর গত ২২ শে আগস্ট, ২০০৭ সকাল ৮-৫২ মিনিটে জীবনাবসান হয়েছে। **১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০০৭ বিকেল ৫টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে** প্রয়াত প্রবীর রায় চৌধুরীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক স্মরণসভা হবে। ঐ সভার উদ্যোক্তা **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক, পাবলিক সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং এন.এল.ই.এ।**

- **১০ই সেপ্টেম্বর, ২০০৭** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়াত রায়চৌধুরীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক স্মরণসভা হবে। **শিক্ষক-কর্মচারী-ছাত্রছাত্রী-গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের** ঐ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মোঃ এনামুল হক
সিনিয়র ডকুমেন্টেশন অফিসার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
ও
অধ্যাপক বিধান চন্দ্র বিশ্বাস
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

এ উপমহাদেশের কৃষি ও কৃষকের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষক দরদী জননেতা, অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯০৫ সালের ঢাকাস্থ মণিপুরী ফার্মের পাশে ২৫৫ একর জমির উপর, ১৯৩৮ সালে ১১ ডিসেম্বর "দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট" স্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর এটি "ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট" নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর প্রতিষ্ঠানটি "বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট" নামে ৮৬.০২ একর জমির উপর সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত নিজস্ব সত্তায় এগিয়ে যাচ্ছিল যা "শেরে বাংলা কৃষি কলেজ" নামে পরিচিত ছিল। এটি অবিভক্ত বাংলার আদি পূর্ণাঙ্গ কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে হতে ডিগ্রী পর্যায়ে সার্টিফিকেট প্রদানের সূচনা হয়েছিল।

"প্রতিষ্ঠার পর হতে এ ইনস্টিটিউটটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ হিসেবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে এবং স্নাতক পর্যায়ে কোর্স প্রবর্তন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষদের মত এটিও একটি মৌলিক অনুষদ হিসাবে বিবেচিত হতো যাতে যুক্তরাজ্যের রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ যৌগিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কোর্সটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্যায়ে আই এস সি পাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক ছাত্র হিসাবে ২ বৎসর মেয়াদী বি এস সি (এজি) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ইনস্টিটিইটে আবাসিক ছাত্র হয়ে দুই বৎসর অধ্যয়নের পর বিএজি ডিগ্রী দেয়া হতো। এ সময়ে ২০ জন হিন্দু ও ২০ জন মুসলিম ছাত্রকে ভর্তি করে প্রথম দুই বৎসরের জন্য ছাত্রদেরকে জগন্নাথ হলে এবং মুসলমান ছাত্রদেরকে মুসলিম হলে সীট দেয়ার বিধান ছিল। বিএসসি (এজি) পাশের পরেই ইনস্টিটিউটে আবাসিক ছাত্র হিসেবে পরবর্তী দুই বৎসর অধ্যয়ন করতে হতো। ১৯৪৫-৪৬ শিক্ষা বছর হতে আই এসসি পাশের পর ত্রিবার্ষিক বিএজি ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়। তবে পাশাপাশি আগেকার চার বছরের কোর্সটি ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। ১৯৪৮ সালে পুরাতন ও নতুন মিলে দুটি ব্যাচের ছাত্ররা একই বছরে ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়"। [১]

পরবর্তীকালে ১৯৬১ সালে, ময়মনসিংহে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষ হতে ইনস্টিটিউট এর অ্যাকাডেমিক নিয়ন্ত্রণ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হয়। তখন উক্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালুকৃত এসএসসির পর পঞ্চবার্ষিক ডিগ্রী কোর্সটি এখানেও চালু করা হয়। ১৯৭০ সাল হতে এইচ এসসি'র পর পঞ্চবার্ষিক ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা হয়। যা পরবর্তীতে বিএসসি (এজি) কোর্স নামে পরিচিতি লাভ করে। ৯ জুলাই, ২০০১ সনে জাতীয় সংসদে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাশের মাধ্যমে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ হতে রাজধানী ঢাকাস্থ শেরে বাংলা নগরে কৃষি কলেজটি "শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়" নামে অগ্রযাত্রা শুরু করে।

বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটে তিন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালিত হতো :

(ক) শিক্ষা (খ) গবেষণা (গ) সম্প্রসারণ

শিক্ষা কার্যক্রম

"১৯৩৮ হতে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এই ইনস্টিটিউটে ১৯ টি বিষয়ে ১৮ বিভাগের মাধ্যমে পাঠদান করা হতো। শুরুতে ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হলেও ১৯৬১ সনে ৮০ জনে এবং ১৯৭১ হতে ১২০ জন উন্নীত করা হয়। ১৫ জন শিক্ষক দ্বারা এর কর্মকান্ড শুরু হলেও বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ৮০তে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি কোর্সও চালু করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় চালু অবধি ৫০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ইনস্টিটিউট হতে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় চালুর পর হতে ফ্যাকাল্টি অব এগ্রিকালচারের অধীনে নিম্নলিখিত বিভাগগুলো চালু করা হয়েছে :

১। কৃষি তত্ত্ব বিভাগ, ২। উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, ৩। মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, ৪। এগ্রিকালচারাল বোটানি বিভাগ, ৫। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, ৬। কীটতত্ত্ব বিভাগ, ৭। কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ৮। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, ৯। কৃষি

রসায়ন বিভাগ, ১০। প্রাণ রসায়ন বিভাগ, ১১। কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ, ১২। কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীন সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ১৩। কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, ১৪। পশুপালন বিভাগ, ১৫। বায়োটেকনোলজি বিভাগ, ১৬। ফার্ম মেকানিক্স বিভাগ ও ১৭। ভাষা বিভাগ।

উপরোক্ত ফ্যাকাল্টি ছাড়াও ভবিষ্যতে ফ্যাকাল্টি অব এনিমেল সায়েন্স, ফ্যাকাল্টি অব ফিসারিজ এবং ফ্যাকাল্টি অব এগ্রিকালচারাল বিজনেস এন্ড ম্যানেজমেন্ট নামে আরো তিনটি ফেকাল্টি খোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

অবকাঠামো

২৫৫ একর জমির উপর ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৬৩ সনে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংসদ ভবন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার জমি বরাদ্দ করায় ইনস্টিটিউটের জন্য সর্বশেষ ৮৬.০২ একর জমি অবশিষ্ট থাকে। এই ৮৬ একর জমি মধ্যে ১৬ একর জুড়ে ভৌত অবকাঠামো রয়েছে বাকী ৭০ একরের মধ্যে ৫০ একর বিজ্ঞান ও কৃষি তাত্ত্বিক বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী ও গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং অবশিষ্ট ২০ একর ভবিষ্যতে শিক্ষা ও গবেষণা কাজে প্রয়োজন হবে।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে এর উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যহত হয়। ১৯৮৯ সনে নতুন হল আবাসিক ভবন, শিক্ষা ভবন, ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণসহ চতুর্দিকে প্রাচীর গড়ে তোলা হয়। ১৯৯৮ সনে ঝুলন্ত বারান্দা তৈরীর মাধ্যমে উত্তর ও দক্ষিণে ভবনকে একত্রিত করা হয়। লাইব্রেরীতে শিক্ষক পাঠকক্ষ, কম্পিউটার কক্ষ, কনফারেন্স কক্ষ, তিনটি মসজিদ, মন্দির ও ক্লাবসহ একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চালু করা হয়। ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির সাথে সাথে এ পর্যন্ত ছাত্রদের জন্য তিনটি এবং ছাত্রীদের জন্য একটি হল নির্মিত হয়েছে। ১৭টি বিভাগে ১৭জন প্রফেসর, ১৫ জন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ২১ জন সহকারী প্রফেসর ও চার জন প্রভাষক দ্বারা শেরে বাংলা কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে"[২]

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

১৯৩৮ সনে ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগারটি শিক্ষা কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০১ সনে অত্র ইনস্টিটিউট শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে সম্প্রসারিত হলেও ইনস্টিটিউটের প্রাপ্ত সম্পদই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ও সম্পত্তি। ইনস্টিটিউটের পুরাতন একাডেমিক ভবনের ও বৃহৎ পরিসরে দ্বিতল ভবনের গ্রন্থাগারটিই আজও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু কিছু আধুনিক সার্ভিস সংযোজন করা হয়েছে মাত্র। ক্যাটালগ, ক্লাসিফিকেশনের জন্য এএসিআর-২ এবং ডিডিসি-১৯ তম সংস্করন চালু আছে। বর্তমানে একটি অনুবদের অধীনে ১৭টি বিভাগের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকগণের শিক্ষা কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। দেশের প্রথম ও পুরাতন কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার সংগ্রহের মান ও পরিমান তুলনামূলক অধিক নয়। "বর্তমানে গ্রন্থাগারে প্রায় ৩৫,০০০ (পয়ত্রিশ হাজার) পুস্তক, ও ৮০০০ (আট হাজার) অনিয়মিত জার্নাল সংগৃহীত আছে"[৩]। কৃষি শিক্ষায় বাংলাদেশের তৃতীয় ও শেষ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সংগ্রহের পরিমান অধিক না হলেও মানগত দিক থেকে, তাছাড়া ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারের সংগ্রহ হিসেবে নেহায়েত কম ছিল না। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এর কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে গ্রন্থাগার পিছিয়ে নেই। ইতোমধ্যেই গ্রন্থাগারের জন্য একটি সমৃদ্ধ অবকাঠামো তৈরী করা হয়েছে। কলেজ গ্রন্থাগারের উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিককেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থাগারিক একাডেমিক কাউন্সিলেরও সদস্য। মাত্র ১০ (দশজন) জন স্টাফ দ্বারা গ্রন্থাগারটির সার্ভিস চালু রাখা হয়েছে। খুব শীঘ্রই ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করা হবে। গ্রন্থাগারটি অত্যাধুনিক না হলেও তাপানুকূল করা আছে। কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার সহায়ক, আদর্শ গ্রন্থাগার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান পঠন ও পাঠোপাদান সংক্রান্ত লেনদেন, ক্লোজ এক্সেস রেফারেন্স সার্ভিস, সংগ্রহণ, পদ্ধতিকরণ ও জার্নাল শাখাসহ প্রশাসনিক কার্যাবলী গ্রন্থাগার ভবন থেকেই করা হয়ে থাকে।

সেবাপ্রদানের সময়সূচী

শনিবার হতে বুধবার-সকাল ৯-০০টা হতে বিকাল ৪-০০টা পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার-সকাল ৯-০০টা হতে বিকাল ১-০০টা পর্যন্ত।

শুক্রবার ও সরকারী ছুটির দিন গ্রন্থাগার পূর্ণ বন্ধ থাকে।

গ্রন্থাগার কমিটি

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন নিয়ম কানুন, নীতিনির্ধারণী ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এবং পরামর্শ গ্রন্থাগার কমিটির মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হতেই এর গ্রন্থাগার উন্নয়নে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এক কমিটি গঠিত হয়েছে ঃ-

ভাইস-চ্যান্সেলর	-	সভাপতি
গ্রন্থাগারিক	-	সদস্য সচিব
ডীন (এক জন)	-	সদস্য
পরিচালক (গবেষণা)	-	সদস্য
পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ)	-	সদস্য
পরিচালক (বহির্গমন)	-	সদস্য
প্রক্টর	-	সদস্য
গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ (বহিরাগত)	-	সদস্য
শিক্ষক প্রতিনিধি (২জন)	-	সদস্য

গ্রন্থাগারের শাখাসমূহ

প্রশাসনিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কার্যসমূহকে নিম্নলিখিত শাখা ও উপ-শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে :

(ক) প্রশাসনিক উপ-শাখা (খ) সংগ্রহন উপ-শাখা (গ) প্রস্তুতিকরণ উপ-শাখা (ঘ) পাঠক পরিচর্যা উপ-শাখা।

ক) প্রশাসনিক উপপ-শাখা

প্রশাসনিক উপ-শাখা গ্রন্থাগারের সমস্ত উপ-শাখা, প্রশাখার কার্যক্রম যথা: পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, বিভাগীয় প্রশাসন, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন, জনসংযোগ ইত্যাদি কার্যাদি পরিচালনা করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হলেন গ্রন্থাগারিক। তিনি গ্রন্থাগার কমিটির নির্দেশক্রমে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

(খ) সংগ্রহন উপ-শাখা

গ্রন্থাগারের সমস্ত পুস্তক, সাময়িকী, যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপকরণাদি এই উপশাখার মাধ্যমে সংগৃহিত হয়ে থাকে। পুস্তকাদি ও সাময়িকী ক্রয়ের ব্যাপারে সাধারণতঃ বিভাগীয় প্রধান, অনুষদ প্রধানদের সুপারিশ অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক সংগৃহীত হয়ে থাকে। প্রয়োজনবোধে পেশাগত পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারেও গ্রন্থাগারিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। পেশাগত শিক্ষিত লোক না থাকায় গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানেই সংগ্রহন কাজ সম্পাদিত হচ্ছে।

(গ) প্রস্তুতিকরণ উপ-শাখা

গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত পুস্তকাদি এই উপ-শাখা হতে বিন্যস্ত, বর্গীকরণ ও ডাক নম্বর লিখার পর পাঠক পরিচর্যা উপ-শাখায় প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে এ.এ.সি.আর.২ (এংলো আমেরিকান ক্যাটালগিং রুলস্-২) অনুসরণ করা হয়। বর্গীকরণের জন্য অনুসৃত হয় "ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির ১৯তম সংস্করণ। বিষয়সূচী নির্ধারিত হয় সিয়ারস্ লিষ্ট অব সাবজেক্ট হেডিং অনুসরণ পূর্বক। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের অভাবে প্রস্তুতিকরণের কাজ সম্পূর্ণভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না।

(ঘ) পাঠক পরিচর্যা উপ-শাখা

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক কর্মকান্ড, সংগ্রহ ও প্রস্তুতিকরণ কর্মীদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকগণের কাজে সহয়তা করা। আর একাজ বিভিন্ন পন্থায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারে পাঠক পরিচর্যা শাখায় ক্লোজড্এক্সেস রেফারেন্স সার্ভিস দেওয়া হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারে কার্ড জমা দিয়ে ব্যবহারকারীরা বই নিয়ে গ্রন্থাগারে বসেই পড়েন। পড়া শেষে পুনরায় বই জমা দিয়ে কার্ড ফেরত নিয়ে যান। পাঠক পরিচর্যা কক্ষের এক পাশে শিক্ষকগণের জন্য আলাদাভাবে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১। লেনদেন প্র-শাখা

গ্রন্থাগারের প্রধান প্রবেশদ্বারের পাশেই লেনদেন প্র-শাখা অবস্থিত। এই প্র-শাখা হতে ছাত্র-শিক্ষক ও অন্যান্য গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর নিকট পুস্তকাদি ইস্যু করা হয় এবং ফেরত নেয়া হয়। নিম্নলিখিত নিয়মে গ্রন্থাগারের বই পুস্তক ধার দেয়া হয়:-

ক) বিএসসি পর্যায়ের নিয়মিত ছাত্র/ছাত্রীগণ ৪টি বই ১৫ দিনের জন্য ধার নিতে পারবেন।

খ) এম.এস. পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীগণও ৪টি বই ১৫দিনের জন্য ধার নিতে পারবেন।

গ) শিক্ষক : একসাথে সর্বাধিক ১০টি বই এবং সাময়িকী ৩০দিনের জন্য ধার নিতে পারবেন।

ঘ) কর্মকর্তা : একসাথে সর্বাধিক ৫টি বই ১৫দিনের জন্য ধার নিতে পারবেন।

ঙ) কর্মচারী : একসাথে ৩টি বই ১৫দিনের জন্য ধার নিতে পারবেন।

গ্রন্থাগার সদস্যপত্র এ প্র-শাখা হতেই ইস্যু করা হয়। গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়মাবলী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও এই প্র-শাখা হতে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারের লেনদেন, দেনা পাওনা, ছাড়পত্র, জরিমানা ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যাদি এ প্র-শাখা কর্তৃক পরিবেশিত হয়ে থাকে। ইস্যুকৃত বই নির্দিষ্ট দিনে ফেরত না দিলে প্রতি দিন ৫০ পয়সা হারে জরিমানা দিতে হয়। জরিমানা গ্রন্থাগারেই রশিদের মাধ্যমে আদায় করা হয়। বই পুস্তক রি-ইস্যুর ব্যবস্থা আছে।

২। সাময়িকী প্র-শাখা

উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যের সহায়ক হিসেবে সাময়িকী সংগ্রহের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

স্থানীয় মুদ্রায় চলতি সাময়িকী ক্রয় করা হয়ে থাকে। তাছাড়া দানে এবং বিনিময়ের মাধ্যমেও অনেক সাময়িকী সংগৃহীত হয়ে থাকে। বর্তমানে গ্রন্থাগারে ১০/১২টি চলতি সাময়িকী সংগৃহীত হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত বর্তমানে গ্রন্থাগারে ৮০০০ বাঁধাই করা পুরাতন সাময়িকী আছে।

ফটোকপি প্রা-শাখা

প্রতি কার্যদিবসে অফিস সময়ে নির্ধারিত হারে নগদ মূল্য পরিশোধ করে রসিদের বিপরীতে ফটোকপি সার্ভিস দেয়া হয়।

কালের অগ্রযাত্রায় নতুন নতুন সাফল্য যোজনা করে এগিয়ে যাচ্ছে শেরে বাংলা-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হিসেবে এই গ্রন্থাগারকে আরো সমৃদ্ধ করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষা ও গবেষণায় গ্রন্থাগার সহায়ক হবে না। তবে শিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারটি নিরলভাবে কাজ করে চলছে এবং সেইসাথে আধুনিকায়নের প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে।

উপসংহার

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অবিভক্ত বাংলার (ইউনাইটেড ইন্ডিয়া) আদি পূর্ণাঙ্গ কৃষি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠলেও কালের প্রতিকূলতায় এটি আজ বাংলাদেশের তৃতীয়তম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কার্যক্রম শুরু করতে না পারলেও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় থেমে থাকেনি বর্তমানে এখান হতে উচ্চতর ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। পাঠক চাহিদার তুলনায় গ্রন্থাগারটি ততটা সমৃদ্ধ নয়। যান্ত্রিকায়ন ও আধুনিক সেবাদানে নতুন প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই এটি কৃষি শিক্ষার প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। জাফর উল্লাহ, এম। "বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট : ক্রমবিকাশের ষাট বছর"। হীরক জয়ন্তী/০১, বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০১।

২। আইবিআইডি - ১

৩। "প্রসপেক্টাস - ২০০৪, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ : ১১।

শোক সংবাদ

শিখা ধর

বিগত ৭ই আগাষ্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন কর্মী শিখা ধরের জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। প্রয়াত ধর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে বি.এ ও পরে ডিপ.লিব. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৬৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগদান করেন। ২০০২ সালে কাজ থেকে অবসর নেওয়ার আগে তিনি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগে সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। পরিষদ তাঁর প্রয়াণে গভীরভাবে মর্মাহত। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে পরিষদের পক্ষ থেকে সমবেদনা জানানো হচ্ছে।

পরেশ রক্ষিত

গত ২৯/৬/০৭ তারিখে পরেশ রক্ষিত (Paresh Rakshit)-এর বর্ধমান সদর হাসাপাতালে বেলা ১১ টা ৩০ মিনিটে জীবনাবসান ঘটে। কিডনি জনিত সমস্যায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি কবি সুকান্ত পাঠাগার, বর্ধমান লোকোকলোনীর J. L. A কর্মী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৫১ বছর। শ্রী রক্ষিতের প্রয়াণে পরিষদ মর্মাহত। পরিষদ তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানাচ্ছে।

পরিষদ সংবাদ

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠক ও অন্যতম পথিকৃৎ নেতা প্রবীর রায়চৌধুরীর জীবনাবসান

গত ২২ শে আগস্ট, ২০০৭ বুধবার সকাল ৮টা ৫২ মিনিটে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠক ও অন্যতম পথিকৃৎ নেতা প্রবীর রায়চৌধুরীর জীবনাবসান ঘটেছে। তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৪ বছর। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, সি.পি.আই (এম) রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, গ্রন্থাগার মন্ত্রী তপন রায় সহ শিক্ষাজগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জ্যোতি বসু শোক প্রকাশ করে বলেছেন, "আমি তাঁকে দীর্ঘদিন ধরেই চিনতাম। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ায় প্রবীর রায় চৌধুরীর বিরাট অবদান রয়েছে"। বিজ্ঞানী দেবকুমার বসুও বলেছেন, "১৯৫৯ সালের পর থেকে তাঁর নেতৃত্বেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকলাপ আন্দোলনের রূপ নেয়। তাঁর স্ত্রী প্রয়াত অমিতা রায় চৌধুরীও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কমরেড প্রবীর রায় চৌধুরীর মৃত্যুতে আমি শোকাহত।"

২২শে আগষ্ট পার্কসার্কাসের ইস্ট এন্ড নার্সিংহোমে শ্রী রায়চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ শুনেই নার্সিংহোমে যান বহু গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব, সাথী, শুভানুধ্যায়ী, সিপিআই (এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও পার্টি নেতৃবৃন্দ।

দুপুরে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সিপিআই (এম) রাজ্যদপ্তর মুজফ্ফর আহ্মদ ভবনে। সেখানে সিপিআই (এম) রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য মদন ঘোষ, দীপক দাশগুপ্ত, মৃদুল দে, রঘুনাথ কুশারী, অমিতাভ বসু, প্রবীণ পার্টি নেতা প্রশান্ত শূর ও হরিদাস মালাকার, সমর বাওরা, রবীন দেব, রাজদেও গোয়ালা, সুখেন্দু পানিগ্রাহী প্রমুখ মাল্যদান করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। গণশক্তির সম্পাদক নারায়ণ দত্ত, সহ-সম্পাদক অভীক দত্ত, দৈনন্দিনীর সম্পাদক অশোক ব্যানার্জীও শ্রদ্ধা জানান। মার্কসবাদী পথ ও নন্দন পত্রিকার পক্ষ থেকে এবং এবিটিএ, এবিপিটিএ, এস.এফ.আই সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকেও মরদেহে মাল্যদান করা হয়।

এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় চক্রবেড়িয়ায় শ্রী রায় চৌধুরীর বাড়ীতে। সেখানে প্রয়াত রায় চৌধুরীর পরিবার পরিজনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সেখান থেকে দুপুরে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর দীর্ঘদিনের কর্মস্থল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্যামল সান্যাল, রেজিস্ট্রার রজত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত রায় চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার তথা বিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এরপর প্রায় বিকেল ৪টায় মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে। এখানে মরদেহ নিয়ে আসা হলে গ্রন্থাগার মন্ত্রী তপন রায়, প্রাক্তন গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা, পরিষদের কর্মসচিব কৃষ্ণপদ মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ইয়াসলিকের সহসভাপতি, যুগ্মসম্পাদক প্রমুখ মাল্যদান করে প্রয়াত রায়চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পক্ষ থেকেও এখানে মাল্যদান করা হয়। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার বিভাগের শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব, কর্মী, শুভানুধ্যায়ী প্রমুখ মাল্যদান করে প্রয়াত রায় চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। শকটবাহিত মরদেহ-র সঙ্গে সেদিন পরিষদ ভবনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার দরদী, গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীরা মিছিল করে পরিষদ ভবন থেকে পদ্মপুকুর মোড় পর্যন্ত পদযাত্রা করে প্রয়াত জননেতাকে শ্রদ্ধা জানান। এরপর মরদেহ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ইলেকট্রিক চুল্লিতে দাহ করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ

১৯৩৪ সালে বাংলাদেশে ঢাকা জেলায় তার জন্ম। ঐ জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার সোনারগাঁ পরগণার গোয়ালদি গ্রামে ছিল তাঁদের পৈতৃক আবাস। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে

তিনি পিতৃ-মাতৃ হারা হন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে ওঠেন। দেশবিভাগের পরে তাঁরা কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৫০ সালে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ছাত্র হিসাবে যোগ দেওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কলেজে ছাত্র সংসদের একজন নেতা হিসাবে বৃত হন এবং ছাত্র সংসদের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের (বি.পি.এস.এফ) নেতৃত্বের পদে আসেন। ১৯৫৬ সালে তিনি বি.পি.এস.এফ-এর সাধারণ সম্পাদক হন। তিনি এ.আই.এস.এফ-এরও শীর্ষ নেতৃত্বে ছিলেন। বি.পি.এস.এফ.এর নেতৃত্বের পদে থাকাকালীন ছাত্রসংসদ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর একটি লিখিত প্রতিবেদন (note) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। তিনি ১৯৫০ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ছিল। এই সময় থেকে তিনি বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালে শিক্ষা আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্র আন্দোলনের সময় ১৯৫৪-৫৫ সালে গোয়ামুক্তি আন্দোলনে ছাত্রদের সংগঠিত করতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক কিউবায় যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে অবরোধ চলেছিল, সে সময় তার বিরুদ্ধে আমাদের দেশে তৈরি হয়েছিল সারা ভারত কিউবা সংহতি কমিটি। শ্রী রায় চৌধুরী ঐ কমিটির সম্পাদক ছিলেন। সেই সময় ঐ কমিটির উদ্যোগে প্রায় কোটি টাকার চাল, গম সংগ্রহ করে জাহাজে করে কিউবায় পাঠানো হয়েছিল। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির কাজ করেছেন। পার্টির শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে কমিটি আছে তিনি সেই রাজ্য কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন ১৯তম ও ২০তম রাজ্য সম্মেলন থেকে।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো। এই আগ্রহ থেকেই তিনি ১৯৫৬ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরি সায়েন্স শিক্ষাক্রমে ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে ঐ পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯৫৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.পি.লিব পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ পাশ করেন। ১৯৬৬ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.লিব পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। সে সময় পশ্চিমবঙ্গের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-লিব পড়ার সুযোগ না থাকায় তাঁকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়েছিল। তিনি ১৯৫৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ক্যাটালগার হিসাবে যোগ দেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগদানের আগে তিনি মধ্যশিক্ষা পর্ষদে করণিক হিসাবে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু ইউনিয়ন করার অপরাধে তাঁকে কর্মচ্যুত করা হয়। ১৯৬৪ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ঐ বিভাগের আংশিক সময়ের শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে পূর্ণসময়ের শিক্ষক হিসাবে যুক্ত হন। তিনি ১৯৮২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৪ সালের ১৩ই ডিসেম্বর এবং ১৯৯১ সালের ৩রা জুলাই থেকে ১৯৯৪ সালে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন।

তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সংসদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর জনশিক্ষা কর্মসূচীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা ছিলো। ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন এবং ঐ আইনের নির্দেশ অনুযায়ী লাইব্রেরী ডাইরেক্টরেট সহ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ ও জেলাস্তরে লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি গঠনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের (এম.এল.সি) সদস্য এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সদস্য ছিলেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ছিল তাঁর প্রাণের প্রতিষ্ঠান। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সাধারণ কর্মসচিব, সহ-সভাপতি, সভাপতি, গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অধিকর্তা প্রভৃতি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেন। তিনি সর্বভারতীয় সংগঠন ইয়াসলিকের যুগ্ম সম্পাদক, কাউন্সিল সদস্য ও বিভিন্ন উপসমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি আই.এল.এ.র সদস্য ছিলেন, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির সহ সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক

সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদমির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের সর্বভারতীয় কর্মসমিতির সদস্য ছিলেন। সারা জীবনে গ্রন্থাগার আন্দোলনে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে ২০০৬ সালে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের ফেলোশিপ দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে একাধিক সম্মান তিনি পান। গ্রন্থাগার পরিসেবার উন্নয়ন, জনশিক্ষার প্রসার, অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে তিনি বিশেষ চিন্তার অধিকারী ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি একাধিক পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। স্বাধীনতা, গণশক্তি, নন্দন প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা এবং ইয়াসলিক বুলেটিনেও তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। তাঁর প্রয়াণে পরিষদ মর্মাহত। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে পরিষদ সমবেদনা জানাচ্ছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মালদা জেলা শাখা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মালদা জেলা শাখায় ১৯তম জেলা সম্মেলন বিগত ১৫জুলাই '০৭মালদা টাউন হলে সম্পন্ন হল। উদ্বোধন করেন মালদা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত। প্রায় ১৫০জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রাধিকারিক অধ্যক্ষ শ্রী শক্তিপাত্র, প: ব: মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী, জননেতা অম্বর মিত্র গণনাট্য সংঘের শ্রী প্রশান্ত মিত্র, তুষার গোস্বামী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধক মাননীয় সেনগুপ্ত বলেন- গ্রন্থাগার ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে চার দেওয়ালের বাইরে। আগামীতে কম্পিউটার ব্যবস্থাকে হাতিয়ার করে চার রকমের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হবে। গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির নেতা আব্দুল ওদুদ আগামী ১২ আগষ্ট গ্রন্থাগারিক দিবস উদ্‌যাপনের কর্মসূচী সফল করতে সকল গ্রন্থাগার কর্মীকে মালদা কলেজ অডিটরিয়ামে উপস্থিত হবার জন্য আহ্বান জানান। পাশাপাশি কুপন, রসিদ ,বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের অনুরোধ জানান। এবার গ্রন্থাগারিক দিবসে আলোচ্য বিষয়- "শিশু মনের বিকাশে বই ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা"।

সম্পাদক মহাশয় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রায় ২০জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন। কোষাধ্যক্ষ আয় ব্যয়ের হিসাবে পেশ করেন। বিদায়ী সম্পাদক শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য্য আগামী জেলা কমিটির কার্যকরী সমিতির নাম, সভায় প্রস্তাব করেন সফিউল হক সমেত সভায় উপস্থিত সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন।

১। অধ্যাপক শ্রী সত্যরঞ্জন চৌধুরী — সভাপতি
২। শ্রী গুভেন্দু নারায়ন পাল — সহ সভাপতি
৩। সফিউল হক — সহ সভাপতি
৪। শশাঙ্ক শেখর দাসগুপ্ত — সম্পাদক
৫। উত্তম রায় — সহ সম্পাদক
৬। অরুন পোদ্দার — কোষাধ্যক্ষ
৭। শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য (জেলা গ্রন্থাগারিক) সদস্য
৮। মানিক দাস — সদস্য
৯। শ্যামসুন্দর কুণ্ডু (বি.এড.কলেজ গ্রন্থাগার) — সদস্য
১০। গোপাল সাহা — সদস্য

প্রতিবেদক : স্বপন চক্রবর্তী

বর্ধমান জেলা কালনা মহাকুমার সাধারণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহায়কদের কর্মশালা কাম সেমিনার; ২০-২৫ শে আগষ্ট- ০৭

২০শে আগষ্ট ২০০৭ কালনা মহকুমা গ্রন্থাগারে কালনা মহকুমার গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহায়কদের এক কর্মশালার উদ্বোধন হয়। ছয়দিন ব্যাপী এই কর্মশালায় উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অরিন্দম কোঙার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুনীল মণ্ডল। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালনার বিধায়িকা অঞ্জলি মণ্ডল,মন্তেশ্বরের বিধায়ক মহ: চৌধুরি হেদায়েতুল্লা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা প্রমুখ। কালনা মহকুমার মোট ২৮ জন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহায়ক এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালা পরিচলিত হয় প:ব: সরকার ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশানের আর্থিক সহায়তায় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তত্ত্বাবধানে ও স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক ও প:ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সহযোগিতায়। দুটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন

প্রতিবেদক — সুশান্ত গুই

গ্রন্থাগার সংবাদ

পল্লীশ্রী পাঠাগার

হীরাপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া - ৭১১৩১০

পল্লীশ্রী পাঠাগারের উদ্যোগে ৩রা জুন ২০০৭ রবিবার পাঠাগারে প্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র সাপুই ।প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শিক্ষক শ্রী বিশ্বনাথ বোস। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, আবৃত্তি, রবীন্দ্র নৃত্য ও নজরুল নৃত্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রধান অতিথি রবীন্দ্র- নজরুল সাহিত্যের উপর আলোচনা করে শ্রোতৃ মন্ডলীর মনে দারুণভাবে উৎসাহিত করেন। সভাপতি মহাশয় সকল সাহিত্য প্রেমীকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান।

প্রতিবেদক — অশোককুমার দাস

বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগার ও কৃষ্টি সংসদ

বিধাননগর, কলিকাতা-৭০০ ০৯১

১) নবম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ

এই প্রথম বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগার ও কৃষ্টি সংসদের বার্ষিক (নবম বার্ষিক) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হল পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত সত্যব্রত নাগের অনুপস্থিতিতে। অনুষ্ঠানটি বহিরঙ্গ কী অন্তর্বস্তুর বিচারে ঐতিহ্যানুযায়ী হলেও একটা অভাববোধ যেন সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে জড়িয়ে ছিল। গত ১০ই জুন ২০০৭, বিদ্যুৎ ভবন প্রেক্ষাগৃহে সেটি মঞ্চস্থ হয়।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার প্রায় সবটাই ছিল প্রয়াত নাগের স্মরণে। এছাড়া ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের " রাশিয়াত চিঠি"র পঁচাত্তর বছর পূর্তি কেন্দ্রীক একটি লেখা। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বারের ন্যায় কৃষ্টি সংসদ আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাছাড়া স্বনাম খ্যাত " নিধুবাবুকে " স্মরণ করে 'একুশ শতকে নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত ' রামনিধি' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়।

২) ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং আগামী দুই কর্ম বর্ষের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন ঃ

গত ৮ই জুলাই ২০০৭ পাঠাগারের ২২তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রয়াত সত্যব্রত নাগকে স্মরণ করে বার্ষিক কাজকর্মের লিখিত বিবরণী পেশ করেন অন্যতম সহসম্পাদক শ্রী রঞ্জিত কুমার চন্দ। আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শ্রী দীনেশ চন্দ্র পোদ্দার। আলোচনার পর সর্ব্ব সম্মতিতে তা গৃহীত হয়।

সর্বশ্রী সুনীল কুমার মজুমদার , বি.এন. দাসগুপ্ত, সুশীল বসু, এবং শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী যথাক্রমে সভাপতি ও সহসভাপতিত্রয় সভারকাজ পরিচালনা করেন ।

১৭জনের একটি কার্যকরী কমিটি সভা থেকে নির্বাচিত হয়। এরপর গত ১২ই জুলাই '০৭ প্রথম কার্যকরী কমিটির সভা বসে। বিধি অনুযায়ী আরও দুজন কার্যকরী কমিটির সদস্য ঐ সভা থেকে নির্বাচিত হয়।

তারপর আগামী দুই কর্মবর্ষের জন্য (২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯) সভাপতি পদে শ্রী সুনীলকুমার মজুমদার , সহসভাপতি পদে সর্বশ্রী বি. এন. দাসগুপ্ত, দিলীপ চৌধুরী,এবং শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী। সাধারণ সম্পাদক পদে সুনীল বরণ চক্রবর্তী, সহ সম্পাদক পদে সর্বশ্রী রঞ্জিত কুমার চন্দ এবং সুশীল কুমার বসু, কোষাধ্যক্ষ পদে শ্রী দীনেশ চন্দ্র পোদ্দার পাঠাগারের এবং কৃষ্টি সংসদের আহ্বায়ক যথাক্রমে শ্রীমতী শ্যামলিমা বিশ্বাস ও শ্রী প্রবীর চক্রবর্তী, গ্রন্থাগারিক পদে শ্রী কল্যাণ গুপ্ত বিশ্বাস এবং কৃষ্টি সংসদের ক্যাশ-ইনচার্জ পদে শ্রী সুবিমল চন্দ্র দাসকে নিয়ে একটি শক্তিশালী পরিচালকমন্ডলী সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়।

মিলনী পাঠাগার ও ক্লাবের রবীন্দ্র - নজরুল জন্ম জয়ন্তী

গত ২৮শে মে ২০০৭ মিলনী পাঠাগারে রবীন্দ্র -নজরুল জয়ন্তী পালন করা হয়। রবীন্দ্র নজরুলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন গ্রন্থাগারের সদস্য সদস্যারা। বিভিন্ন বিভাগে আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা এবং কুইজ প্রতিযোগিতার এলাকার ছাত্র - ছাত্রী যুবদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থাগারের সদস্য-সদস্যাসহ এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্র নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রবীন্দ্র-নজরুল বিষয়ক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন সংস্কৃতি ও শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব শ্রী মনেশ্বর রায়।

সব শেষে ছোটদের পরিচালনায় " রাজার হুকুম" নাটকটি পরিবেশিত হয়।

প্রতিবেদক — তমাল দে

বিজ্ঞপ্তি

৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২০০৭

আগামী ১৪-১৬ ই ডিসেম্বর ২০০৭ কলকাতার খিদিরপুর হেমচন্দ্র পাঠাগারে ৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে "বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা" । সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট হতে উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রবন্ধ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ ৩১ শে অক্টোবর, ২০০৭।

— কৃষ্ণপদ মজুমদার
(কর্মসচিব)

With Best Compliments from :-

Gutenberg's

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

5B, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

GRANTHAGAR

Vol. 57 : No. 4 Editor : Dr. Shyamal Roy Choudhury Asso Editor : Nirmalya Roy July, 2007

ENGLISH ABSTRACTS

by Joydeep Chanda

Librarians' Day (Editorial). **p.99**

Librarian's Day is celebrated on 12th August in every year since 1990. In this editorial, the past history behind organizing the Librarians' Day in highlighted. Like the other states in India, this Day is being celebrated in West Bengal since 1990. This year it will be organized in Malda district and the theme is 'Role of books and libraries for mental development of children'. A fruitful result will be coming out from the discussion of the seminar.

Bengali dictionary in information service in library – by Asitava Das and Pradosh Kumar Bagchi. **p.100**

Dictionaries are important information sources and essential tools in providing information service in library. In ancient Greece evidence of existence of dictionary had been found first. In this article the authors describes the different types of dictionaries and its application in different fields.

Padmaja Naidu Music College Library – by Debabrata Roy **p.103**

In this article the author depicted the short historical overview since establishment of this library. This library is situated at Burdwan and is recognized under the University of Burdwan. Then the author described in details the followings such as : users, library staff, library committee, reading room, lending, collections, different sections and services. Lastly the author points out the problems faced by this library and his personal evaluation about the library.

Library movement in Bengal and History of the Bengal Library Association – by Nirmalendu Mukhopadhyay. **p.106**

In this part of the serialized article, the author tried to describe some of the important events of library movement in West Bengal during 1966. These include 'Conference of College and Universities Library Staffs' held at Calcutta Students' Hall; meeting of Midnapore District Sponsored and aided library staffs at Tamluk; librarians' news; reunion of the students of the Dept. of Library Science, University of Calcutta; felicitation of Prabir Roy Chowdhury by the Association; etc.

Letters to the editor **p.108**

1. In a letter, Smt. Kabita Mukhopadhyaya informed the credit of Burdwan Raj College regarding the donation of unused books of class XI & XII and this to the adjacent schools; which probably inspired the Govt. to take such decision of donating unused

books of colleges to their adjacent schools.

Errata p.108

Library news

1. Recognition of Pallibharati, Howrah as a branch of Bangiya Sahitya Parisad as well as establishment of the foundation stone of its Annexe building on 28th April 2007. Reported by Anup Kumar Raul.

2. Celebration of birth anniversary of poet Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam by Nadanghat Shastri Smriti Sangha Rural Library on 26th May 2007. Reported by Susanta Mandal.

3. 3rd Annual General Meeting of W.B.P.L.E.A., Coochbehar District Committee was held on 13th May 2007. Reported by Jayanta Saha.

4. Celebration of birth anniversary of poet Rabindranath Tagore by Chinsura Kishore Pragati Sangha Town Library on 9th May 2007. Reported by Amiya Kumar Dutta.

5. 31st Annual General Meeting of W.B.P.L.E.A., Malda District Committee was held on 10th June 1007 in Manikchock Town Library. Reported by Subrata Bhattacharya.

6. Celebration of birth anniversary of Poet Rabindranath Tagore by Gosairhat Jagrili Sangha Library on 9th May 2007. Reported by Jayanta Saha.

7. 37-38th Annual General Meeting of W.B.P.L.E.A. Purulia District Committee was held in Jogda High School between 28-29th April 2007. Reported by Mrinal Kanti Mandal.

8. 3rd Annual General Meeting of W.B.P.L.E.A., Mathabhanga Subdivision was held in Rebatiraman Seba Sangha Town Library on 27th April 2007. Reported by Jayanta Saha.

9. Celebration of 56th birth anniversary by Nabadwip Adarsha Pathagar, Nadia on 31st march 2007. Reported by Tapas Kumar Roy.

10. Celebration of birth anniversary of poet Rabindranath Tagore by Burdwan Udaychand District Library on 9th May 2007. Reported by Sk. Salauddin.

Association news p.112

Seminar on the Recommendations of National Knowledge Commission regarding Library was held in National Library, Kolkata on 7th June 2007. Hon'ble Prof. and ex-member of Parliament Smt. Bharati Roy presided over the meeting. The other notable guests were Prof. Sudhendu Mandal, Smt. Kalpana Dasgupta, and representatives from B.L.A., IASLIC, W.B.P.L.E.A. etc. Like other dignitaries, Sri Anup Kr. Sarkar, on behalf of the B.L.A., submitted his proposal on the above mentioned recommendations.

GRANTHAGAR
Vol. 57 : No. 5 Editor : Goutam Goswami August, 2007

ENGLISH ABSTRACTS

by Joydeep Chanda

School Library (Editorial). p.123

In West Bengal, like public libraries, school libraries play important role to extend education among people. In this editorial, the previous conditions of establishing a school library in this state was highlighted and also pointed out some of the shortcomings for hinder smooth functioning of a school library. At last he suggested to all concerned for better running of school library. Through consultation with Librarian.

Sushil Kr. Ghosh Memorial Lecture : Role of library and information in the development of society – by Bela Dutta Gupta p.124

In this article the author at first tried to describe in details the history of book from papyrus to cuneiform to the present as well as the history of library from the period of Pharaoh in Egypt to the libraries in the Middle Age in Europe to the modern period. But she pointed out that till the Middle Age these libraries had very little significance on the society. Again according to her public libraries and academic libraries can influence most on the society if the country or the state as the case may be, have the maximum willingness in this purpose. The author gave example of China in support of her opinion and concluded with her hope that CLIC in West Bengal will bring new light in the society.

Rajkumar Kukherjee Memorial Lecture : On compilation of dictionary in ancient India – by Satya Ranjan Bandyopadhyay p.131

Ancient India contributed significantly in compilation of dictionaries. More than five hundred dictionaries were in existence at that time. In this article the author described in details with examples the various types of dictionaries in India. According to him in India three terms are being used to represent dictionaries – 'nighantu', 'kosha' and 'abhidhana' which are commonly used in western countries as 'lexicon', 'kosha' and 'abhidhana' which are commonly used in western countries as 'lexicon', 'thesaurus' and 'dictionary', respectively. Then the author cited examples from ancient India the above

three types of dictionaries with their important features. Some important dictionaries he cited were 'Amarakosha' in 3rd century AD, 'Abhidhanaratnamala' in 10th century AD, 'Desinammala' and 'Dhananjaykosha' in 12th century AD etc. At last he summarised his whole article for the convenience of the readers.

Obituary p.130

The ex-librarian of Dept. of Electronic Science, University of Calcutta, Pushpa Basak (Sinha) passed away on 2nd July 2007. The Association expressed deep sympathy to her family.

Errata p.130

Library news p.143-144

1. **Celebration of birth anniversary of poet Rabindranath Tagore** on 10th May 2007 as well as organization of voluntary blood donation camp on 1st June by **Barasat District Library**. Reported by Abdul Majid.

2. **Celebration of birth anniversary of poet Rabindranath Tagore** on 3rd May 2007 by **Vivekananda Sirili Pathagar, Bankura**. Reported by Ashok Kumar Biswas.

3. **Celebration of birth anniversary of poet Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam** on 4th June 2007 by Srijani Town Library, Malda. Reported by Ashis Bag.

4. **Celebration of Golden Jubilee ceremony** between 14th-15th April by **Dighi Sadhana Library, Purulia.** Reported by Mrinal Kanti Mandal..

Association News p.144-145

1. **Celebration of Students' reunion** on 23rd June '07 in the Association building. Chief guest was Smt. Bithi Bose, ex-student of the Association. Sri Pulak Kar presided over the programme. Students performed their level best to make the programme a grand success.

2. **Students' Convocation** on 14th July 2007. Sri Ramkrishna Saha, President of the Association, presided over the programme and Prof. Shyamal Kanti Sanyal, Hon'ble Vice-Chancellor of Jadavpur University was the chief guest. Reported by Gautam Goswami.

Govt. Order p.146

(766 MEE/Sectt. 18.7.2007)

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার'** প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ** রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা নেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo.:MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 57 : No. 6 Editor : Goutam Goswami September, 2007

CONTENTS

Page

Gratitude to Late Prabir Roy Chowdhury (***Editorial***) 151

Sukanta Kumar Patra 153
Authority File : An Outlook through cataloging

Nirmalendu Mukhopadhyay 156
Library Movement in Bengal and History of the Bengal Library Association

Md. Enamul Hoque and Bidhan Chandra Biswas 158
Shere-e-Bangla Krishi Vis

OBITUARY 161

ASSOCIATION NEWS 162

LIBRARY NEWS 165

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 57, NO. 4 & 5) 167

ARABINDA MAITY
Assistant Librarian,
Central Library, Calcutta University,
College Street, Kolkata – 700073

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 2244-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014. **Phone : 2284-8265.**
Editor : **Goutam Goswami**

Single Issue : Rs. 10.00
ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ৭ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী কার্ত্তিক, ১৪১৪

সূচীপত্র

15/07/09

P-24

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগার আন্দোলন ঃ প্রবীর রায়চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গি (সম্পাদকীয়) ১৭৫

অরিন্দম কোঙার ১৭৬
'জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়' গড়ে তোলার লক্ষ্যে যিনি ছিলেন অবিচল

নিতাই চন্দ্র ঘটক ১৭৯
স্মরণিকা — প্রবীর রায়চৌধুরী

শ্যামল রায়চৌধুরী ১৮০
স্মৃতিটুকু থাক

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৯০
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

গ্রন্থাগার সংবাদ ১৯৪

শোক সংবাদ ১৯৫

পরিষদ সংবাদ ১৯৭

ENGLISH ABSTRACTS (Vol-57 No. 6) ২০১

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা
- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা।
- **ডঃ আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ। ২য় সং। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।
- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও আলোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ
  ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮
  মূল্য : ২১.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।
- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology. 1993. Rs. 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994. Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume : 1998. Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989. Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত) • দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10.00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

• ৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০ • (পরিবেষক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ৭ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী কার্ত্তিক, ১৪১৪

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার আন্দোলন ঃ প্রবীর রায়চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গি

সম্পাদকীয় শিরোনামটি পড়ে হয়তো মনে হতে পারে ছোট কথা, কিন্তু এর ব্যাপকতা অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গিতে কতটা তা এই অল্প পরিসরে লিখে শেষ করা যায় না। তিনি ছিলেন যথার্থ সমাজবিজ্ঞানী। সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সামগ্রিক গণ আন্দোলনের অংশ হিসাবে বিবেচনা করতেন। তিনি সবসময় বলতেন গ্রন্থাগার আন্দোলন কখনই সার্থক হতে পারে না, যদি না সেই আন্দোলনকে সাক্ষরতা আন্দোলন, জনবিজ্ঞান আন্দোলন, শিক্ষার আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। তিনি আরও বলতেন সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে মানুষের তথ্যের প্রবেশদ্বার হিসাবে তৈরী করতে হবে ইউনেসকো ম্যানিফেস্টো (UNESCO Manifesto) অনুযায়ী—যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থেকে মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে পারবে। তাই তিনি বলতেন প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারে থাকবে স্থানীয় অঞ্চলের ইতিহাস। অর্থাৎ সেই অঞ্চলের আর্থ সামাজিক, ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদির তথ্য এবং এই স্থানীয় অঞ্চলের ইতিহাস বৃহত্তর অঞ্চলের ইতিহাসের অঙ্গ হিসাবে কাজ করবে। তিনি বলতেন শিক্ষার অগ্রগতির স্বার্থে, সমাজের অগ্রগতির স্বার্থে এবং জনগণের অগ্রগতির স্বার্থে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এমন একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে যেখানে আপামর জনগণের সমর্থন থাকবে এবং যেখানে তাঁরা সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে। এই কাজের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে গেলে সমস্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার প্রেমীদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তাই সকলের কাছে আহ্বান রাখছি—অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সেটাই হবে তাঁর প্রতি সঠিক ভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা।

'জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়' গড়ে তোলার লক্ষ্যে যিনি ছিলেন অবিচল

অরিন্দম কোঙার

[প্রয়াত অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রতি লেখকের শ্রদ্ধার্ঘ্য—সম্পাদক]

গ্রন্থাগার আন্দোলনে সম্পৃক্ত ঃ

২০০৭ সালের ২২ আগষ্ট জীবনাবসান হল অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনে যিনি অর্ধ শতক ধরে নেতৃত্ব দিয়েছেন, অবশেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি চিরতরে বিশ্রাম নিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই রাজ্যে এবং কেবল এই রাজ্যে কেন, সারা দেশেই গ্রন্থাগার আন্দোলনে এমন চরিত্র কমই দেখা গেছে। নিজের রক্ত-মাংসের সঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগার পরিষেবাকে অধ্যাপক রায়চৌধুরী এমনভাবে যুক্ত করে ফেলেছিলেন যে তাঁর অগ্রজ ও অনুজ মানুষজনেরা মনে করতেন যে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের শেষ কথা যেন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীই বলবেন, যদিও অধ্যাপক রায়চৌধুরী নিজে পুরো মাত্রায় ছিলেন গণতান্ত্রিক। আসলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এই-রকম একটি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এনে দিয়েছিল।

গ্রন্থাগার সংগঠন ও আন্দোলনের প্রতি রায়চৌধুরীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ফলেই তিনি এই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর যখন গ্রন্থাগার সংগঠনসহ অন্যান্য সংগঠনকে যুক্ত করে সরকার রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করে, তখন সেই উদ্যোগের তাৎপর্য তুলে ধরে প্রবীর রায়চৌধুরী ১৯৮০ সালেই লেখেন, "বর্তমান রাজ্য সরকার আগেকার আমলের এই নীতি (গ্রন্থাগার আন্দোলনকে অগ্রাহ্য) পরিহার করে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি প্রশাসকদের নিয়ে রাজ্য স্তরে গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটি এবং জেলা স্তরে উক্ত কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করেছেন। এ যাবৎকাল অনুসৃত আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে।" (পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বামফ্রন্ট) ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন হয়েছে, ১৯৮০ সালে সেই আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিধি হয়েছে এবং প্রয়োজনানুযায়ী আইন ও বিধি ইতিমধ্যে একাধিকবার সংশোধিত হয়েছে। এখন রাজ্যে স্টেট লাইব্রেরি কাউন্সিল আছে, জেলায় জেলা লাইব্রেরি অথরিটি আছে। আর এই কাউন্সিল কিংবা অথরিটিতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব আছে। এখনও দুর্বল অবস্থায় থাকলেও এক সূত্রবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে গড়ে উঠেছে। এমন এক সূত্রবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলায় প্রবীর রায়চৌধুরীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কমিউনিস্ট সত্তা ঃ

১৯৫০ সাল থেকে অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য, প্রথমে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এবং পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র। পার্টিসভ্য বললে সবটা বলা হল না, বরং বলা সঙ্গত হবে যে প্রবীর রায়চৌধুরী ছিলেন যথার্থ কমিউনিস্ট। কোন অহমিকা, আত্মপ্রচার, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা তাঁকে কখনও স্পর্শ করেছিল বলে মনে হয় না। পার্টি জীবনে, অভিজ্ঞতায়, বয়সে তাঁর থেকে অনুজদের সঙ্গে পরামর্শ করে, এমনকী তাঁদের নেতৃত্বের প্রতি যথাযথ মর্যাদা দিয়ে তাঁর কাজ করতে এতটুকু দ্বিধা ছিল না। ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনে যিনি অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠেছিলেন, একজন সাধারণ পার্টিসভ্য হিসাবে তাঁর কাজ করতে কোন কুণ্ঠা হয় নি। ছাত্র আন্দোলনে প্রবীর রায়চৌধুরীর অনুজ একজন ছাত্রনেতা মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৬ সালে ছাত্র সংগঠনের এক সভার উল্লেখ করে লিখেছেন, "মঞ্চে একজন পিছনের স্ক্রিনের ওপর একটা ব্যানার টানাচ্ছেন। হাতে ছোট হাতুড়ি। ভদ্রলোকের একটা পায়ে অসুবিধে ছিল চোখে পড়ার মত। কিন্তু সে প্রতিবন্ধকতা হাতে কলমে কাজ করা থেকে তাকে নিরস্ত করতে পারেনি। নিরস্ত করতে পারেনি শীর্ষনেতা হওয়ার অহমিকা-বোধও। তখনই জানলাম, ইনিই কমরেড প্রবীর রায়চৌধুরী।... প্রবীরদার মতো শান্ত ও সুভদ্র মানুষ কমই হয়। উনি যেমন সবাইকে মনে রাখতেন, সম্মান দিতেন, — সবাই তেমনই ভালবাসতেন ওঁকে।" (স্মৃতি-বিস্মৃতির রৌদ্র ছায়ায় কমরেড প্রবীর রায়চৌধুরী)

অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর কমিউনিস্ট সত্তার একটি বড় পরিচয় হচ্ছে — তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন মানুষের মতো বেঁচে ছিলেন। শারীরিক দিক দিয়ে প্রতিবন্ধী ছিলেন, অপরের সাহায্য ছাড়া এক স্থান থেকে অপর স্থানে যেতে খুবই কষ্ট পেতেন। শেষ জীবনে আক্রান্ত হলেন ক্যানসারে, তার উপর আবার হারালেন দৃষ্টিশক্তি। তাতেও তিনি দমে যান নি। সহকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নতিতে সক্রিয় থেকেছেন। স্ত্রী-র সাহায্যে সংবাদপত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। প্রবীর রায়চৌধুরীর স্ত্রী, অনিতা রায়চৌধুরী ছিলেন যোগ্য সহধর্মী ও সহমর্মী। রায়চৌধুরী দম্পতি ছিলেন অনুকরণযোগ্য দম্পতি। একমাত্র সন্তানকে হারান যখন, তখন সেই সন্তান হয়ে উঠছিল বিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল ছাত্র। সন্তান হারানোর ব্যথা বুকে নিয়ে তাঁরা স্থাপন করলেন নিজেদের বাড়িতেই একটি শিশু গ্রন্থাগার (সৌগত স্মৃতি গ্রন্থাগার)। স্ত্রীকেও আকস্মিকভাবে হারান (২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭) প্রবীর রায়চৌধুরী। তখন কালান্তক রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশে। তবু তিনি ছিলেন মানুষের কাছে, সমাজের কাছে দায়বদ্ধ।

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী ছিলেন একজন প্রকৃত মার্কসবাদী। একজন যথার্থ সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনি ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করতেন। তাই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনা করতেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সামগ্রিক গণআন্দোলনের অংশ হিসাবে তিনি বিবেচনা করতেন। ১৯৭২ সাল। পশ্চিমবঙ্গে তখন ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস চলছে। চারিদিকে আতঙ্কের পরিবেশ। তখনও প্রবীর রায়চৌধুরী গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে ব্যস্ত। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে রায়চৌধুরী লেখেন, "শিক্ষার স্বার্থে, সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে গ্রন্থাগার আন্দোলন তাই আজ প্রতিটি শিক্ষাকর্মীর ও সমাজসেবীর আন্দোলনে রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। বুদ্ধিকুশলী কর্মীরা অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে এই আন্দোলনকে সংগঠিত করবে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের আপামর জনসাধারণ, বিশেষ করে সর্বস্তরের কর্মজীবী মানুষ এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসলে এই আন্দোলনের মূল কাঠামো ও চরিত্রটাই পাল্টে যাবে। গ্রন্থাগার আন্দোলন সত্য সত্যই সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হবে।" (পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)। তিনি মনে করতেন যে গ্রন্থাগার আন্দোলন কখনই সার্থক রূপ নেবে না, যদি-না সেই আন্দোলনকে অন্তত সাক্ষরতা আন্দোলন, জনবিজ্ঞান আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারা যায়। সেইজন্য সাক্ষরতা সংগঠন, জনবিজ্ঞান সংগঠন, কিশোর সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে গ্রন্থাগার সংগঠনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণে তিনি ছিলেন আন্তরিক।

এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই প্রবীর রায়চৌধুরী স্থানীয় ইতিহাস রচনায় গুরুত্ব দিতেন। সেই ইতিহাস খণ্ডিত নয়, সেই ইতিহাস ছিল সমগ্র ইতিহাসের অংশ। তাঁর ভাষায়, "একটি স্থানীয় গ্রন্থাগারকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যাবতীয় প্রলেখ বা ডকুমেন্ট অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু স্থানীয় কথাটির তাৎপর্য আনুষ্ঠানিকভাবে বা সঙ্কীর্ণভাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। স্থানীয় অঞ্চলটি বৃহত্তর অঞ্চলের অঙ্গ এবং বৃহত্তর অঞ্চলের রাজনৈতিক-আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-শিক্ষাগত-ভাষাগত-সম্প্রদায়গত এবং ধর্মীয় ভাবধারা ও কার্যকলাপ দ্বারা প্রভাবিত। এই কথাটি মনে রেখে "স্থানীয়" কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে এবং স্থানীয় ইতিহাস সঙ্কলন গড়ে তুলতে হবে।" (সাধারণ গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য উৎস সঙ্কলন এবং এই সম্পর্কিত পরিষেবা) এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই অধ্যাপক রায়চৌধুরী সব-রকম সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধে উঠতে পেরেছিলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আদর্শ শিক্ষক হতে পেরেছিলেন, সহকর্মীদের যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন, মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন যে কোন মানুষের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ঃ

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী। সর্বভারতীয়স্তরেই তাঁর স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন এমনই একজন বিশেষজ্ঞ, যিনি মনে করতেন যে এই জ্ঞান কাজে লাগাতে হবে আপামর জনসাধারণকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে, তাদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর সরকার যখন গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রসার ঘটাতে উদ্যোগ গ্রহণ করে, তখন সেই উদ্যোগ সফল করতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী। তাই ১৯৭৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী যেই হোন-না কেন, সকলে গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা পোষণ

করেছেন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রতি, এমনকী গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের আধিকারিকরা পর্যন্ত। গ্রন্থাগারকর্মীদের কাছে তাঁর বক্তব্য ছিল, "বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে নূতন প্রাণাবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে গাঁয়ে-গঞ্জে অনেক নূতন গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। তরুণ কর্মীবন্ধুরা এই গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থাগারগুলিকে জনশিক্ষার বাহন হিসেবে গড়ে তুলতে হলে গ্রন্থাগার পরিচালনার এক নূতন আদর্শবোধে আমাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সে আদর্শের সন্ধান আমরা পাব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রচনায়, মহান বিপ্লবী লেনিনের চিন্তাধারায়, বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ এস আর রঙ্গনাথনের গ্রন্থসমূহে। তরুণ কর্মীদের এই বিষয়ে আগ্রহী হতে অনুরোধ জানাই।" (রবীন্দ্র চিন্তায় গ্রন্থাগার)

এই প্রসঙ্গে বলা যায় ডঃ রঙ্গনাথনের এক যথার্থ অনুসারী ছিলেন অধ্যাপক রায়চৌধুরী। প্রবীর রায়চৌধুরী বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, "ইউনেস্কোর ম্যানিফেস্টো ফর পাবলিক লাইব্রেরিজ-এ সাধারণ গ্রন্থাগারকে বলা হয়েছে, "জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়।" এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই অবাধ অধিকার থাকবে নিজেদের পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থপাঠ ও তথ্য আহরণের। এখানে চাঁদা ও ডিপোজিটের কোন বাধা থাকবে না। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্রের (অর্থাৎ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি) সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত জনগণের এই বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের সাংস্কৃতিক সম্পদ ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করবে এবং শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মানুষকে জ্ঞান ও তথ্য বিতরণ করবে। বিপুল ক্ষমতা ও সম্ভাবনার অধিকারী এই সাধারণ গ্রন্থাগার।" (গণচেতনা বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা) রায়চৌধুরী সদাই সচেষ্ট ছিলেন গ্রন্থাগারের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য। সে সম্পদ গ্রন্থাগারের পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা। সে সম্পদ গ্রন্থাগারের পাঠক-পাঠিকা। তিনি মনে করতেন গ্রন্থাগারের একটি বড় সম্পদ তার পুঁথিপত্র। তাঁর মতে, "দুষ্প্রাপ্য পুঁথি-পত্রের সঙ্কলন যে কোন গ্রন্থাগারের পক্ষে গর্বের বিষয়। গবেষণার উপাদান হিসাবে দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্রের যথাযথ সংরক্ষণ ও সংস্কার গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় শতাধিক গ্রন্থাগার আছে যেগুলি উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলির অনেকগুলিতেই অনেক দুষ্প্রাপ্য ও প্রাচীন পুঁথিপত্র ও গ্রন্থের সঙ্কলন রয়েছে। এছাড়া কিছু সমৃদ্ধশালী পারিবারিক বা ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারেও অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্র আছে।" (দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্র সংরক্ষণ ও সুসংগঠিত করার সমস্যা) এই পুঁথিপত্র সংরক্ষণে বেশ কিছু প্রস্তাব দেন অধ্যাপক রায়চৌধুরী।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ব্যাপকতা :

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, মৌলবাদী তাণ্ডব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, কুৎসিত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী ছিলেন নিরলস যোদ্ধা। তখন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়ে গেছে। ১৯৯২ সালের ২৪ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৩ সালের ৩ জানুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল একাদশ পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা। এই গ্রন্থমেলা সফল করতে অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী যথারীতি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেন এবং গ্রন্থমেলার স্মরণিকায় লিখলেন, "ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম হবে বহুমুখী। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থমেলা সম্প্রীতি গড়ে তোলার কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার হল গ্রন্থাগার। জ্ঞান ও তথ্যের সম্পদ পরিবেশন করাই গ্রন্থাগারের মুখ্য কর্তব্য। এই জ্ঞানের আলোতে উজ্জীবিত হবে মানুষের মন, বৃদ্ধি পাবে চেতনা, প্রতিহত হবে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতা।" (গ্রন্থাগার ও গ্রন্থমেলা : সম্প্রীতির মিলন কেন্দ্র) উল্লেখ্য, বর্তমানে এই গ্রন্থমেলা সারা রাজ্যে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে।

বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকে এসেছে। অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী শারীরিক দিক দিয়ে আরও অশক্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে সমান কর্মদক্ষতা বজায় রেখেছেন। তাই ২০০৩ সালে তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করার তাগিদ অনুভব করেছেন। তাঁর মতে, "অপসংস্কৃতি ও অবক্ষয় আমাদের যেখানে গ্রাস করতে চলেছে তা প্রতিহত করতে হলে সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী—সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করতে হবে। বই আমাদের চেতনার উন্মেষ ঘটায়, কল্পনাকে প্রসারিত করে। বই-এর কোন বিকল্প নেই, এই হবে এই আন্দোলনের মূল বক্তব্য। বাড়িতে অভিভাবক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, সমাজে সমাজকর্মী ও সংস্কৃতিমান ব্যক্তি, প্রকাশনায় লেখক ও প্রকাশক এবং গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিককে যৌথভাবে দায়িত্ব নিতে হবে পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি ও পাঠকসৃষ্টির আন্দোলন গড়ে তুলতে। যুক্ত করতে হবে সমাজের কল্যাণকামী সব ব্যক্তি ও গণসংগঠনকে।" (পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উপায়) গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এই ব্যাপকতা দিতে মৃত্যুর

আগে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে না পরা পর্যন্ত প্রবীর রায়চৌধুরী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে, সরকারী দপ্তর থেকে বেসরকারী দপ্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধি থেকে গ্রন্থাগার সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলায় তিনি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেটা তার ভাষায়, "১৯৫৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পরিষদের (অর্থাৎ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের) সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। একটা সময় সপ্তাহের সাতদিনই পরিষদের কার্যালয়ে দিন কাঠিয়েছি। আমার রাজনৈতিক দর্শন ও মতের সঙ্গে পরিষদের কাজের কোন সংঘাত ঘটেনি। যে শোষণহীন সুখী সমাজের স্বপ্ন দেখেছি তা রূপায়ণে বই, জ্ঞানচর্চা, গ্রন্থাগার অপরিসীম ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে হয়েছে।" (স্মৃতির মণিকোঠায় — ২০০১ সালে লিখিত) বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ উপলব্ধি!

ঐতিহ্যের ধারা ঃ

বাংলার মানবতাবাদী বোধের যে ধারা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে ধারা, সেই ধারাগুলি পুষ্ট করেছেন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। 'জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়' হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে চেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি যখন বেআইনী, তখন মাত্র ১৬ বছর বয়সে (পার্টি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ন্যূনতম বয়স শিথিল করে) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছেন এবং আজীবন সেই সভ্যপদের মর্যাদা বজায় রেখেছেন। ১৯৫৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন। প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট, মার্কসবাদী-অমার্কসবাদীদের একসঙ্গে নিয়ে কাজ করেছেন। জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামী ঐতিহ্যের এই ধারা আমাদের বজায় রাখতে হবে এবং তাকে আরও প্রসারিত করতে হবে।

স্মরণিকা—প্রবীর রায়চৌধুরী

নিতাইচন্দ্র ঘটক
গ্রন্থাগারিক, ভেষজ প্রতিষ্ঠান,
কল্যাণি, নদীয়া-৭৪১২৩৫

হে মহান বন্ধু, এখন দিবারাত্রি সবই সমান তোমার কাছে।
তথায় দম্ভ নেহিকো পাছে।
চন্দ্র স্নাত মোহনা তীরে বহিছে তব দিবা রাত্রি।
কোন এক অভয় কাননে স্বপনে দেখা তোমার সনে।
লেখায় ব্যস্ত তুমি তব পকেট ডায়েরিতে।
মোর সনে বাক্যালাপ হল মিষ্টি মৃদু স্বরে।
তোমার শান্তির স্বর্গে নাহি কোন কোলাহল।
আমি চলব তোমার উচ্চারিত গ্রন্থাগারিকতা বাণীর পানে,
আমি চলব তোমারি রচিত গল্পমালার সব নীতি সনে।
মানাতা করি আমি তোমারি গড়া গ্রন্থাগারিকতার আদর্শ,
তদনুসারি পথে পূর্ণতা পাবে তোমারি নিদর্শ।
আমি যেতে চাই বহুদূরে তোমারি চিন্তার রথে চড়ে।
লহ মোর শ্রদ্ধাঞ্জলী মহাবিশ্বের পরপারে।

স্মৃতিটুকু থাক

শ্যামল রায়চৌধুরী

[প্রয়াত অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণে লেখকের স্মৃতিতর্পণ—সম্পাদক]

২০শে আগষ্ট, ২০০৭ : পার্ক সার্কাসের ইস্ট এন্ড নার্সিংহোম। বিকেলে ভিজিটিং আওয়ারে গিয়েছিলাম ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত অসুস্থ প্রবীর রায়চৌধুরীকে দেখতে। নাকে অক্সিজেনের নল লাগানো, হাতে স্যালাইন ড্রিপ। কেমোথেরাপির পর চোখে দেখেন না — কথা জড়িয়ে জড়িয়ে বলছিলেন — তাও বন্ধ হয়ে গেছে — যা বলতে চান লিখে জানাচ্ছিলেন। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন — গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত, পথিকৃৎ নেতা — গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনপ্রিয় অধ্যাপক, গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার পরিসেবা, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে তথ্যপূর্ণ, মর্মস্পর্শী, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়ায় সক্ষম অসাধারণ বাগ্মী—ঐ সব বিষয়ের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বাংলা বা ইংরাজী যে কোনো ভাষায় সুচিন্তিত, যুক্তিপূর্ণ, প্রাঞ্জল রচনার রচয়িতা, একসময়ের দাপুটে ছাত্রনেতা ও একনিষ্ঠ জননেতাকে এইরকম অসহায় অবস্থায় দেখে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেলাম। মনে হল, না এলেই পারতাম। আগেও পিজি হাসপাতাল বা বাড়ীতে দেখতে গেছি। এ অবস্থায় কোনদিন দেখিনি। কেবিনে সহায়িকারী নার্স বললেন 'বসুন'। মিনিট পাঁচেক বসে কিছুটা বাস্তব হয়ে বাইরে আসতেই বন্ধুবর অরুণ রায়ের সঙ্গে দেখা। অরুণের কাছে ডাক্তারের মতামত শুনলাম এবং বুঝলাম আর বেশি দিন তিনি নেই। ঠিক দুদিন পরেই ২২শে আগষ্ট ২০০৭, সকালে অনুপের ফোনে জানলাম তিনি আর আর সত্যিই আমাদের মধ্যে নেই। সেদিন সকাল ৮টা ৫২মিনিটে তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে। দুদিন আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি কিছুটা ছিল; তবু নেশার মত শেষ দেখা দেখতে বি.এল.এ তে ছুটলাম। বিকেল ৪টে নাগাদ শকটবাহিত শবদেহ বি.এল.এ-তে এল। দূর থেকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছি। ফুল বা মালা দেওয়ার মানসিকতা, কেন জানি না, এল না। হঠাৎ প্রণব রায়ের ঐ বিখ্যাত গানটার কলি মনে পড়ে গিয়েছিল— "জীবনে যারে তুমি দাও নি মালা, মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল।" সত্যিইতো তাঁর কাছে শুধু নিয়েই গেছি—কোনদিন দিইনি তো কিছুই।

প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে। আমি ছিলাম বি.এল.এ.র সার্টিফিকেট কোর্সের উইক-এন্ডের ছাত্র আর তিনি ছিলেন আমাদের মাস্টারমশাই। ক্লাসিফিকেশন প্র্যাকটিক্যাল পড়াতেন। ঐ পাঠক্রমে আমার সহপাঠী ছিল অরুণ রায়, দীপ্তিময় রায়, রীণা মুখার্জী, তপন সেনগুপ্ত, সত্যনারায়ণ চৌধুরী, সুনীলভূষণ গুহ প্রমুখ। তখন বি.এল.এ-র অফিস ছিল ৩৩, হজুরীমল লেনের বাড়ীর একতলার একটা ঘরে। আর ক্লাস হোত কলেজ স্ট্রীটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বোর্ডে উদাহরণ দিয়ে এক একদিন Dewey র 16th Edition থেকে ৩০০, ৪০০, ৫০০, ৬০০, ৭০০, ৮০০ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্লাসের এক একটা ক্লাস নিয়ে আলোচনা করতেন, আর কোনো example-এর কি নম্বর হবে step by step লিখে বোঝাতেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতাম; আর উনি মুখে যা বলতেন তখন লিখে নিতাম। ক্লাসেই পড়া তৈরী হয়ে যেতো। পড়ানোর ব্যাপারে আমার কাছে প্রবীর রায়চৌধুরী ছিলেন role model। তাঁর পড়ানোর ভঙ্গীমা, কথা বলার ধরন, গলার স্বরের modulation, বোঝানোর technique আমি অনুধাবন করতাম, আর আত্মস্থ করার চেষ্টা করতাম। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর। মাঝে মাঝে মনে হোত Deweyর 16th Edition-এর পুরোটাই বোধহয় ওনার কণ্ঠস্থ। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় বি.এল.এ-তে যাঁরা পড়াতেন— যেমন ক্যাটালগিং প্র্যাকটিস- এম.এন.নাগরাজ, রেফারেন্স

প্র্যাকটিশ- অরুণ দাশগুপ্ত, লাইব্রেরী অ্যাডমিনিস্ট্রেশন- বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ক্ল্যাসিফিকেশন থিয়োরি- ডঃ আদিত্য ওহ্‌দেদার, বিবলিওগ্রাফি- সুনীলবিহারী ঘোষ, ক্যাটালগিং থিয়োরি- বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত, ক্লাসিফিকেশন প্র্যাকটিস- প্রবীর রায়চৌধুরী —তাঁরা সকলেই খুব ভাল পড়াতেন। তবে আমার কাছে প্রবীর রায়চৌধুরী ছিলেন outstanding, তারপরেই ছিলেন সুনীল বিহারী ঘোষ ও অরুণ দাশগুপ্ত।

১৯৬৩ সালে বি.এল.এ থেকে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করার পর মাঝে মাঝেই বি.এল.এ যেতাম যাঁদের সাহচর্য পাবার আকর্ষণে তাঁদের মধ্যে প্রবীর রায়চৌধুরী অন্যতম প্রধান। সেই সময় তার সমসাময়িকদের মধ্যে প্রবীণ ও নবীন যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন ফণিভূষণ রায়, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমীল চন্দ্র বসু, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, মঙ্গলাপ্রসাদ সিংহ, নির্মলেন্দু মুখার্জী, বিজয়পদ মুখার্জী, অরুণ দাশগুপ্ত, গণেশ ভট্টাচার্য, চঞ্চল কুমার সেন, বাণী বসু প্রমুখ। দেখেছি এঁদের সকলের সঙ্গেই তাঁর একটা মধুর সম্পর্ক ছিল। সে সময় অর্থাৎ ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তর দশকের মাঝে মাঝেই বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সঙ্গে বি.এল.এ-তে একটা আড্ডা চলত। আমার মনে হয় সেটাকে 'অ্যাকাডেমিক আড্ডা' বললে বোধহয় ঠিক বলা হয়। মুড়ি, ছোলা, বাতাসা বা তেলে ভাজার সঙ্গে চা-এর ঐ আড্ডার আসর থেকে আমার মত সকলেই নিজের জ্ঞান সমৃদ্ধ করতেন। জ্ঞানের আদান প্রদানও চলত সেখানে। মাঝে মাঝে খুনসুটি ও তুমুল তর্কবিতর্ক চলত। আড্ডাবাজদের অন্যতম মধ্যমণি ছিলেন প্রবীর রায়চৌধুরী। ফণিদা, সৌরীন দা প্রমুখের মত প্রবীর রায়চৌধুরী আপাত গম্ভীর হলেও বেশ রসিকও ছিলেন। মঙ্গলদা, নির্মলদার সঙ্গে তাঁর যেমন বন্ধুত্ব- তেমনি খুনসুটির সম্পর্ক। তখন প্রবীণদের ঐ খুনসুটি দেখতে বেশ মজা লাগত। প্রবীণদের ঐ আড্ডার আসর থেকে অনেক কিছু জেনেছি—শিখেছি। অনেক মজার মজার গল্প শুনে সে সময় প্রাণভরে হেসেছি—কর্মক্ষেত্রের ক্লান্তি দূর হয়েছে—relaxed হয়েছি।

আগেই বলেছি প্রবীর রায়চৌধুরী ছিলেন আমার মাস্টারমশাই, আর আমি তাঁর ছাত্র। কিন্তু ১৯৬২ সাল থেকে শুরু করে প্রায় ২২/২৩ বছর পর্যন্ত তিনি আমাকে "আপনি" বলতেন। আমি প্রত্যেকবার আপত্তি জানানো সত্ত্বেও কিছুতেই সেটা "তুমি" তে নামাতে পারিনি। কেন জানি না তখনকার দিনের মানুষের মধ্যে এই অভ্যাসটা চালু ছিল। তবে আমার পছন্দের মাস্টারমশাইকে PRC বা প্রবীর বাবু বা প্রবীরদা বলে ডাকতে আমার মনও তখন চায়নি। ওনার সঙ্গে কথা বলতাম, কিন্তু কোন সম্বোধন করে ডাকতাম না।

১৯৮৩ সালের আগে পর্যন্ত আমি বি.এল.এ তে বিভিন্ন সময়ে যেতাম ঠিকই। কিন্তু কর্মক্ষেত্র কলকাতা থেকে দূরে হওয়ার যেতাম খুবই অনিয়মিত। তবে পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনগুলোতে যেতাম এবং মাঝে মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে বন্ধুবর অরুণের কাছে যেতাম বলে প্রবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হত। ফলে পরিচিতিটা বজায় ছিল, যদিও ঘনিষ্টতা ছিল না। ১৯৭০ সালে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.লিব.এসসির প্রথম ব্যাচের পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার আগে দেখলাম classification-এর নতুন অনেক কিছু ঠিক বুঝতে পারছি না। অরুণকে ধরলাম-ও যদি প্রবীরদাকে একটু বলে দেয় ঐ বিষয়গুলো আমাকে একটু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। সেও কঠিন ব্যক্তি-বলল 'তুমি নিজেই বল'। সাহস করে বলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গেই এক রবিবার বেহালার যদু বংশীর বাড়ীতে যেতে বললেন। ঘন্টা তিনেক এক নাগাড়ে বোঝালেন। UDC আর Colon Classification-এর ধোঁয়াশা কেটে গেল — কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। একেই বলে সত্যিকারের শিক্ষক!

১৯৮৩ সাল থেকে সার্টিফিকেট কোর্সে পড়ানো আর অন্যান্য কর্মকাণ্ডে একটু আধটু জড়িত থাকার পর থেকে বি.এল.এ তে যাওয়া একটু বেড়ে গেল। তখন ওঁকে অনেক কাছ থেকে দেখতে শুরু করলাম। সেই সময় কখন, কেমন

করে অন্যান্য সকলের সঙ্গে উনিও আমার কাছে 'প্রবীরদা' হয়ে গেলেন জানি না। উনিও 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলতে শুরু করলেন। তাঁর সঙ্গে বয়সের পার্থক্যটা কোনদিন জানার চেষ্টা করিনি। এখন জানতে পারছি উনি আমার থেকে আট বছরের বড় ছিলেন। আমার নিজের জ্যেঠতুত দাদাই তো আমার থেকে দশ বছরের বড়। এখন দেখছি হিসেব মত দাদা তো বলা যায়ই।

বিভিন্ন সময়ে দেখেছি প্রবীরদা বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন—কেউ হয়ত কোন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সাইকেল পিওন, কেউ বা কোন রুরাল লাইব্রেরি বা টাউন লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক, কেউ গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী, কেউ বি.এল.এ-র নবীন বা প্রবীণ সদস্য, কেউ বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক অধ্যাপিকা, কেউ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বা মন্ত্রী বা সরকারী আমলা, আবার কেউ বা পরিচিত কারুর স্ত্রী, পুত্র বা কন্যা। যাঁর সঙ্গে যে রকমভাবে কথা বলা প্রয়োজন তিনি বলছেন। শিশুদের সঙ্গে তাদের মত করে, বড়দের সঙ্গে বড়দের মত করে, জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে তাঁদের উপযোগী করে কথা বলছেন। জানি না হয়ত আমার উপলব্ধি ভুল, তবে একটা কথা আমার মনে হয়েছে-ওঁদের প্রত্যেকেই ভাবছেন— "প্রবীরবাবু তাঁকেই বেশী ভালবাসেন, স্নেহ করেন বা পছন্দ করেন"। আমার নিজের ক্ষেত্রেও দেখেছি আমার মেয়ে ভাবছে ওকে উনি খুব স্নেহ করেন, স্ত্রী ভাবছে উনি ওঁকেও খুব স্নেহ করেন, আর আমি তো ছাত্র—ভাববই আমাকেও খুব স্নেহ করেন।

প্রতিবছর ২রা সেপ্টেম্বর সৌগত স্মৃতি শিশু কিশোর গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবসে ১৯৮৯ সালে মেয়ের ৭ বছর বয়স থেকে সপরিবারে যেতাম। প্রতিবছর প্রবীরদা নিজে হাতে কার্ড দিয়ে, মেয়েকে নিয়ে যেতে বলতেন। অনেকবার বলেছি কার্ড দেবার দরকার নেই, যাবই। শিশুদের কি স্নেহ করতেন। যতীন্দ্র শতপথির মেয়ে তিন্নি বা আমার মেয়ে ঝুম্পা বা সৌগত স্মৃতি শিশু কিশোর গ্রন্থাগারের শিশুদের সঙ্গে কথা বলার সময় দূর থেকে দেখেছি সেই স্নেহ আঞ্চোরে ঝড়ে পড়ছে।

অনেক সময় এও দেখেছি অনেকেই আসছেন তাঁর কাছে এক একটা সমস্যার সমাধানের জন্য বা কোন বিশেষ আবদার নিয়ে। কেউ নিজের বা পরিবারের কারুর চাকরি, কেউ কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি, কেউ গ্রন্থাগারের সমস্যার সমাধান, কেউ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা, কেউ ব্যক্তিগত সমস্যা, কোন ভাল জায়গায় পোস্টিং, প্রমোশন, বা পেনশন বেনিফিট পাওয়ার জন্য, কেউ বা গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার অনুরোধ নিয়ে। সবাই বলছেন এবং ভাবছেন প্রবীরবাবু চেষ্টা করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অনেক সময় দেখেছি তিনি বারবার বলছেন—"এই মুহূর্তে আমি কিছু করতে পারব না—সরকারী নিয়ম কানুন আছে। সেটা পরিবর্তিত না হলে তিনি বা বি.এল.এ এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবে না।" কিন্তু তাঁর কাছে যাঁরা আসছেন তাঁরা সেটা মানতে নারাজ। নিয়মের বেড়াজালের ফলে যাঁরা তাঁর কাছ থেকে সেসময় উপকার পেলেন না, তাঁরা ভুল বুঝছেন, ভাবছেন "প্রবীরবাবু তাঁকে একেবারেই স্নেহ করেন না, অরুণ, কেষ্ট, রামকৃষ্ণ প্রমুখ তাঁর বিশেষ ছাত্রদেরই বেশী স্নেহ করেন—বেশী ভালবাসেন।"

হ্যাঁ, তিনি সত্যি সত্যিই ছাত্র দরদী, ছাত্র-বৎসল অধ্যাপক ছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন—জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁদের অনেকেরই অনেক উপকার করেছেন। তবে এও দেখেছি অনেকে বিভিন্ন সময়ে তাঁর দ্বারা উপকৃত হলেও তাঁদের চাহিদার শেষ ছিল না। ফলে যোগ্যতা অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ না হলেই তাঁর সমালোচনাও তাঁরা করেছেন — এমনকি পরবর্তীকালে তাঁর স্নেহের প্রিয় প্রতিষ্ঠান বি.এল.এ-র কর্মকাণ্ডে তাঁরা কোন সহযোগিতাও করেন নি। অবশ্য বি.এল.এ-র কাজ সেজন্য আটকে যায়নি। হয়ত একটু বিলম্বিত হয়েছে।

আবার এও দেখেছি অনেকে কোনদিন তাঁর কাছে কিছু চান নি — কিছু না পেলেও কোন অভিযোগ বা অভিমান নেই তাঁদের। তাঁর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাও অটুট ছিল বা এখনও আছে।

অনেকে ভাবতেন — যাঁরা তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, কাজ হয়ে যাবার পর তাঁদের অনেকেই যে পরবর্তীকালে আর তাঁর বা তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান বি.এল.এ-র ধারে কাছে আসেন না, এটা তিনি খবর রাখেন না, জানেন না বা বোঝেন না। এটা যে ঠিক নয়, বুঝলাম একদিন বি.এল.এ-তে ক্যাপ্টেন প্রবীর আর তাঁর একান্ত কথোপকথনের পর। মঙ্গল, শুক্রবার ছাড়া কোন এক ফাঁকা বি.এল.এ তে হঠাৎ প্রবীর রায়চৌধুরীর উদাত্ত কণ্ঠে ব্যঙ্গাত্মক শ্লোগান—"দুনিয়ার ধান্দাবাজ এক হও", শুনলাম। ঠিকই তো বেশীর ভাগ লোকের মনের কথা তো এখন এটাই—ধান্দার জন্যে এক হও, ধান্দা হয়ে গেলে সরে পড়ো-কেটে পড়ো-ভেগে পড়ো-চুপি চুপিরে!

গ্রন্থাগারিক মহলে কিছুটা অপরিচিত হওয়ার সুবাদে অনেককে আড়ালে তাঁর সম্বন্ধে অভিযোগ করতে শুনেছি-অনেককে বলতে শুনেছি—"উনি বি.এল.এ তে তাঁর উত্তরাধিকারী তৈরী করে যান নি"। আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি হল—তাঁর মত উচ্চমাপের নেতা যেমন তৈরী করা যায় না-নেতা নিজেই এবং নিজগুণেই তৈরী হন। সেইরকম বি.এল.এ-র মত ৮০ বছরের বেশি স্থায়ী সংগঠনের উত্তরাধিকারীও কেউ তৈরী করতে পারে না। উত্তরাধিকারী তৈরী হয়: সেজন্য যোগ্যতা অর্জন উত্তরাধিকারীকে নিজেকেই করতে হয়। প্রবীরদা একক ভাবে যে ধরনের কাজ বা যে ব্যাপ্তির কাজ করতে সক্ষম ছিলেন, সেইরকম সক্ষমতাসম্পন্ন উত্তরাধিকারী পাওয়ার আশা করা এখন বৃথা। তবে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি তাঁর প্রয়াণে বি.এল.এ তে যে অভাব বা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে — তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রী, শুভানুধ্যায়ী, গুণগ্রাহী, গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী ও সাথীরা আগামী দিনে যৌথ প্রচেষ্টায় তা দূর করবেন - তাঁর প্রাণের প্রিয় প্রতিষ্ঠান বি.এল.এ-র উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধিতে সকলে মিলে এগিয়ে আসবেন। এর মধ্যে দিয়েই যোগ্য উত্তরাধিকারী ঠিক তৈরী হয়ে যাবে।

তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন এবং ভবিষ্যতে যে একজন জননেতা হবেন এটা তিনি ছাত্রজীবন থেকেই বোঝা গিয়েছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালে ছাত্র আন্দোলনের সময় গোয়া মুক্তি আন্দোলনে ছাত্রদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তিনি বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র সংসদের সম্পাদক ছিলেন। তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কোষাধ্যক্ষ পদ ছাড়া অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছেন। ইয়াসলিকের যুগ্ম সম্পাদক, কাউন্সিল সদস্য ও বিভিন্ন উপসমিতির সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা, বিদ্যাসাগর মেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি SLC র সদস্য ছিলেন। ILA, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদমি-র সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন-এর সর্বভারতীয় কর্মসমিতির সদস্য ছিলেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক কিউবায় যখন অবরোধ চলে তখন তার বিরুদ্ধে গঠিত সারা ভারত কিউবা সংহতি কমিটির সম্পাদক ছিলেন তিনি। তিনি একসময় সিপিএম পার্টির স্টেট কন্ট্রোল কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি এর অনেক কিছুই আমরা অনেকেই, অন্তত আমি, তাঁর জীবনাবসানের আগে জানতামই না - তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময়ও কোনদিন বুঝি নি। এখন জানতে পারছি। এর একটা কারণ হয়ত তিনি প্রচারবিমুখ ছিলেন এবং গ্রাসরুট থেকে উপরের স্তর পর্যন্ত সকলের সঙ্গে সাবলীল ভাবে মিশতে পারতেন। এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি।

তাঁকে দেখে অনেক সময়েই মনে হয়েছে তিনি ছিলেন self-made man। ১৯৫৬ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট-ইন-লাইব্রেরী সায়েন্স-এর ছাত্র ছিলেন। ঐ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৫৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তার আগে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা

পর্ষদের কর্মচারী ছিলেন, ইউনিয়ন করার অপরাধে কর্মচ্যুত হন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন, কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.পি.লিব (বর্তমানে বি.এল.আই.এস), ১৯৬৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ, ১৯৬৬ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.লিব পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। বি.এল.এ-র সার্টিফিকেট কোর্সেও দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৬৪ সাল থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের আংশিক সময়ের শিক্ষকতা করেন এবং ১৯৬৬ সাল থেকে ঐ বিভাগের পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। কালক্রমে ঐ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানও হন। বহু ছাত্রছাত্রী তাঁর অধীনে গবেষণা করে পি.এইচ.ডি ডিগ্রীও পেয়েছে। এসব জেনে এবং শুনে মাঝে মাঝে মনে হয়, কি করে তিনি এত সব করেছেন বা করতেন! নীরব কর্মী, স্ত্রী অমিতা রায়চৌধুরীর অকুণ্ঠ প্রেরণা, স্বার্থত্যাগ অবশ্যই তাঁর বিভিন্ন কাজ করার সাহায্য করেছে। এছাড়া তাঁর নিজের ছিল অসম্ভব মানসিক দৃঢ়তা এবং অবশ্যই ছিল আত্মবিশ্বাস।

হ্যাঁ, তাঁর অসম্ভব মানসিক দৃঢ়তা ছিল। এখন জানতে পারছি মাত্র ছয় বৎসর বয়সে পিতৃমাতৃ হারা হন—শৈশবে টাইফয়েড রোগে তাঁর একটি পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু দেখেছি তিনি শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে কখনও আমল দেন নি। চলাফেরার সময় তাঁকে সাহায্য করার জন্য কেউ হাত বাড়িয়ে দিলে তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে পুত্র সৌগত ওরফে বাপ্পা প্রয়াত হয়। পুত্রহারা হলেও তিনি শোকে ভেঙ্গে পড়েন নি। পুত্রের স্মৃতিতে রাজ্যের একমাত্র শিশুকিশোর গ্রন্থাগার সৌগত স্মৃতি শিশু কিশোর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার নেতৃত্ব দেন। ২০০৫ সালে তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত জানার পরও গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, পরিষদের সম্মেলনে যোগদান করেছেন, বিভিন্ন সভা, কনফারেন্সে যোগদান করেছেন, পরিষদের বিভিন্ন কাজকর্ম করায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বি.এল.এ-র কাউন্সিল সদস্য ছিলেন। তিনি বর্তমান বি.এল.এ-র সকলের কাছেই ছিলেন friend, philosopher and guide। মনে আছে সম্ভবতঃ বছর দুয়েক আগে বি.এল.এ-র সার্টিফিকেট কোর্সের ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে কোন কারণে হঠাৎ প্রশ্নপত্র মডারেশন-এর কাজে সমস্যা সৃষ্টি হয়। সে সময় তিনি চোখে ভাল দেখতে পান না, কিন্তু কথা বলতে পারেন। মাঝে মাঝেই কেমোথেরাপি চলছে। তৎকালীন ট্রেনিং কমিটির ডিরেক্টর গৌতম গোস্বামীর কাছে এই সমস্যা শুনে এবং সবার অনুরোধে নিজেই সেই সমস্যার সমাধান করেন। জেনেছি তিনি কানে শুনেছেন, মুখে মুখে বলে মডারেশনের কাজ করেছেন। ডিরেক্টর প্রয়োজনমত সেইসব পরিবর্তনগুলো করে লিখে নিয়েছেন। এটা না হলে সে বছর প্রশ্নপত্র মডারেশনের কাজ বিঘ্নিত হত। পরীক্ষাও ঠিক সময়ে শুরু করা সম্ভব হোত না।

প্রচার না থাকায় তাঁর কর্মধারা ও মানসিকতা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু জানতেন না, অনেক সময় ভুল বুঝতেন। একটা ঘটনার কথা হয়ত কেউ কেউ জানেন, কিন্তু অনেকেই জানেন না। ঘটনাটা হঠাৎ জেনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নীচু হয়ে গেছে। ক্যান্সার আক্রান্ত হবার পর পিজিতে যখন তাঁর কেমোথেরাপি চলছে, একদিন তাঁকে দেখতে গেছি। অনেক কথা বললেন, তখন আমি গ্রন্থাগার পত্রিকার সঙ্গে কিছুটা জড়িত। তাই পত্রিকার মান উন্নতির জন্য কি করা প্রয়োজন, কি ধরনের লেখা প্রকাশ করা প্রয়োজন, কাকে কাকে লেখার জন্য বলতে হবে, ওনার নিজের কি বিষয়ের ওপর লেখার ইচ্ছে আছে, ওঁর স্ত্রী তাঁকে গ্রন্থাগার পত্রিকা নিয়মিত পড়ে শোনান, নিজে পড়তে পারেন না—এসব অনেক কথা বললেন। ওনাকে দেখে নীচে নামার পর কেন জানি না মনে কষ্ট হল। নীচে অরুণ ছিল। ওকে বললাম—ওঁর চিকিৎসার ব্যয় আমরা সকলে মিলে যাতে কিছুটা লাঘব করতে পারি

সেজন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া যায় না? সামান্য হলেও আমি অংশ নিতে আগ্রহী জানাতে অরুণ বা সোনালি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম. অরুণ বলল — "এ ব্যাপারে আমাদের অনেকেই ভেবেছেন ও ভাবছেন। প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই চাওয়া হবে। কিন্তু উনি তো টাকা নেবেন না। পার্টির রাজ্য সম্পাদক জানিয়েছেন পার্টির তরফে তাঁর চিকিৎসার জন্য কিছু অর্থ দিতে চান। কিন্তু উনি নিতে চান নি। এমন কি সম্পাদক নিজে ঐ অর্থ তাঁকে দিতে গেলে উনি বলেছেন—'তাঁর থেকে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল অনেক কমরেড আছেন যাঁরা অসুস্থ—তাঁদের যেন ঐ অর্থ সাহায্য হিসেবে দেওয়া হয়।' নিয়মনিষ্ঠ পার্টি সদস্যরূপে পার্টির নির্দেশ মেনে সম্পাদকের হাত থেকে ঐ টাকা নিয়েছেন। আবার দরিদ্র কমরেডদের সাহায্যের জন্য সম্পাদককে স্বেচ্ছায় ঐ টাকা কেরৎ দিয়ে দিয়েছেন।" ঘটনাটা থেকে তাঁর উদার মনোভাব, মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি সিপিএম পার্টির একনিষ্ঠ সদস্য হলেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সব দলের সকলকে নিয়ে চলার একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল। তিনি গ্রন্থপ্রেমী ছিলেন। "বই পড়ুন, বই পড়ান, বই উপহার দিন"—এই স্লোগানের প্রবক্তা ছিলেন তিনি।

যে কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁর একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল, এটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি। এও দেখেছি তিনি যেকোন সমস্যার একদম ভেতরে ঢুকতেন এবং সমস্যা সমাধানের ধাপগুলো ঠিক করে নিয়ে সমাধানের সূত্র বের করতে পারতেন। তাই বি.এল.এ-র যে কোন ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি অপরিহার্য ছিল।

পরিষদের প্রত্যেক বার্ষিক সম্মেলনে তিনি যেতেন তো বটেই — সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। কল্যাণী, কার্শিয়ং, মালদহ, মেদিনীপুর, কুচবিহার, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বেশ কয়েকটা সম্মেলনের বহু সুখস্মৃতি এখনও মনকে নাড়া দেয়। ৬০/৭০ জনকে পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে বি.এল.এ থেকে একসঙ্গে অনেকে মিলে যাওয়া হত। পরিবহনে টাকা জমা দিলেই হোল। তখন সম্মেলনে যাওয়ার সময় কোনো কোনো বছর ট্রেনের একটা পুরো কম্পার্টমেন্টেই থাকত বি.এল.এ-র সদস্য সদস্যারা। সম্মেলনের ব্যাপারে সদস্যদের ব্যয়ও খুব একটা বেশী হত না। খাওয়া দাওয়াও ছিল বেশ ঘরোয়া এবং ভালই। অনেকেই হয়ত জানেন না প্রবীরবাবু খুব ভোজনরসিক ছিলেন। তিনি সব কিছুই খেতে ভালবাসতেন। খাওয়ার পদের ব্যাপারে কোন বাছবিচার ছিল না। সাধারণতঃ তখনকার সম্মেলনের মেনু হত একটু সাবেকি ধরনের — ভাত, ডাল, বেগুনভাজা বা বেগুনি, ছ্যাঁচড়া বা লাবড়া, একটা নিরামিষ তরকারী বা পরিবর্তে মাছের কোল এবং চাটনি। ব্যস্। কখনও সখনও মাছের বদলে ডিম বা মাংস। একবার সম্মেলনে আলোচনা শেষ হতে বেশ দেরী হয়ে গেছে। সবাই খুব ক্ষুধার্ত। দূর থেকে দেখি স্লোগান দিতে দিতে তিনি ঢুকছেন — সঙ্গে সৌরীনদা, মঙ্গলদা ও অন্যান্য সঙ্গীরা। স্লোগান হচ্ছে—"খাবো খাবো, আরও খাবো, — ভাত খাব, ডাল খাবো, মাছ খাবো, মাংস খাবো, ছ্যাঁচড়া হলে তাও খাবো, দই খাবো, সন্দেশ খাবো। খাবো খাবো, আরও খাবো"। সকলেই জানত এর মধ্যে অনেক কিছুই সেদিনকার মেনুতে নেই। ডাল, ভাত, ছ্যাঁচড়া আর এক পিস মাছ দিয়েই তৃপ্তির সঙ্গে, সকলের সঙ্গে তিনিও হৈ হৈ করতে করতে খেয়ে নিতেন। ছ্যাঁচড়া আর ডাল দিয়েই হয়ত অর্ধেকের বেশি ভাত খাওয়া হয়ে গেল তাঁর। অনেকে জানতেন মঙ্গলদা রসোগোল্লা খেতে এবং সকলকে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। রসোগোল্লা মেনুতে নেই। এই নিয়ে মঙ্গলদার সঙ্গে খুনসুটিও করতেন। এগুলো সকলেই বেশ উপভোগ করতেন। আমরা ছোটরাও বেশ মজা পেতাম।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত দুটো রচনা পড়ার জন্য সবসময় বলতেন। এমনকি প্রায় বছর দুয়েক আগে পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের সমাবর্তন

উৎসবে তিনি যে দীক্ষান্ত ভাষণ দেন তাতেও ঐ দুটি রচনার উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত ঐ দুটি রচনা হল— (১) লাইব্রেরি ও (২) লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য। অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল তাঁর। ঐ দুটো রচনার বহু পংক্তি অনেক বক্তৃতায় হুবহু আবৃত্তি করতে শুনেছি।

পরিষদ যেমন ছিল তাঁর প্রাণের প্রিয় প্রতিষ্ঠান, সেইরকম পরিষদের মুখপত্র "গ্রন্থাগার" পত্রিকারও তিনি ছিলেন সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক। বিগত ৫ বছর গ্রন্থাগার পত্রিকার দায়িত্বে থেকে দেখেছি যতদিন চোখে দেখতে তাঁর অসুবিধে ছিল না, ততদিন তিনি নিজে গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়তেন। আগেই বলেছি যখন চোখে দেখতে অসুবিধে হত তখনও স্ত্রী অমিতাদিকে বলতেন পড়ে শোনাতে এবং তিনি শুনে সব কিছু জেনে নিতেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পরও কাউকে দিয়ে পড়িয়ে সবকিছু জেনে নিতে চাইতেন। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিজেকে নিয়ে ভাবা যেন একটু ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে মনে হয়! মনে আছে, এক সময় বি.এল.এ-র আর্থিক অনটনের জন্য গ্রন্থাগার পত্রিকা বন্ধ করে দেবার জন্য বা বছরে দুটি বা তিনটি বা চারটি সংখ্যা প্রকাশ করার প্রস্তাব কর্মসমিতিতে এসেছিল। তিনি ভীষণভাবে ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। বলেছেন— "এই পত্রিকার মাধ্যমেই একমাত্র পরিষদের জেলা শাখা ও অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সংযোগ রাখা সম্ভব হয়। তাই ১৬/২০ বা কম পৃষ্ঠার হলেও গ্রন্থাগার সংবাদ ও পরিষদ সংবাদ সহ নিয়মিত মাসিক পত্রিকা রূপেই যেন গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশিত হয়।" তিনি চাইতেন এই পত্রিকার মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের নবীন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী ও সাথীরা যেন পুরোনো দিনের বিশিষ্ট গ্রন্থাগার, অতীতের বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব বা সাথীদের সম্বন্ধে জানতে পারেন। এজন্য দেশের একশ বছরের পুরোনো গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে রচনা লেখার জন্য অনেককে বলেওছেন। সুদূর হায়দ্রাবাদ নিবাসী পরিষদের অন্যতম প্রবীণ সদস্য, ওনার একসময়ের বি.এল.এ-র ঘনিষ্ঠ সাথী, অরুণকান্তি দাশগুপ্তকে পত্রিকায় লেখার কথাও বলেছিলেন। গত কয়েক বছরের গ্রন্থাগার পত্রিকা দেখলে দেখা যাবে তাঁর প্রস্তাব অনেকটাই গৃহীত হয়েছিল। গ্রন্থাগার পত্রিকার অস্তিত্বের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে পরিষদের সদস্যাসদস্যারাও সব রকমের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন — গ্রন্থাগার তহবিলে দানও করেছেন। মনে আছে, একবার রাজ্য সরকারের একটা অর্ডারের উপর গ্রন্থাগার পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা স্থির হয়। সম্পাদকীয় লেখার পর উপস্থিত কয়েকজনকে দেখানো হয়। ঐ সম্পাদকীয় প্রকাশের পর প্রতিবাদ পত্র আসে। সদস্যদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির বাতাবরণ তৈরি হয়। ঐ সমস্যার সমাধানও তিনি করেন এবং প্রতিবাদপত্র সহ পরিষদের বক্তব্যও সুস্পষ্ট করে প্রকাশিত হয়। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি! অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটে।

২০০৫ সালের অক্টোবর নভেম্বর — নতুন সাংবিধানের আদলে IASLIC-এর নির্বাচন হচ্ছে। Election Officer-এর পদাধিকার বলে আমার নেওয়া কয়েকটা সিদ্ধান্ত IASLIC-এর অনেকে মানতে পারছেন না। যদিও IASLIC-এর সেক্রেটারী দীপক নাগ আমার নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো পুরোপুরি সমর্থন করেছেন এবং সহযোগিতাও করছেন যথেষ্ট। আমার Adviser অরুণ রায় কলকাতার বাইরে, রামকৃষ্ণবাবুর কাছে IASLIC-এর Election- এর Convention, Rules ইত্যাদি জানতে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে referral service! বললেন "আমি আইন কানুন অত বুঝি না বাপু, — তুমি প্রবীরদার কাছে যাও।" আমি বললাম "উনি অসুস্থ- এসব ব্যাপারে ওনাকে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে?" উনি বললেন—"সকলেই যাচ্ছে- ফোন করে appointment করে নাও। মনেহয় তোমাকে meet করবেন।" যথারীতি ফোন করলাম, পরের দিনই যেতে বললেন। একাই গেলাম। সব শুনলেন। দেখলাম উনি সবই জানেন। IASLIC সম্পাদক ও বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য ওনার

জানা। শুধু আমার বক্তব্য শোনাটা বাকী ছিল। সব শুনে আমি যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সব সমর্থন করলেন। কিছু টিপস্-ও দিলেন, যেগুলো IASLIC-এর Election-এর ব্যাপারে করতে হবে। মনটা হালকা হয়ে গেল—confidence ও বেড়ে গেল। সেদিন থেকে আড়ালে লোকে গালাগাল দিলেও গায়ে মাখলাম না। ওনার tips গুলো যথাসময়ে apply ও করলাম। সব কিছু সুষ্ঠুভাবে শেষ হোল। এই হচ্ছে প্রবীর রায়চৌধুরী! crisis management master! যে কোন সমস্যাতেই মুস্কিল আসান।

BLA ও IASLIC-এর সদস্যদের মধ্যে কয়েকজনের কিছু code নাম বা nick name আছে। যেমন MIND, captain, পন্ডিত মশাই, গোঁসাই, মামা, বড়দা, রামবাবু, পিন্টুবাবু, MPS, BPM, KPM প্রভৃতি। এইসব নামের কাছে এদের পোশাকি নাম বা আসল নামও অনেক সময় ধামাচাপা পড়ে যায়। প্রবীরদা কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের এই nick নামগুলো জানতেন। মাঝে মাঝে বা প্রায়ই ঐ নামে ডাকতেনও তাঁদের। বি.এল.এ-র 'মামা' তিন জেনারেশনের মামা। তিনি প্রবীরদার 'মামা'। প্রবীরদার ছাত্র আমার 'মামা', আবার আমার ছাত্রী, বর্তমানে বি.এল.এ.-র শিক্ষিকা, গৌরীরও 'মামা'। জানি না তিনি এখন গৌরীর ছাত্রছাত্রীদেরও 'মামা' কিনা। এহেন সর্বজনপ্রিয় মামার প্রতি প্রবীরদার একটা soft corner ছিল। গ্রন্থাগার পত্রিকার দুর্যোগের দিনে তিনি ঐ পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দেবার জন্য মামাকে অনুরোধ করেন। মামাও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে বলেন—"বিজ্ঞাপন বছরে ১২টা দিমু-কনসেশন বেশি দিতে হইব।' বেশি কনশেশন মঞ্জুর হয়ে যায়। সেই বিজ্ঞাপন এখনও চলছে। যেদিন IASLIC-এর Election-এর সমস্যা নিয়ে ওনার কাছে গিয়েছি, সেদিন ওনার মুখে 'MIND' শুনে একটু চমকে গিয়েছিলাম। IASLIC-এর সেক্রেটারী যে আমার দেখভালের জন্য MIND কে আমার সঙ্গে ফিট করে দিয়েছেন, এই information-ও ওনার কাছে পৌঁছেছে—কি দুর্দান্ত information net work ছিল তাঁর!

দেখেছি পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষণ সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। রাজ্যের গ্রন্থাগারকর্মীরা যাতে বৃত্তিকুশলী হন এবং সেজন্য যাতে তাঁদের বেশী খরচ করতে না হয় সে ব্যাপারে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিতেন। মনে আছে দুএক বছর আগে পরিষদের কর্মসমিতিতে গ্রন্থাগার শিক্ষণ ও কম্পিউটার শিক্ষণের ব্যাপারে কোর্স ফি একলাফে অনেকটা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব আসে। বিভিন্ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই কোর্স-ফি বৃদ্ধির প্রয়োজন বলে প্রস্তাব আনা হয়। তিনি শুরু থেকেই কোর্স ফি বাড়ানের এই প্রস্তাবের কঠোর বিরোধিতা করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল সাধারণ মানুষ ও গ্রন্থাগার কর্মীরা ঐ অতিরিক্ত ব্যয় করতে পারবেন না। সেদিনের সভায় রামকৃষ্ণ বাবু যুক্তি দিয়ে ঐ কোর্স ফি বৃদ্ধির সপক্ষে বলে যাচ্ছেন। আর প্রবীরদাও বিরোধিতা করছেন। সেদিন প্রবীরদা এত রেগে গেছেন যে একাই এ ব্যাপারে নোট অফ ডিসসেন্ট (note of dissent) দিতে চান। গুরুগম্ভীর পরিস্থিতি! — পরে হঠাৎ নাম মাত্র বৃদ্ধির একটা প্রস্তাব কে একজন করেন। প্রবীরদাকে বোঝানো হয়। ঐ নামমাত্র কোর্স ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীতও হয়। সভা শেষে আবার হৈ হল্লোর।

আমি জানি তাঁর মনের একটা ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেছে। তিনি মাঝে মাঝেই বলতেন, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে নেপথ্যে অনেকের অবদান আছে—যেটা অনেকেই জানেন না, কোনদিনও জানতে পারবেন না। এ সম্বন্ধে গ্রন্থাগার পত্রিকায় তাঁর নিজের লেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কেমোথেরাপির পর ক্রমশঃ চোখের দৃষ্টি চলে যাওয়ায় সেটা আর লিখে যেতে পারেন নি। আমি গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশনার দায়িত্বে থাকায় হয়ত আমাকে বলেছিলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তিনি মুখে বলে যাবেন আমি বা আমরা cassette করে নেব বা হাতে লিখে নেব। কিন্তু তাঁর কানার রোগের মাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় সেটা সম্ভব হয় নি। এ ব্যাপারে কয়েকজনের নাম প্রায়ই বলতেন—যেমন সিপিএম পার্টির সরোজ মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৭ সালে নির্বাচিত

বামফ্রন্টের কয়েকজন বিধায়ক, প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু প্রমুখ। আমার মনে হয় তাঁর ঘনিষ্ট অনেকের কাছেই হয়ত এই ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে যাঁরা জানেন তাঁরা কোনদিন এ ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করলে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৭৯ বিধিবদ্ধ হওয়ার সঠিক ও সার্বিক ইতিহাস জানা সম্ভব হবে।

অনেকেই জানেন, ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার আগে ১৯৭৭ সালে রাজ্যে নির্বাচনের আগে বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহারে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার প্রতিশ্রুতির বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাপারে প্রবীর রায়চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এটা কিন্তু খুব একটা প্রচারিত নয়। প্রবীরদা প্রায়ই বলতেন কোন দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ! হয়ত নেই — জানি না; তবে জানা প্রয়োজন।

তাঁর জীবনাবসানের পর আরেকটা প্রস্তাব অবশ্য এসেছে। সেটা হচ্ছে তাঁর রচিত বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ সংগ্রহ করে একটি প্রকাশনা বের করা। তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ নানান পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে - যেমন গ্রন্থাগার পত্রিকা, IASLIC Bulletin, RRRLF-এর সংকলন বা পত্রিকা, BLA, IASLIC ও WBPLEA, NLEA প্রমুখ বিভিন্ন সংগঠনের Conference, Seminar, Workshop বা Convention-এর volume, গ্রন্থমেলা, বিদ্যাসাগর মেলা, জেলা বই মেলার স্মরণিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পত্রিকা বা পুনর্মিলনী স্মরণিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা বা অন্য কোন পত্রিকা, গণশক্তি ও স্বাধীনতা পত্রিকা, দৈনিক সংবাদপত্রে, নন্দন, দেশহিতৈষী, একসাথে, মার্কসবাদী পথ, পশ্চিমবঙ্গ, West Bengal, শিক্ষাদর্পণ প্রভৃতি পত্রিকা, WB Public Libraries Act বিধিবদ্ধ হওয়ার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগারে তাঁর বক্তব্য, পরিষদের কৃষ্ণনগর সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ, পরিষদের সমাবর্তন উৎসবে তাঁর দীক্ষান্ত ভাষণ প্রভৃতি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ছড়িয়ে থাকা প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করে, একত্রিত করে একটি মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশনা করার এই প্রস্তাব আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। এটা কার্যকরী করার জন্য বি.এল.এ-র কর্মসচিব সহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে অনুরোধও জানাচ্ছি। দেখেছি বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে খুবই পড়াশুনা করতেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলোতে মনন ও চিন্তনের ছাপ দেখেছি। তিনি বাংলা ও ইংরাজী দুটো ভাষাতেই সমান দক্ষতার সঙ্গে লিখতে পারতেন। তাঁর লেখনীর জোরও ছিলো বেশ। এটা কিন্তু বর্তমানে খুবই দুর্লভ।

প্রবীরদাকে রাগতে বিশেষ দেখি নি। তবে কাজে গাফিলতি দেখলে বা আর্থিক দিক থেকে দুর্বল সাধারণ মানুষের আর্থিক বোঝা বাড়ানোর প্রস্তাবে খুব রেগে যেতেন এটা দেখেছি। শুনেছি বৈষ্ণব ধর্মের মূল দর্শনটা দুটি পংক্তির মাধ্যমে বলা যায়।

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব (বা তরোরপি) সহিষ্ণুনা,
অমানীনা মান দেন, কীর্তনীয় সদা হরিঃ।"

অর্থাৎ তৃণের থেকে বেশী নীচু হওয়া, তরু বা গাছের থেকে বেশী সহিষ্ণু হওয়া, মাননীয় নয় এমন ব্যক্তিকেও সম্মান দেওয়া ও সবসময় হরির কীর্তন করা—এই হল আদর্শ বৈষ্ণবের গুণাবলী। গোদা বাংলায় আদর্শ বৈষ্ণব হতে গেলে বিনয়ী হতে হবে, সব ব্যাপারে সহিষ্ণু হতে হবে, অসহিষ্ণু হলে চলবে না, সকলকে সম্মান করতে হবে আর নিত্য শ্রীহরির ভজনা করতে হবে। পাঠক পাঠিকারা হয়ত ভাবছেন, বাব্বা, লেখক বৈষ্ণব শাস্ত্রে কি পন্ডিত। মোটেই নয় — BLA র ঐতিহাসিক আড্ডার একটা Collection —প্রবীরদা, ফণীদা, সৌরীনদাদের মুখে শোনা dialogue এর একটা একটু chance পেয়ে ছেড়ে দিলাম। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো আর কি! "কীর্তনীয় সদা হরিঃ"

বাদ দিলে — প্রবীরদা বাকী সব গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিনম্রী। বিপদ-আপদ-দুর্যোগের সময় অসহিষ্ণু হতেন না। ছোটবড় সকলকে সম্মান দিতেন-গুণের সমাদর করতেন।

সম পেশার কারুর প্রশংসা শুনলে সাধারণ মানুষের ঈর্ষা হয়। প্রবীরদা সাধারণ মানুষ থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন। গ্রন্থাগারিকদের প্রশংসা শুনলে গর্বে বুক ফুলে উঠত তাঁর। একদিন বি.এল.এতে তাঁর নিজ মুখে শোনা একটা ঘটনার কথা না বলে পারছি না। সেদিন প্রবীরদা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে গিয়েছিলেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একজন প্রাক্তনীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। তিনি বিদেশে থাকেন এবং ইনজিনিয়ারিং-এর কোন বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। সম্প্রতি দেশে এসেছেন। প্রবীরদা Library Science -এর অধ্যাপক ছিলেন শুনে সেই ভদ্রলোক ওনাকে জিজ্ঞেস করছেন প্রবীরদা Commercial Library র লাইব্রেরিয়ান ফণিভূষণ রায়কে চেনেন কিনা। প্রবীরদা তাঁকে জানান তিনি ফণিভূষণ রায়কে চেনেন এবং কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেন "কেন বলুন তো"? অর্থাৎ তিনি কেন তাঁর খোঁজ করছেন। তখন সেই ভদ্রলোক বলেন—"দেখুন আমি ইউরোপ, আমেরিকা সহ পৃথিবীর বহু Library তে গেছি, বহু Librarian দের দেখেছি। কিন্তু এ দেশের Librarian ফণিভূষণ রায়-এর কাছ থেকে যে উপকার পেয়েছি-যে Personal Service পেয়েছি তা কোথাও অন্য কারুর কাছে পাই নি। সুযোগ পেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কৃতজ্ঞতা জানাতাম।" পরিচিত ও সহকর্মী গ্রন্থাগারিকের প্রশংসা শুনে প্রবীরদা সেদিন গর্বিত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন ফণিদার জীবনাবসান ঘটেছে। গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক মর্যাদার জন্য যে প্রবীরদা চিরকাল লড়াই করে গেছেন, তিনি যে গ্রন্থাগারিকের প্রশংসায় গর্বিত হবেন এতো জানা কথা!!

প্রবীরদা কে খাঁটি বাঙালী dress ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া অন্য কোন dress এ দেখি নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় তাঁর বক্তব্য শুনে আমার মনে হয়েছে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা একটু স্বতন্ত্র কিন্তু খুব স্বচ্ছ ছিল। তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবার স্বপ্ন দেখতেন। পরিষদের নেতৃত্বে, ভ্রাতৃপ্রতিম বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যৌথ ভাবে, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম ও রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথী করানোর স্বপ্ন দেখতেন তিনি। তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য সবসময় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সাক্ষরতা আন্দোলন, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ও সুস্থ সংস্কৃতির স্বপক্ষে আন্দোলন, বিজ্ঞানমনস্কতা ও মূল্যবোধের স্বপক্ষে আন্দোলনকে যুক্ত করার জন্য জোরালো বক্তব্য রাখতেন। মানবিক গুণ সম্পন্ন, সব দিক থেকে একজন সম্পূর্ণ মানুষ ছাড়া এই স্বপ্ন দেখা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রবীর দা ছিলেন এই ধরনের একজন সম্পূর্ণ মানুষ।

আমরা জানি, এ পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই তাঁর কাজের মধ্যেই বেঁচে থাকেন। প্রত্যেকেই তাঁর বিশেষ গুণাবলী, বিশেষ ব্যবহারের জন্য অন্যদের স্মৃতিতে দীর্ঘদিন বা চিরদিন থেকে যান। কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা—বটবৃক্ষের মত বিশাল—বিস্তৃত—রোদ, জল, ঝড়, বিপদ আপদে সকলকে আশ্রয় দেন; কিংবা সমুদ্রের মত অসীম—দুকূল দেখা যায় না বা বোঝা যায় না, সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে যান; কিংবা হিমালয়ের মত সুউচ্চ — সাধারণভাবে সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এঁরা একাই একটা প্রতিষ্ঠানের মত। প্রবীরদা ছিলেন এই ধরনের একজন মানুষ। এই রকম মানুষের প্রয়াণে অন্যরা যে অসহায় বোধ করবেন এটাই স্বাভাবিক। তাঁর কথা উঠলেই তাই এখন মনে হয়—যা হারালাম তাতো অপূরণীয় — তবু স্মৃতিটুকু থাক!

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরিষদে গ্রন্থাগার বিল সম্পর্কে আলোচনা সভা—১৯৬৬

গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ ধর্মতলা লেনে পরিষদের কার্যালয়ে গ্রন্থাগার বিল সম্পর্কে এক আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রমীলচন্দ্র বসু।

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, মডেল লাইব্রেরি বিল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চালু করা সম্ভব নয় বলেই সম্প্রতি সরকারী মহলে রাজ্য ভিত্তিতে লাইব্রেরি বিল পাশ করবার কথা উঠেছে। পরিষদের পক্ষ থেকে এ সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত আসা প্রয়োজন বলে এই আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রমীলচন্দ্র বসু ১৯৩৩ সাল থেকে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার আইন পাশ করবার যে প্রচেষ্টা চলেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বর্তমান আলোচনার বিষয়কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করেন :

১। বিনা চাঁদার গ্রন্থাগারের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা

২। প্রস্তাবিত বিলে প্রশাসনিক কাঠামোর রূপ কি হবে

৩। অর্থের সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যাবে এবং

৪। যে সব জনপরিচালিত গ্রন্থাগার এখন চালু আছে তাদের সুসংবদ্ধ করার প্রশ্ন।

এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর প্রশ্নোত্তর শুরু হয়।

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়—নবদ্বীপের গ্রন্থাগার সম্মেলনে ডঃ রঙ্গনাথনের যে খসড়া বিলটির আলোচনা হয় তা বিবেচনা করা হবে কি?

জবাবে প্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, নবদ্বীপের খসড়া প্রস্তাবের উপর আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু ঐ বিলই যে উত্থাপন করতে হবে এমন কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

জগমোহন মুখোপাধ্যায়—আলোচনার ক্ষেত্রে শুধু পাবলিক লাইব্রেরিতেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে কিনা?

—পাবলিক লাইব্রেরির উপরই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার — (১) বিল পাশ করা উচিত কিনা? (২) কারা কারা পরিচালনা করবেন (৩) সেস-এর ব্যবস্থা থাকবে কিনা?

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় — বিল পাশ না করে সরকার যদি কোন code এর সাহায্যে সমস্ত ব্যাপার পরিচালনা করেন তবে ভাল হয়। ইতিপূর্বে যেসব অঞ্চলে 'বিল' অ্যাক্ট এ পরিণত হয়েছে সেখানে অর্থ-সমস্যার সমাধান হয়নি। সরকার পুরোপুরি দায়িত্ব নিলে ক্রমবর্ধমান অর্থ সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয়।

ডঃ ওহদেদার—আইন থাকলে প্রয়োজনে আইনের মোহড়াই দেওয়া যায় কিন্তু না থাকলে সেটা সম্ভব হবে না। আইনের সাহায্যে অর্থ সমস্যারও সমাধান করা যেতে পারে। সুতরাং বিলের প্রয়োজনীয়তা আছে।

সি.ডি.সুব্বা রাও—আইন থাকা প্রয়োজন এই কারণে যে এর দ্বারা প্রত্যেক মানুষ গ্রন্থাগারের সাহায্য পেতে পারে, বিচ্ছিন্ন গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংবদ্ধ করা যেতে পারে এবং আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণ ও যৌথসূচীর সমস্যা সমাধান হতে পারে।

ফণিভূষণ রায় — বিজয়বাবু যে যুক্তি দেখিয়েছেন তাতে সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকেই একটা সিস্টেম-এর আওতায় আনা যায়। আইনের সাহায্যে গঠিত প্রশাসনিক কাঠামো ভালোভাবে কাজ করতে পারবে কিনা এভেবে আইন না চাওয়ার কোন যুক্তি নেই।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—অর্থের প্রশ্ন একটা বড় প্রশ্ন। স্ট্যাটিউটরি প্রভিশন না থাকলে সরকার ইচ্ছামত বাজেটে অর্থ বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারেন। আমরা স্ট্যাটিউটরি ল-র

সাহায্য পেলে সরকারের পক্ষে সেটা আর সম্ভব হবে না।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় — বিলের কথা না বলে আমরা প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা বলছি — এতে বিল পাশ হওয়া কি বিলম্বিত হবে না? লাইব্রেরী বিল আমরা চাই কারণ নানা দিক দিয়ে এতে আমাদের উপকারই হবে।

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় — আমরা এডুকেশনাল কোডের মতো একটা কোড-এর সাহায্যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারি। আইন করেও ইউরোপে কোন ভাল ফল পাওয়া যায়নি। ম্যাকলেভিন-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে — সরকার কর্তৃক সমস্ত লাইব্রেরির কেন্দ্রীয়করণ করা দরকার। আমাদের দেশেও আইনের পরিবর্তে এ রকম ব্যবস্থা গড়ে তুললে ভাল হয়। শিক্ষা বিভাগ এটা পরিচালনা করতে পারেন।

বাণী বসু - শিক্ষা বিভাগের উপর সব কিছু পরিচালনার ভার দেওয়া হলে কোড তৈরী করা কতখানি সম্ভব হবে তাতে সন্দেহ আছে।

ডঃ ওহদেদার — গ্রন্থাগারের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আইনের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে।

প্রমীলচন্দ্র বসু — প্রতিটি নাগরিকের লাইব্রেরি সার্ভিস পাবার অধিকার আছে এবং এই অধিকারের স্বীকৃতির জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে। অতএব আইনের প্রয়োজনীয়তা এ সভায় স্বীকৃত হল।

অতঃপর করের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এ সম্পর্কে আলোচনা হয়।

সুকুমারাও — সেস-এর প্রয়োজনীয়তা আছে এইজন্য যে সেস থাকলে সরকারের দেয় অংশ সবরকম পরিস্থিতিতেই সরকার দিতে বাধ্য হবেন। তবে এটা সহজে পরিবর্তনীয় ও প্রগতিশীল হওয়া চাই। রাজ্য সরকার এটা সংগ্রহ করার দায়িত্ব নিতে পারেন।

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় — সেস-এর কথায় আইন পাশ করার বাধা সৃষ্টি হতে পারে — পার ক্যাপিটা একটা সেস-এর কথা শুনে সাধারণ লোক ঘাবড়ে যাচ্ছেন। কংগ্রেস ও বিরোধী পক্ষ কেউই সেসসম্পর্কে সমর্থন করতে চাচ্ছেন না।

ফণিভূষণ রায় — যদি সেস-এর কথায় আইন পাশ করায় বাধার সৃষ্টি হয় তাহলে পার ক্যাপিটা একটা অর্থ আমরা দাবী করতে পারি। প্রয়োজন অনুসারে সেটাকে যাতে বাড়ানো যায় তার ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে।

ডঃ ওহদেদার — ফণিবাবু যে কথা বললেন এ বিষয়েও আপত্তি হতে পারে কারণ এটাও একটা পরোক্ষ কর।

পরবর্তী শনিবারে আরও আলোচনা হবে বলে স্থির হয়েছিল কিন্তু সে সময়ে গোপযোগের জন্য ঐ সভা আর হয়নি।

পরিষদের বিভিন্ন উপসমিতি গঠন ও উপসমিতির কর্মধারা

১৯৬৬ সালে পরিষদের বিভিন্ন উপসমিতির কর্মধারার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নীচে দেওয়া হল। এই উপসমিতিগুলি গঠিত হয় গত ১৭ এপ্রিল বার্ষিক সাধারণ সভা হয়ে যাবার পর প্রথম কাউন্সিল সভায়।

হিসাব ও অর্থ বিষয় সমিতি — সভাপতি অনাথবন্ধু দত্ত ও কর্মসচিব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটি নেওয়ায় তাঁর কাজ পূর্ণেন্দু প্রামানিক করবেন বলে স্থির হয়। পূর্ণেন্দু প্রামানিক ইতোপূর্বে পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। অনাথ বন্ধু দত্তের সভাপতিত্বে ৭ জুলাই সভা হয়। ৪ জন উপস্থিত ছিলেন। হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত হয়।

সংগঠন ও সংযোগ সমিতি — সভাপতি ফণিভূষণ রায় কর্মসচিব চঞ্চল কুমার সেন। এর সদস্য ১৪ জন; তাছাড়া সমস্ত কাউন্সিল সদস্য ও প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যদের প্রতিনিধি নিয়ে এই উপসমিতি গঠিত। ২৯ মে ফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে সভা হয়। জেলা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা, ক্যাম্প ট্রেনিং এর ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার আইন ও বিল সম্পর্কে প্রচার ও আলোচনা সভা করা হবে বলে স্থির হয়। ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ সমিতি — পরিষদের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় সমৃদ্ধ। এটি পরিষদের ছাত্র শিক্ষকরা তো ব্যবহার করেনই, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও ব্যবহার করেন। গত ১০ মের এক সভায় স্থির হয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানসম্মত সমস্ত ভারতীয় পত্র-পত্রিকা চাঁদা বা বিনিময়ে সংগ্রহ করা হবে

এবং অন্যান্য বিদেশী পত্রপত্রিকা যা বরাবর নেওয়া হয় তার চাঁদা পাঠানো হবে। গ্রন্থাগারের স্টক টেকিং এর কাজ শীঘ্রই করা হবে। কার্যকরী সমিতিকে গ্রন্থাগারের জন্য একজন সচেতন কর্মী নিয়োগের অনুরোধ জানান। বর্তমানে এই সমিতির সদস্যগণ নানাক্রমে গ্রন্থাগার চালাবেন। গ্রন্থাগারের জন্য একটি কার্ড ইনডেক্স ক্যাবিনেট ক্রয় করা হবে। সভায় ১১জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং আরো ৬ জনকে কোঅপ্ট করা হয়।

কারিগরী পঠন-পাঠনও সহায়ক সমিতি — সুনীল বিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে ১২ মে একটি সভা হয়। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় একটি প্রশ্নোত্তর বিভাগ খোলা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা, বর্গীকরণ সম্পর্কে বাংলায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিগত ১৫ বছরের প্রকাশিত বিষয়ের একটি ক্রমচরিত নির্ঘণ্ট (cumulative index) রচনা, এবং পরিষদের পরিচালনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি উচ্চতর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। সভায় ৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

বেতন ও পদমর্যাদা বিষয়ক সমিতি — অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ২৯ মে পরিষদ কার্যালয়ে উক্ত সভা হয়। আমন্ত্রিত সহ ২২ জন উপস্থিত ছিলেন। গ্রামীণ ও জেলা গ্রন্থাগার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার বিষয়টি আলোচিত হয়। সভায় কয়েকটি কর্মসূচীও গৃহীত হয়।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি — ২৯ জুন প্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে সমিতির সভা হয়। নিম্নলিখিত বিষয় স্থির হয় :

১। শ্রীমতী কমলা মজুমদার গ্রীষ্মকালীন শিক্ষণ বিভাগের শিক্ষিকা নিযুক্ত হবেন।

২। রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে ক্লাস চলবে।

৩। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

৪। আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে জগমোহন মুখোপাধ্যায় কয়েকটি বক্তৃতা দেবেন।

৫। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের রেফারেন্স বইগুলি দেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে অনুরোধ করা হবে।

৬। শিক্ষণ পরিচালনার জন্য সম্প্রতি স্থানাভাবে ঘটার উপযুক্ত স্থান সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন জানানো হবে।

সভার নির্দিষ্ট কার্যসূচীর পরে কারিগরী পঠন-পাঠন ও সহায়ক সমিতি প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত উচ্চতর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রস্তাবটি বিবেচিত হয়। অতঃপর পাঠ্য বিষয় ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে একটি খসড়া প্রণয়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সমিতি গঠিত হয় : সুনীল বিহারী ঘোষ (আহ্বায়ক), ফণিভূষণ রায়, প্রবীর রায়চৌধুরী এইচ এন আনন্দ রাম ও সি ভি সুব্বা রাও।

গ্রন্থাগার ও প্রকাশন সমিতি — ২৫ জুন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় গ্রন্থাগারে সমিতির এক সভা হয়। ৭ জন উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল ১ 'গ্রন্থাগার' সহ পরিষদের সমস্ত প্রকাশনাবলির ষাণ্মাসিক বিবরণী। ২ নতুন পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা ও বিবিধ

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমিতি — ২ জুলাই গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সমিতির সভা হয়। সভায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী পুনঃপ্রচারের সিদ্ধান্ত হয়। সভায় ৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রচার সমিতি — অরবিন্দ সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে ৯ জুলাই এক সভা হয়। ১১ জন উপস্থিত ছিলেন। কি উপায়ে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সার্থক প্রচারের ব্যবস্থা করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। সরকার ডকুমেন্টারী ফিল্মের মাধ্যমে এ কাজ যাতে করেন সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাছাড়া মাঝে মাঝে জনসভা, পোষ্টার নাটিকা, ফিল্মের সহায়তায় প্রচারের ব্যবস্থা করার কার্যক্রম গৃহীত হয়। সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশ, ও বেতার ভাষণের ব্যবস্থা করার চেষ্টা হবে বলে স্থির হয়।

বর্তমানেও এই ভাবেই পরিষদের অনেক কাজকর্ম সমিতিগুলির মাধ্যমে হয়ে থাকে।

এবারে একটি কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী দেখা যাক। ১লা মের (১৯৬৬) এই সভায় প্রথমে গত বার্ষিক সভার কার্যবিবরণী পঠিত হবার পর রামরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ঐ কার্যবিবরণীতে নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রস্তাব যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাব করা হয় এবং এটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ :—

"এই সভা মনে করে যে, যেমন নিম্ন/উচ্চ/উচ্চতর বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়গণের গুণানুসারে একই হারে বেতন প্রদত্ত হয় ঠিক সেইরূপ কলেজের সহ:গ্রন্থাগারিকদের ও স্পনসর্ড গ্রামীণ ও জেলা গ্রন্থাগার কর্মীগণের গুণানুসারে একই হারে বেতন যাহাতে প্রদত্ত হয় তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ বাঞ্ছনীয়।"

সভায় নবনির্বাচিত কর্মসচিব সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক উপস্থাপিত নিম্নলিখিত কর্মসূচী অনুমোদিত হয় :

জেলা সংগঠন —

ক) জেলা সম্মেলন : সাধ্যানুযায়ী বিভিন্ন জেলায় সম্মেলনের প্রচেষ্টা

খ) বিভিন্ন জেলায় পরিষদ প্রতিনিধিদের প্রেরণ ও পরিভ্রমণের ব্যবস্থা

গ) দুটি শিক্ষণ শিবির পরিচালনা

ঘ) জেলা গ্রন্থাগার পরিষদগুলিকে সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা

ঙ) বিভিন্ন সভা ও সম্মেলনের মাধ্যমে পরিষদের নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রচার :-

১) আগামী সাধারণ নির্বাচনের প্রার্থীদের গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধকরণের জন্য সচেষ্ট হতে অনুরোধ করা; বিভিন্ন দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে গ্রন্থাগার আইনের দাবী অন্তর্ভুক্ত করণের অনুরোধ করা।

২) সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবী জানানো (ঘারহাট্টা সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী)।

৩) পঠন-পাঠন বৃদ্ধি ও রুচির মানোন্নয়নের এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যে সাধ্যানুযায়ী যত্নবান হবার আহ্বান জানানো।

৪) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনবৃদ্ধির ব্যাপারটি সকলকে অবহিত করা, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সম্পর্কিত কার্যক্রম।

ক) দিল্লীতে ইউ জি সি'র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ।

খ) রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

গ) একটি সর্বস্তরের কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা সভা সম্মেলন ইত্যাদি

ক) গ্রন্থ উৎপাদন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশক ও মুদ্রক সমিতিদ্বয়কে নিয়ে একটি যুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন

খ) বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন

যুগ্ম কর্মসচিব বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উপস্থাপিত নিম্নলিখিত কার্যসূচী অনুমোদিত হয়।

বৃত্তিকুশল ও কর্মরত গ্রন্থাগারকর্মীদের এক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবিলম্বে M.Lib কোর্স খোলার জন্য অনুরোধ করা এবং বর্তমান Dip Lib শিক্ষণকে B.Lib Sc বলে অভিহিত করার অনুরোধ জানান।

গোবিন্দভূষণ ঘোষ বলেন বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সঠিক লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সেটা নির্ণয়ের জন্য 'গ্রন্থাগার'-এ এটা প্রকাশ করা সঙ্গত। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ফণিভূষণ রায় বলেন, বিভিন্ন উপসমিতির সচিব ও সভাপতিদের নিয়মিত মিলিত হয়ে এবং ঐসব সমিতির কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করে পরিষদের কর্মসচিবকে জানানো প্রয়োজন। গোপাল পাল বলেন, পরিষদের আজীবন সদস্য বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণে মৌনমিছিল

গত ২৩/৮/২০০৭ তারিখে পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণে কালনা মহকুমার গ্রন্থাগার কর্মীরা কালনা শহরে এক মৌন মিছিলের আয়োজন করেন। শোকমিছিল কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার থেকে শুরু হয়ে কালনা শহর পরিক্রমা করে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন বর্ধমান জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী শিবানন্দ পাল, মৃদুল মিত্র, হরনাথ ঘোষ, অমিতাভ চক্রবর্তী প্রমুখ।

গত ২২/৮/০৭ বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগারে প্রবীর রায়চৌধুরী স্মরণে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা নেতৃবৃন্দ হরনাথ ঘোষ ও জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক চন্দনলাল দেখান শ্রীরায়চৌধুরী-র স্মৃতিচারনা করেন। একই সঙ্গে কালনা মহকুমা গ্রন্থাগারে শোক পালন করে সমবেত মহকুমার গ্রন্থাগার কর্মীরা

পাত্রসায়ের সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরী

পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া

প্রবীর রায় চৌধুরী স্মরণে

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবাদ-প্রতীম পুরুষ প্রবীর রায়চৌধুরী গত ২২ আগষ্ট ০৭, তারিখে বাস্তব জগতের মায়া কাটিয়ে অমর ধামে যাত্রা করেছেন।

পাত্রসায়ের সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরীতে ২৪শে আগষ্ট ০৭ বিকেলে সদস্য ও পাঠকদের উপস্থিতিতে স্মরণ সভা করা হয়। তাঁর কর্ম্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন গ্রন্থাগারিক শ্রী সত্যনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

পাত্রসায়ের সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরীতে ২রা সেপ্টেম্বর ০৭ রবিবার পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ইন্দাস-পাত্রসায়ের জোনের একটি সভা করা হয়। সভার শুরুতে প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রতিকৃতিতে মালা দান করেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের কর্মী সমিতির মহকুমা সম্পাদক শ্রী মধুসূদন লাহা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা কমিটির সদস্য শ্রী অসীমকুমার পূজারী এবং গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী ওচাঁদ দাস। উপস্থিত সদস্যগণ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।

শ্রী মধুসূদন লাহা, শ্রী অসীমকুমার পূজারী, প্রবীর রায়চৌধুরীর কর্ম্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তাঁর স্মৃতি চারণ করেন।

প্রতিবেদক — সত্যনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার

কামারপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলী

শোক প্রস্তাব

গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, প্রবীণ কমিউনিষ্ট নেতা ও সংগঠক অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর জীবনাবসান হয়েছে ২২ শে আগষ্ট ২০০৭।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রয়াণে কিশোর প্রগতিসংঘ শহর গ্রন্থাগার পরিচালকমণ্ডলী ও গ্রন্থাগারের সকল সদস্য গভীরভাবে শোকাহত। এই মহান গ্রন্থাগারপ্রেমী ও কর্মবীর নেতার প্রতি রইল আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।

[গ্রন্থাগারের পরিচালকমন্ডলীর ৩১।৮।০৭ তারিখের সভায় গৃহীত শোক প্রস্তাব।]

বালসী ধ্রুব সংহতি
সরকার পোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও সেবায়তন
পো:-বালসী, জেলা-বাঁকুড়া
অধ্যাপক প্রবীর কুমার রায়চৌধুরীর স্মরণ সভা

২৩শে আগস্ট ২০০৭ বৃহস্পতিবার বালসী ধ্রুব সংহতি গ্রামীন গ্রন্থাগারে সদস্যগণের উপস্থিতিতে প্রয়াত অধ্যাপক প্রবীর কুমার রায়চৌধুরীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্মরণ সভায় গ্রন্থাগারিক শ্রী অসীমকুমার পূজারী অধ্যাপক রায়চৌধুরীর বিষয়ে আলোকপাত করেন। রাজ্য তথা সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবাদ প্রতীম ব্যক্তিত্ব, তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রয়াণে আমরা সকলে মর্মাহত। অধ্যাপক রায়চৌধুরী বিভিন্ন সময়ে আমাদের গ্রন্থাগারে আসেন এবং অভিভাবক হিসাবে অনেক পরামর্শ দান করেন। তাঁর কয়েকটি ফটো এবং পরিদর্শন বই এ তাঁর লেখনী আজ চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। গ্রন্থাগারের অন্যতম সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র পাল মহাশয় জানান বাংলা ১৩৬৮ সালের গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবিরে অধ্যাপক রায়চৌধুরী প্রধান হিসাবে পরিচালনা করেন। শিবিরটি দশ দিন ব্যাপী অনেক গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা দান করে।

অদ্য এই স্মরণ সভায় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাগণ এবং সভ্যসদস্য প্রয়াত রায়চৌধুরীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

প্রতিবেদক — শ্রীঅসীমকুমার পূজারী

শোক সংবাদ
কমলা নাগরাজ-এর জীবনাবসান

জাতীয় গ্রন্থাগারের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট কমলা গুহঠাকুরতা (বিবাহিত জীবনে কমলা নাগরাজ) বেশ কিছুদিন রোগভোগের পর গত ২৬ আগস্ট, ২০০৭ পরলোকগমন করেন। তিনি ১৯৩১ সালে বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ধীরেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা ছিলেন একজন বি. সি. এস. পাশ করা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং কলকাতার আইন কলেজে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের অন্যতম সহাধ্যায়ী। কমলা নাগরাজ কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ১৯৫১ সালে জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক বি. এস. কেশবনের উদ্যোগে যখন জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সের ক্লাস নেওয়া হতো, সেখানে ভর্তি হয়ে গ্রন্থাগারবিদ্যার সার্টিফিকেট কোর্স-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ওই বছরেই তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে এম.এন. নাগরাজ-এর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৮৭ সালে তিনি শারীরিক কারণে জাতীয় গ্রন্থাগারের কাজ থেকে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করেন। শ্রী ও শ্রীমতী নাগরাজ-এর এক পুত্র ও এক কন্যা। উভয়ের বৃত্তিমূলক উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে কমলা নাগরাজ-এর অবদান অসামান্য। তিনি পিছিয়ে পড়া সমাজের মেয়েদের শিক্ষাদানের বিষয়ে নানাভাবে সহায়তা করে গেছেন। তাঁর পরিবার তাঁর স্মৃতিতে কলকাতার চেতলা অঞ্চলে তাঁদের বাসস্থান-সংলগ্ন একটি প্রতিষ্ঠানে ওই সব মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেছেন।

শ্রীমতী কমলা নাগরাজের প্রয়াণে পরিষদ মর্মাহত। পরিষদ তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানাচ্ছে।

প্রতিবেদক —অরুণ ঘোষ

বিজ্ঞপ্তি

৪৯ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২০০৭

আগামী ১৪-১৬ই ডিসেম্বর ২০০৭ কলকাতার খিদিরপুর হেমচন্দ্র পাঠাগারে ৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে "বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা"। সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট হতে উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রতিবেদক — কৃষ্ণপদ মজুমদার (কর্মসচিব)

কোচবিহার পাবলিক লাইব্রেরি এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা

কোচবিহার পাবলিক লাইব্রেরী এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৯শে আগষ্ট ২০০৭ ইং তারিখে স্থানীয় জেলা পরিষদের অতিথি নিবাসে অনুষ্ঠিত হল। সভার শুরুতে দুলাল পাইন, দুলাল দাস ও প্রবীর পালকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী ও তপন রায় ও দেবাশিষ গুহমজুমদারকে নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন সংস্থার সম্পাদক মোহনলাল মন্ডল, প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ৭ জন প্রতিনিধি। সাধারণ সভার সাফল্য কামনা ও সংস্থার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অরুণকুমার শীল মহাশয়, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক চন্দন গুহ। সাধারণ সভায় জেলার বিভিন্ন মহকুমা ও ব্লক থেকে ১২৭ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা

চিচুড়িয়া রবীন্দ্র গ্রন্থাগারে ৬১ তম স্বাধীনতা দিবস পালন

গত ১৫ই আগস্ট ২০০৭, বুধবার চিচুড়িয়া রবীন্দ্র গ্রন্থাগারে অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর পরিবেশে ৬১তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। গ্রন্থাগারের পাঠক-সদস্য ছাড়াও স্থানীয় প্রাথমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ধারাবাহিক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের প্রায় দুই শতাধিক পড়ুয়াদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সকাল ৭-২০ মিনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। শহিদবেদীতে মাল্যদান, দেশাত্মবোধক সংগীত ও কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন, মহাত্মা গান্ধী রচনাবলী, নেতাজী রচনাবলী ও পন্ডিত নেহেরুর "ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া"-র অংশ বিশেষ পাঠ এবং স্থানীয় বিদগ্ধগণের বক্তৃতায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। গ্রন্থাগারের পাঠককে দেশাত্মবোধক গ্রন্থের প্রদর্শনী হয় ১৫-১৭ আগস্ট পর্যন্ত।

প্রতিবেদক — বাসুদেব পাল

With Best Compliments from :-

Gutenbergs

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

5B, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
২০০৬-২০০৮ সালের নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্যের তালিকা

সভাপতি

১। শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা

সহসভাপতি

২। শ্রী অনুপকুমার সরকার

৩। শ্রীমতী অনুশ্রী রায়

৪। ডঃ বরুণ কুমার মুখার্জী

৫। শ্রী বিমলচন্দ্র চ্যাটার্জী

৬। ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী

কর্মসচিব

৭। ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

যুগ্ম-কর্মসচিব

৮। শ্রী নির্মাল্য রায়

সহ কর্মসচিব

৯। শ্রীমতী বীথি বোস

কোষাধ্যক্ষ

১০। শ্রী পুলক কর

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

১১। শ্রী গৌতম গোস্বামী

কার্যকরী সমিতির অন্যান্য সদস্য

১২। শ্রী অরুণ রায়

১৩। শ্রী অশোক রায়

১৪। শ্রী অমিতাভ দাস

১৫। শ্রী উদয়ন ভট্টাচার্য্য

১৬। শ্রী গোপিকা প্রসাদ ঘোষ

১৭। শ্রী গৌরাঙ্গ কর্মকার

১৮। শ্রীমতী পাপড়ী সেনগুপ্ত

১৯। শ্রী প্রবীর দে

২০। শ্রীমতী বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায় (বোস)

২১। শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্য

২২। শ্রী অমিতাভ চ্যাটার্জী

২৩। শ্রী বিমল নারায়ণ গুহ

২৪। শ্রী বিশ্বরণ গুহ

২৫। শ্রী দেবব্রত বিশ্বাস

২৬। শ্রীমতী দিপীকা নিয়োগী

২৭। শ্রী ইন্দ্রজিৎ পান

২৮। শ্রী যতীন্দ্রনাথ শতপথী

২৯। শ্রী জয়দীপ চন্দ

৩০। শ্রী প্রবীর নাগ

৩১। শ্রী যতীন্দ্র চন্দ্র দাস

৩২। শ্রীমতী রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস)

৩৩। শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়

৩৪। শ্রী স্বপন ঘোষ

সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালা
জেলা — পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের জন্য ৬ দিন ব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০০৭ স্থানীয় জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়।

সারা জেলা থেকে মোট ৩০ জন গ্রন্থাগারিক উক্ত কর্মশালায় যোগদান করেন।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে প্রয়াত অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রারম্ভিক ভাষণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক শ্রী মিলন সরকার মহাশয় প্রশিক্ষণ শিবিরের কারণ বিশ্লেষন করেন। প্রধান অতিথি জিলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধক্ষ শ্রী তারাশঙ্কর বিশ্বাস মহাশয় সাধারণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের চিন্তা চেতনার মান উন্নতিকরণ ও গ্রন্থাগারের সহায় সম্বলের সঠিক ব্যবহারের জন্য প্রারম্ভিক ভাষে আহ্বান জানান ও কর্মশালার সাফল্য কামনা করেন।

কর্মশালার উদ্বোধক বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ দীপক সরকার মহাশয় তার উদ্বোধনী ভাষণে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শিক্ষিত মানুষকে পুনঃশিক্ষিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করেন। আবার গ্রন্থাগারিকদের তত্ত্বগত ও তথ্যগত জ্ঞান অর্জনের পর তার বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের জন্য আহ্বান জানান। অধ্যাপক সরকার গ্রন্থাগার সম্পদের সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে গ্রন্থাগারকে মানুষের জন্য মানুষের হাতিয়ার হিসাবে উপস্থাপন করার ও জনগনকে সমাজ সচেতন এবং সুষ্ঠু জ্ঞানে শিক্ষিত করার জন্য গ্রন্থাগারিকদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। আবার তিনি গ্রন্থাগারগুলির কিছু ত্রুটির দিক উল্লেখ করে গ্রন্থাগারিকদের কর্মসংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হতে বললেন। পাশাপাশি প্রশিক্ষন শিবিরের সাফল্য কামনা করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে অধ্যাপক রামকৃষ্ণ সাহা, অধ্যাপক দীপক সরকারের বক্তব্যের সাথে সহমত পোষণ করে যাতে সঠিক তথ্য সঠিক সময়ে সঠিক মানুষের হাতে তুলে দিতে পারেন তার জন্য আহ্বান জানান। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক শ্রী বিকাশ রায় মহাশয় গ্রন্থাগারিকদের সমাজ সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

পরিশেষে পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি ডঃ পীযুষ কান্তি জানা মহাশয় গ্রন্থাগারিকদের সমাজপোযোগী হয়ে ওঠার পাশাপাশি এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি মহোদয় ও সংস্থাগুলিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর ২০০৭ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জেলা গ্রন্থাগার সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্মশালার বিভিন্ন দিনে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিভিন্ন আলোচক আলোচনা করেন।

গ্রন্থাগার তথ্য পরিসেবা — রামকৃষ্ণ সাহা, গ্রন্থাগারে জনসংযোগ — উদয়ন ভট্টাচার্য, ব্যবহারিক বর্গীকরণ-গৌতম মাইতি, নবসাক্ষরদের জন্য গ্রন্থাগার পরিসেবা-প্রবীর দে, গ্রন্থাগারের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা-পুলক কর, গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান-ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী, ব্যবহারিক সূচীকরণ-স্মিতা শেঠ, গ্রন্থাগারে পুস্তক ও নথিপত্রের সংরক্ষণ-রুদ্রেশ্বর মিত্র, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের কর্মসূচী ও ভূমিকা- বিশ্বরঞ্জন গুহ, গ্রন্থাগার নথিপত্র-সন্তোষ দাস, গ্রন্থাগার আইন ও ম্যানেজমেন্ট রুলস-দেবব্রত মান্না, সামাজিক তথ্য পরিসেবা-পরীক্ষিৎ মন্ডল।

প্রতিবেদক — মিলন সরকার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
বীরভূম জেলা শাখা

১৯শে আগষ্ট, ২০০৭ সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন সভাকক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বীরভূম জেলা শাখার একাদশ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের পতাকা উত্তোলনের পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কাজ শুরু করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ডল মহাশয়। তিনি তাঁর ভাষণে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। কলেজ গ্রন্থাগার সহ অন্যান্য গ্রন্থাগার সমূহের আরও উন্নয়ন এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিসেবার ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী হবার জন্য তিনি সকলের নিকট আহ্বান জানান। এরপর সভার সাফল্য কামনা করে বক্তব্য পেশ করেন প. ব. সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বীরভূম জেলা শাখা এবং বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, বীরভূম জেলা শাখার পক্ষে যথাক্রমে শ্রী প্রণব দত্ত ও শ্রী তারকনাথ মুখার্জী। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিনিধি সভায় বাৎসরিক খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন পরিষদের জেলা সম্পাদক শ্রী তরুণ রায় মহাশয়। এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন জেলা কোষাধ্যক্ষ শ্রী প্রনব দত্ত। প্রতিবেদনের উপর মোট ১০ জন প্রতিনিধি গঠনমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্পাদকীয় জবাবী ভাষণের মধ্যে শ্রী তরুন রায় বলেন বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পরিষদের জেলা শাখা সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। জেলা শাখাকে আরো সক্রিয় করতে হলে সকলকে আরও আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং সকল প্রকার সাহায্য সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যে সুযোগ রয়েছে তার প্রকৃত সদ্ ব্যবহারের জন্য তিনি আহ্বান জানান। এরপর সভা থেকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য জেলা কমিটি নির্বাচন করা হয়। সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন শ্রী কাঞ্চন চ্যাটার্জী ও শ্রী তরুন রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার কাজ করেন শ্রী সুশান্ত রাহা। এই সভা আয়োজনের বিষয়ে সার্বিক সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেন বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী রবীন্দ্রনাথ দাস মহাশয়।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য :

সাইজ	:	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঙ্কন	:	৬"×৯.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	:	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	:	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) :

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (১/৪ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্ধ কোয়ার্টার (১/৮ পৃষ্ঠা)	২৫০ টাকা

• প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা • বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন। এজেন্সিকে কোন পত্রিকার কপি এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একক টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি সংখ্যা কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণসভা-মুর্শিদাবাদে

গত ১৯ শে সেপ্টেম্বর '০৭ বহরমপুর স্থিত সদনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও মুর্শিদাবাদ স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের উদ্যোগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সভাপতি মদন মণ্ডল। প্রয়াত নেতা প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মদন মণ্ডল সহ এল.এস.এর অন্যতম সদস্য ও এ.বি.টি.এ-র নেতা দুলাল দত্ত, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য সভাপতি রাধামাধব সরকার এবং জেলা সভাপতি তপন ঘোষ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক রত্নকান্ত বিশ্বাস, পরিষদের প্রবীণ নেতৃত্ব কণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যব্রত রায়, পঃ বঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি আশীষ সেন, শিক্ষা গণতন্ত্রীকরণ সংস্থার নেতা মৃনালকান্তি চক্রবর্তী, পঃবঃ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের নেতা প্রবীর মুখার্জী, বহরমপুর ফিল্ম সোসাইটির সম্পাদক আশীষ মৈত্র, গণনাট্য সংঘের কর্মী মৃৎসা মণ্ডল, মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শমীকবর্মন রায় সহ আরও অনেক গুনমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ।

মৃৎসা মণ্ডল ও প্রবীরমুখার্জীর যৌথ পরিবেশনায় উদ্বোধনী সংগীতের পর শোক প্রস্তাব পাঠ করেন মদন মণ্ডল। উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ প্রয়াত নেতা প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর অপূর্ণ কাজকে সম্পূর্ন করার জন্য তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরন করে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানোর শপথ নেন এবং তাঁর স্বজনহারানো পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি তাঁর প্রিয় শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর প্রদর্শিত আদর্শে অবিচল থাকার অঙ্গীকার করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মাথাভাঙায় ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথনের জন্মদিন পালন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কোচবিহার জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ১২ই আগষ্ট ২০০৭ তারিখে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথনের জন্মদিন পালন করা হয় মাথাভাঙা মহকুমার রেবতি রমণ সেবাসংঘ শহর গ্রন্থাগারে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকাল ১০টায় রঙ্গনাথনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। এরপরে স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সকল প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সমিতির মহকুমা সভাপতি ও সম্পাদক গ্রন্থাগারের পাঠক, পাঠিকা, গ্রন্থাগারকর্মী ও সাধারণ জনসাধারণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সার্থক রূপ লাভ করে।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা

GRANTHAGAR

Vol. 57 : No. 6 Editor : Goutam Gosvami September, 2007

ENGLISH ABSTRACTS

by Joydeep Chanda

Gratitude to late Prabir Roy Chowdhury (Editorial). p.151

Prabir Roy Chowdhury, a pioneer of the library movement in West Bengal, passed away on 22nd August 2007. He was born in Dacca district of undivided Bengal. He got the membership of Communist Party in 1950 and from 1964 till death he was an active member of Communist Party of India (Marxist). He became Secretary as well as President of BPSF. He joined as a student in the certificate course of library science in Bengal Library Association in 1956. Afterwards joined as a library staff in Jadavpur University library in 1957. In 1964 he joined as a part-time teacher in the Dept. of Library Science of Jadavpur University and after completing M. Lib. Sc. Degree successfully he became a full time teacher of this Dept. from 1966. He was also a teacher of the certificate course in library science for a long time in Bengal Library Association. During his life cycle, he hold various important positions of the Association such as President, Vice-president, General Secretary, Editor of Granthagar, etc. He was also actively associated with various other organization such as RRRLF, WBPLEA, IASLIC, Asiatic Society, etc. He organised the movement regarding the status of National Library. His role in WBPLEA was an adviser since its establishment (1964). He loved children and established childrens' Library "Saugata Smriti Childrens' Library after his only son's death. In 2006, he got the fellowship from RRRLF for his lifetime achivement in library movement. Let's come & organise to complete the work that Late Roychowdhury thought of.

Authority file : an outlook through cataloguing – by Sukanta Kumar Patra p.153

Library catalogue is a mirror which helps user to locate his/her desired document(s). Every library has certain individual characteristics and thus library catalogues should be prepared accordingly. In this article, the author delines the authority file and then explains in details with examples its various types. He has highlighted some importances of authority file and has explained the role of librarian for this purpose.

Library movement in Bengal and History of the Bengal Library Association – by Nirmalendu Mukhopadhyaya p.156

In this part of the serialized article, the author described some important events of library movement in West Bengal during 1966. These include IASLIC study circles in Burdwan and Jadavpur University, impose and withdrawal of banning by West Bengal Govt. on the publication "Itihaser Sri Chaitanya" written by Amulya Chandra Sen & Kiran Kr. Roy, new librarian of National Library Calcutta, farewell of Yadav

Muralidhar Mule by BLA and IASLIC etc.

Shere-e-Bangla Krishi Viswavidyalaya, Dacca–by Md. Enamul Haque and Bidhan Chandra Biswas p.158

For the improvement of agriculture as well as farmer, A. K. Fazlul Haque established 'The Bengal Agricultural Institute' in Dacca in 1938 which is presently known as Shere-e-Bangla Krishi Viswavidyalaya in 2001. In this article the authors described the past history of this University, like its teaching programme, infrastructure and lastly in details the library which includes collection, library hours, library committee, different sections such as administrative, collection, processing and readers' services. It will become No.1 Agricultural University after implementing the new proposals.

Obituaries p.161

1. **Sikha Dhar,** an ex-library staff of the Central Library, Jadavpur University passed away on 7th August 2007.

2. **Paresh Rakshit,** J.L.A. of Kabi Sukanta Pathagar, Burdwan passed away on 29th June 2007.

The Association expressed deep sympathy to both of their families.

Association news p.162-164

1. **One of the organizers of library movement as well as pioneer leader in this field, Prabir Roy Chowdhury passed away** on 22nd August 2007 in Kolkata at East-End Nursing Home. Many important personalities like Sri Jyoti Basu, Sri Biman Bose, Chief Minister Budhadeb Bhattacharya, Tapan Roy, Library Minister expressed their gratitude to late Roy Chowdhury. The news also highlighted a brief history of his life cycle. The Association expressed deep sympathy to him and the members of his family as well as his relatives.

2. **Bengal Library Association, Malda District Committee organized their 19th District Conference** on 15th July 2007. Reported by Sri Swapan Chakraborty.

3. **Organization of six-day workshop at Kalna Subdivision Library** for the librarians and **library staff members** working at **public libraries in Kalna Subdivision** between 20-25th August 2007. Reported by Sri Susanta Guin.

Library news p. 157, 165-166

1. **Organization of a procession in memory of late Prabir Roy Chowdhury** on 23rd August 2007 by **Kalna Subdivision Library and condolence meeting** on the same occasion on 22nd August 2007 in Burdwan District Library.

2. **Celebration of birth anniversary of poet Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam** by **Pallisri Pathagar, Howrah** on 3rd June 2007. Reported by Asok Kumar Das.

3. **Organization of 9th Annual Cultural Programme** on 10th June 2007 and 22nd Annual General Meeting as well as election of executive committee and office bearers on 8th July 2007 by **Brindaban Smriti Pathagar O Krishti Samsad.**

4. **Celebration of birth anniversary of poet Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam by Milani Pathagar O Club** on 28th May 2007. Reported by Sri Tamal De.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার শ্রেণী, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার শ্রেণী, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আসের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration
LicenceNo
n. N. 2674/57

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY
019/2007-09

GRANTHAGAR

Vol. 57 : No. 7 Editor : Goutam Goswami October, 2007

CONTENTS

Page

Library movement : Prabir Roychowdhury's view (***Editorial***) 175

Arindam Konar 176
The person who was determined to establish "Peoples' University"

Netai Chand Ghatak 179
In memory of Prabir Roychowdhury

Shyamal Roy Choudhu 180
Down memory lane (...tuku Thak')

Nirmalendu Mukhopadhyay 190
Library Movement in Bengal and History of the Bengal Library Association

LIBRARY NEWS 194

OBITUARY 195

ASSOCIATION NEWS 197

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 57, NO. 6) 201

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2244-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 2284-8265.**
Editor : **Goutam Goswami**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ৮ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ অগ্রহায়ণ, ১৪১৮

সূচীপত্র

16/1/08

	পৃষ্ঠা
৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (সম্পাদকীয়)	২০৭
পার্থপ্রতিম রায় রবীন্দ্র গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে তথ্যের ব্যবহার	২০৮
শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও ডঃ অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার ও সংস্কৃতি পরিষদ-পাঠকের সন্তুষ্টিবিধান ও উন্নততর পরিসেবার সন্ধানে ঃ একটি সমীক্ষা	২১৩
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	২২২
গ্রন্থাগার সংবাদ	২২৪
পরিষদ সংবাদ	২২৫
গ্রন্থাগার দিবস	২৩০
৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন	২৩২
GOVERNMENT ORDER	২৩৪
ENGLISH ABSTRACTS (Vol-57 No. 7)	২৩৭

C.R. AVENUE 700073 OF 2

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- বিমল কুমার দত্ত
  বইঘর সম্পর্কে প্রবন্ধাবলী, ১৯৮৯
  মূল্য : ১২.০০ টাকা
- বন্ধুকৃত্য সংস্থা সম্পাদিত
  বইঘরের ও গ্রন্থাগার, ১৯৮৮
  মূল্য : ২০.০০ টাকা
- ডঃ অদিতা ওহদেদার
  গ্রন্থ বর্গীকরণ, ২য় সং, ১৯৯৭
  মূল্য : ৬২.০০ টাকা
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অলোক সোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ
  ইংরেজী-বাংলা, ১৯৮৮
  মূল্য : ২২.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী
  ১৯০০-১৯১৪, ১৯৯০
  মূল্য : ৪৫.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী
  মূল্য : ১০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০, ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology. 1993.
  Rs. 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume : 1998. Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অমিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৭০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত) • দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10.00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

• ৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০ •(পরিবেশক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ৮ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ অগ্রহায়ন , ১৪১৪

সম্পাদকীয়

৪৯ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

এবার ৪৯ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৪-১৬ ই ডিসেম্বর, ২০০৭ কলকাতার খিদিরপুর হেমচন্দ্র পাঠাগারে। এর আগে আরো দুবার ঐ গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় হলো "বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা"। প্রশ্নটা এসে যায় এ ধরনের বিষয় নির্ধারনের ব্যাপারে।

ইদানিং রাজ্য সরকার শিল্পায়নের কথা বলছেন। রাজ্যে কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ হচ্ছে শিল্পে। এছাড়াও সকলে অবগত আছেন গত ১৩ই জুন, ২০০৫ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং জাতীয় জ্ঞান কমিশন (National Knowledge Commission) গঠন করেন। অনেক বিদেশী কোম্পানী ভারতবর্ষে এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে রিসার্চ এনড ডেভালাপমেন্ট (R&D) গঠন করতে চাইছেন বা করেছেন। অনেক বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে তাদের শাখা গঠন করতে চাইছেন। সমস্ত কিছুর সাফল্যতা নির্ভর করে ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক অবস্থা, ইনফ্রাস্ট্রারকচারে এবং সর্বোপরি তথ্যের উপর। যত দিন যাচ্ছে তথ্যের পরিমান বেডাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা এক রীতিমতো চিন্তার কারণ হয়ে দাড়াচ্ছে। সুতরাং এই বিপুল পরিমান তথ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে গেলে অবশ্যই কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থার সহায়তা দরকার। কিন্তু এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার (কম্পিউটার) সুবিধা নিতে গেলে যেমন প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের প্রয়োজন, তেমনি যেখানে তথ্যের ভান্ডার আছে, সেখানে যান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যবহার। এখন অনেক কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের ব্যবহার হচ্ছে। তেমনি চেষ্টা করা হচ্ছে সাধারণ গ্রন্থাগারেও যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই ব্যবস্থার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য আবার দরকার মানব সম্পদের এবং তার জন্য দরকার বিশেষ ট্রেনিং ব্যবস্থার। এখন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায় কম্পিউটার বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে। এছাড়াও অনেক সংস্থা আছে যেখানে গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ব্যবহারের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যদিও এই সব ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। এর অনেক অসুবিধাও আছে। আশারাখি এই সম্মেলন থেকে নিশ্চয় এমন কিছু তথ্য উঠে আসবে যার থেকে নিশ্চয় ভবিষ্যতে কি ভাবে গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের ব্যবহার বেশী করা যায়। এতে গ্রন্থাগারে রক্ষিত তথ্যের পূর্ণ ব্যবহার হবে। তাই সকলকে আহ্বান করা হচ্ছে — আসুন, আলোচনায় অংশগ্রহন করুন এবং পশ্চিমবঙ্গকে ভারতবর্ষের প্রথম সারিতে আনুন তথ্যের ব্যবহারের দিক থেকে।

রবীন্দ্র গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে তথ্যের ব্যবহার

পার্থপ্রতিম রায়
সহকারী গ্রন্থাগারিক ও অতিথি অধ্যাপক, বিশ্ব-ভারতী, শান্তিনিকেতন
বিধান চন্দ্র বিশ্বাস, অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা :

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিত্রকর, সুরকার ছিলেন না। তিনি ভারতবর্ষে গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের - ও পথপ্রদর্শক। পল্লীজীবন সম্পর্কে তিনি প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করেন মাত্র ১৯ বছর বয়সে ১৮৮০ সালে পৈতৃক জমিদারি দেখতে শিলাইদা পতিসরে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন " প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখদুঃখ নালিশ আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। এর বাইরের ছবি-নদী, প্রান্তর ধানখেত, ছায়াতরুতলে তাদের কুটির — আর এক দিকে তাদের অন্তরের কষ্ট। তাদের বেদনা ও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখ দৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্য কিছু ক'রব এই আকাঙ্খায় আমার মন ছটফট্ করে উঠেছিল। ..... তারপর থেকে চেষ্টা করতুম —কী ক'রলে এদের মনের উদবোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে।"[১] প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন গ্রামীণ মানুষ নিজেদের উন্নতি করার সামর্থ্য হারিয়েছে। প্রকল্প, গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল তাদের কাছে পৌঁছান দরকার — দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবার পথ দেখার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ রাইপুরের জমিদার লর্ড এস. পি. সিনহার কাছ থেকে ১৯১২ সালে সুরুল গ্রামে একটি বাড়ি ও জমি ক্রয় করার মাধ্যমে তার গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের বীজ বপন করেন। কিন্তু ধারনাটি কার্যকর রূপ নেয় ১৯২১ সালে যখন এল্‌মরহ্যাস্ট (নভেম্বর ১৯২১) শ্রীনিকেতনে (লক্ষীর আবাস) আসেন এবং এই কেন্দ্রের অধীক্ষক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অবশেষে সাহায্য পাওয়া যায় এক ইংরেজ বন্ধুর কাছ থেকে; বিশ্ব-ভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পল্লী- উন্নয়ন বিভাগটির পরিকল্পনা ও পরিচালনায় যিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনিও গুরুদেবের মত বিশ্বাস করতেন এমন ধরনের শিক্ষায় যা মানুষের ব্যক্তিসত্তার অবিভাজ্য সামগ্রিকতাকে মানে এবং জানে যে তার সুস্থজীবনের জন্য দরকার তার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলির ব্যাপক উদ্দীপন। প্রকল্পটি শুরু হয় নিকটবর্তী গ্রামগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার একটি সমীক্ষার মাধ্যমে। সমীক্ষার সমস্যা হিসাবে অজ্ঞতা ও রোগের প্রাদুর্ভাব চিহ্নিত হয় এবং সমাধানের জন্য গ্রামবাসীদের এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানের আলোক সঞ্চারের বিষয়টি বিবেচিত হয়। ভট্টার মতে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল " এই ক'খানা গ্রামকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করতে হবে — সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা কীর্তনপাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল"[২] এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ আবেদন করেছেন the scholars, "the poets, the musicians, the artists to collaborate, to offer their contributions."[৩] এই কাজ সফল করার জন্য রবীন্দ্রনাথ কবি, দার্শনিক, বিশেষজ্ঞ, শিল্পী সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ অশিক্ষা, অস্বাস্থ, অনগ্রসরতা, দারিদ্র ও বিবিধ সামাজিক সমস্যা দূর করে প্রতিটি গ্রামকে সুন্দর ও স্বাবলম্বী করার ব্রত নিয়ে শ্রীনিকেতন প্রকল্প রূপায়ণে ব্রতী হন। তখন' গ্রামে গাঁথা এই দেশ' বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলির অবস্থা ভালো ছিল না। বীরভূম -ও তার ব্যতিক্রম ছিল না। শ্রীনিকেতন সংলগ্ন বল্লভপুর গ্রামের দৃষ্টান্ত দিলেই আশেপাশের অন্যান্য গ্রামের অবস্থা বুঝতে পারা যায়। ১৯২৬ সালে বল্লভপুর মোট ৮৪ জন অধিবাসীর মধ্যে স্বাক্ষর ছিল মাত্র ১৩ জন। এঁদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ২ জন মাত্র। আর একজন আই. এ. প্রথম বর্ষ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। ২৪ টির মধ্যে ২৩ টি পরিবার ছিল ঋণগ্রস্থ।[৪] এই অঞ্চলের আর্থ সামাজিক চিত্রটি প্রথম নির্দেশক এল্‌মরহ্যাস্ট যথার্থ ভাবে তুলে ধরেছেন " When Dr. Tagore handed over to us his farm at the village of Surul in the Birbhum district, as the basis of our operations for the founding of a school of agriculture and the study of village economics, we were compelled to examine not merely the conditions of the soil around us, but the history, social, economic and political, which lies behind that condition. The process is constantly giving you

strategies showing the increasing death rate, the all powerfull sway of malaria and disease, the grinding poverty and the frequency of famine in this area."[৫]

রবীন্দ্র গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প :

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন পল্লী পুনর্গঠন বিষয়টি জটিল ও বিবিধ পরস্পরযুক্ত ও নির্ভর, যথা স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা— একটি সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যাগুলিকে একক ভাবে সমাধানের পরিবর্তে একসঙ্গে সবগুলির মধ্যেই উন্নতি আনার চেষ্টা করা প্রয়োজন। রবীন্দ্র গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে এলমহার্স্ট বলেছেন " from the outset, we had two main objectives, to survey the economic, social and scientific needs of the cultivatyor in his home, village and fields and secondly to carry out our own laboratory experiments in health, education, craft, cultivation and animal husbandry ."[৬]

রবীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্য, সম্পদ, জ্ঞান, শান্তি, বিনোদন ইত্যাদি সকল বিষয়েই সম গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে তিনি আহ্বান জানান " ..... গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহার্যসামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উদ্দেশ্য সঞ্চার করো; এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত করো।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দেন অর্থনৈতিক উন্নয়নে; বিশেষ গুরুত্ব দেন কৃষি ও গ্রামীণ হস্তশিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামসংগঠন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং লব্ধ জ্ঞানের বার্তা গ্রামে পৌঁছানোর জন্য বিবিধ লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে। কৃষির উন্নতিতে তিনি কৃষকদের ক্ষমতায় স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলেছেন। চাষের অধিকার কৃষকদের থাকা উচিত। কৃষিতে সমবায় পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ না হলে উন্নতি সম্ভব নয়। শিক্ষার বিকাশ গ্রামের বিকাশের মূলতত্ত্ব। সেই শিক্ষা যেখানে জীবনের সঙ্গে যোগ থাকবে, ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে। তাই তিনি লিখেছেন " কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে। ..... কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাকার্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে" [৮]

পল্লী উন্নয়ন বিভাগ প্রথম থেকেই আশেপাশের গ্রামগুলি রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে উৎসাহী হয়। ১৯২৯ সালে সংস্থা ৬৭৬০ মানুষের চিকিৎসা করেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন দারিদ্র, রোগ, জনসংখ্যা, আনন্দবিমুখতার পশ্চাদপদ দূর করার একমাত্র পন্থা সমবায়। এই জন্য তিনি সমবায় নীতির জয় কামনা করেছেন। শ্রীনিকেতন উদ্ঘাটনের পর থেকেই গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান সঞ্চারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য থেকেই পরিষ্কার - " To take the problem of the villages and the field to the classroom for study and discussion and to experimental farm for solution.
2 .To carry the knowledge and expenence gained in the class- room and farm to the villagers in their endeavours to improve their sanitation and health; to develop their resources and credit; to help them to sell their product and buy their requirements to the best advantages; to teach them better methods of growing crops, and vegetables and of keeping live-stock; to encourage them to learn and practice art and crafts; and to bring home to them the benefits of associated life, mutual aid and common endeavour."[৯]

রবীন্দ্র গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পটি নিম্নে চিত্রাকারে সংযোজিত হল।

রবীন্দ্র গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প

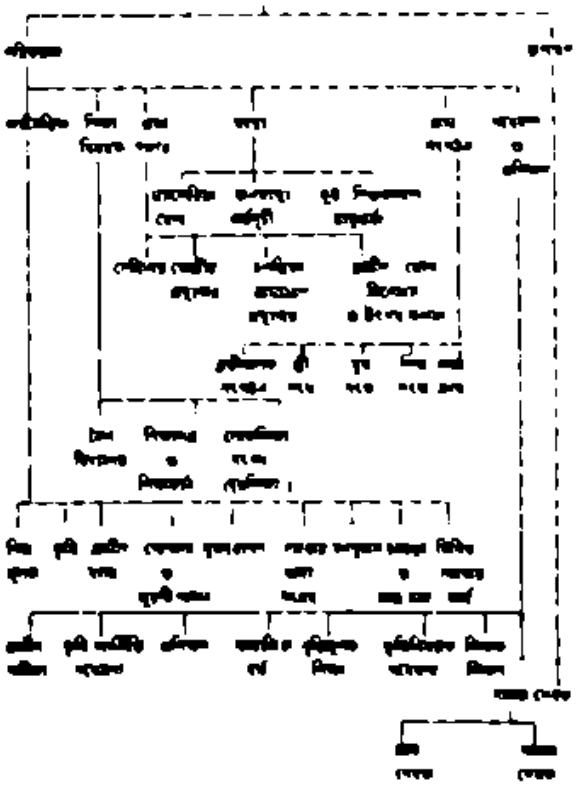

জ্ঞান সঞ্চার:

জ্ঞান মানুষের একত্রীকরণের প্রধান উপাদান। জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ সচেতন হয়, সময় এবং স্থানের দূরত্ব কমে যায়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন " জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ঐক্য। ..... জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎ জোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়, সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক; কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ তথ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। ১৯৫০ সালে শ্রীনিকেতন ছাত্রদের সহায়তা করে বঙ্গীয় সাহিত্যে পরিষদ কবিতা,গান, লোকসংস্কৃতি, পুরাতন মন্দির, পুঁথি, গ্রাম্য উৎসব, ধর্মীয় আচার, কৃষিপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে দেশের আবিষ্কারের কথা বলেন। ১৯০৭ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি ভাষণে আশা প্রকাশ করেন " এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে— প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্বাংশের সকল প্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে— কারণ কর্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।"[১২]

অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথ সত্যের আহ্বান প্রবন্ধে বলেছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় গ্রামীণ মানুষের প্রয়োজনের জন্য কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তথ্য সংগ্রহ যথেষ্ট নয়, সঞ্চার প্রসঙ্গেও কবি সমভাবে সচেতন " ..... জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে।"[১৩]

উপরোক্ত দর্শনের উপর ভিত্তি করেই রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য গ্রামবাসীর সবার আগে প্রয়োজন জ্ঞান, সমবায় মনোভাব এবং পারস্পরিক সাহায্য করার প্রবণতা। এই বিষয়কেই অনুধাবন করেই শ্রীনিকেতন কর্মযজ্ঞের সূচনা পর্বেই তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যযুক্ত তথ্য সরবরাহ করার জন্য বিভিন্ন সমীক্ষা, পাঠ, গবেষণা করা হয় হস্তশিল্প, কৃষি ইত্যাদির উপর। শ্রীনিকেতনে অন্যতম অধীক্ষক সুধীর সেন লিখেছেন "I therefore launched on a study, among other things, of the economics of the handlooms industry to determine under what conditions it could be rehabilitated and made not only viable, but also suficiently profitable"[১৪] কৃষির উপর একটি বিস্তৃত গবেষণা 'Land and its Problem' প্রকাশিত হয়। ধরিত্রীকে সবুজ করার জন্য ভূমিক্ষয় রোধ ও জমির আদ্রতা ধরে রাখার জন্য তৎ কালীন নীলকুঠির সবুজ গাছগাছলির একটি সমীক্ষা করা হয়- "made an inventiary of all the trees, by species and number, which were still standing in the compound and suggested that an effort be made to reforest the whole place"[১৫] পরবর্তীকালে বিশেষ ধরনের সমস্যা কেন্দ্রিক গবেষণা পরিকল্পণা ও ভারতের আর্থসামাজিক উন্নয়নের তিনটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়· Visva-Bharati Economic Research (VER), Social & Economic Planning Association (SEPA) এবং Indian Social & Agricultural Economics (ISAE).

তাত্ত্বিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়— জ্ঞান সঞ্চার ও বিনিময় প্রয়োজন। বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান তখনই সম্পূর্ণতা পায় যখন সেটি বিমূর্ত অবস্থা থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। জ্ঞান সঞ্চারের জন্য রবীন্দ্রনাথ লোক সংস্কৃতি যথা কবিগান, কীর্তন, বাউল, কথকথা ইত্যাদি নানা মনোরঞ্জন পদ্ধতি ও মেলার সাহায্য নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এল্‌মহ্যরস্ট কে লেখেন " I hope, you will establish an annual *Mela* (fair) of your own at Surul and encourage the holding of lantern lecturers and of games during it as well as the usual dramas and dance."[১৬]

ফলশ্রুতি হিসাবে শ্রীনিকেতনে কৃষি মেলার সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয় পল্লীপুনর্গঠন সংস্থা জেলার অন্যান্য মেলায় অংশগ্রহণ করে তাদের অভিজ্ঞতা ও গবেষণা লব্ধ জ্ঞান সঞ্চারে তৎপর হয়। সেখানে চামড়ার কাজ, তাঁত ও সিল্ক, ঘানির তেল নিষ্কাষণ ব্যবস্থা ও কৃষি বিষয়ক আলোচনা সংগঠিত করা হত। বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে বক্তৃতার আয়োজন করা হত। ১৯২৯ সালে ২৬টি বক্তৃতার আয়োজন করা হয় ১৯ টি গ্রামে ৬,০০০ মানুষের উপস্থিতিতে।

রবীন্দ্রনাথ লোকশিক্ষা ও লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে সংগৃহীত জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়। কারণ "আমাদের চেতনা জাতির কলেবরের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই

আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে।"[১৩] সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ পরম্পরা গ্রামীণ বিনোদন মাধ্যমগুলি যথা যাত্রা, কীর্তণ, কথকথা প্রাণ সঞ্চারে ব্রতী হন এবং ঋতু বন্দনামূলক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, যথা - বর্ষামঙ্গল, হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি। কারণ সংস্কৃতি চর্চাই জ্ঞান চর্চার পথ প্রশস্ত করে। জীবনধারা নির্ধারণের জন্য আবশ্যিক উপাদান চিন্তাশক্তি ও কল্পণাশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে আনন্দের সঙ্গে জ্ঞানের চর্চার গুরুত্ব আলাদা। কারণ " আনন্দের সঙ্গে পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিত ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারনাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।"[১১]

শিক্ষার বিকাশের মাধ্যমে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হতে পারে। শিক্ষিত মানুষ সচেতন হবেন, সববিষয়ে ঔৎসুক্য জাগবে এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গ হতে হবে, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা তার কার্যকারিতা হারায়। রবীন্দ্রনাথ কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগস্থাপন করবার জন্য গ্রামের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জোর দেন। কারণ তিনি মনে করতেন গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প সফল করতে গেলে জ্ঞান উৎপাদন ও সঞ্চারের ক্ষেত্রে এরাই ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবে। সেইজন্য রবীন্দ্র প্রকল্পে নানা প্রথাগত ও অপ্রথাগত শিক্ষা পরিকল্পণা নেওয়া হয়— নৈশবিদ্যালয়, শিক্ষাসত্র, শিক্ষাচর্চা ইত্যাদি। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জীবন ও কর্মের আদর্শের পূর্ণ উপলব্ধি। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ যা সামাজিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে। কারণ তিনি মনে করতেন " The highest education is that which does not give us information but makes our life in harmony with all existence "[১৮]

বর্তমান গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার :

কালের বিবর্তনের সঙ্গে বর্তমান শ্রীনিকেতন নূতন শিক্ষা ও বিকাশ কর্মসূচী গ্রহণ করে। বর্তমান প্রচেষ্টায় গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশিকা ১৯৮৮ ও ১৯০১ অনুসারে গ্রামোন্নয়নের এলাকাভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার অন্তর্গত স্বনির্ভর গোষ্ঠী, যুবসংঘ, মহিলা সমিতি ইত্যাদি। বর্তমান কর্মধারা বোলপুর-শ্রীনিকেতন ও ইলামবাজার দুটি ব্লকের অধীনে ৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৫ টি গ্রামে বিস্তৃত । বর্তমান কর্মসূচী রবীন্দ্রনাথকৃত গ্রামোন্নয়ন ও জ্ঞান সঞ্চার কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে কার্যকর — ব্রতীবালক কর্মসূচী, গ্রামীণ শিক্ষা কর্মসূচী, সৃজনমূলক কর্মসূচী, শিল্প কর্মসূচী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, বয়স্ক শিক্ষা, অবিচ্ছিন্ন শিক্ষা কর্মসূচী, মহিলা ও শিশুকল্যাণ কর্মসূচী, প্রশিক্ষণ, কৃষি, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ সংহতি, শিল্পের বিপনন ইত্যাদি।

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার আদিপর্ব (১৯২২) থেকেই গ্রামীণ গ্রন্থাগার ধারনার জন্ম। সেই সময়ের ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার 'চলন্তিকা' থেকেই বর্তমান গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিকাঠামোর জন্ম। গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিকাঠামোর উন্নতি লক্ষ্য করা যায় ১৯৭৫ সালে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের সক্রিয় সহযোগিতা ও আর্থিক অনুদানে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে শিক্ষা, তথ্য তথা জ্ঞানের ক্ষেত্রস্থল হিসাবে বিবেচনা করার পরিপ্রেক্ষিতে। বর্তমান বোলপুর-শ্রীনিকেতন ও ইলামবাজার এই দুটি ব্লকের ৩৭ টি গ্রামে ৩৭টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও ৮টি শিশু গ্রন্থাগার অবস্থিত যার মূল উদ্দেশ্য হল জ্ঞানশক্তির বৃদ্ধি ও তথ্য সরবরাহ, গ্রন্থাগারের পরিষেবা বৃদ্ধি, গ্রামীণ সংহতি, শিল্পের বিপণন ইত্যাদি।

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার আদিপর্ব (১৯২২) থেকেই গ্রামীণ গ্রন্থাগার ধারণার জন্ম। সেই সময়ের ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার 'চলন্তিকা' থেকেই বর্তমান গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিকাঠামোর জন্ম। গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিকাঠামোর উন্নতির লক্ষ্য করা যায় ১৯৭৫ সালে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের সক্রিয় সহযোগিতা ও আর্থিক অনুদানে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে শিক্ষা, তথ্য তথা জ্ঞানের ক্ষেত্রস্থল হিসাবে বিবেচনা করার পরিপ্রেক্ষিতে। বর্তমান বোলপুর-শ্রীনিকেতন ও ইলামবাজার এই দুটি ব্লকের ৩৭টি গ্রামে ৩৭টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও ৮টি শিশু গ্রন্থাগার অবস্থিত যার মূল উদ্দেশ্য হল জ্ঞানশক্তির বৃদ্ধি ও তথ্য সরবরাহ, গ্রন্থাগারের পরিষেবা বৃদ্ধি, গ্রামীণ মানুষের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি, দেশীয় সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি, পারস্পরিক মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি, গ্রামীণ মানুষের যুক্তিভিত্তিক চিন্তাধারা ও মনোভাবের বিকাশ। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে বর্তমান গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিষেবার একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিষেবা ২০০৫-০৬ :

গ্রন্থসংখ্যা		
গ্রামীণ গ্রন্থাগার	৮১,৩০৫	৮২,০৩৫
শিশু গ্রন্থাগার	৭৩০	
নথিভুক্ত পাঠক সংখ্যা		
গ্রামীণ পুরুষ	২,৩৯৫	
গ্রামীণ মহিলা	১,৬৮৮	৪,০৮৩

শিশু গ্রন্থাগার-পাঠক সংখ্যা		
ছেলে	১৫৫	
মেয়ে	১৬৫	৩২০
সদ্য স্বাক্ষর পাঠক		
পুরুষ	২৩২	
মহিলা	১৭৩	৪০৫
আদান-প্রদানকৃত পুস্তক সংখ্যা		২৪,২৯৬

* তথ্যসূত্র : বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৫-০৬, গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিসেবা, শ্রীনিকেতন।

গ্রামীণ সম্প্রসারণ কেন্দ্র নিয়মিত সভা, প্রদর্শনী, শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিযোগিতা, গ্রামীণ মানুষদের কাছ থেকে গ্রন্থ সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করে। বর্তমান বর্ষে (২০০৫-০৬) গ্রন্থাগারগুলিকে ৪,৮৫৪ টি নতুন গ্রন্থ দেওয়া হয় ও গ্রন্থাগার দিবসে (২০শে ডিসেম্বর) ৯৮৪ টি গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। 'সৃষ্টি' গ্রন্থাগার পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকদের লেখা প্রকাশ করার মাধ্যমে তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়। মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জ্ঞানকেন্দ্র নয় - গ্রন্থাগারগুলিকে জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা।

উপসংহার :

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং দারিদ্রের কারণ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে গ্রাম উন্নয়নের পথ দেখিয়েছেন। জ্ঞান সঞ্চারের জন্য তিনি জনসংযোগের উপর গুরুত্ব দেন এবং এই কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবায় মনোভাবের ভিত্তিতে 'শক্তি সমবায়ের' উপর গুরুত্ব দেন। এই কাজে চিরাচরিত গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান মেলা, যাত্রা ইত্যাদি জন-বিনোদনের উপর জোর দেন। এই জন্য শ্রীনিকেতন কর্মধারার মধ্যে আমরা গ্রামের লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে বিদ্যানুরাগীগণের কর্মকে একত্র করার প্রবণতা দেখতে পাই। শ্রীনিকেতন একটি প্রকল্প মাত্র। কবির কথায় "আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি গ্রাম। ..... আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরী হবে....।"[১৮] রবীন্দ্রনাথ গ্রাম উন্নয়নের আদর্শ হিসাবে যে প্রকল্প শুরু করেন স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিশেষ করে সংবিধানের ৭৪ তম সংশোধনীর মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্বমূলক সংস্থার হাতে সেই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। যে কোন প্রকল্প সফল করার জন্য প্রয়োজন যথার্থ তথ্য সঞ্চার যাতে মানুষদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়, স্বশিক্ষার সুযোগ পায়, উৎপাদনে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে, স্বনির্ভর হতে পারে, সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে। গ্রামীণ স্তরে জীবন জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রকার তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের ক্ষেত্র হিসাবে গ্রামীণ গ্রন্থাগার গ্রামোন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ও টীকা :

১।২।১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ। দেখুন পল্লীপ্রকৃতি। কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৬২। পৃঃ ৯৬, ১০৪।

৪। সমীক্ষাটি শ্রীনিকেতন পল্লী উন্নয়ন বিভাগ দ্বারা ১৯২৬ সালে সংগঠিত। সমাজকর্মী কালীমোহন ঘোষ (১৮৮২-১৯৪০) দ্বারা সম্পাদিত।

৭।১১।১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভাপতির অভিভাষণ। দেখুন পল্লীপ্রকৃতি। কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৭৩। পৃঃ ২০, ১।

১০। .....। শিক্ষার বাহন। দেখুন শিক্ষা। কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৭৩। পৃঃ ১৪২।

৮।১২। .....। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। দেখুন শিক্ষা। কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৭৩। পৃঃ ২০, ২২।

১৭। .....। শিক্ষার হেরফের। দেখুন শিক্ষা। কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৭৩। পৃঃ ৮।

১৫। Elmhirst, L.K. Diary dated 4th December, 1921.

৬। ..... Poet and plowman. Santiniketan : Visva-Bharati, 1978. p.28.

৫। ..... The robbery of the soil: Modern Review. October, 1922.

১৩। Sen, Sudhir. Rabindranath Tagore on rural reconstruction. Santiniketan : Visva-Bharati, 1991. p.21.

১৪। Op. cit., p.19.

৩। Tagore, Rabindranath. City and village. Santiniketan : Visva-Bharati, 1978. p.24.

১৮। ..... Personality. London : MacMillan, 1959. p. 116.

১। .....Visva-Bharati Bulletin. 11; 1928.

রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার ও সংস্কৃতি পরিষদ - পাঠকের সন্তুষ্টিবিধান ও উন্নততর পরিসেবার সন্ধানে : একটি সমীক্ষা

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগে গবেষণারত

ডঃ অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

সভ্যতার উষালগ্নে মানবীয় চিন্তার ভবিষ্যৎ সংরক্ষনের মধ্য দিয়ে প্রথম যে প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতির সূচনা হয় তারই ক্রমানুক্রমিক পরিবর্তনের ফল আজকের গ্রন্থাগার। বর্তমান জনগ্রন্থাগার হল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাংস্কৃতিক পরিসেবা কেন্দ্র ও তথ্যভান্ডার। ইউনেস্কো জনগ্রন্থাগার ইস্তাহার অনুসারে জনগ্রন্থাগার হল আধুনিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের নিমিত্ত জনশিক্ষা প্রসারের এক জীবন্ত প্রবাহ। জনগ্রন্থাগার হল এমন এক প্রতিষ্ঠান যেখানে বিভিন্ন চিন্তা, ধারণা ও সৃষ্টিশীল কল্পনার অভিব্যক্তি সকলের জন্য সংরক্ষিত থাকে। বিকাশের প্রারম্ভিক শর্ত পূরণ করে। (৩)

১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইফলার সহযোগিতায় ইউনেস্কো যে সংশোধিত ইস্তাহার প্রকাশ করে তাতে তথ্য, সাক্ষরতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গিকৃত জনগ্রন্থাগার পরিসেবার মূল উদ্দেশ্যগুলি হল—

ক) শিশুদের পাঠাভ্যাস সৃষ্টি ও পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি।

খ) সর্বস্তরে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির সাথে সাথে স্বতন্ত্র এবং নিজ সামর্থ অনুযায়ী আয়োজিত শিক্ষা ব্যবস্থারও পৃষ্ঠপোষণ।

গ) ব্যক্তিগত সৃজন প্রতিভার বিকাশের সুযোগ-সুবিধা দান।

ঘ) শিশু-কিশোর-যুবাদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনী ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করা।

ঙ) সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও কলার বিভিন্ন অগ্রগতি ও আবিষ্কারের মূল্য সম্পর্কে অবহিত করা।

চ) সকলপ্রকার সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা ও সৃজনকলার উন্মেষে সহায়তা করা।

ছ) আন্তঃ সাংস্কৃতিক মতবিনিময়কে উৎসাহিত করা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের আনুকূল্য প্রদান।

জ) লৌকিক ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপোষকতা।

ঝ) প্রতিটি নাগরিকের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামাজিক তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান।

ঞ) আগ্রহী স্থানীয় সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, গণসংগঠন প্রভৃতি গোষ্ঠীকে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যের সরবরাহ।

ট) তথ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও কম্পিউটার-সাক্ষরতার উন্নতিবিধান।

ঠ) সব বয়সের মানুষের সাক্ষরতা অর্জনে দান ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ। (৩)

জনগ্রন্থাগারে উপরিক্ত উদ্দেশ্যগুলির সারকথা হল জীবন-জীবিকা ও শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য সর্বস্তরের মানুষের কাছে সঠিক সময়ে পৌছে দেওয়া। যার দ্বারা সুষ্ঠ, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী দৃঢ় গনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

এই উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য চাই শক্তিশালী জনগ্রন্থাগার ব্যবস্থা, যার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা হবে সুসংগঠিত। পশ্চিমবঙ্গে এমনই এক জনগ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ বর্তমান সরকার। পশ্চিমবঙ্গের কম বেশী অনেক গ্রন্থাগারই সুষ্ঠ সুন্দর সমৃদ্ধশালী পরিসেবা প্রদানে ব্রত। বর্তমান প্রবন্ধে আরামবাগ শহরের এমনই একটি জনগ্রন্থাগারের কথা আলোচনা করব যা তার সীমিত সম্পদ নিয়ে পাঠকের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা পূরণে ও পরিসেবার উত্তরোত্তর উন্নয়নে নিয়োজিত। এই গ্রন্থাগারের সাফল্য যেমন একদিকে পশ্চিমবঙ্গের জনগ্রন্থাগারগুলির কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্যদিকে এর সমস্যাগুলি জানা গেলে তা সাধারণ ভাবে পশ্চিমবঙ্গের জনগ্রন্থাগারের উন্নয়নের রূপরেখা তৈরির সহায়ক

হবে বলে আশা করা যায়।

আরামবাগ পরিচিতি ঃ

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য গ্রন্থাগারটির অবস্থান হুগলী জেলার আরামবাগ শহরের কেন্দ্রস্থলে। আরামবাগ এক প্রাচীন জনবসতি। প্রথমে এর নাম ছিল আরমানগর। পরবর্তীকালে সম্ভবত মুঘল আমলে এর নাম হয় জাহানাবাদ। 'আকবরনামা' গ্রন্থে জাহানাবাদের উল্লেখ আছে (১)। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহের উড়িষ্যা অভিযানকালে পথমধ্যে বর্ষাকাল উপস্থিত হলে বর্ধমান- মেদিনীপুর বাদশাহী রাস্তায় ধারে এই জাহানাবাদে তাঁর ছাউনি স্থাপন করেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি একটি মসজিদ নির্মান ও একটি দিঘি খনন করেন। যা বর্তমানে এই শহরে পূর্ব-দক্ষিনপূর্ব দিকে মায়াপুরে অবস্থিত। এই মসজিদটি বাদশাহী মসজিদ ও দিঘিটি বাদশাহী দিঘি নামে এলাকায় পরিচিত (১)। মধ্যযুগের বহু প্রত্ন নিদর্শন এখনও এই শহরে বিদ্যমান। বাসুদেবপুরের শিব ও রঘুনন্দনের মন্দিরদুটি সম্ভবত ১৭২৬ খ্রীঃ ও ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। আর এক ঐতিহাসিক নিদর্শন পাকুলের বিশালক্ষ্মী মন্দির যার নির্মানকাল সম্ভবত ১৮৫৯ খ্রীঃ (১)। বাংলা নবজাগরনের প্রবর্তক রামমোহন রায় ও সর্ব- ধর্ম-সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক রামকৃষ্ণের জন্মস্থান এই শহরেরই অদূরে যথাক্রমে রাধানগর ও কামারপুকুরে। স্বাধীনতা সংগ্রামেও আরামবাগের ভূমিকা স্মরণীয়। ৪২'র আন্দোলনে আরামবাগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় যার নেতৃত্বে ছিলেন আরামবাগের 'গান্ধী' প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম জননায়ক স্বাধীনতা সংগ্রামী বিজয় মোদকের কর্মক্ষেত্রও হল এই আরামবাগ। শিক্ষা-সংস্কৃতিতেও আরামবাগের কৃতি সন্তানেরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধক অভিরাম গোস্বামী, বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, বিজ্ঞানী ভূদেব বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভূপেন্দ্রনাথ বসু, চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রদীপকুমার, চলচ্চিত্র পরিচালক শক্তি সামন্ত প্রমুখের জন্মস্থান এই আরামবাগেরই আশেপাশে।

আরামবাগের অবস্থান হুগলী জেলার পশ্চিমদিকে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে। এটি মহকুমা সদর শহর। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে আরামবাগ পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আয়তন ৩৪.৭৫ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৬২,৫৯৩। পুরুষ ৩২,০৮২ ও মহিলা ৩০,৫১১ (২)। বর্তমানে আরামবাগে ২টি কলেজ, ৪টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেশ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি জহর নবোদয় বিদ্যালয়, ২টি সরকার পোষিত গ্রন্থাগার, মহকুমা শাসকের কার্যালয় সহ অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি অফিস, আদালত, থানা, ১টি মহকুমা হাসপাতাল ও ১০/১২টি নার্সিংহোম অবস্থিত। আরামবাগে সাক্ষরতার হার ৭৪.৪৪%। ২০০১ এর জনগনণা অনুযায়ী সাক্ষর পুরুষ ২০,৯৯১ ও সাক্ষর মহিলা ১৫,৯৮১ (২)।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস ঃ

ঐতিহাসিকভাবে উজ্জ্বল আরামবাগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। সুধীরকুমার মিত্রের লেখা থেকে জানা যায়, "১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আরামবাগে 'জ্ঞানেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী' নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই লাইব্রেরী আরামবাগবাসীর জ্ঞানপিপাসা মিটাইয়াছে। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর জ্ঞানেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীকে রামমোহন রায় পাঠাগারে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বেঙ্গল লাইব্রেরী ডিরেক্টরী হইতে জানা যায় যে, সেই সময় এই লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ছিল ১৫৮০। আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটি থেকে অর্থসাহায্য ছিল ২৪ টাকা" (১)। প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখা ভাল শ্রী মিত্র যে বেঙ্গল লাইব্রেরী ডিরেক্টরীর কথা এখানে বলেছেন তার প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এর প্রকাশক হল বেঙ্গল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন।

এই রামমোহন রায় পাঠাগারই আমাদের আলোচ্য রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার ও সংস্কৃতি পরিষদ। ১৯৪৭ খ্রীঃ রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে আরামবাগ শহরে রামমোহন স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। ১৯৫০ খ্রীঃ এই রামমোহন স্মৃতিসৌধের একটি কক্ষে জ্ঞানেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হয়ে 'রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার ও সংস্কৃতি পরিষদ' এই নতুন নামে তার পথ চলা আরম্ভ করে।

রামমোহন স্মৃতিসৌধের নির্মানকাল সম্পর্কে দুটি তথ্য পাই।

শ্রী মিত্রের লেখায় পাই "আরামবাগ মহকুমা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি; তাই তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে আরামবাগ শহরে "রামমোহন স্মৃতিসৌধ" নির্মিত হইয়াছে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ২৮ শে মে তারিখে ভারতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন সম্পাদক কালা ভেঙ্কট রাও এই স্মৃতিসৌধের দ্বারোদ্ঘাটন করেন" (১)। অপরদিকে হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে আছে এর নির্মান কাল হল ১৯৪৭ খ্রীঃ। বর্তমানে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন নথি ও গ্রন্থাগারের পরিচালকমণ্ডলীর বিভিন্ন বয়স্ক সদস্যদের মতামত থেকে জানা যায় যে দ্বিতীয় মতটিই ঠিক। ১৮৪৭ সালে রামমোহন স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয় যা এলাকায় রামমোহন হল নামে পরিচিত। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই রামমোহন হলের একটি কক্ষে জ্ঞানেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী তার তৎকালিন অবস্থানে বর্তমান আরামবাগ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের কাছ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে নতুন নাম নিয়ে তার পথচলা শুরু করে। নতুন নাম হয় 'রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার ও সংস্কৃতি পরিষদ'। আসলে রামমোহন রায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য এলাকার শিক্ষানুরাগী সংস্কৃতিমনস্ক বিদগ্ধ মানুষেরা যেমন তৎকালীন হুগলী জেলার কলেক্টর অবনী ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, আরামবাগের এস.ডি.ও অক্ষয় কুমার দে, আরামবাগ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্মলচন্দ্র পাল, জননেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অতুল্য ঘোষ, বলাই কৃষ্ণ রায়, শৈলেশ্বর পাল, মানিকচন্দ্র পালধি প্রমুখ রামমোহন রায় মেমোরিয়াল কমিটি নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। এই ট্রাস্টকে স্থানীয় আইনজিবী ফকিরচন্দ্র পাল রামমোহন স্মৃতিসৌধ, গ্রন্থাগার প্রভৃতি গঠন করার জন্য ১৯৪৬ সালের ৬ই মে কয়েক কাঠা জমি দান করেন। আর ট্রাস্ট বল্লভচন্দ্র দত্ত ও তিনকড়ি দত্তের কাছ থেকে ঐ বছরের ৯ই জুলাই আরও ৪৮১ শতক জমি ৬০০ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করে। এই জমির উপর ১৯৪৭ সালে একটি বড় হলঘর ও দুটি ছোট ঘর নির্মান করে রামমোহন স্মৃতিসৌধ স্থাপিত হয়। এই স্মৃতিসৌধেরই একটি ছোট ঘর থেকে রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার ও সংস্কৃতি পরিষদ-এর পথচলা শুরু। এই পাঠাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন অজিত নন্দী মহাশয়। পরিচালন কমিটির প্রথম সভাপতি হন অতুল্য ঘোষ ও সম্পাদক মানিক চন্দ্র পালধি। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত গ্রামীন সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে মর্যাদা পায়।

গ্রন্থাগারের বর্তমান পরিচয়

অবস্থান ঃ

আরামবাগ শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রফুল্ল চন্দ্র সেন সরণীর উপর এর অবস্থান। গ্রন্থাগারটিকে পরিবেষ্টন করে আছে একটি শিশুউদ্যান, সুইমিংপুল, সিনেমাহল, ব্যায়ামাগার ও মার্কেট কমপ্লেক্স। গ্রন্থাগারটিকে কেন্দ্র করে আধ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে দুটি কলেজ, একাধিক স্কুল, অসংখ্য ছোট বড় সরকারি বেসরকারি অফিস, আদালত, থানা, সবজি বাজার প্রভৃতি অবস্থিত হওয়ায় এখানে লোকসমাগম স্বাভাবিক। এর থেকে নিকটবর্তী বাস স্টপ-এর দূরত্ব ৩০০ মিটার ও ফেরিঘাট ২০০ মিটার।

ভবন ঃ

গ্রন্থাগার ভবনটি বহু কক্ষযুক্ত ও দ্বিতল বিশিষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তর ও স্থানীয় সাংসদ অনীল বসু মহাশয়ের সংসদীয় এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থে সম্প্রসারিত দ্বিতল ভবনটি নির্মিত। ২০০০ সালের ১৬ই নভেম্বর এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল মহাশয়। বিগত বৎসরে গ্রন্থাগারের নীচের হলঘরটিকে সংস্কার করে সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ প্রায় ৩৫০ আসন বিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়াম নির্মিত হয়েছে। নির্মিত হয়েছে একটি মার্কেট কমপ্লেক্স। এই সব নির্মান কাজের প্রয়োজনীয় অর্থ এসেছে সাংসদ অনিল বসু মহাশয়ের সংসদীয় এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে। বর্তমানে গ্রন্থাগারে কক্ষের সংখ্যা ৭টি। এর মধ্যে ২৭০০ বর্গ ফুট আয়তনের একট হলঘর আছে। গ্রন্থাগারে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক বসিবার ব্যবস্থা, শিশু বিভাগ, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, বৃত্তিসহায়ক বিভাগ ও বৃত্তিমূলক পরামর্শদানের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ আছে। এখানে গ্রন্থাগার ও শৌচালয়ের যেমন ব্যবস্থা আছে তেমনি সুব্যবস্থা আছে পরিশ্রুত পানীয় জলের। গ্রন্থাগারে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একটি কম্পিউটার ল্যাব আছে। এছাড়া সবরকম সুবিধাযুক্ত একটি অতিথি আবাস আছে।

আসবাবপত্র ঃ

পাঠাগারের আসবাবপত্রের তালিকাটি অনেক জেলা বা শহর গ্রন্থাগারের কাছেও ঈর্ষণীয়। কেবলমাত্র পাঠাগারের ব্যবহারের জন্য যে সব আসবাবপত্র আছে তা নীচে উল্লেখ করা হল।

কাঠের আলমারী	৬টি	গোল ডিসপ্লে টেবিল	১টি	ইলেক্ট্রিক ফ্যান	১৭টি
স্টীলের আলমারী	২টি	কম্পিউটার টেবিল	২টি	এয়ার কুলার	১টি
দেওয়াল আলমার	২টি	হাতলবিহীন চেয়ার	৭৫টি	সাধারণ ওয়াটার ফিল্টার	১টি
কাঠের র‍্যাক	৫টি	হাতল যুক্ত চেয়ার	৫০টি	এ্যাকোয়াগার্ড ওয়াটার ফিল্টার	১টি
স্টীলের র‍্যাক	১৭টি	রিভলবিং চেয়ার	২টি	এ.সি মেসিন	১টি
পত্রপত্রিকা ডিসপ্লে র‍্যাক	১২টি	কম্পিউটার চেয়ার	২টি	ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	১টি
লেনদেন টেবিলযুক্ত র‍্যাক	২টি	কাঠের টুল	৮টি	ইউ.পি.এস সহ কম্পিউটার	২টি
সেক্রেটারিয়েট টেবিল	২টি	কাঠের লেনদেন ট্রে	৩টি	ফ্যাক্সসহ প্রিন্টার	১টি
সাধারন টেবিল	২টি	নিউজপেপার ডেস্ক	৭টি	দেওয়াল ঘড়ি	৩টি
রিডিং টেবিল	৬টি	ক্যাটালগ ক্যাবিনেট	২টি	সাইকেল	১টি

ব্যবস্থাপনা ঃ

গ্রন্থাগারটি একটি ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ২জন কর্মী ছাড়াও ট্রাস্ট গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য আরও ৪জন সর্বক্ষনের ও ২জন আংশিক সময়ের কর্মীর ব্যবস্থা করেছে। গ্রন্থাগারটির সমস্ত পুস্তক ও পত্রপত্রিকা ডিউই দশমিক বর্গীকরণ অনুসারে বর্গীকৃত ও এ্যাংলো আমেরিকান সূচিকরণ সংহিতা অনুযায়ী সূচীকৃত। বর্তমানে গ্রন্থাগারটি কম্পিউটার ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিদিনের বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষনের ব্যবস্থা করেছে। কম্পিউটারকৃত গ্রন্থাগারসূচীও খুব শীঘ্রই তৈরী হয়ে যাবে।

কার্যকাল ঃ

গ্রন্থাগারটি মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বেলা ১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এবং নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী বেলা ১২টা থেকে রাত ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এটি প্রতি রবিবার ও ইংরাজি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার বন্ধ থাকে। তবে ঐ দিন গুলিতে বিকাল ৪টের পর থেকে গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ পরিষেবা চালু থাকে।

গ্রন্থাগার সংগ্রহ

বর্তমানে গ্রন্থাগারে বই-এর সংখ্যা ৮৪৬৬ (৩১-০৫-২০০৬ পর্যন্ত)। গ্রন্থাগারটির বয়সের তুলনায় এই সংখ্যা নিতান্ত কম। আসলে বৃষ্টি-বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে এবং যথাযথ সংরক্ষনের অভাবে বহু পুরানো বই আজ নষ্ট হয়ে গেছে বা ব্যবহারের অনুপযুক্ত। তাছাড়া জ্ঞানেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর কোন বই এখন আর অবশিষ্ট নেই। আবার বহু দিন স্টক ভেরিফিকেসন না হওয়ায় প্রকৃত বই-এর সংখ্যা ঠিক কত তা জানা যায়নি। তবে আনন্দের কথা এই যে বর্তমানে স্টক ভেরিফিকেসনের কাজ শুরু হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের নানা সূত্র থেকে সংগ্রহের ছবিটি দেখলে গ্রন্থাগারটির সাম্প্রতিক উন্নয়নের ধারাটি পরিলক্ষিত হবে।

বৎসর	পুস্তক ক্রয়	রা.রা.রা.লা.কা.-এর দান			অন্যান্য দান	মোট
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১৯৯৯-২০০০	৪২৭	৮৯.৩৩%	-		৫১	১০.৬৬%	৪৭৮
২০০০-২০০১	১৬৭	৭৩.৬৫%	৩২	১৭.২০%	১৭	৯.১৩%	১৮৬
২০০১-২০০২	১২৭৬	৯৪.৩০%	৫৫	৪.০৬%	২২	১.৬২%	১৩৫৩
২০০২-২০০৩	২৬৪	৮.২১%	৫৭	১.৭৭%	২৮৯৪	৯০.০১%	৩২১৫
২০০৩-২০০৪	২৯৮	৭৭.০০%	৪১	১০.৫৯%	৪৮	১২.৪০%	৩৮৭
২০০৪-২০০৫	২৪০	৪৯.২৮%	৩৪	৬.৯৮%	২১৩	৪৩.৭৩%	৪৮৭

(বৎসর = আর্থিক বৎসর, % = ঐ বৎসরের মোট সংগ্রহের অনুপাতে শতকরা হার, রা.রা.রা.লা.কা. = রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেসন)

এই চিত্র থেকে এটা পরিস্কার গ্রন্থাগারটির সংগ্রাহের প্রধান উৎস হল নিজস্ব ক্রয়। কেবলমাত্র ২০০২-২০০৩ আর্থিক বৎসরে অন্যান্য দান থেকে ৯০ শতাংশের বেশী পুস্তক সংগৃহীত হয়। কারন এই বছর স্থানীয় একটি কলেজের উচ্চমাধ্যমিক পঠন পাঠন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কলেজ লাইব্রেরীর ঐ বিভাগের সংগ্রহটি গ্রন্থাগারকে দান করে। এই বিগত ছয় বৎসরে গ্রন্থাগারটিতে যে পরিমান পুস্তক পরিগৃহীত হয়েছে তা আজ পর্যন্ত সংগৃহীত মোট পুস্তকের ৭২.০৮ শতাংশ। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে বর্তমানে গ্রন্থাগারটি তার পরিষেবাকে উন্নততর করার লক্ষে কতটা সচেষ্ট।

বর্তমানে পাঠাগারটিতে দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ৭টি। এর মধ্যে ৫টি বাংলা ও ২টি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৯টি, পাক্ষিক ৮টি, মাসিক ১৯টি, দ্বিমাসিক ১টি, ত্রৈমাসিক ২টি ও বার্ষিক পত্রপত্রিকার সংখ্যা ২টি। অর্থাৎ সর্বমোট ৪১টি পত্রপত্রিকা এখানে নিয়মিত নেওয়া হয়। এছাড়া স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত প্রায় সবকটি পত্রপত্রিকাই এখানে আসে। আগে স্থানাভাবে পত্রপত্রিকা এখানে বাঁধাই করে রাখা হত না। কিন্তু বর্তমানে তাও রাখা হচ্ছে এবং এর সংখ্যা প্রায় ১০০টি।

সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহের ব্যাপারে পাঠকের মতামতকে এখানে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারের নথি থেকে যেমন পত্রপত্রিকার ব্যবহারের পরিসংখ্যান দেখে পত্রপত্রিকা নির্বাচন করা হয়। তেমনি প্রশ্নমালার সাহায্যে পাঠকের চাহিদা সম্পর্কিত মতামত সংগ্রহ করা হয়। সাম্প্রতিক বছরে করা এইরকমই একটি সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যগুলি নীচে দেখানো হল।

পাঠাগারে সংগৃহীত হয় এমন পত্রপত্রিকার নাম প্রশ্নমালায় উল্লেখ করে পাঠককে তার চাহিদার ক্রমানুসারে সাজাতে বলা হয়। আর সংগৃহীত হয়নি। কিন্তু চাহিদা আছে এমন পত্রপত্রিকার নাম লিখে দিতে বলা হয়। এই সমীক্ষাটিতে ১৯ জন পাঠকের মতামত সংগ্রহ করা হয়। পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্রমের সঙ্গে মূল্যমান গুণ করে পত্রিকার ক্রম তৈরি করা হয়েছে। যেমন আনন্দবাজার পত্রিকা যদি ৫জন পাঠকের প্রথম চাহিদা হয় তবে ৫ এর সঙ্গে ৬ গুণ করে তার চাহিদাক্রম ঠিক করা হয়েছে। কারণ প্রশ্নমালায় ৬টি বাংলা সংবাদপত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল, আর সেই অনুসারে ১ম চাহিদার মূল্যমান ধার্য্য করা হয় ৬। অনুরূপভাবে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ চাহিদার মূল্যমান যথাক্রমে ৫, ৪, ৩, ২, ১,। এইভাবে যদি কোন পত্রপত্রিকার চাহিদার সম্পর্কে ৫জন পাঠকের মতামত হয় ১ম,৩ জনের ২য়, ২জনের ৩য়, তাহলে ঐ পত্রপত্রিকার চাহিদার মোট মূল্যমান হবে [(৫×৬)+(৩×৫)+(২×৪)]=৫৩। প্রশ্নমালায় বাংলা সংবাদপত্র, ইংরাজি সংবাদপত্র, বাংলা পত্রপত্রিকা, ইংরাজি পত্রপত্রিকা আলাদা আলাদা ভাবে চাহিদার ক্রমানুসারে সাজাতে বলা হয়। মোট ৬টি বাংলা সংবাদ পত্র, ৩টি ইংরাজি সংবাদপত্র, ১৬টি বাংলা পত্রপত্রিকা ও ৫টি ইংরাজি পত্রপত্রিকার নাম দেওয়া হয়। কারন ঐ সময় এগুলি ক্রয় করা হত। এইভাবে পাওয়া পাঠকের মতামতের ভিত্তিতে উপরিউক্ত চারটি গ্রন্থাগার উপাদানের মোট মূল্যমান অনুসারে যে ক্রমতালিকা তৈরী হয়েছে তা নীচে দেখানো হল।

ক) বাংলা সংবাদপত্র

সংবাদপত্রের নাম	মূল্যমান	ক্রম
আনন্দবাজার পত্রিকা	৯১	১ম
বর্তমান	৬১	২য়
সংবাদ প্রতিদিন	৬১	২য়
আজকাল	৪০	৩য়
দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান	৩৮	৪র্থ
গনশক্তি	২৫	৫ম

খ) ইংরেজি সংবাদপত্র

সংবাদপত্রের নাম	মূল্যমান	ক্রম
দি টেলিগ্রাফ	৩৩	১ম
দি স্টেটস্‌ম্যান	৩১	২য়
টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া	২৭	৩য়

গ) বাংলা পত্রপত্রিকা

পত্র পত্রিকার নাম	মূল্যমান	ক্রম
দেশ	১৮৬	১ম
সাপ্তাহিক বর্তমান	১৩৭	২য়
উনিশ কুড়ি	১৩৩	৩য়
সাফল্য	১১১	৪র্থ
খেলা	১০৩	৫ম
আনন্দমেলা	৯৫	৬ষ্ঠ
সুখি গৃহকোণ	৯২	৭ম
পেশাপ্রবেশ	৯০	৮ম
সুখতারা	৮৩	৯ম
সানন্দা	৭৭	১০ম
আনন্দলোক	৭৫	১১শ
কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান	৬৩	১২শ
পড়াশুনা	৬১	১৩শ
সুস্বাস্থ্য	৫৬	১৪শ
উচ্চমাধ্যমিক সাথি	২৭	১৫শ
কম্পিউট্রনিক্স	২৬	১৬শ

ঘ) ইংরেজি পত্রপত্রিকা

পত্রপত্রিকার নাম	মূল্যমান	ক্রম
কম্পিটিসন মাস্টার	৬১	১ম

কম্পিটিসন সাকসেস রিভিউ	৪১	২য়
কন্টেম্পোরারি	৩৫	৩য়
ইন্ডিয়া টুডে	৩৪	৪র্থ
প্রতিযোগিতা কিরণ	৩২	৫ম

বই সংগ্রহের ব্যাপারেও পাঠকের চাহিদাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। সারা বছরই পাঠক তার প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহের জন্য পাঠাগারের চাহিদা খাতায় লিখে রেখে যায়। আর বই কেনার সময় পাঠাগার কর্তৃপক্ষ সেই চাহিদা তালিকাকে প্রথম অগ্রাধিকার দেন।

পরিসেবা ঃ পাঠাগারটিতে যে সব পরিসেবা বর্তমান আছে তা নিম্নরূপ :

ক) পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা লেনদেন
খ) পাঠকক্ষ
গ) রেফারেন্স পরিসেবা
ঘ) স্থানীয় সামাজিক তথ্য পরিসেবা
ঙ) শিশু বিভাগ
চ) পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
ছ) দৈনিক সংবাদপত্র বিভাগ
জ) বৃত্তিমূলক সহায়তা বিভাগ
ঝ) কাউন্সেলিং বিভাগ
ঞ) ইন্টারনেট পরিষেবা

গ্রন্থাগার ব্যবহার ঃ বর্তমানে পাঠাগারে নথিবদ্ধ পাঠকের সংখ্যা ১৫১৩ (৩১-০৪-০৬ পর্যন্ত)। এর মধ্যে সাধারণ বিভাগে পুরুষ পাঠকের সংখ্যা ৭৩৮, মহিলা ২৬০, মোট ৯৯৮; শিশু বিভাগে মোট ১৯৯ ও পাঠ্যপুস্তক বিভাগে ছাত্র ১৯৫, ছাত্রী ১২১, মোট ৩১৬। বিগত কয়েক বছরে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রটি নীচে দেওয়া হল।

বছর	সাধারণ বিভাগ			পাঠ্যপুস্তক বিভাগ			শিশু বিভাগ			সর্বমোট		
	মোট	পু	ম	মোট	পু	ম	মোট	পু	ম	মো	পু	ম
১৯৯৯-২০০০	৩২	২৩	৯	২২	১২	১০	২৩	১৪	৯	৭৭	৪৯	২৮
২০০০-২০০১	৫১	২৯	২২	১৪	৯	৫	২৫	১৭	৮	৯০	৫৫	৩৫
২০০১-২০০২	৪৬	৩০	১৬	৬০	৪৫	১৫	৩৬	২৯	৭	১৪২	১০৪	৩৮
২০০২-২০০৩	৬৪	৪৮	১৬	২৩	১৬	৭	২২	১৩	৯	১০৯	৭৭	৩২
২০০৩-২০০৪	৫৪	২৮	২৬	৪৬	২০	২৬	২৪	১৯	৫	১২৪	৬৭	৫৭
২০০৪-২০০৫	৪৬	২৯	১৭	৬২	৩৩	২৯	১৯	১৩	৬	১২৭	৭৫	৫২
২০০৫-২০০৬	৫০	২৯	২১	৯২	৫৯	৩৩	৩০	২০	১০	১৭২	১০৮	৬৪

উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটি ভাবে প্রায় প্রতি বছরেই পাঠকের সংখ্যা বাড়ছে। মোট পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি একটি রেখা চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয় তাহলে একটি উর্দ্ধমুখী রেখাচিত্রই পাওয়া যাবে।

বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন বিভাগে গ্রন্থের লেনদেন ও পাঠকক্ষে ব্যবহার নীচে টেবিলের সাহায্যে দেখানো হল।

বৎসর	সাধারণ বিভাগ		পাঠ্যপুস্তক বিভাগ		শিশু বিভাগ		সর্বমোট	
	লেনদেন	পাঠকক্ষ	লেনদেন	পাঠকক্ষ	লেনদেন	পাঠকক্ষ	লেনদেন	পাঠকক্ষ
১৯৯৯-২০০০	১৬৪৮১	১৫৩৫৬	৪৯৭০	৪৯৭০	৪৫৫৮	৪৬৭০	২৬০০৯	২৪৯৯৬
২০০০-২০০১	১৩২০০	১১৫০২	৬৬০০	৮০০০	৭৯২০	৫৬৩২	২৭৭২০	২০৭৮২
২০০১-২০০২	১০৫০০	১১২৫০	৩৬০০	৩৯০০	৪৩২০	৫৩৫০	১৮৪২০	২০৫০০
২০০২-২০০৩	১২৯৬০	১৩৩২০	২১৬০	৩৮৪০	৬৭২০	৭৪৪০	২১৮৪০	২৪৬০০
২০০৩-২০০৪	১১৪০০	১২১০০	২৯৬০	৪৬৭০	৩৮৪০	৬১৪০	১৮২০০	২২৯১০
২০০৪-২০০৫	১৬৮৯৬	২০০৬৪	৪৭৫২	৫০১৬	৯৭৬৮	৫৫৭৬	৩১৪১৬	৩০৬৫৬

অন্যান্য পরিসেবার হিসাব আগে ঠিকমত রাখা সম্ভব হয় নি। তবে গত বছর থেকে সব রকম পরিসেবারই পরিসংখ্যান রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়াও কোন বিষয়ের কত গ্রন্থ কোন বিভাগে লেনদেন হচ্ছে তারও পরিসংখ্যান বর্তমানে রাখা হচ্ছে।

পাঠকের মতামত : পাঠকের চাহিদা অনুধাবন করার জন্য ও গ্রন্থাগার পরিসেবার সম্পর্কে পাঠকের মতামত সংগ্রহ করার জন্য আমরা একদিন নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে একটি সমীক্ষা করি। এই সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি এখানে বিশ্লেষন করা হল।

সমীক্ষাটিতে ২২ জন পাঠকের মতামত সংগৃহীত হয়। এর মধ্যে ১২ জন (৫৪.৫৪%) পুরুষ ও ১০ জন (৪৫.৪৫%) মহিলা। এদের মধ্যে ৮৬.৩৬% (১৯ জন) অবিবাহিত। পেশার দিক দিয়ে বেশীর ভাগই ছাত্র (৭২.৭২%) ও চাকরিপ্রার্থী তরুন প্রজন্ম (১৮.১৮%)। সমীক্ষিত পাঠকের বয়স ১ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ৫ জন, ১৫ থেকে ৩০ বছর ১৩ জন, ৩০ থেকে ৪৫ বছর ৩ জন ও ১ জনের বয়স ষাটোর্ধ। ২ জন পাঠকের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৫ জনের স্নাতক, ৬ জনের উচ্চমাধ্যমিক, ৪ জন মাধ্যমিক ও ৫ জন পাঠক দশম শ্রেনীর নীচে পড়াশুনা করছে। পাঠকের বেশীর ভাগই গ্রন্থাগারের নথিবদ্ধ সদস্য (৮৬.৩৬%)। ৯ জন পাঠকের পরিবারের কেউ না কেউ পাঠাগারের সদস্য।

সমীক্ষায় পাঠকদের পাঠাগারে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এর উত্তরে শতকরা ২২.৭২ জন বলেন তাদের উদ্দেশ্য হল কেবলমাত্র পুস্তক লেনদেন। বাকিদের মধ্যে ২৭.২৭%এর উদ্দেশ্য হল কেবলমাত্র পাঠকক্ষ ব্যবহার। আর অন্যানারা একাধিক উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। কেউ সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, পাঠ্যপুস্তক, রেফারেন্স বই পাঠ সহ লেনদেন করেন। আবার কেউ এর যে কোন একটি বা দুটি কাজ করেন।

পাঠকদের তথ্যচাহিদা সম্পর্কেও জানতে চাওয়া হয়েছিল। ৩৬.৩৬% পাঠক জীবিকা সম্পর্কিত তথ্যাদি, ২২.৭২% শিক্ষাজগত সম্পর্কিত, ১৮.১৮% স্থানীয় সামাজিক তথ্য, ৯.৮৯% ভ্রমন, ৪.৫৪% সাহিত্য সম্পর্কিত তথ্য গ্রন্থাগার থেকে জানতে চায়। ৯.৮৯% পাঠক এই প্রশ্নের উত্তরে নীরব থাকেন।

গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের ব্যবহার কেমন এর উত্তরে ৫৯.০৯% পাঠকের মত হল ভালো, ২৭.২৭% এর উত্তর হল খুব ভালো এবং ১৩.৬৩% পাঠক কোন মতামত দেয়নি। ৩৬.৩৬% পাঠক জানায় গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীরা তাদের প্রয়োজনে ভালো সহায়তা করেন, ৩১.৮১% বলেন খুব ভালো সহায়তা করেন। আর ২২.৭২% বলেন এখনো তাদের সেই রকম কোন প্রয়োজন হয়নি। তাই তারা এবিষয়ে উত্তর দানে বিরত থাকেন।

পাঠকের চাহিদা সম্পর্কিত গ্রন্থ গ্রন্থাগার সংগ্রহে আছে কি না এর উত্তরে ১৩.৬৩% পাঠক বলেন তারা খুববেশী সন্তুষ্ট, ৩১.৮১% সন্তুষ্ট। ২২.৭২% পাঠকের মতে তাদের চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থাগার সংগ্রহ কম, ২৭.২২% এর মতে একেবারেই কম এবং ৪.৫৪% পাঠক এব্যাপারে কোন মত দেয়নি।

পাঠকক্ষের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বিষয়ে (যেমন আলো, পাখা, আসন ইত্যাদি) ৪০.৯০% পাঠকের মত হল খুববেশী সন্তুষ্ট, ৩৬.৩৬% সন্তুষ্ট ও বাকিরা এর কোন উত্তর দেয়নি। ৫৪.৫৪% পাঠকের মতে পাঠাগারের পরিসেবার সার্বিক মান ভালো, ৪০.৯০% এর মত হল খুব ভালো। আর কেবলমাত্র ১ জনের মত হল তিনি সন্তুষ্ট নন।

গ্রন্থাগারে কার্যকালের সময় সম্পর্কে সবাই সন্তুষ্ট। তবে ৬৩.৬৩% পাঠকের মত হল গ্রন্থাগার প্রতি শনি ও রবিবার খোলা থাকলে ভালো হয়।

উপসংহার : আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে এটা দেখা যাচ্ছে যে গ্রন্থাগারটিতে সদস্যের সংখ্যা যথেষ্ট। পাঠকের গ্রন্থাগার ব্যবহারের হার খুব ভালো। পাঠক গ্রন্থাগারের বিভিন্ন পরিসেবা সম্পর্কেও মোটামুটি সন্তুষ্ট এবং গ্রন্থাগারও যুগোপযোগী পরিসেবা প্রদানে সর্বদাই রত। কিন্তু সদস্যের সংখ্যার অনুপাতে গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা খুবই কম এবং পাঠকের চাহিদার তুলনায় গ্রন্থাগার সংগ্রহ সন্তোষজনক নয়। তবে এই সমস্যার সমাধানে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট। অর্থের সমস্যাই এর মূল কারণ। এব্যাপারে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেসন, স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক ও এলাকার সংস্কৃতিমনস্ক বিদগ্ধ মানুষদের সাহায্যপ্রার্থী।

তথ্যসূত্র :

১) সুধীরকুমার মিত্র

হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ - কলিকাতা : মন্ডল বুক হাউস, ১৯৯১' ২য় খন্ড, পৃ. ১৩১৫-১৩২৫

২) Census of India

Series 20 : West Bengal. _ Kolkata : Director of Census Operations, West Bengal, 2002. pp.33

৩) UNESCO Public Library Manifesto, 1994

In Public library systems, services and networking / edited by L. S. Ramaiah. _ New Delhi.: Ess Ess Publications. 1997. pp. 232-233

৪) West Bengal District Gazetteers

West Bengal District Gazetteers : Hooghly / by Amiya Kumar Banerjee. _ Calcutta : West Bengal Govt., 1972. pp. 650-654

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য :

সাইজ	:	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঙ্কন	:	৬" × ৯.১৫"
মুদ্রণ সজ্জা	:	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	:	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) :

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (1/4 পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্ধ কোয়ার্টার (1/8 পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

● প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা ● বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন। এজেন্সি দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইউ জি সি-র ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে পরিষদের প্রতিনিধিদের আলোচনা

পরিষদের কর্মসচিব কলিকাতা ও যাদবপুরে এম লিব এস সি কোর্স প্রবর্তন এবং বাংলা দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহে ইউ জি সি অনুমোদিত বেতনক্রম চালু করার অনুরোধ জানিয়ে ইউজিসির চেয়ারম্যান ডি এস কোঠারীকে একটি পত্র লেখেন। ঐ পত্রের ভিত্তিতে পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে শ্রী কোঠারী ইউজিসি-র এডুকেশন অফিসার এস কে দাশগুপ্তের উপর দায়িত্ব অর্পন করেন।

এম লিব এস সি কোর্স কলকাতায় প্রবর্তন সম্পর্কে শ্রীদাশগুপ্ত বলেন ঐ কোর্স কলকাতায় প্রবর্তনের পূর্ণ সমর্থন ইউ জি সির আছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজী থাকলে এবছর থেকেই ঐ কোর্স চালু করা সম্ভব।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ইউ জি সি বেতনক্রমের আওতায় আসার বিষয়ে শ্রী দাশগুপ্ত বলেন, এখনো যে এখানে এই বেতনক্রম চালু হয়নি এটাই আশ্চর্যের বিষয়। কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনক্রম প্রবর্তন করার জন্য ইউ জি সি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে সুপারিশ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের কাছে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইউ জি সি বেতনক্রম চালু করার জন্য অনুরোধ জানাবার প্রতিশ্রুতিও দাশগুপ্ত পরিষদের প্রতিনিধিদের দেন।

পরিষদের প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার গুলির বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা ইউ জি সির নিকট পেশ করার প্রতিশ্রুতিও শ্রীদাশগুপ্ত দেন।

বীরভূমের একটি সাধারণ পাঠাগার (গ্রামীণ)

রাজনগর সাধারণ পাঠাগারটি যদিও ১৯৫৫ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তবুও এর প্রকৃত কাজ শুরু হয়েছে ১৯৫৯ সালে। এই বৎসর আগস্ট মাসে সরকার একজন গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল পিওন নিয়োগ করেন। গ্রন্থাগারিক প্রথম যেদিন কাজে এলেন সেদিন পর্যন্ত কার্যকরী সমিতির সদস্য ভিন্ন আর কেউ পাঠাগারের সভ্য ছিলেন না। বাধ্য হয়েই সেদিন গ্রন্থাগারিককে রসিদ বই হাতে নিয়ে অনেকের কাছেই যেতে হয়েছিল। এর কথাও যে কিছু হয়নি তা নয়, সেদিন অন্ততঃ ত্রিশজন সভ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল।

পরের মাসেই একমাসের জন্য গ্রন্থাগারিক কে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভের জন্য যেতে হয়েছিল।

নতুন সম্পাদক নির্বাচিত হওয়া পর থেকে গ্রন্থাগার অনেকটা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে পাঠাগারের পাঠক সংখ্যা আশীজনের মতো। দৈনিক পাঠকদের উপস্থিতির গড় ১৫ জন। পুস্তক সংখ্যা ১১২০। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের পত্র পত্রিকা রাখা হয়। এই গ্রন্থাগারের নিজের পাঠক ছাড়াও দূরের তিনটি পল্লী গ্রন্থাগারে সাইকেল পিওন দিয়ে পুস্তক সরবরাহ করে। এছাড়াও ঐ একই ভাবে বাড়িতে পুস্তক পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য এর জন্য আলাদা চাঁদা দিতে হয় এবং সপ্তাহে একবার করে পুস্তক পাওয়া যায়।

এখানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে জনসাধারণের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে খুব একটা ভাল ধারণা ছিলনা। তখন অনেকেই মনে করতেন গ্রন্থাগার হল শুধু নাটক নভেলের সংগ্রহশালা। তাঁদের এই ভুল ধারণা আজ সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পাঠাগারে ত্রি-ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ পুস্তকই রাখা হয়েছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই ডিগ্রি কোর্সের পুস্তকও রাখা সম্ভব হবে।

পাঠাগারের উৎসাহী সভ্যদের নিয়ে একটি অভিনয় শাখাও খোলা হয়েছে। ইতিপূর্বে 'এরাও মানুষ' অভিনয় করে তাঁরা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন। সমাজ শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখেই অভিনয়ের পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন। গ্রন্থাগারিক এই অভিনয় শাখার সম্পাদক।

রহড়া (২৪ পরগণা) থেকে শিক্ষা নিয়ে গ্রন্থাগারিকের ফিরে আসার পর থেকেই কার্ড ক্যাটালগ চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও এখনও পুরোপুরি ভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি।

আজ এই পাঠাগার এ অঞ্চলের প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয় নিরক্ষরদের মধ্যেও এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে এর নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে।

পরিষদে তিনকড়ি দত্ত স্মরণ সভা

১৯৬৬ সালের ১ জুলাই প্রয়াত তিনকড়ি দত্তের স্মরণে পরিষদ কার্যালয়ে তিনকড়ি দত্তের তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান হয়। প্রয়াত তিনকড়ি দত্তের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনকড়ি দত্তের জীবন ও কার্যাবলীর আলোচনা করেন প্রবীর রায় চৌধুরী।

ঐ দিন জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের গ্রীষ্মকালীন বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দের এক মিলিত সভায় তিনকড়ি দত্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সুনীলবিহারী ঘোষ সেমিনার বক্তা বাণী বসু ও হরিশ চন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচয় দেন ও তিনকড়ি দত্ত সম্পর্কে ভূতপূর্ব জাতীয় গ্রন্থাগারিক বি এস কেশবনের মার্মিক উক্তি "আন ইন্সটিটিউশন বাই প্রফেশন, এ লাইব্রেরিয়ান বাই প্যাশন" উদ্ধৃত করেন।

শ্রীমতী বসু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সব কাজে ও প্রচেষ্টায় তাঁর অতন্দ্র প্রেরণা ও গ্রন্থাগার কর্মী সৃষ্টিতে তাঁর অনায়াস সাফল্যের কথা বলেন। হরিশ চক্রবর্তী বাংলা তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর মহান ভূমিকার কথা বিবৃত করেন।

সদস্যদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অনেকেই অভিযোগ জানাচ্ছেন। **পত্রিকা প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখে কলুটোলা স্ট্রীট পোস্ট অফিস ও কলকাতা জিপিও থেকে পাঠানো হয়। ঠিকানায় পিন কোড থাকলে পোস্ট অফিসের কাজের সুবিধা হয় বলে জানা গেছে।** পরিষদের অফিসে সদস্যদের পিন কোড সহ সঠিক ঠিকানা দেওয়া না থাকলে তা জানান। **চাঁদা বাকী থাকলে গ্রন্থাগার পাঠানো হয় না।** সদস্যরা পত্রিকা না পেলে প্রথম স্থানীয় পোস্ট অফিসে জানান — পরে প্রয়োজন হলে **Post Master General (Kol Region), West Bengal Circle, Jogajog Bhaban, P-36, Chittaranjan Avenue, Kol - 700 012**-র নিকট জানিয়ে আমাদের জানান। — *কর্মসচিব।*

With Best Compliments from :-

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Naphthalene Bar, Pest Control.

5B, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

গ্রন্থাগার সংবাদ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজারামমোহনপুর, পো: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা দার্জিলিং

গত ২৩ শে আগষ্ট বিকেল ৪.৩০ মিনিটে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার আধিকারিক ও কর্মীদের উদ্যোগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীরবাবু ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগছিলেন। গত ২২ শে আগষ্ট বুধবার সকাল ৮.২৫ মিনিটে কলকাতার একটি নার্সিংহোমে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রবীরবাবুর জীবনাবসানের সংবাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সাথে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রবীরবাবু বহু ছাত্র ছাত্রী উত্তরবঙ্গের বিভিন্নস্থানে জনগ্রন্থাগার, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সংস্থায় রয়েছেন। প্রয়াত শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই স্মরণসভাতে তাদের অনেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন। এই স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের প্রাক্তন কর্মী শ্রী নারায়ন চন্দ্র ঘোষ। প্রবীরবাবুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, নীরবতা পালন ও সমবেতরা অশ্রুসজল চোখে তাদের প্রিয় শিক্ষক ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের মহান এই পথিকৃতকে শ্রদ্ধা ও প্রণতি জ্ঞাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রী মৃগাঙ্ক মন্ডলের প্রারম্ভিক ভাষনের পর, সমবেতদের স্মৃতিচারণায় প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর জীবনের বিভিন্নদিক আলোচিত হয় ও তার নির্দেশিত পথে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার শপথ গ্রহন করা হয়। এই সভায় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ প্রায় ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — মৃগাঙ্ক মন্ডল

বিজ্ঞপ্তি

৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২০০৭

আগামী ১৪-১৬ই ডিসেম্বর ২০০৭ কলকাতার খিদিরপুর হেমচন্দ্র পাঠাগারে ৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে "বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগের সমস্যা ও সম্ভবনা"। সম্মেলনে সকল সদস্য ও যোগদানেচ্ছু ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলুন।

— কৃষ্ণপদ মজুমদার

(কর্মসচিব)

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণ উপসমিতি

সভাপতি : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী
আহ্বায়ক : শ্রীমতী বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়
সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী ডঃ বরুণ মুখোপাধ্যায়, অনুপ কুমার সরকার, ডঃ সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, বিনোদ বিহারী দাস, গৌরী ঘোষ (বন্দ্যোপাধ্যায়), অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, নন্দদুলাল বসাক, ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী, সলিলচন্দ্র খান, বিশ্বজিৎ দাস ঠাকুর, ডঃ উদয়ণ ভট্টাচার্য, ডঃ সুবর্ণ কুমার দাস, মধুসূদন চৌধুরী, সত্যব্রত ঘোষাল, ডঃ রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস), প্রবীর নাগ এবং গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

২। অর্থ ও গৃহনির্মাণ উপসমিতি

সভাপতি : শ্রী গোপিকা প্রসাদ ঘোষ
আহ্বায়ক : শ্রী পুলক কর (কোষাধ্যক্ষ)
সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী বিশ্ববরণ গুহ, নারায়ণ চক্রবর্তী, বিমল নারায়ণ শূর, অরুণ রায়, ডঃ বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত কুন্ডু, হিরণ কুমার দত্ত, নির্মালা রায় এবং অনুপ কুমার সরকার।

৩। গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা উপসমিতি

সভাপতি : ডঃ বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আহ্বায়ক : শ্রী গৌতম গোস্বামী (সম্পাদক, গ্রন্থাগার)
সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী অরুণ রায়, ডঃ রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস), অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ অর্জুন দাশগুপ্ত, বেবী দাস, বীথি বসু, ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী, নির্মালা রায়, জয়দীপ চন্দ, শুভেন্দু ঘোষাল, সলিল চন্দ্র খান, নির্মল মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ বরুণ মুখোপাধ্যায়

৪। লাইব্রেরী উপসমিতি

সভাপতি : ডঃ অসিতাভ দাস
আহ্বায়ক : গ্রন্থাগারিক (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)
সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী অনুপ কুমার সরকার, প্রবীর নাগ, অর্চনা শ্রীমনি, পাপড়ি সেনগুপ্ত, অনুশ্রী রায়, শিবনাথ দে, দেবব্রত বিশ্বাস, অরুন কুমার রায় এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষন উপসমিতির আহ্বায়ক (পদাধিকার বলে)

৫। অর্গানাইজেসন ও কোর্ডিনেশন উপসমিতি

সভাপতি : শ্রী অরুণ রায়
আহ্বায়ক : ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার (সাধারণ সম্পাদক)
সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী প্রবীর দে, বীথি বসু, অশোক রায়, গৌরাঙ্গ কর্মকার, ডঃ অসিতাভ দাস, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, সুনীল কুমার মন্ডল, অমিত পাল, অভিজিৎ ভৌমিক, নির্মাল্য রায়, অনুপ কুমার সরকার এবং জেলার সমস্ত সম্পাদক গন।

৬। সাধারন গ্রন্থাগার উপসমিতি

সভাপতি : শ্রীমতী পাপড়ি সেনগুপ্ত
আহ্বায়ক : শ্রী গৌরাঙ্গ কর্মকার
সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী নির্মালা রায়, অনুশ্রী রায়, কনক ঘোষ, অশোক কুমার দাস, হরনাথ ঘোষ, অনুপ মন্ডল, কেশবলাল চক্রবর্তী, গনেশ নন্দী, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, অশোক রায়, তরুনিকা কুন্ডু, রতনকান্ত বিশ্বাস, কাজী ইমামউদ্দিন, সুব্রত ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, রঞ্জন সামন্ত এবং কমলকান্তি দাস।

৭। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ও স্পেশাল গ্রন্থাগার উপসমিতি

সভাপতি : শ্রীমতি সুচিত্রা গাঙ্গুলী
আহ্বায়ক : শ্রী স্বপন ঘোষ
সদস্যবৃন্দ : প্রনব রায়, চৌধুরী মফিজুল কবির,

আশীষ বাগ, অনুপ গুপ্ত, প্রবীর নাগ, অভিজিৎ কুমার, সুকুমার দত্ত, চৌধুরী মিলন সরকার, সত্যব্রত ঘোষাল, ডঃ জয়ন্তী ঘোষ, তপশ্রী দাস, নিতাই চন্দ্র ঘটক, কল্পা মন্ডল, সৌমিত্র সরকার, বিজয় দে, ভূপেন রায়, সুজিত চ্যাটার্জী, বি.বি.দাস, অরুন চক্রবর্ত্তী, যতীন্দ্র নাথ শতপতী, অসিতাভ দাস, অরুন রায়, ইন্দ্রজিৎ পান, তিমির লাহিড়ী এবং গৌতম ভূষণ।

৮। স্কুল গ্রন্থাগার উপসমিতি

সভাপতি : শ্রী অনুপ সরকার
আহ্বায়ক : শ্রী অশোক কুমার রায়
সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী কৃষ্ণা সাহা, বিকাশ ঘোষ, তুষার সরকার, অশোক বিশ্বাস, তাপস ভট্টাচার্য্য, প্রনব সরকার, দেবব্রত গোস্বামী, বাসুদেব কর, পূরবী মন্ডল এবং পঞ্চানন মন্ডল।

৯। ছাত্র সংযোগ উপসমিতি

সভাপতি : শ্রী পুলক কর
আহ্বায়ক : দেবাশীষ মুখার্জী
সদস্যবৃন্দ : বিশ্বজিৎ দাস ঠাকুর, রঞ্জত দাস, শিবনাথ দে, ইন্দ্রজিৎ পান, বাপন মাইতি, সঞ্জয় গুহ এবং শর্বানী সরকার

১০। কম্পিউটার বিজ্ঞান ট্রেনিং উপসমিতি

সভাপতি : শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা
আহ্বায়ক : ডঃ উদয়ন ভট্টাচার্য্য
সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী গোপিকা প্রসাদ ঘোষ, প্রনবানন্দ জানা, অরুন মন্ডল, সত্যব্রত রায়, হিরন কুমার দত্ত, অরুন রায়চৌধুরি, ইন্দ্রজিৎ পান, জহরলাল রায়চৌধুরী, রানাপ্রতাপ চ্যাটার্জী, পার্থসারথী মুখার্জী, পিযুষ পানীগ্রাহি, সুবর্ণ কুমার দাস, সৌমিত্র সরকার, অভিজিৎ ভৌমিক, বি. গুহ, সুদীপরঞ্জন হাটুয়া এবং জয়দীপ চন্দ্র

১১। সরকারী গ্রন্থাগার উপসমিতি

সভাপতি : শ্রী দেবব্রত বিশ্বাস
আহ্বায়ক : শ্রী সমীর দত্ত
সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী রথীন চন্দ্র দাস, বি. গুহ, জয়ন্তী ঘোষ, অর্চনা শ্রীমানি, গৌতম চ্যাটার্জী, আশুতোষ বর্মন রায়, মায়া দত্ত, অভিজিৎ ভৌমিক, বিমল নারায়ন শূর, সুবীর ঘোষ এবং বর্না রায়।

প্রাতিষ্ঠানিক কাউন্সিল সদস্য

উত্তর ২৪ পরগণা	-	পানিহাটি ক্লাব
কলকাতা	-	কসবা সাধারণ পাঠাগার
দক্ষিণ দিনাজপুর	-	জেলা গ্রন্থাগার
নদীয়া	-	নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার
বর্ধমান	-	বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার বাজেকুমারপুর সুভাষ পাঠাগার স্বামীজী মিলন মন্দির পাঠাগার
বাঁকুড়া	-	ধ্রুব সংস্কৃতি
মালদা	-	মালদা কিশোর সংঘ এ্যান্ড লাইব্রেরী
মুর্শিদাবাদ	-	খেলডাঙ্গা পি. কে. মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরী
হাওড়া	-	বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী
হুগলী	-	চুঁচড়া কিশোর প্রগতি সংঘ

(বাকী জেলাগুলির কোন গ্রন্থাগারের সাম্প্রতিক সদস্যচাঁদা পরিশোধ না থাকায় সংশ্লিষ্ট জেলাগুলি থেকে কোন প্রতিষ্ঠানিক কাউন্সিল সদস্য করা যায়নি।)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, মালদা জেলা
বিদ্যাসাগর জন্ম জয়ন্তী

বিদ্যাসাগরের ১৮৮ তম জন্ম দিবস ছিল ২৬ শে সেপ্টেম্বর। এই উপলক্ষে গত ৩০.৯.০৭ বৈকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত মালদা জেলার ওল্ড মালদা ব্লকের গৌড় কলেজে একটি মনোরম পরিবেশে যে সেমিনারের আয়োজন, B.L.A এবং W.B.P.L.E.A করেছিল তার বিষয় ছিল—"মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন"। সকলকে নিয়ে চলার অঙ্গীকারের এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন গ্রন্থাগার কর্মী, দরদী, শিক্ষক ছাত্র যুব মহিলা সহ ২৭০ জন। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সুনীল সেন, বি.এড্ কলেজের অধ্যক্ষ শক্তিপদ পাত্র, গৌড় কলেজের অধ্যক্ষ প্রানতোষ সেন, বিধায়ক শুভেন্দু চৌধুরী, প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা সভায় জ্ঞান গর্ভ বক্তব্য রাখেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারনের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির মালদা জেলা শাখার উদ্দেশ্যকে জনগনের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, তারা প্রতিবছর মালদা জেলা বইমেলা, রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী, নজরুল জন্ম জয়ন্তী, ভাষা দিবস, যুদ্ধ বিরোধী অনুষ্ঠান, গ্রন্থাগার দিবস, গ্রন্থাগারিক দিবস, বিদ্যাসাগর জন্ম জয়ন্তী, আলোচনা সভা, কর্মশালা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করেন বলে জানালেন, শশাঙ্ক দাশগুপ্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিরা।

প্রতিবেদক — শুভেন্দু পাল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখা।।
গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রদূত, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বর্ণময় চরিত্র ও কৃতী
অধ্যাপক প্রবীর কুমার রায়চৌধুরী স্মরণে মননে।

গত ৭ই অক্টোবর, রবিবার ২০০৭ তাং এ তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখা আয়োজিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অগ্রদূত ও কৃতী অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় প্রবীর কুমার রায়চৌধুরীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা পরিচালনা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাঃ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সভাপতি বনবিহারী ঘড়া ও তপন মাইতি। প্রবীর বাবুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান পর্বের শেষে সভায় শোক প্রস্তাব পাঠ করেন পরিষদের জেলা সভাপতি বনবিহারী ঘড়া। এরপর নীরবতা পালনের শেষে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উভয় সমিতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় প্রবীর বাবুর গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় রবীন্দ্রনাথের কথায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানান বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সম্পাদক গৌতম কুমার পতি। এরপর প্রবীর বাবুর স্মৃতিচারণা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব অধ্যাঃ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার, পঃ বঃ সাঃ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, রাজাকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও আহ্বায়ক রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের অভিজিৎ ভৌমিক, অধ্যাঃ ডঃ পীযূষ কান্তি পাণিগ্রাহী, বর্তমান জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক দেবব্রত দাস, প্রাক্তন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তুষার কান্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন জেলা গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক দীপক জানা ও জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বিদ্যাধর মুদলী। পরিষদের সদস্য ও জেলার সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী মিলিয়ে প্রায় তিনশতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। পরিশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

প্রতিবেদক — গৌতম কুমার পতি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি

অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরীর মহাপ্রয়ানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

গত ২২ শে আগষ্ট ২০০৭ সকাল ৮.৩৫ মিনিটে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরীর মহাপ্রয়ানে আমরা গভীর ভাবে মর্মাহত। তাঁর প্রয়ানে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অপূরনীয় ক্ষতি হল। প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীর সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। রাজ্যের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নয়নে তাঁর উল্লেখ যোগ্য অবদানের কথা সারা রাজ্য বাসী এক বাক্যে স্বীকার করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকাহত এবং মর্মাহত। রাজ্যের তথা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও নেতা অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরীর জীবনাবাসন আমাদের কাছে গভীর বেদনাদায়ক। রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন তিনি। এক কথায় তিনি ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ ও কিংবদন্তি ব্যাক্তিত্ব। উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি তাঁর পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বীরভূম জেলা শাখা

প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণ সভা

গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭ শুক্রবার সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বীরভূম জেলা শাখা এবং প: ব: সাধারনের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রদূত প্রয়াত অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সূচনায় প্রয়াত রায়চৌধুরীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও তাঁর স্মৃতিতে নীরবতা পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক তপন চৌধুরী। সভায় প্রয়াত রায়চৌধুরীর কর্মজীবন ও গ্রন্থাগার তথা জন শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর অসামান্য ভূমিকার কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অরুন চৌধুরী, গ্রন্থাগার ও জন শিক্ষা মন্ত্রী তপন রায়, প্রষদের জেলা সম্পাদক অরুন রায়, কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক প্রণব দত্ত, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, বীরভূম জেলা সম্পাদক বিকাশ রায়। বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ দাস ও সভার সভাপতি অধ্যাপক তপন চৌধুরী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পরিষদের জেলা সহ-সভাপতি তথা সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের গ্রন্থাগারিক সুশান্ত রাহা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

হাওড়া জেলা শাখা

অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরীর স্মরণ সভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার (হাওড়া উদ্যোগে বিগত ২২শে সেপ্টেম্বর ২০০৭ বেলা ১টায় হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম নেতা অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরীর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রী পুষ্কর চট্টোপাধ্যায়। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক অসিত কুমার রায় এবং প্রবীর বাবুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে উপস্থিত সদস্য এক মিনিট নীরবতা পালন করে। প্রবীর বাবুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সংগীত পরিবেশন করেন প্রান্তর ব্যানার্জী, তপন সেন এবং আবৃত্তি করেন রবীন ভট্টাচার্য।

প্রবীর বাবুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ: সভাপতি অনুপ কুমার সরকার। তিনি বলেন যে, প্রবীর বাবু ছিলেন, আমার শিক্ষক। তাঁর কাছে শিক্ষার পাঠ নিতে নিতেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ি এবং পরবর্তী কালে পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্বের সাথে সাথে গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠিত করে থাকি। প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক শিব প্রসাদ চক্রবর্তী বলেন যে, সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের রূপকার প্রবীর বাবুর প্রয়ানে আমাদের সংগঠনের বিরাট ক্ষতি হল। কর্মী সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল হতে আমৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সংগঠনকে বিভিন্ন পরামর্শ, সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা করে গেছেন। কর্মী সমিতি রাজ্য সহ: সভাপতি অশোক কুমার দাস বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও সকল কার্য পরিচালনা সম্পর্কে ধারনা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন প্রবীরবাবু। তিনি সকল স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীর কথা ধৈর্য সহকারে শুনতেন এবং সকল কর্মীকে আন্তরিকতার সাথে মর্যাদা ও প্রাপ্য সম্মান দিতেন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে না থাকলেও বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট তাঁর পরিচয় তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কালজয়ী প্রবন্ধ ও লেখা নিয়ে পুস্তক করার উদ্যোগ নিতে হবে আমাদের সংগঠনের। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে প্রতি বছর ২২শে আগষ্ট প্রবীর বাবুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্মরণ করা হোক। অমিত কুমার পাল বলেন যে, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন ছাত্র বৎসল ও ছাত্র দরদী। তাঁর আমৃত্যু সান্নিধ্য পেয়ে আমি জীবণভাবে উপকৃত।

স্মরণ সভাটি সর্ব স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার অনুরাগীদের উপস্থিতিতে সাফল্য মন্ডিত হয়।

প্রতিবেদক— অশোক কুমার দাস

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে ১৮ই অক্টোবর ২০০৭ হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারে কর্মী সমিতির ৪৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। কর্মী সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন কর্মী সমিতির রাজ্য সহ:সভাপতি অশোক কুমার দাস। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, জেলা সম্পাদক অসিতকুমার রায়, স্বপনকুমার চন্দ, প্রান্তর ব্যানার্জী ও অতনু রায় এবং শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। কর্মী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবসের তাৎপর্য ও বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অশোককুমার দাস ও শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

প্রতিবেদক— অশোক কুমার দাস

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বান

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

- গ্রন্থাগার পরিসেবাকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করুন
- গ্রন্থাগারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করুন

২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিন। আজ থেকে বিরাশি বছর আগে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ-এর যাত্রা শুরু হয়। নানা বাধা বিঘ্ন, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে পরিষদ এতগুলি বছর পার হয়ে এসেছে।

গ্রন্থাগার দিবস শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম তারিখ নয়, এই দিনটি হ'লো অবিভক্ত বঙ্গদেশে সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাতের দিন। এই আন্দোলনের শরিকরা জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্য সঞ্চালনের জন্য সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। যাঁরা গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, এই দিনটি তাদের কাছে নতুন করে শপথ গ্রহণ করার দিন—ধনী, গরীব, শিশু, কিশোর, নারী-পুরুষ, শক্ত-অশক্ত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জ্ঞান ও তথ্য পাওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে তাঁদের গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে নিয়ে আসার আহ্বান জানানোর দিন।

আমরা সকলেই জানি যে প্রতিটি সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে, তাকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করতে হয়—সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দেশের জনসাধারণকে প্রস্তুত থাকতে হয় আজীবন শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটলেও লক্ষ্য করা গেছে যে দেশের কোটি কোটি মানুষই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে। যদিও সংবিধানে ৬০-এর দশকের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় নি। দুই একটি রাজ্য পূর্ণ সাক্ষর হলেও অধিকাংশ রাজ্য তার থেকে অনেকটাই দূরে।

আমাদের রাজ্যে আজও বহু মানুষ নিরক্ষর। যাঁরা সাক্ষর হচ্ছেন, চর্চার অভাবে তাঁরা পুনরায় নিরক্ষরতার অন্ধকারে ফিরে যাচ্ছেন। অথচ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এদের পাঠাভ্যাস বজায় রাখার সবচাইতে ভাল মাধ্যম। যদিও সাক্ষর জনসাধারণের মধ্যেও মুষ্টিমেয় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হলেও গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নামমাত্র। পঞ্চাশের দশকে গঠিত বিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র বিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগার পরিসেবার ভূমিকা ও গুণগতমান সুনির্দিষ্ট করেছিলেন। বিগত পঞ্চাশ বছরে সেই সব সুপারিশ বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ দেখা যায় নি। পাশ্চাত্য দেশগুলি বিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগারকে খুবই গুরুত্ব দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় চলছে গ্রন্থাগার ব্যতিরেকেই। যেগুলি আছে তাদের অধিকাংশেরই দৈন্যদশা। আমাদের রাজ্যে ছাত্রসমাজ এগিয়ে চলেছে প্রাইভেট টিউশন নির্ভর পরীক্ষাকেন্দ্রিক মুখস্থ পন্থা অবলম্বন করে। ফলে তাদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে উঠছে না। অধিকাংশ অভিভাবকরাও পুত্র-কন্যাদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করেন না। বিচারশক্তি সম্পন্ন, সৃজনশীল, স্বাধীনচেতা, আত্মবিশ্বাসী ছাত্র সমাজ গড়ে তুলতে গেলে গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমেই ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্য সন্ধান ও ব্যবহার করার দক্ষতা সৃষ্টি হবে। এজন্য প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার পরিসেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল হলেও কার্যত তাদের আকর্ষণী ক্ষমতা কম। পরিসেবা বই লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অনুলয় সেবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত, আধুনিক সমাজের প্রয়োজনে আধুনিকীকরণের কাজে পরিকল্পনাহীনতার ছাপ স্পষ্ট। ছাত্ররা গ্রন্থাগার ব্যবহারে পরাঙ্মুখ।

গ্রন্থাগারিকরা দীর্ঘদিন দাবী করলেও কেন্দ্রীয় স্তরে আজও কোন জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য নীতি গ্রহণ করা হয় নি। নব্বই-এর

দশকে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে আঞ্চলিক নেটওয়ার্কগুলি গড়ে উঠেছিল তার কোনটা হয়ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, আবার কোনটা ধ্বংসের মুখে। INSDOC-কে গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় অধিকাংশ রাজ্যেই গ্রন্থাগার আইন নেই। মাত্র ১৫টি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। যেখানে আইন বিধিবদ্ধ আছে এমন রাজ্যেও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বা আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে না। রাজ্যে অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার অবহেলিত। লক্ষ লক্ষ বই সূচীকরণ করা হয় নি, কর্মী সংখ্যা হ্রাস করা হচ্ছে। আধুনিকীকরণের কাজ স্তব্ধ। অনেকগুলি কমিটি জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য গঠিত হলেও সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলির গবেষণার মেরুদণ্ড হলো গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার কেন্দ্রগুলি। গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থা উন্নত করেই বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা তাদের গবেষণার মান ক্রমাগত উন্নত করতে পারছে এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকছে।

সারা দেশে শিল্পায়নের যে কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে তার ফলে যে শিল্পসমাজ ও তথ্য সমাজ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে— তার জন্য আপামর জনসাধারণকে তথ্য পরিসেবার আওতার মধ্যে নিয়ে আসা একান্ত জরুরী। ই-গভর্নান্স, নেটওয়ার্কিং প্রভৃতি পরিকল্পনা যাই নেওয়া হোক না কেন তার জন্য দরকার তথ্য সচেতনতা গড়ে তোলা। এই কাজ অসমাপ্ত থেকে গেলে ইপ্সিত ফললাভ থেকে আপামর জনসাধারণ বঞ্চিত হবে। তথ্য সচেতনতা গড়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের তথ্য সচেতনতা বৃদ্ধি প্রাথমিক কাজ। রাজ্যের সমস্ত স্তরের গ্রন্থাগারগুলি ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তুললেই একাজে সফলতা আসবে।

আজকের যুগে দেশকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে উন্নতমানের গবেষণা প্রয়োজন। সমস্ত গবেষকদের জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা। প্রশাসনের সর্বস্তরে তথ্য সরবরাহ থাকা অত্যন্ত জরুরী। সাধারণ মানুষের কাছে সব ধরনের তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমৃদ্ধি, সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়নের বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল কাজ হচ্ছে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে বিশেষ করে সমস্ত স্তরের প্রশাসক, সমাজ আন্দোলনের কর্মীদের কাছে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার এবং মানোন্নয়ন করার বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলতে হবে। আসুন আমরা সমস্বরে বলি—

বই পড়ার জন্য, বই পড়ুন
তথ্য ব্যবহার করার জন্য, তথ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন
গ্রন্থাগার গড়ে তুলুন, গ্রন্থাগারে আসুন
সকলকে গ্রন্থাগারে নিয়ে আসুন

২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সভা ও আলোচনাচক্র
আলোচ্য বিষয় : বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা
স্থান : রাজ্য যুবকেন্দ্র, মৌলালী, কলকাতা
বিকেল : ৩ টে
বক্তা : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সফল করুন

এবার ৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার, খিদিরপুর হেমচন্দ্র লাইব্রেরিতে। এর আগে আরো দুবার ঐ গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবার আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে "বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগের সমস্যা ও সম্ভবনা"।

আমরা সকলেই অবহিত যে পরিষদ জন্মকালীন সময় থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন শহরে গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠান করে থাকে। এই সম্মেলনগুলি গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার সহায়ক ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে উৎসাহী মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকেন। বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সাড়ে পাঁচশত থেকে ছয়শত প্রতিনিধি সম্মেলনগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। আশা করা যায় এ বছর তার কোন ব্যত্যয় হবে না।

সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়টি যুগোপযোগী এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্থির করা হয়েছে। বর্তমান অবস্থা হলো রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে কম্প্যুটার ব্যবহার শুরু হয়েছে ৯০ দশক থেকে। কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে কম্প্যুটারাইজেশনের কাজ শুরু হলেও খুব যে অগ্রগতি হচ্ছে তা বলা যায় না। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে কম্প্যুটারাইজেশনের কাজে বড় যে খুব অগ্রগতি হচ্ছে তা বলা যায় না। সেখানে কম্প্যুটার সবে মাত্র যেতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু সব ধরনের গ্রন্থাগারগুলিই কতকগুলি নির্দিষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। গ্রন্থাগারগুলির সামর্থ্যের মধ্যে সফটওয়ার নেই, ভালো সফটওয়ার-এর অভাব, নেট ওয়ার্কিং-এর কথা ভাবার মত অবস্থা এখনও আসে নি—গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে কম্পিউটারভিত্তিক পরিসেবা দেওয়ার মত প্রশিক্ষণ অনুপস্থিত, কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে আগ্রহ নেই বললেও চলে। সারা দেশ যখন এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে গেছে আমরা অনেক এগিয়ে থাকলেও বাস্তবে এক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে।

তবে আশার কথা নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে এবং বি লিব, এম লিব কোর্সগুলিতে কম্পিউটার শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যে সব ছাত্র-ছাত্রী এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত হয়ে আসছেন কলেজে তাঁদের এখনও নিয়োগের দরজায় দেখা যায় নি। অধিকাংশে গ্রন্থাগারে তথ্য পরিসেবা অনুপস্থিত। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের ব্যবস্থা নেই বললেও চলে।

ইদানীং রাজ্যে সরকার শিল্পায়নের কথা বলছেন, রাজ্যে হাজার হাজার কোটি টাকা শিল্পে বিনিয়োগের কথা শোনা যাচ্ছে—এটা আনন্দের কথা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'ই-গভর্ন্যান্সের', কথা বলছেন। এই সব কাজের জন্য কম্পিউটার শিক্ষিত প্রভূত কর্মী প্রয়োজন। আগামী দিনে ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে সমাজে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সঞ্চালন, পরিসেবা এবং তথ্য ব্যবহার বাড়বে এটা স্বাভাবিক। পাশাপাশি কম্পিউটার পরিসেবাভিত্তিক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে আশা করা যায়। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করে এবার সম্মেলনের উপরোক্ত বিষয় স্থির করা হয়েছে। উৎসাহী ব্যক্তিদের কাছে সম্মেলনে আলোচনার জন্য প্রবন্ধ আহ্বান করে গ্রন্থাগার পত্রিকায় ইতোমধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত দেওয়া যায় নি। যে যে বিষয়গুলি আলোচনায় আসা প্রয়োজন তা হলো —

১) বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যথা, সাধারণ গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন, বিশেষ গ্রন্থাগার কম্পিউটার পরিষেবার ব্যবস্থাপনা

২) সফটওয়ার বিষয়ক সমস্যা—যথা বাণিজ্যিক সফটওয়ার ও বিনামূল্যের সফটওয়ার। গ্রন্থাগার পরিচালনা সফটওয়ার ও তথ্য সরবরাহ সফটওয়ার। স্থানীয় সফটওয়ার রচনার সমস্যা ও সম্ভাবনা।

৩) বাংলা ডেটাবেস সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধানের সূত্র

৪) নেটওয়ার্কিং-এর সমস্যা

৫) ইন্টারনেট রিসোর্স, ভারতীয় বিদ্যার ইন্টারনেট রিসোর্স

৬) মালটিমিডিয়া-যথা দৃশ্য, শ্রাব্য এবং শ্রবণেন্দ্রিয় মিডিয়া সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষেবা ইত্যাদি বিষয়

৭) ডিজিটাল লাইব্রেরি - ডিজিটাল সংরক্ষণ

৮) মানবসম্পদ সৃষ্টি বা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

৯) তথ্য সাক্ষরতা, তথ্য সচেতনতা বা ইনফরমেশন লিটারেসি

উপরোক্ত বিষয়গুলি উদ্ভূত সমস্যা ও বাস্তবভিত্তিক সমাধানের সূত্রগুলির সন্ধান করাই সম্মেলনের আশু লক্ষ্য। আশা করি রাজ্যের গ্রন্থাগারিক ও সংগঠকরা এ বিষয়ে সাড়া দেবেন এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন।

৪৯তম সম্মেলন সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় :—

ক) সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার সংগঠক ও গ্রন্থানুরাগীবৃন্দ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পরিষদের সদস্যদের মাথা পিছু ২০.০০ টাকা (কুড়ি টাকা); যাঁরা সদস্য নন ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা) দিয়ে পরিষদে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য দুই জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবেন।

খ) আহারাদি, জলখাবার ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য জন প্রতি ২০০.০০ টাকা (দুইশত টাকা) করে অভ্যর্থনা সমিতিকে দেয়। প্রতিনিধিদের থাকার বন্দোবস্ত করবেন অভ্যর্থনা সমিতি।

গ) প্রতিনিধিদের বিছানা, মশারি ও কম্বল আনতে হবে।

ঘ) যাঁরা সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করতে চান তাঁদের সম্মেলন শুরুর দুইদিন আগে অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাতে হবে।

ঙ) সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগের স্থান : পরিষদ কার্যালয় পি ১৩৪, সি আই টি স্কিম ৫২, কলকাতা-৭০০ ০১৪। দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির ঠিকানা : শ্রী অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র লাইব্রেরি, ১১/১, মোহনচাঁদ রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৩। দূরভাষ : ৯৩৩৯৭৯৫০০১ (ব্যক্তিগত)।

চ) উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যে কোন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারবেন; কিন্তু অন্যান্য অধিবেশনে কেবলমাত্র তালিকাভুক্ত প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ছ) সমাপ্তি অধিবেশনের পরে সম্মেলনে যোগদানের সংশোপত্র (সার্টিফিকেট) দেওয়া হবে।

Government of West Bengal
Higher Education Department
C.S. Branch
Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata-91

No. 829-Edn (C.S.) / 55-11/03 Dated, Kolkata, the 21st September, 2007.

From : Shri M. Chakraborti,
O.S.D. & Ex-officio Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of Public Instruction, West Bengal, Bikash Bhavan, Salt Lake.

Sub : Accumulation and encashment of earned leave in respect of Librarians/Asst. Librarians/Deputy Librarians of non-Govt. Colleges.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor has been pleased to decide that the coiling on accumulation of earned leave be fixed at 240 days and to allow the benefit of payment of cash equivalent of leave salary for the period of the earned leave for a maximum of 240 days for Librarians/Asstt. Librarians/Deputy Librarians of non-Govt. Colleges in the state.

This will be effective from 30.9.2004.

This order issues with the concurrence of Finance Deptt. vide their U.O. No. 1478 Group-P (service) dt. 10.8.2007.

Sd/- M. Chakraborti
O.S.D. & Ex-officio Deputy Secretary.

No. 829/1(6)-Edn (CS)

Copy forwarded for information and necessary action to the :-

1. Accountant General (A&E), West Bengal.
2. Finance Deptt. of this Govt.
3. Pay & Accounts Officer, Kolkata Pay & Accounts Office. 81/2/2, Phears Lane, Kolkata-12.
4. Joint Director of Public Instruction (Pen), West Bengal.
5. Computer Cell of this Deptt.
6. Guard file.

O.S.D. & Ex-Officio Deputy Secretary

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI - 110 002

No. F. 3-9/2007 (PS) September 6. 2007

OFFICE MEMORANDUM

The University Grants Commission hereby appoints a Committee to Review the Scales of Pay of the Teachers in the Universities and Colleges. The Commission in consultation with the Ministery of Human Resource Development has finalized the terms of reference of the Committee, which are as follows:

a) To review the implementation of the previous decision of the Government/UGC under the Scheme of Revision of Pay Scales approved for University and College Teachers, Librarians, Physical Education Personnel and other academic staff in Universities and Colleges, and in the process, to evaluate the extent to which the earlier recommendations in relation to qualifications, service conditions and pay-scales etc. have been implemented.

b) To examine the present structure of emoluments and conditions of service of University and College Teachers, Librarians, Physical Education Personnel and other academic staff in Universities and Colleges and to suggest revision in the structure taking into account the minimum qualifications, career advancement opportunities, and total packet of benefits available to them (such as superannuation benefits, medical, housing facilities, etc.).

c) To make recommendations on the ways and means of attracting and retaining talented persons in the teaching profession, as well as for the furtherance of research in the University System and also for their career advancement in teaching and equivalent positions in order to improve the quality of higher education.

d) To look into the cases of anomalies, if any, in the matter of pay structure and/or career advancement opportunities for any categories of academic staff, consequent on revision of pay scales based on the recommendations of the preceding Pay Review Committee and to suggest remedial measures.

The pay structure and service conditions of the non-academic staff who may be governed by the Central Pay Commission's recommendations, including those of the officers and staff working in the University Grants Commission shall be outside the purview of the Pay Review Committee.

The Committee may initiate necessary studies and analysis in regard to the terms of reference, keeping in mind the demands and requirements of university and higher education institutions.

The composition of the Pay Review Committee shall be as under :

i) **Prof. G.K. Chandha,** — **Chairman**
Member,
Economic Advisory Council to the Prime Minister,
Vigyan Bhawan Annexe,
Maulana Azad Road, New Delhi.

ii) **Prof. Atul Sharma,** — **Member**
(Former VC, Rajiv Gandhi University)
(Former Advisor, Finance Commission)
52, Kala Vihar,
Mayur Vihar Phase-I Extn., New Delhi.

iii) **Prof. G. Padmanaban,** — **Member**
Former Director,
Indian Institute of Science,
Bangalore.

iv) **Shri Sudeep Banerjee,** — **Member**
Chancellor,
National University for Educational
Planning & Administration,
17-B, Sri Aurobindo Marg,
NCERT Campus, New Delhi – 110 016.

v) **Prof. Manimala Das,** — **Member**
Principal,
Bathune College,
181, Bidhan Sarani, Kolkata.

vi) **Representative of Department of Higher Education,** — **Member**
Ministry of Human Resource Development,
(not below the rank of Joint Secretary)

vii) **Secretary,** — **Member Secretary**
University Grants Commission,
New Delhi - 110 002.

The Commission will make necessary payment towards TA/DA and other expenses to the Members.

The Committee should submit its report to the UGC within one year of its constitution.

(Pankaj Mittal)
Joint Secretary

GRANTHAGAR

Vol. 57 : No. 9 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda November, 2007

ENGLISH ABSTRACTS

by Joydeep Chanda

Library movement : Prabir Roychowdhury's view (Editorial) p.175

Late Prabir Roychowdhury was a true socialist. He always tried to describe library movement from the angle of socialism. Library movement, according to him, should not be isolated from other mass movements like literacy movement, cultural movement, etc. In this editorial, the editor tried to depict late Roychowdhury's view about library movement. Prof. Roychowdhury hoped that a public library must follow the guidelines of Unesco Manifesto. Its collection should include local history and it should act for the development of education, society and people. The success of library movement would only become possible by the active participation of people in the library movement. The editor appealed to librarians and library oriented people to actively participate in library movement that would be the ultimate homage to this great personality.

The person who was determined to establish "Peoples' University" – by Arindam Konar p.176

In this article, the author respectfully reminisced late Prabir Roychowdhury. He pointed out late Roychowdhury's role in the development of library system in West Bengal, his family life, his life as a member of the Communist Party of India (Marxist) and as an expert in library and information science. Prof. Roychowdhury wanted to develop public library as "peoples' university' and devoted his whole life to fulful his dream. The author also described late Roychowdhury's role to organize West Bengal State Book Fair and different district book fairs and lastly the author expects that his followers should follow his life-long struggle that would help to achieve the desired goal.

In memory of Prabir Roychowdhury – a poem by Netai Chandra Ghatak p.179

Down memory lane – by Shyamal Roy Chowdhury p.180

The author remembered late Prabir Roychowdhury – as his teacher, one of the pioneers in library movement and after all a soft-hearted human being. As a teacher, the author pointed out late Roychowdhury's style of teaching and his memorising power, quality of altruism irrespective of status, political belief of people. As a family man he was a very distressed person due to death of his only son in the age of 12. This perhaps led him to establish one children's library named after his son. His organizing capability was remarkable and as a result the library legislation in West Bengal was enlisted in the election manifesto of Left Front in 1977 and enactment of the West Bengal Public Libraries Act 1979 was possible. Mentioned Professor Roychowdhury's some of the personal qualities and his

expectation to integrate library movement with other movements of the society.

Library movement in Bengal and history of the Bengal Library Association – by Nirmalendu Mukhopadhyay. p.190

In this part of the serialized article, the author tried to describe some of the important events of library movement in West Bengal during 1966. These include debate on Public Library Act in the Association building presided by Pramil Chandra Basu; constitution of different sub committees of the Association and their functions and their functions and the report of the Council Meeting of the Association.

Library news p.194-196

1. **Organization of condolence meeting in memory of late Prabir Roychowdhury** on 24th August 2007 by **Patrasayer Sahriday Netaji Library, Bankura.** Reported by Satya Narayan Gangyopadhyay.

2. The Governing Body of **Chinsura Kishore Pragati Sangha Town Library** expressed their deep condolence on the demise of late Prabir Roychowdhury.

3. **Organization of condolence meeting in memory of late Prabir Roychowdhury** on 23rd August 2007 by **Balsi Dhruba Sanghati Govt. Sponsored Rural Library, Bankura.** Reported by Asim Kumar Pujari.

4. **Annual General Meeting of Coochbehar Public Libraries Employees' Co-operative Credit Society Ltd.** on 19th August 2007. Reported by Jayanta Saha.

5. **Celebration of 61st Independence Day** on 15th August 2007 by **Chichuria Rabindra Library**. Reported by Basudeb Pal.

Obituary p.195

Kamala Nagraj, wife of Sri M. N. Nagraj and an ex-student of the Association as well as a retired superintendent of the National Library, Kolkata passed away on 26th August 2007.

Association news p.195

1. **List of Council Members for the years 2006-2008** of the Association including 11 Office Bearers, 10 Executive Committee members and 13 Council members.

2. **Organization of six-day workshop cum seminar at the District Library of Midnapur (West)** for the public library librarians in this district between 15th-21st September 2007. Reported by Milan Sarkar.

3. **Organization of the 11th Annual General Meeting of Bengal Library Association, Birbhum District Committee** at Suri Vivekananda Library on 19th August 2007.

4. **Organization of condolence meeting in memory of late Prabir Roychowdhury** on 19th September 2007 by **Murshidabad District Committees of Bengal Library Association and WBPLEA and Local Library Authority, Murshidabad.**

5. **Celebration of birth anniversary of Dr. S. R. Ranganathan** on 12th August 2007 by the **Coochbehar District Committees of Bengal Library Association and WBPLEA** in Rebati Raman Sebasangha Town Library of Mathabhanga Subdivision. Reported by Jayanta Saha.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬১.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ১০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No. : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo.:MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 57 : No. 8 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda November, 2007

CONTENTS

Page

49th Bengal Library Conference (***Editorial***) 207

Parthapration Roy 208
Application of information on Rabindra rural development programme

Shyamsundar Chakraborty and Dr. Amit Kr. Bandyopadhyay 213
Raja Rammohan Roy Library and Sanskriti Parisad – readers' satisfaction with respect to high quality reference service : a study

Nirmalendu Mukhopadhyay 222
Library Movement in Bengal and History of the Bengal Library Association

LIBRARY NEWS 224

ASSOCIATION NEWS 225

LIBRARY DAY 230

49TH BENGAL LIBRARY CONFERENCE 232

GOVERNMENT ORDER 234

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 57, NO. 8) 237

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 2244-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014. **Phone : 2284-8265.**
Editor: **Goutam Goswami**

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ৯ | সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী | সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ | পৌষ, ১৪১৪

সূচীপত্র

৯
২৭/১১/০৪

	পৃষ্ঠা
গ্রন্থাগার দিবস (সম্পাদকীয়)	২৪৩
ডঃ প্রীতি সেন শিশু মনের বিকাশে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা	২৪৫
মৌমিতা আশ ও অনিমেষ ভট্টাচার্য উইকিপিডিয়া—মুক্ত বিশ্বকোষ	২৫০
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	২৫২
প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরী স্মরণে	২৫৭
পরিষদ সংবাদ	২৫৯
গ্রন্থাগার সংবাদ	২৬১
শোক সংবাদ	২৬২
GOVERNMENT NOTICE	২৬৩
চিঠিপত্র	২৬৪
ENGLISH ABSTRACTS (Vol.57, No. 8)	২৬৫

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- বিমল কুমার দত্ত
  [illegible]
  মূল্য : ১১.০০ টাকা
- রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
  [illegible]
  মূল্য : ২০.০০ টাকা
- ড: অনিতা গুহঠাকুরতা
  [illegible]
  মূল্য : ৬১.০০ টাকা
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও আলোক পোদ্দার
  [illegible]
  ইংরেজী-বাংলা ১৯৯৮
  মূল্য : ২১.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪, ১৯৯০
  মূল্য : ৪১.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০, ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research melhodology. 1993. Rs. 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994. Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemoralive volume : 1998. Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989. Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২২০.০০

২. বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. সূচীকরণ • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত) • দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (দত্ত) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10.00

৬. বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

৭. 'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০ • (পরিবেষক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ৯ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ পৌষ, ১৪১৪

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার দিবস

২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিন। আজ থেকে বিরাশি বছর আগে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-এর যাত্রা শুরু হয়। নানা বাধা বিঘ্ন, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে পরিষদ এতগুলি বছর পার হয়ে এসেছে।

গ্রন্থাগার দিবস শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম তারিখ নয়, এই দিনটি হ'লো অবিভক্ত বঙ্গদেশে সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাতের দিন। এই আন্দোলনের শরিকরা জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্য সঞ্চালনের জন্য সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। যাঁরা গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, এই দিনটি তাদের কাছে নতুন করে শপথ গ্রহণ করার দিন—ধনী, গরীব, শিশু, কিশোর, নারী-পুরুষ, শক্ত-অশক্ত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জ্ঞান ও তথ্য পাওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে তাঁদের গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে নিয়ে আসার আহ্বান জানানোর দিন।

আমরা সকলেই জানি যে প্রতিটি সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে, তাকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করতে হয়—সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দেশের জনসাধারণকে প্রস্তুত থাকতে হয় আজীবন শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটলেও লক্ষ্য করা গেছে যে দেশের কোটি কোটি মানুষই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে। যদিও সংবিধানে ৬০-এর দশকের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় নি। দুই একটি রাজ্য পূর্ণ সাক্ষর হলেও অধিকাংশ রাজ্য তার থেকে অনেকটাই দূরে।

আমাদের রাজ্যে আজও বহু মানুষ নিরক্ষর। যাঁরা সাক্ষর হচ্ছেন, চর্চার অভাবে তাঁরা পুনরায় নিরক্ষরতার অন্ধকারে ফিরে যাচ্ছেন। অথচ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এদের পাঠাভ্যাস বজায় রাখার সবচাইতে ভাল মাধ্যম। যদিও সাক্ষর জনসাধারণের মধ্যেও মুষ্টিমেয় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হলেও গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নামমাত্র। পঞ্চাশের দশকে গঠিত বিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র বিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগার পরিসেবার ভূমিকা ও গুণগতমান সুনির্দিষ্ট করেছিলেন। বিগত পঞ্চাশ বছরে সেই সব সুপারিশ বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ দেখা যায় নি। পাশ্চাত্য দেশগুলি বিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগারকে খুবই গুরুত্ব দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় চলছে গ্রন্থাগার ব্যতিরেকেই। যেগুলি আছে তাদের অধিকাংশেরই নৈরাদশা। আমাদের রাজ্যে ছাত্রসমাজ এগিয়ে চলেছে প্রাইভেট টিউশন নির্ভর পরীক্ষাকেন্দ্রিক মুখস্থ পন্থা অবলম্বন করে। ফলে তাদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে উঠছে না। অধিকাংশ অভিভাবক পুত্র-কন্যাদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করেন না। বিচারশক্তি সম্পন্ন, সৃজনশীল, স্বাধীনচেতা, আত্মবিশ্বাসী ছাত্র সমাজ গড়ে তুলতে গেলে গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমেই ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্য সন্ধান ও ব্যবহার করার দক্ষতা সৃষ্টি হবে। এজন্য প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার পরিসেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল হলেও কার্যত তাদের আকর্ষণী ক্ষমতা কম। পরিসেবা বই লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অনুলয় সেবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত, আধুনিক সমাজের প্রয়োজনে আধুনিকীকরণের

কাজে পরিকল্পনাহীনতার ছাপ স্পষ্ট। ছাত্ররা গ্রন্থাগার ব্যবহারে পরাঙ্মুখ।

গ্রন্থাগারিকরা দীর্ঘদিন দাবী করলেও কেন্দ্রীয় স্তরে আজও কোন জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য নীতি গ্রহণ করা হয় নি। নব্বই-এর দশকে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে আঞ্চলিক নেটওয়ার্কগুলি গড়ে উঠছিল তার কোনটা হয়ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, আবার কোনটা ধ্বংসের মুখে। INSDOC-কে গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় অধিকাংশ রাজ্যেই গ্রন্থাগার আইন নেই। মাত্র ১৫টি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। যেখানে আইন বিধিবদ্ধ আছে এমন রাজ্যেও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বা আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে না। রাজ্যে অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার অবহেলিত। লক্ষ লক্ষ বই সূচীকরণ করা হয় নি, কর্মী সংখ্যা হ্রাস করা হচ্ছে। আধুনিকীকরণের কাজ স্তব্ধ। জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য অনেকগুলি কমিটি গঠিত হলেও সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলির গবেষণার মেরুদণ্ড হলো গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবার কেন্দ্রগুলি। গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থা উন্নত করেই বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা তাদের গবেষণার মান ক্রমাগত উন্নত করতে পারছে এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকছে।

সারা দেশে শিল্পায়নের যে কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে তার ফলে যে শিল্পসমাজ ও তথ্য সমাজ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে—তার জন্য আপামর জনসাধারণকে তথ্য পরিসেবার আওতার মধ্যে নিয়ে আসা একান্ত জরুরী। ই-গভর্নান্স, নেটওয়ার্কিং প্রভৃতি পরিকল্পনা যাই নেওয়া হোক না কেন তার জন্য দরকার তথ্য সচেতনতা গড়ে তোলা। এই কাজ অসমাপ্ত থেকে গেলে ইপ্সিত ফললাভ থেকে আপামর জনসাধারণ বঞ্চিত হবে। তথ্য সচেতনতা গড়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের তথ্য সচেতনতা বৃদ্ধি প্রাথমিক কাজ। রাজ্যের সমস্ত স্তরের গ্রন্থাগারগুলি ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তুললেই একাজে সফলতা আসবে।

আজকের যুগে দেশকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে উন্নতমানের গবেষণা প্রয়োজন। সমস্ত গবেষকদের জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা। প্রশাসনের সর্বস্তরে তথ্য সরবরাহ থাকা অত্যন্ত জরুরী। সাধারণ মানুষের কাছে সব ধরনের তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি, সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়নের বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল কাজ হচ্ছে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে বিশেষ করে সমস্ত স্তরের প্রশাসক, সমাজ আন্দোলনের কর্মীদের কাছে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার এবং মানোন্নয়ন করার বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলতে হবে। আসুন আমরা সমস্বরে বলি—

বই পড়ার জন্য, — বই পড়ুন
তথ্য ব্যবহার করার জন্য, — তথ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন
গ্রন্থাগার গড়ে তুলুন, — গ্রন্থাগারে আসুন
সকলকে গ্রন্থাগারে নিয়ে আসুন

২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সভা ও আলোচনাচক্র
আলোচ্য বিষয় : বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা
স্থান : রাজ্য যুবকেন্দ্র, মৌলালী, কলকাতা
বিকেল : ৩ টে
বক্তা : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ

শিশু মনের বিকাশে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা

(গত ১২ই আগষ্ট ২০০৭ মালদহ কলেজ অডিটোরিয়ামে গ্রন্থাগারিক দিবস উপলক্ষে লেখিকা যে বক্তৃতা দেন এটি তার লিখিত রূপ)

ডা প্রীতি সেন

একটি শিশু যখন ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে একটু একটু চারপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। এভাবেই ভরে ওঠে তার অভিজ্ঞতা ভান্ডার। জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়েই তার শিশুমন বিকশিত হয়ে ওঠে। অচেনা এই জগৎ সম্পর্কে তার মনে জেগে ওঠে নানা প্রশ্ন নানান ভাবনা। সে তো জানে না ঠিক কোন পথে কেমন ভাবে এগিয়ে গেলে, সে সহজেই চিনে নিতে পারবে, বুঝে নিতে পারবে তার পারিপার্শ্বিক জগৎকে। তার মনের কল্পনার জগৎ কেমন ভাবে ডানা মেলবে তাও সে বোঝে না। তার অভিজ্ঞতার ভান্ডার যে শূন্য! ঠিক এমনই একটা সময়ে যে মাধ্যম শিশুকে এগিয়ে চলতে সাহায্য করবে, পথের সন্ধান দেবে তা হল বই। অচেনা এই জগতে বই হল শিশুর চলার পথের আলো। যে কল্পনা তার শিশুমনে পুরোপুরি ফুটে উঠতে পারে না, বই এর মাধ্যমে সে পেয়ে যায় সেই কল্পলোকের সন্ধান। তার শিশুমন কল্পনার ডানা মেলে উড়ে যায় নীল আকাশে, তেপান্তরে মাঠে গভীর আনন্দের সঙ্গে সে গ্রহণ করতে থাকে অচেনা এই পৃথিবীকে। এভাবে খুব ছোট বয়স থেকেই বই পড়ে সে চিনতে শেখে তার পরিবেশ ও প্রকৃতিকে। একটু বড় হবার পর বই এর মধ্যেই সে প্রত্যক্ষ করে তার পারিপার্শ্বিক সমাজ ও জীবনের জনবৃদ্ধি। তাই জীবনের সূচনাতেই শিশুমনের পরিপূর্ণ বিকাশে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে বই।

স্কুল সিলেবাসের নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ পাঠ্য পুস্তকের বাইরে শিশুদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে বই এর এক বিশাল জগৎ যার নাম আমরা দিয়েছি শিশুসাহিত্য। এই শিশুসাহিত্যে সঞ্চিত থাকে শিশুমনের পরিপূর্ণ বিকাশের সব আয়োজন।

শিশুরা চিরকাল এক কল্পলোকের অধিবাসী। তাদের কল্পনা বাস্তব অবাস্তবের কোন সীমারেখা মেনে চলে না। সব দেশে সব কালে শিশুসাহিত্য আকাশে ভাসমান হালকা মেঘের মত প্রবাহমান নানা কল্পনায় শিশু হৃদয়ে সরস ও উর্বর করে তোলে। শিশুরা জগতকে দেখে আপন খেয়ালে। ইচ্ছামত তারা তাদের জগতকে ভাঙে আর গড়ে। শিশুমনের এই বিচিত্র জগৎ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে শিশুসাহিত্যের মাধ্যমে। শিশুসাহিত্যের একটা বড় অংশই কল্পনার বাধা বন্ধহারা আকাশ পরিক্রমা, প্রকৃতিই সেখানে প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকে। এছাড়া শিশুসাহিত্যের মাধ্যমে জীবনের আঘাত সংঘাতময় দুঃখ দীর্ণ দিকটাও শিশুর কাছে তুলে ধরা হয় যায় সাহায্যে সামাজিক ও মানবিক বৃহত্তর কল্যানের পথের আহ্বান তাদের অন্তরে পৌছয়। শিশু সাহিত্যের আরও একটি দিক আছে তা হল তথ্যভিত্তিক। বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই তথ্যভিত্তিক শিশুসাহিত্য রচনার মূল উদ্দেশ্য।

শিশুদের বয়স বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরে তাদের মানসিক জগতেরও পরিবর্তন ঘটে। এ কথা মনে রেখে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য রচনার প্রয়োজন হয়। ৫ থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুমন থাকে অপরিনত। তখনও তাদের প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়া চলছে। এ বয়সের শিশুদের জন্য লেখা বইতে ভাষা শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তাছাড়া ছড়ার ছন্দ, তাদের মনকে আকৃষ্ট করে। ছড়া/কবিতা শিশু শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। ছোট ছোট ছড়া বা কবিতা একদিকে যেমন তাদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে তোলে তেমনি তাদের নিয়ে যায় কল্পনার জগতে। এছাড়া পরিবেশ ও প্রকৃতি পরিচয় ও কিছুটা নীতিশিক্ষা বিষয়ে বই এই বয়সের শিশুদের মানসিক গঠনে সাহায্য করে। Fairy Tales বা রূপকথার গল্প শিশুমনের কল্পনা শক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

৮ বছরের পর থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুসাহিত্য রচনায় অনেক বেশি স্বাধীনতা নেওয়া যায়। এ বয়সে শিশুদের বই পড়ার অভ্যেস গড়ে ওঠে। ওরা ওদের চারপাশের অচেনা পৃথিবী ও অজানা প্রকৃতিকে আরও ভালভাবে জানতে চায়। প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে নানা অজানা বৈজ্ঞানিক তথ্য এদের আনন্দ দেয়। ওদের সামনে জ্ঞানের জগৎ প্রসারিত হতে থাকে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসন্ধান বিষয়ে লেখা বই পড়ে এরা নিজেদের চিন্তায় যুক্তি ও শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা করে। হাসির গল্প, ছন্দোময় ছড়া বা কবিতা, প্রকৃতি বর্ণনা এদের আকর্ষণ করে। দুঃসাহসিক অভিযান, রহস্য গল্প বা যুদ্ধের গল্পের

উত্তেজনা এদের আনন্দ দেয়। এ বয়সে শিশুরা অপেক্ষাকৃত জটিল সামাজিক সমস্যামূলক গল্প উপন্যাস পড়ে উপলব্ধি করতে পারে। কোন রকম কার্যকারণ ছাড়াই এরা রহস্যময় গল্প, রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনী পড়তে ভালবাসে। গল্প উপন্যাসের শিশু চরিত্রের সঙ্গে এরা একাত্মতা বোধ করে। তাদের মনে জেগে ওঠে নায়কোচিত চরিত্রের প্রতি গভীর আকর্ষণ। সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বে এরা আলোড়িত হয়। মিথ্যার ওপর সত্যের প্রতিষ্ঠাকে যে এরা স্বাগত জানায়। ধীরে ধীরে এদের মনে জন্ম নেয় মানবিক মূল্যবোধ। এখানেই ঘটে শিশুর মানসিক বিকাশে বই এর ভূমিকার প্রকৃত মূল্যায়ন। বইকে সঙ্গী করেই একটি কিশোর ক্রমশ সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি, পৃথিবীর মানব সমাজ ও পরিবেশ পরিচিতি, খেলাধূলা, দেশ বিদেশের অতীত বা বর্তমান ইতিহাস, মহাপুরুষদের জীবনী কিশোর মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কিশোর মনের স্বাভাবিক চাহিদার অনেকটাই পূরণ করে দেয় শিশুসাহিত্য।

শিশুসাহিত্য প্রকাশনার মূল উৎস বই, সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র। বই ছাড়াও শিশুদের জন্য নানা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রতিটি সংবাদপত্রের সঙ্গেই সপ্তাহে একদিন একটি শিশু বিভাগ যুক্ত করা হয়। প্রতিটি প্রকাশনারই মূল উদ্দেশ্য শিশু মনকে প্রভাবিত করা। শিশুসাহিত্য কিভাবে শিশুমনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে শিশু সাহিত্যের পরিধি সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তোলা প্রয়োজন। শিশু সাহিত্যকে বিষয়বস্তু অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। (১) সাধারণ জ্ঞান ও কোষগ্রন্থ (২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা (৩) আমোদ প্রমোদ, খেলাধূলা, ম্যাজিক ও ধাঁধা (৪) পুরান কাহিনী ও মহাকাব্য (৫) কবিতা ও ছড়া (৬) নাটক (৭) গল্পসংকলন ও উপন্যাস (৮) অভিযান ও ভ্রমণ কাহিনী (৯) জীবনী ও (১০) ইতিহাস

শিশুবয়সে তথ্য সংগ্রহের থেকেও বেশি প্রয়োজন জ্ঞানের এই সুবিশাল রাজ্যের সঙ্গে শিশুদের প্রাথমিক পরিচয় গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সাধারণ জ্ঞানের বই শিশুদের জন্য প্রকাশিত হয়। শিশুদের উপযোগী বেশ কয়েকটি বিশ্বকোষও গত একশ বছরে প্রকাশিত হয়েছে। এ জাতীয় বই শিশুদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী ও কৌতূহলী করে তোলে।

এই মানব সভ্যতা বিজ্ঞানেরই দান। ছোট বয়স থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় হওয়া দরকার। শিশুদের মনে যুক্তি ও শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তোলা, তাদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার জন্য বিজ্ঞানের ওপর সহজসরল ভাষায় বই নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এভাবেই চলছে শিশুর সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয়। শিশু মনের অজস্র প্রশ্নের উত্তর তারা খুঁজে পায় বই এর পাতায়।

খেলাধূলা ও নানা ধরণের সৃষ্টিমূলক কাজ যেমন ছবি আঁকা, নাচ, গান, নাটকের অভিনয় শিশুর জীবন আনন্দে ভরে তোলে। সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে গেলে খুব ছোট বয়স থেকেই বাচ্চাদের মধ্যে খেলাধূলা ও অন্যান্য নান্দনিক বিষয়ের প্রতি আগ্রহ গড়ে তুলতে হবে। সেকথা মনে রেখেই খেলা, ছবি আঁকা, গান, নাচ, বাংলার বারো মাসের তের পার্বনকে উপলক্ষ করে নানা উৎসবের কথা অবলম্বনে অনেক বই লেখা হয়েছে। ছোটদের আনন্দদান ও সেই সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার জন্য ম্যাজিক, ধাঁধা ও হেয়ালির ওপরে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। অংকের ধাঁধা সহজেই ছোটদের মন টানে।

যদিও বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ, আজ সারা পৃথিবীই আমাদের অনেক কাছে এসে পড়েছে, তবু ভৌগোলিক ও পরিবেশ গত কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন ঐতিহ্য ও কৃষ্টি নিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। যে কোন শিশুকেই তার নিজের দেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। নইলে সে হবে শিকড়বিহীন। তার মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণ হতে পারে না। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যময় সভ্যতা ও কৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় করতে গেলে পড়তে হবে বিভিন্ন মহাকাব্য ও পুরাণ কাহিনী। সেই উপপ্লবিকিশোরের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণ কাহিনী নিয়ে শিশুদের উপযোগী বহু বই লেখা হয়েছে। এই একবিংশ শতাব্দীর শিশুরাও রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কাহিনী পড়তে ভালোবাসে। বই না পড়লেও তারা কমিক্স নিশ্চয়ই পড়ে।

শিশুদের জন্য লেখা কবিতা বা ছড়া প্রধানতঃ ছন্দ নির্ভর। সুরের আর ছন্দের মাধুর্য শিশুপাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতায় অনেক সময় শব্দ গেঁথে গেঁথে যে রূপকল্প তৈরী করা হয় শিশু পাঠক তারই মধ্যে তার আশে পাশের প্রকৃতি ও পরিবেশকে খুঁজে পায়। কবিতা পাঠ শিশুমনে জাগিয়ে তোলে সৌন্দর্য চেতনা।

শিশুদের উপযোগী লেখা নাটকের মূল উদ্দেশ্য শিশুমনে

আনন্দদান। শিশু নাটিকার একটি বড় অংশই কৌতুক নির্ভর। এছাড়াও পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে দিয়ে শিশুমনে দেশপ্রেমের বীজ বপনের চেষ্টাও করা হয়ে থাকে। কিছু কিছু সামাজিক নাটকে সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতির কথাও তুলে ধরা হয়। নাটক যেহেতু সংলাপ প্রধান তাই নাটকের বক্তব্য সহজেই শিশুমনে দাগ কাটতে পারে। শিশু সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে গল্প ও উপন্যাস। এই গল্প বা উপন্যাস লেখা হয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেমন রূপকথা, রহস্য, রোমাঞ্চ কাহিনী, ভূতের গল্প, বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী, হাসির গল্প ও সামাজিক কাহিনী।

শিশুমনের লাগামহীন কল্পনাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রূপকথার গল্পে। যা স্পষ্ট, যা প্রত্যক্ষ বুদ্ধির গোচর তার মধ্যে শিশুমন তৃপ্ত হতে পারে না। শিশু প্রকৃতি স্বাভাবিক ভাবে খোঁজে ভয়, বিস্ময় আর চমক। সে নিজের মনেই তৈরী করে নেয় এক অলীক জগৎ। রূপকথার পাত্র পাত্রীরা সেই অলীক জগতেরই বাসিন্দা। প্রকৃতির সঙ্গে শিশুর যে বন্ধন তা সে প্রত্যক্ষ করে উপকথার গল্পে। যেখানে গাছপালা, পশুপাখি এমনকি জড় পদার্থ, জীবন্ত চরিত্র হয়ে ওঠে। রূপকথার গল্পে সবসময়েই যা ভাল যা সত্য তাই জয়লাভ করে। পতন হয় যা মন্দ যা ক্ষতিকর তারই। এভাবে শিশুর অবচেতন মনে একটা মূল্যবোধের প্রভাব পড়তে থাকে। যখন সে বড় হয়ে ওঠে তখন সে নিজেই একদিন বাস্তব বা কল্পনার জগতকে আলাদা করে নিতে শেখে। সে পরিচিত হয় বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে। শিশুর রূপকথার জগৎ তার অন্তরেই লীন হয়ে যায়। শিশুর মানসিক বিকাশে তাই রূপকথার আবেদন শাশ্বত।

রূপকথার পরেই ছোটদের পছন্দ রহস্য ও রোমাঞ্চকর গল্প উপন্যাস। রোমাঞ্চকর জীবনের হাতছানি মানুষের মনে সুপ্ত থাকে শিশুকাল থেকেই। প্রকৃতিকে জয় করার বাসনায় মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকেই চলেছে নানা দুঃসাহসিক অভিযানে। এই বাসনা যদি না থাকত তবে মানব সভ্যতা থমকে যেত অনেক আগেই। রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনী কিশোর মনের ঘুম ভাঙ্গার গান। ধরাবাঁধা গণ্ডিবদ্ধ জীবনে সে চায় এই পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হতে। সুদূরের হাতছানি তার মনে বাঁধা বন্ধহীন জীবনের আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলে। রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনীকে কিশোরের সেই অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্তিলাভ করে। অজানার অভিযানে দেহ ও মনের যে শক্তির প্রয়োজন, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বিপদের ঝাঁপিয়ে পড়ার যে সাহস ও মানসিক দৃঢ়তার প্রকাশ রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনীতে শিশু পাঠক সহজেই তা উপলব্ধি করতে পারে। এই উপলব্ধি তার চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

বিভিন্ন অভিযান কাহিনীর মাধ্যমে পাঠক অনায়াসে পৌঁছে যায় পৃথিবীর কত অজানা দেশে। পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম জাতির জীবন যাত্রা, তাদের সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। পরোক্ষভাবে তার জ্ঞানপিপাসা মেটে এ সব কাহিনীর মাধ্যমে। শুধু বানানো গল্প নয় আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত অভিযান ঘটেছে সে সব সত্য কাহিনী নিয়েও প্রচুর বই লেখা হয়েছে। সেসব বই পড়ে শিশু পাঠক একদিকে যেমন আনন্দ পেয়েছে তেমনি শিক্ষাও গ্রহণ করেছে।

যে কোন অচেনা রহস্যের প্রতি মানুষের স্বভাবজাত আকর্ষণ আছে। আবার সে রহস্য ভেদ করার জন্যও মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। মানুষের চরিত্রের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেই লেখা হয়েছে রহস্য গল্প। স্বভাবতই শিশুসাহিত্যের অর্ন্তভুক্ত যে রহস্য কাহিনী সেখানে জটিলতা অনেক কম। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবেশে রহস্য রোমাঞ্চ, বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ বেশি থাকে না। তাই সাহিত্যের মধ্যেই সে তার কল্পনার বীর সাহসী রহস্যভেদী নায়ককে খুঁজে বেড়ায়। যে কোন রহস্য গল্পেরই মূল কথা অপরাধীর শাস্তি। যা সত্য যা ন্যায় তারই জয় হয় শেষ পর্যন্ত। রহস্য কাহিনী একদিকে যেমন শিশুপাঠককে আনন্দ দেয় অপরদিকে তার মনে গড়ে তোলে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বিশ্লেষণী মনোভাব ও যুক্তিবোধ। রহস্য গল্পেরও শেষকথা মূল্যবোধ।

শিশুরা ভয় পেতে ভালবাসে। সেই ভালোবাসা থেকেই তৈরী হয়েছে ভূতের গল্প। অবশ্য ছোটদের জন্য লেখা ভূতের গল্পে ভয় থেকে কৌতুকই বেশি। ভয় এখানে উপভোগের বস্তু। শিশুমনকে আনন্দে ভরিয়ে তোলাই এ জাতীয় গল্পের মূল উদ্দেশ্য।

শিশুসাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য সংযোজন বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও উপন্যাস। বাস্তবের সঙ্গে বিজ্ঞানজিজ্ঞাসু মনের কল্পনা মিলে মিশে তৈরী হয় বিজ্ঞান ভিত্তিক কাহিনী। বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প-উপন্যাসে একদিকে যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাফল্যের কথা বলা হয়েছে, অপরদিকে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে এই পৃথিবীর সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথাও বলা হয়েছে। এ জাতীয় গল্প কাহিনী স্বাভাবতই শিশুদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে সাহায্য করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নানা তত্ত্ব গল্পের মাধ্যমে তাদের কাছে আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

শুধু অকারণ পুলকে হাসি শিশুর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শিশুর মুখে হাসি ফোটাবার জন্য লেখা হয়েছে অজস্র হাসির গল্প। স্নিগ্ধ কৌতুকে ভরা নানা মজাদার ঘটনা নিয়ে লেখা গল্প শিশুদের মন আনন্দে ভরিয়ে তোলে। অনেক সময় হাসির গল্পে ফুটিয়ে তোলা হয় বাস্তব জীবনের নানা অসঙ্গতি ও ভণ্ড আচরণ। এধরণের কাহিনীর মাধ্যমে ছোট বয়স থেকেই পাঠক মানুষের চরিত্রের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

শিশু সাহিত্যের একটা বড় অংশই সমাজভিত্তিক গল্প ও উপন্যাস। শুধু ব্যক্তি জীবন নয় সমসাময়িক সমাজ ও কালের ছবি প্রতিফলিত হয় সামাজিক গল্প ও উপন্যাসে। শিশুদের জন্য লেখা সামাজিক গল্প ও উপন্যাসের মূল সুর মানবিক মূল্যবোধ। প্রধানতঃ গ্রাম বাংলায় পটভূমিতে শিশু চরিত্র ভিত্তি করেই চারপাশের সমাজের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ জাতীয় গল্পে। শিশুর মানসিক বিকাশের একটি স্তরে নিজের চারপাশের সমাজ ও বাস্তব জীবনকে চিনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। সেকথা মনে রেখেই বিভিন্ন সময়ে কালোপযোগী নানা গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী রচনায় স্থান পেয়েছে দেশপ্রেম, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সমাজসেবা, জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার ইত্যাদি নানা সমসাময়িক বিষয়। এভাবে শিশু বয়স থেকেই ছেলেমেয়েরা নিজেদের দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে সমাজপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কাহিনীতে পট পরিবর্তন ঘটেছে। ধীরে ধীরে গল্প উপন্যাসের পটভূমিতে চলে এসেছে শহর। দেশ বিভাগের দুঃখজনক পরিনতি, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ স্বাধীন ভারতে মধ্যবিত্ত সমাজে নেকি সাহেবিয়ানা, ধনী ও দরিদ্রের সামাজিক পার্থক্য ইত্যাদি সমকালীন বিষয় বস্তু নিয়ে গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। এভাবেই তৈরী হতে থাকে সমাজ সচেতন শিশুপাঠক গোষ্ঠী।

প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্যষ্টি ও সমষ্টিবদ্ধ মানুষের বর্তমান থেকে অতীতে অপসারিত চলমান জীবনের কাহিনী হল ইতিহাস। এই ইতিহাসকে ভিত্তি করেই লেখা হয় ঐতিহাসিক উপন্যাস ও গল্প। সমাজবদ্ধ মানুষের কর্মসাধনাই তৈরী করে নানান সভ্যতার ইতিহাস। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যক্তি মানুষের সুখ দুঃখ পাওয়া না পাওয়ার কাহিনী। কাজেই বর্তমানকে জানতে হলে অতীত ইতিহাসকেও জানতে হবে এবং তা শিশু বয়স থেকেই। সে কারণের লেখা হয়েছে শিশুদের উপযোগী নানা ইতিহাসের বই আর সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক কাহিনী যা পড়ে শিশুরা জানতে পারে এদেশের অতীত সভ্যতাকে। ঠিক একই ভাবে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গেও তাদের পরিচয় ঘটে। জীবনী সাহিত্যকে আমরা ইতিহাসেরই অংশ বলে ধরে নিতে পারি। ব্যক্তি জীবনের প্রতিভা ও কর্মপ্রচেষ্টাই সমাজ ও সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলে। যুগে যুগে মনীষীদের প্রভাব পড়ে পরবর্তী প্রজন্মের ওপর। এভাবেই সমাজ এগিয়ে চলে। দেশে বা বিদেশে সমাজের বিভিন্ন দিকে যাঁরা আলো জ্বালিয়ে গেছেন তাঁদের কথা জানতে হবে ছোট শিশুদের। শিশুরা বুঝতে শিখবে জীবনের প্রকৃত আদর্শ কি।

এতক্ষনের আলোচনায় একথা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে একটি শিশুর মানসিক বিকাশে বই কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। যুগে যুগে সমাজ বদলায়। সেই সঙ্গে সাহিত্যও তার পটভূমি পরিবর্তন করে। আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্রুত ধাবমান পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে শিশুর মানসিক বিকাশের স্বার্থে শিশুর পাঠ্য বই এরও বিষয় বস্তুতে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে।

সারা ভারতবর্ষে জনসংখ্যার একটা বড় অংশই গরীব নিরক্ষর সাধারণ মানুষ। এদের মধ্যে আদিবাসীদের সংখ্যাই বেশি। শিশুদের হাতে যে সব বই তুলে দিচ্ছি সেখানে কিন্তু এদের কথা বিশেষ লেখা হয়নি এখন পর্যন্ত। ফলে শিশু পাঠক তার পঠিত বইতে পাচ্ছে এক খন্ডিত জীবনের ছবি। শৈশব বা কৈশোরে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় না ঘটার জন্যই হয়ত পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত ভারতীয় নাগরিকদের দেশের এক বিরাট অংশের বসবাসকারী অবহেলিত জনসমাজের প্রতি তেমনভাবে কোন মমত্ববোধ গড়ে ওঠে না। শিশু পাঠ্য সাহিত্য রচনার সময় একথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন।

আজকের শিশু তার চারপাশের পরিবেশে এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিয়ত দেখছে এক ভোগবাদী সমাজের ছবি। বিস্কুটের বিজ্ঞাপন বলছে, 'একলা খাব, একলা খাবো রে'। এই একলা ভোগের জগৎ শিশুমনের বিকাশের পরিবর্তে তার মনে বিকারের জন্ম দেবে। এই পরিবেশ থেকে শিশুমনকে বাঁচাতে হলে শিশু সাহিত্যের মাধ্যমেই তাকে শেখাতে হবে সবার সঙ্গে ভাগ করে খাওয়াটাই মনুষ্যত্ব।

এই বিশ্বায়নের যুগে সারা পৃথিবীই আমাদের খুব কাছে চলে এসেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনজীবন ও সমাজের সঙ্গে শিশুপাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত বাংলা শিশুসাহিত্যে তেমন চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় নি।

শিশুদের হাতে বই পৌঁছে দেবার বা ওদের মধ্যে পড়ার

অভ্যেস গড়ে তোলার জন্য সবচেয়ে ভাল মাধ্যম হল গ্রন্থাগার। শিশুর মানসিক বিকাশে স্বভাবতই গ্রন্থাগার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। সঠিক বইটি সঠিক সময়ে শিশুর হাতে তুলে দিয়ে, তাকে গ্রন্থাগার অভিমুখী করে তুলতে পারলেই শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে বই পড়ার অভ্যেস গড়ে উঠবে। তার রুচি মন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে সুন্দর ভাবে। শিশু গ্রন্থাগার গড়ে তোলার উৎস ৩-টি-(১) প্রাথমিক বিদ্যালয় (২) মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং (৩) সাধারণ গ্রন্থাগার। আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত কোন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তৈরী হয়নি। বেশির ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার আছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বইএর প্রতি ভালবাসা গড়ে তোলার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেন। রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। বেশির ভাগ সাধারণ গ্রন্থাগার আছে শিশু বিভাগ। এছাড়া শিশু গ্রন্থাগারের সংখ্যাও কম নয়। শুধু গ্রন্থাগার থাকলেই তো হবে না। সেখানে থাকতে হবে শিশুদের উপযোগী যথেষ্ট বই এবং একজন সংবেদনশীল গ্রন্থাগারিক।

বিদ্যালয়েই হোক বা সাধারণ গ্রন্থাগারেই হোক গ্রন্থাগারের প্রতি শিশুপাঠকেরা যাতে আকর্ষণ বোধ করে তার জন্য প্রয়োজন নিত্য নতুন বই এর সম্ভার। স্বভাবতঃই কি তারা পড়বে সে ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা কম। তাই শিশুদের হাতে প্রয়োজনমত বই তুলে দেবার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। এছাড়া গ্রন্থাগারে মাঝে মাঝে আয়োজন করতে হবে গল্পবলার আসর। এই গল্পবলার আসরে বড়দের সঙ্গে ছোটরাও অংশ নেবে গল্প শুনতে শুনতে বই পড়তেও শিশুরা আগ্রহী হয়ে উঠবে। কুইজ কনটেস্ট, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা বা নাটকের অভিনয় শিশুদের গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তুলবে। এভাবেই তারা বইকে ভালবাসতে শিখবে এবং বইএর মাধ্যমে তাদের মন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

(১) আশা গঙ্গোপাধ্যায়।

বাংলা শিশুসাহিত্যের রূপরেখা। কলিকাতা, ডি.এম.লাইব্রেরী, ১৯৬১।

(২) যতেন্দ্রনাথ মিত্র।

শতাব্দীর শিশুসাহিত্য। ২য় সং। কলিকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৯৬৭।

(৩) Deghton, L.C., ed.

Encyclopaedia of education. vol.6 London. Macmillan & Free press, 1971.

(৪) Torrance, E.P.

Guiding creative talent. New Delhi. Prentice Hall, 1969.

With Best Compliments from :-

Gutenbergs

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

58, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

উইকিপিডিয়া—মুক্ত বিশ্বকোষ

মৌমিতা আশ
(প্রজেক্ট অ্যাসিস্টেন্ট, সেন্টার ফর ডিজিটাল লাইব্রেরী অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
অনিমেষ ভট্টাচার্য
(গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ভূমিকা ঃ

জ্ঞানের বিকাশ মানবসভ্যতার অগ্রগতির মূল ভিত্তি। মানবসভ্যতায় জ্ঞান বিকাশের অন্যতম অক্ষর গ্রন্থ হল বিশ্বকোষ বা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। যেখানে বিশ্বের সকল বিষয়ের জ্ঞান ভিত্তিক ও বিষয় ভিত্তিক আলোচনা সংকলিত হয়। একবিংশ শতাব্দীতে সেই বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে মুক্তবিশ্বকোষ রূপে আত্মপ্রকাশ করবে তা-ই স্বাভাবিক।

বিশ্বের সকলের জ্ঞানের প্রসারের জন্য ও মুক্তজ্ঞান সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উইকিপিডিয়ার ভূমিকা অপরিসীম। "এটি একটি ওয়েব ভিত্তিক, বহুভাষিক, মুক্ত বিষয় বিশ্বকোষ (এনসাইক্লোপিডিয়া)। মুক্ত অর্থাৎ এই বিশ্বকোষ যে কেউ দেখতে, বদলাতে বা অন্য কোথাও এর প্রয়োগ করতে পারে। উইকি-ভিত্তিক হওয়ায়, ইন্টারনেট সংযোগ এবং ওয়েব ব্রাউসার আছে এমন যে কেউ উইকিপিডিয়ার তথ্য বদলাতে পারে।" "উইকি শব্দটির আভিধানিক অর্থ (হাওয়াইয়ান ভাষায়) হাঁটা। উইকি উইকি মানে দাঁড়িয়ে ছোট ছোট পায়ে হাঁটা।" যদিও উইকির এই হাঁটা শুরু হয়েছিল ১৯৮০ সালে ক্যানিংহামের (cannighum) এর হাইপার কার্ড স্ট্যাক (Hyper card stack) ধারনার জন্মের সাথে সাথে। উইকির ওয়েব সংস্কৃতিতে বিশ্বের সকল জাতি, ভাষাভাষির মানুষ তাদের বিষয় ভিত্তিক ক্ষুদ্র অবদানের মাধ্যমে যে ক্রমবর্ধমান সংগ্রহ গড়ে তুলছেন তাতেই তৈরী হচ্ছে দীর্ঘপথ। ১৯৯০-এর শেষ ভাগে নিউপেডিয়া এনসাইক্লোপেডিয়া প্রজেক্ট (Nupaedia encyclopaedia project) উইকিপিডিয়া নামে বিশ্বের জ্ঞান-ভান্ডারে মুক্ত বিশ্বকোষরূপে আত্মপ্রকাশ করে। উইকিপিডিয়ার এই যাত্রা শুরু ১৫ই জানুয়ারী ২০০১ সালে (২)। এখন পর্যন্ত ২০০টিরও বেশি ভাষায় উইকিপিডিয়া রয়েছে। যার মধ্যে ভারতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা, হিন্দি, অসমীয়া, ওড়িয়া, কাশ্মীরি সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা স্থান পেয়েছে। বর্তমানে ১৪,৯১,৬৯৬টি নিবন্ধ উইকিপিডিয়ার অন্তর্গত (১)। এই বিশ্বকোষ পরিচালনা করে উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন যা একটি অলাভজনক সংস্থা। বোনিস (Bomis) নামক একটি অনলাইন (Online) বিজ্ঞাপন সংস্থা উইকিপিডিয়ার এই উন্নতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য বিশ্বকোষ ঃ

উইকিপিডিয়া—মুক্ত বিশ্বকোষ বিশ্বের অন্যান্য বিশ্বকোষের তুলনায় অন্যরকম তার 'মুক্ত' শব্দটির জন্য। বিশ্বের যে কোন বিশেষজ্ঞ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিবন্ধটি উইকির মাধ্যমে বিশ্বের পাঠকসমাজে তুলে ধরতে পারেন। নিবন্ধের সামান্যতম ত্রুটি বা বিচ্যুতি খুব সহজেই পাঠক নিবন্ধ বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিগোচর করতে পারেন। যা একমাত্র সম্ভব কারণ এটি একটি সচল বিশ্বকোষ (ongoing project) এবং এর অসম্ভব উচ্চসংযোগ (hyperlink) ক্ষমতা (৪)। উইকিপিডিয়ার সঙ্গে অন্যান্য বিশ্বকোষের মূল পার্থক্য হল এর আয়তনে। উইকিপিডিয়া কোনভাবেই আয়তনের সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে পাঠকের কাছে সীমিত তথ্য পরিবেশনে বিশ্বাসী নয়। আবার পাঠক যাতে তথ্য ভান্ডারে হারিয়ে না যায় তাই বিভিন্ন বিষয় ভাগ (sub topic) ও পারস্পরিক সংযোগ (cross link) একটি পাতায় উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিটি নিবন্ধকে সমৃদ্ধ করা হয়।

অপরদিকে উইকিপিডিয়া ইন্টারনেটের (internet) মাধ্যমে যুক্ত হলেও উইকিপিডিয়া ইন্টারনেট নয়। উইকিপিডিয়ার অপর একটি আকর্ষণীয় চরিত্র হল এর নিবন্ধ সম্পাদনা। উইকিপিডিয়া তার পাঠকবৃন্দকে নিবন্ধ সম্পাদনায় সম্পূর্ণ অধিকার দেয়। ফলে অপ্রাসঙ্গিক ও পুরানো (out dated) তথ্য সহজেই সম্পাদিত হতে ও নবায়িত হতে পারে।

মানদন্ড ঃ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের সকল জ্ঞান সংগ্রহই একটি নির্দিষ্ট মানদন্ডকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কিন্তু বিভিন্ন পরম্পরাগত (ছাপান) বিশ্বকোষের মানদন্ড সম্পূর্ণরূপে উইকিপিডিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এই প্রসঙ্গে জিম্বো ওয়েলস্ (Jimbo

wales) মনে করেন উইকিপিডিয়ার নিজস্ব মানদণ্ডের প্রয়োজন যা উইকিপিডিয়ার প্রয়োজনে তার স্রষ্টার সম্মতিতে তৈরি হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পরম্পরাগত প্রকাশনায় যে উচ্চসংযোগ (hyperlink) প্রায় অসম্ভব বা ব্যয়বহুল তা-ই উইকিপিডিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উচ্চ-সংযোগের মাধ্যমে আমরা প্রয়োজনের ভিত্তিতে এক প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে অবাধে বিচরণ করতে পারি। জি আই এফ (GIF) অ্যানিমেশন এবং এইচ টি এম এল (HTML) ইনটেরাক্টিভিটি (interactivity) খুব সহজেই উইকিপিডিয়ায় সংযুক্ত করা যায়। ফলে প্রয়োজন ভিত্তিক এর ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা কাগজভিত্তিক প্রকাশনায় অপ্রাসঙ্গিক।

উইকি পরিবার :

উইকিপিডিয়া, উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন পরিচালিত উইকি পরিবারের প্রধান সদস্য। এছাড়া উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের ছাতার তলায় রয়েছে বিভিন্ন প্রজেক্ট (Project), যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উইকিশানারি, উইকিনিউজ, উইকিকোট্, উইকিবুক, উইকিস্পিসিস্, উইকিসোরস্, উইকিভারসিটি, কমন্স ও মেটাউইকি, যা সম্পূর্ণরূপে একটি গ্রন্থাগারের অনুলয় বিভাগের (Reference Section) কাজকে তুলে ধরবে(১)।

ব্যবহার প্রণালী :

উইকিপিডিয়া তার ব্যবহারকারী পাঠক ও লেখককে উইকিপিডিয়া সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি ও বিভিন্ন পরিকল্পনার সংবাদ নিয়মিত পরিবেশন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হেল্প ডেসক্ (Help desk), রেফারেন্স ডেস্ক (Reference desk), ভিলেজ পাম্প (Village pump), কমিউনিটি পোর্টাল (Community portal), সাইট নিউজ (Site news) ইত্যাদি(১)।

সীমাবদ্ধতা :

উইকিপিডিয়ার প্রধান সীমাবদ্ধতা তার মূল অন্তর্নিহিত শক্তির মধ্যে নিয়োজিত। উইকিপিডিয়ার মূলশক্তি এর 'মুক্ত' সংস্কৃতি। বিশ্বের অন্যতম মুক্তবিশ্বকোষ উইকিপিডিয়ায় কোন একটি নিবন্ধ এমন একটি পর্যায়ে থাকতে পারে যা সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়নি অথবা বৃহৎ সম্পাদনের মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছে। ফলে অন্যান্য পরম্পরাগত রেফারেন্স কাজের তুলনায় এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলাদা।

দ্বিতীয়ত, উইকিপিডিয়ায় সময়োপযোগী রচনা বেশি রচিত হওয়ায়, বিশ্বে বেশি আলোচিত বিষয়ের উপর যত রচনা পাওয়া যায় অন্যান্য বিষয়ের উপর তত আলোচনা পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে একধরনের অসমতা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া কোন একটি বিষয়ের কোন একটি রচনাকে 'অধিক গুরুত্বপূর্ণ' এইরূপ আখ্যা দেওয়ার কোন উপায় নেই। তাই অনেক সময় পাঠককে তার প্রয়োজনীয় তথ্য নির্বাচনে অধিক সময় ব্যয় করতে হয় (৩)।

তৃতীয়ত, উইকিপিডিয়া মুক্ত বিশ্বকোষ হওয়ায় এর কোন একটি রচনাকে সম্পূর্ণ বলে ধরে নেওয়া অনুচিত। যা পরম্পরাগত বিশ্বকোষের ক্ষেত্রে প্রায় ধরে নেওয়া হয়। পরিশেষে বলা যায় এই তথ্যনির্ভর যুগে উইকিপিডিয়ার বিপুল তথ্যভান্ডার সাধারণ পাঠকের মনে অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে।

উপসংহার :

মানবসভ্যতা যখন দেশ-কালের সীমারেখা অতিক্রম করে মুক্তসমাজ, মুক্তঅর্থনীতি ও মুক্তবিশ্বের পথে হাঁটছে তখন তথ্য ও জ্ঞানভান্ডারের মুক্তিই এর পাথেয়। 'উইকিপিডিয়া-মুক্ত বিশ্বকোষ' এর অন্যতম সদস্য। কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য পরিবেশনে এর অবদান অসামান্য। আগামীদিনে সকল লেখক ও পাঠকের আন্তরিক, সৎ নিষ্ঠায় গড়ে ওঠা উইকি সংস্কৃতি অবশ্যই এর সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করবে।

কৃতজ্ঞতা :

শ্রী সুধীরকুমার সেন (রিডার, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

তথ্যসূত্র :

১) http://en.wikipedia.org/wiki/Main-page
২) http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
৩) http://en.wikipedia.org/wiki/wikipedia:why-Wikipedia-is-not-so-great.
৪) http://en:wikipedia.org/wiki/Wikipedia:why-wikipedia-is-so-great.

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, সিউড়ি, বীরভূম, ১৯৬৪

১৩ ও ১৪ জুন ১৯৬৬ বীরভূম জেলার অন্তর্গত সিউড়ির বিবেকানন্দ পাঠাগার একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন পরিষদের সভাপতি শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রথম কার্যকরী অধিবেশনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপর আলোচনার জন্য পাঁচটি প্রবন্ধ উত্থাপিত হয়। প্রবন্ধগুলি রচনা করেন যথাক্রমে কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, চঞ্চল কুমার সেন, প্রীতি মিত্র, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশনে সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ 'পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গ্রন্থাগার মূল্যায়ন এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মসূচী' উপস্থাপন করেন প্রবীর রায়চৌধুরী।

তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশনে মূল আলোচ্য প্রবন্ধের উপর বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি অধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধন করে শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, সমাগত গ্রন্থাগার ও সমাজকর্মী দলকে আমি স্বাগত জানাই। এই সম্মেলন আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান ভারতের অন্যান্য রাজ্যের শীর্ষে ছিল কিন্তু বর্তমানে আমরা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছি।

তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধের উল্লেখ করে বলেন, ঋষি বঙ্কিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের মানুষকে ভালবাসতে হবে। তাহলে জনশিক্ষায় পশ্চাৎপদ থেকে গ্রন্থাগার সমুন্নতির বিনাসচিন্তা আমাদের মনেও স্থান পাবে না।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক রাজ্যের বিবেচনার জন্য একটা খসড়া গ্রন্থাগার আইন প্রচার করেছেন। গ্রন্থাগার পরিষদ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আইনপ্রণয়নের দাবী তুলেছেন। অন্যান্য সমুন্নত দেশগুলির কাছ থেকে আমাদের নিশ্চয়ই শেখবার আছে। কিন্তু এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় পার্থক্য আছে। সেটা আমাদের ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। বর্তমান অবস্থায় আমাদের যা আর্থিক সামর্থ্য তা দিয়ে গ্রন্থাগার পরিচালনার কথা ভাবা যায়না। আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় করতে আমাদের আইনের কথা ভাবতেই হবে।

গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা ও বেতনের কথা সম্প্রতিভাবেই উঠেছে সমাজ কর্মীদল, স্বল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত, চাষী, মজুর, কৃষ্ণ, নীরোগ সকলের সঙ্গেই গ্রন্থাগারের যোগাযোগের যে দুর্লভ সুযোগ রয়েছে তা বোধ হয় আর কোন বৃত্তির লোকের নেই। সুতরাং কয়েকজন সার্থক গ্রন্থাগারিক তৈরী হলেই এ বৃত্তির স্বীকৃতি অপ্রতিরোধ্য।

গ্রন্থাগারিকদের বেতনের প্রশ্ন সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখছেন। গ্রন্থাগারিকদের মোটামুটি শিক্ষকদের পর্যায়ভুক্ত মনে করে উভয়কে একইরকম বেতন দেওয়া নীতি সরকার স্বীকার করেন।

জনশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছি। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রেই যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার সমুন্নতির এই প্রসারকে সার্থক করে তুলতে হবে। এই সম্মেলনে মাধ্যমিক শিক্ষার সমুন্নতির জন্য গ্রন্থাগার পরিচালনার কথা আলোচিত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার প্রতি স্তরের অঙ্গস্বরূপ এবং জনশিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও গ্রন্থাগারের স্থান জাতীয় জীবনে আজ সর্বজন স্বীকৃত।

তিনি এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, বীরভূমের ইতিহাস ও ঐতিহ্য আপনাদের অবিদিত নয়। এই দেশ প্রাচীন ইতিহাসে বজ্রভূমি নামে পরিচিত। বীর পুরুষদের লীলাভূমি, তন্ত্রোক্ত বজ্রযান বীরাচারীদের সাধনপীঠ। সতীর দেহাংশে পবিত্রীকৃত এবং মহাদেবের নিত্য অধিষ্ঠানে ধন্য এই পুণ্যভূমি।

তিনি এই লাঢ় বা রাঢ়া অঞ্চলের অতীত ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন এই অঞ্চলে জাতীয়তা বোধের উন্মেষকালে গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৬১ সালে বীরভূমে পল্লী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সরকারী

গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল মাত্র ২২, জেলা গ্রন্থাগার ১টি; সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা এবং বীরভূমের লোকসংখ্যার হিসাবে এবং গ্রন্থাগারের আনুপাতিক হিসাবে এই সংখ্যা নগণ্য। গ্রন্থাগারে চাঁদা আদায়ের জন্য পাঠকের সংখ্যার ও তাঁদের অনুরাগ যে হ্রাস পায় এটা সর্বজন সম্মত সত্য। তাই প্রকৃত সাধারণ গ্রন্থাগারের আদর্শে অঞ্চল পঞ্চায়েত গ্রন্থাগারগুলির গঠন ও পরিচালনা করলে ভাল হয়।

গ্রন্থাগারগুলি যাতে, পাঠাগারে পরিণত হয় সেই অঞ্চলের কৃষ্টিকেন্দ্র যাতে হয় তার জন্য শুধু বই পড়া নয় - আলোচনা সভা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, লোক সংগীত, লোক নৃত্য, অভিনয় প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা উচিত।

গ্রন্থাগারের সঙ্গে থাকবে একটি 'সংগ্রহশালা'- তথা, ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণগুলিকে অনাদৃত ও অবলুপ্তপ্রায় অবস্থা থেকে রক্ষা করে সংগ্রহ করতে হবে।

তিনি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের শোচনীয় অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতি গ্রন্থাগারে যাতে পাঠ্যপুস্তক থাকে তার ব্যবস্থা করতে বলেন।

গ্রন্থাগারিকের শিক্ষার মান যেমন উচ্চ হওয়া উচিত তেমনি তাঁদের বর্তমান স্বল্প বেতনের হারও সংশোধিত হওয়া উচিত।

তিনি প্রার্থনা করেন গ্রন্থাগারগুলি দেশের প্রাণকেন্দ্র হয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক।

মূল সভাপতি রাজকুমার মুখোপাধ্যায় তার ভাষণে বলেন, মানবিকতার সবচেয়ে বড় চরিত্র হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতার চেতনা। জোর করে মানুষের চিন্তা করার স্বাধীনতাকে বন্ধ করা যায়না।

বই হল স্বাধীন চিন্তাধারা প্রসূত সৃষ্টি। যুগ যুগান্তের মনীষীদের স্বাধীন চিন্তা সম্বলিত বইকে গ্রন্থাগার সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে মানুষকে মানুষের মত গড়ে তুলতে।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। কলেজের গণ্ডী পার হয়ে সাধারণ গ্রন্থাগারে এসে মানুষ পাঠের স্বাধীনতা পায়।

শিক্ষার আদর্শ আদর্শ নাগরিক তৈরী করা। গ্রন্থাগারকে শিক্ষা দপ্তরের লেজুড় করে রেখে দিলে সমূহ বিপদ। তাহলে স্বাধীন মানুষের পরিবর্তে কতকগুলি নাচের পুতুল তৈরী হবে। গ্রন্থাগারকে ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী বই দিতে হবে।

সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠ্যপুস্তক রাখা সম্বন্ধে তিনি বলেন এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের কাজ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের কাজের যেখানে শেষ, সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজের সেখানে শুরু। একটির আর একটির ক্ষেত্রে পা বাড়ানো আইন বিরুদ্ধ।

আমাদের রাষ্ট্র আজ বুঝতে শুরু করেছে দেশ গড়তে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। পরিসংখ্যান দেখে ৩৩ বই পঠিত হল বোঝা কঠিন, সুযোগ্য গ্রন্থাগারিক সেটা জানবেন।

তিনি বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের ভার নিয়েছেন এবং সুযোগ্য ব্যক্তিদের হাতেই এই শিক্ষার ভার ন্যস্ত আছে। তিনি মনে করেন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে Social Psychology-রও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেন, এখনও গ্রন্থাগারিকের পেশা সম্পর্কে লোকের মনে সঠিক ধারণা নেই তবে পরিষদের একনিষ্ঠ চেষ্টায় এ ধারণা পরিবর্তিত হতে বেশী দেরী হবেনা।

তিনি বলেন, গ্রন্থাগারের উন্নতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে পাঠের প্রয়োজনীয়তার উপরে। আমাদের দেশের পাঠের পরিস্থিতি গ্রন্থাগারিকের জানা প্রয়োজন।

দেশবাসীর জীবনে যত জটিলতা দেখা দেবে ততই এই ধরনের পাঠের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

পরিষদের কাজের সফলতার জন্য যেমন রাষ্ট্রীয় উদ্যম প্রয়োজন তেমনি এই উদ্যম যদি পরোক্ষভাবে হয় তবেই ভাল হয়। গ্রন্থাগারিকরা যাতে যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করতে পারে সে স্বাধীনতা তাঁদের দেওয়া কর্তব্য।

তিনি সিউড়ির অধিবাসীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর ভাষণ শেষ করেন। সম্মেলন স্থল বীরভূমের সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বর্তমান সভ্যতার কলকোলাহলের নেপথ্যে বাঙালীর সংস্কৃতির আসল রূপটি এই মাটির মানুষের জীবনে স্পন্দিত হচ্ছে গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের কেন্দ্রবিন্দু। চণ্ডীদাসের নানুর, কবিগুরুর সাধনপীঠ শান্তিনিকেতন এই জেলাতেই অবস্থিত। বীরভূমে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ও সাহিত্যসেবী জন্মেছেন। এই জেলায় বহু ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্তম্ভ, মন্দির ইত্যাদি রয়েছে। কুটির শিল্পে বীরভূমের স্থান নগণ্য নয়। তাঁত শিল্প, কাঁসা শিল্প, লাক্ষা শিল্প, রেশম শিল্প বহু গ্রামে নানারকম কুটির শিল্প বর্তমান। সম্মেলনের প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩ জুন সন্ধ্যায়। প্রদর্শনীতে বৃটিশ কাউন্সিল ও ইন্ডিয়া বুক হাউসের উদ্যোগে আয়োজিত দুটি গ্রন্থ বিভাগ ছাড়াও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গ্রন্থাবরণের এক মনোরম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

সম্মেলনের প্রারম্ভে এক শোক প্রস্তাবে জওহরলাল নেহরু এবং অপর একটি শোক প্রস্তাবে ত্রিনকড়ি দত্ত, সুশীলকুমার ঘোষ ও বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

ফনিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে তৃতীয় অধিবেশনে মূল আলোচ্য প্রবন্ধটি আলোচনা করা হয়।

অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা স্বল্প বেতনে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারছেন না। Service rules না থাকায় অসুবিধা হচ্ছে। তিনি এ সমস্যার সমাধান করতে সরকারকে অনুরোধ জানান।

সুখেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দশ বছর ধরে তিনি এই কাজ করে আসছেন কিন্তু কোন উন্নতিই দেখতে পাচ্ছেন না। বিনা চাঁদায় বই দিলে কিছু উন্নতি হতে পারে।

নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন অর্থের প্রয়োজন দূর করতে না পারলে কর্মীদের কাছ থেকে ভাল কাজ পাওয়া যায়না। আমরা সবরকম কাজ করতেই প্রস্তুত এ বিষয়ে ভালভাবে ব্যবস্থা না করলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের ডিপার্টমেন্টকে পার্মানেন্ট করা উচিত। সরকার পুরোপরি দায়িত্ব নিলে সমস্যার সমাধান হবে। বিকৃপদ ঘোষ আইন প্রণয়নের কথা বলেন। এজন্য গ্রামে গ্রামে আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। তাহলে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে বৈষম্য দূর হয়ে যাবে।

রামগোপাল বৈরাগী স্কুল লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক তালিকা করে দিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে আবেদন জানান। শিশুদের জন্যও উপযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করা উচিত। সুজন রায় পুস্তক নির্বাচনে বৃটিশ কাউন্সিল সাহায্য করতে পারেন বলেন। চিঠি লিখলেই এ বিষয়ে তাঁরা উত্তর দেবেন।

আলি হোসেন জেলা গ্রন্থাগারের সমস্যা আলোচনা করেন। শ্রীশ নন্দী বলেন সরকার গ্রন্থাগারের জন্য টাকা দিচ্ছেন তা আমাদের সহজভাবে পাওয়া উচিত। Grant টা Education Dept. এর উপর ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। লাইব্রেরীতে একটা অ্যাকিলিরেশনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। জনসাধারণের দান থেকেও অনেক কাজ করা যায়।

জহুর বসু আগামী সম্মেলন মাজুতে করতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ জানান।

অজিত মিত্র বলেন পাঠক যাতে গ্রন্থাগারে বসে বই দেখবার সাহায্য পায় এ বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মীদের সচেতন হওয়া উচিত।

অমলাংশু সেনগুপ্ত আলি হোসেনের বক্তব্য সমর্থন করেন। তিনি বলেন মর্যাদা আমরা খুব একটা পাই না, Pay Scale সম্বন্ধে অনেক কিছুই শুনে আসছি কিন্তু কাজে কিছুই দেখছি না।

বর্ধমানের জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক শ্রীমতী সুধা দত্ত বলেন, আমি এখানে এসে বিশেষ লাভবান হয়েছি। গ্রন্থাগার কর্মীরা এত দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে কাজ করছেন তার তুলনা নেই, তাঁদের যতটুকু করবার আমরা নিশ্চয়ই করব।

তিনি মনে করেন, গ্রন্থাগারকে নিঃশুল্ক করার সময় এখনো হয়নি। আমাদের দেশে গ্রন্থাগারে শুল্কের প্রবর্তন হয়নি। দরিদ্র পাঠকের কয়েকটি ক্ষেত্রে চাঁদা মকুবের জন্য আমি পরিচালকবর্গকে অনুরোধ করেছি। গ্রামীণ ও জেলা গ্রন্থাগারের মধ্যে সুসঙ্গতি এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে পুস্তক বিনিময় চালু হওয়া উচিত।

তিনি বলেন নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা তাঁরা চিন্তা করেছেন। শিক্ষকদের যে ভাতা দেওয়া হয় তা গ্রন্থাগারিকদের দিলে তাঁদের উপকার হবে।

সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হচ্ছে কিনা তা পরবর্তী সম্মেলনে জানানো উচিত বলে তিনি মনে করেন।

হীরালাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, শ্রীমতী দত্ত শিক্ষা প্রসারে যে বলেছেন তা কার্যকরী হলে কিছুটা সুবিধা হবে। গ্রন্থাগার পরিষদ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন তবু মাঝে মাঝে আমাদের হতাশ করে দিচ্ছেন। তাঁরা কেন পিছিয়ে যাচ্ছেন আমরা বুঝতে পারছিনা। তাঁরা যেন আমাদের কথা ভাল ভাবে চিন্তা করেন। গ্রন্থাগারিকদের ছেলেমেয়েরা যাতে বিনা বেতনে পড়তে পারে এ ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

বীরভূমের জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন এরিয়া লাইব্রেরীকে পাইলট স্কিম হিসেবে নেওয়া হয়েছে। তবে এটা এখনও পরীক্ষার স্তরে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে জেলা গ্রন্থাগারের যোগাযোগ হলে ভালই হবে। আমরা ইউনিয়ন ক্যাটালগ সম্বন্ধে চিন্তা করছি এটা শীঘ্রই হবে। গ্রন্থাগার পরিচালনার টেকনিক্যাল সাইড সম্পর্কে জেলা গ্রন্থাগারিকের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। জেলায় নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হলে জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের মত অনুযায়ীই করা উচিত।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রসঙ্গে বলেন প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মী অন্তত ৫ জন নাগরিককে সাক্ষরতা পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেন। যাঁরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নাগরিককে শিক্ষিত করতে পারবেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

থেকে তাঁদের একটা পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

হরেন্দ্রনাথ দে বলেন কন্টিজেন্সী এবং মাইনের টাকা ঠিকমতো আসেনা বলে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের খুবই অসুবিধা হয়।

১৪ জুন অপরাহ্নে সমাপ্তি অধিবেশনে ফণিভূষণ রায় গত অধিবেশনে যে সব প্রশ্ন ও আলোচনা হয় পরিষদের পক্ষ থেকে তার উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, সুখেন বাবু ও শ্রীমতী সুধা দত্ত যে কথা বলেছেন তার উত্তরে বলি ট্যাক্স হিসেবে অন্য কোন উপায়ে সরকার টাকা সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য খরচ করার ফলে জনসাধারণকে সরাসরি চাঁদা দিতে হয়না। নিশ্চয়তার হাত থেকে গ্রন্থাগারকে বাঁচাতে গেলে এইরকম ব্যবস্থা করা উচিত। বিভিন্ন দেশে গ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ার আগে অনেক বাধা দেখা দিয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সব বাধা দূর হয়েছে। আমাদের বক্তব্য এই যে আমরা যে অর্থ গ্রন্থাগারের সেস হিসেবে দেব ততটা অর্থ সরকারও দেবেন। আর এই ট্যাক্স সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলে সবার কল্যাণ হবে এবং এর ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্থিতি আসবে।

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ গ্রন্থাগার পরিষদ ভাল করে কাজ করছেন না এর উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ও নিজেদের প্রচেষ্টার অভাব এজন্য দায়ী। আমরা নানা বিষয়ে জড়িত বলে সুসংবদ্ধ কাজ করে উঠতে পারিনা। ধর্মঘট করার মত মনের জোর আমাদের নেই—যদিও থাকে সবদিক বিচার করে আমাদের একাজ করা সঙ্গত হবে না।

অমলাংশু বাবুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গঠন করা সহজ নয়। হীরালালবাবুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন আমরা জেলায় সম্মেলন করতে পারি কিন্তু কোথাও থেকে কোন সাড়া পাইনি।

বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, আমরা ঠিকমত কাজ করছিনা অভিযোগ এসেছে। এর কারণ জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে আমাদের একেবারে যোগাযোগ না থাকার ফলে এসব সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

প্রবীর রায়চৌধুরী প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে বলেন, ৪০ জন এম এল এ-র সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করেছি কিন্তু কোন ফল হয়নি। DPI এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা অনেক দরবার করেও বিশেষ কিছু করতে পারিনি। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা জেলায় জেলায় কনভেনশন করুন এবং আমরা দলবদ্ধ ভাবে যদি এই দাবীকে জোরালো করে তুলতে পারি তাহলে কিছুটা কাজ হতে পারে।

প্রস্তাব গৃহীত হলে রাজকুমার মুখোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ দেন।

ডাঃ কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও নৌরাঙ্গ কান্তি চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও উপস্থিত ভদ্র মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানান। পরিষদের পক্ষ থেকে বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দ পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ, সিউড়ি জেলা গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও কার্য নির্বাহক সংসদ ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সর্বশেষে স্থানীয় রামকৃষ্ণ সুরভারতীর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাব ও অন্যান্য প্রস্তাব সমূহ :

মূল প্রস্তাবের মুখবন্ধে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সমৃদ্ধতর ও নবপর্যায়ে উন্নীত করতে সরকারী-বেসরকারী সকল রকম প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করে নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও জনসাধারণের সেবা করছে বলে আনন্দ প্রকাশ করে। অপরদিকে গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে এই রাজ্যে আইনানুগ বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি, বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার সুসংবদ্ধভাবে পরিচালনার জন্য পৃথক ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

রাজ্যের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ বা অন্যান্য গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে রচিত হয়নি, নূতন গ্রামীণ বা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপনের পূর্বে জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি, সরকার প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো গড়ে ওঠেনি। গ্রন্থাগারগুলির জন্য অর্থের যোগান অনিয়মিত। পাঠক সংখ্যা ক্রমবর্ধমান কিন্তু পুস্তক ক্রয়ের জন্য অর্থের বরাদ্দ অপরিবর্তিত। বিবিধ খাতে পৌনঃপুনিক অর্থের পরিমাণও প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সকল পর্যায়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের কোন বেতনের স্কেল হয়নি। চাকুরীর শর্তাদি সম্পর্কে কোন সার্ভিস কোড হয়নি, গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা নিয়মিত বেতন পান না। উপরিউক্ত সকল দিক সামগ্রিক

পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সমুন্নতির জন্য এই সম্মেলন নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গ্রহণ করে;

১। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন সম্পর্কে

২। স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার বিভাগ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে

৩। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারে ব্যবস্থা সম্পর্কে

৪। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চাঁদা নির্ভর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে

৫। গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, মর্যাদা ও চাকুরীর শর্ত সম্পর্কে

৬। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে

৭। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে

অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে স্বদেশ ও বিদেশের বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শুভেচ্ছাবাণী পাঠান নিম্নে তাঁদের নাম দেওয়া হল :

বিদেশ : অ্যাসোসিয়েশিয় দ্য বিব্লিওথেকায় ফ্রাঁসেজ, পারী; আমেরিকান থিয়োলজিক্যাল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, অস্টিন; আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, শিকাগো; আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব রিসার্চ লাইব্রেরীজ, ওয়াশিংটন; সার্কল অব স্টেট লাইব্রেরীয়ান, লন্ডন; আঁতে লজিওনেল পানে বিব্লিওটেক পোপলেয়ার স্কোলাস্টিসে, রোম; হংকং লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন; ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব এগ্রিকালচারাল লাইব্রেরীয়ানস এন্ড ডকুমেন্টালিস্ট, ওয়াশিংটন; ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনস, লন্ডন; ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর বিল্ডিং রিসার্চ স্টাডিজ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন, রটারডাম; জাপান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, টোকিও; ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল লাইব্রেরী, ওয়াশিংটন; ন্যাশনাল বুক লীগ, লন্ডন; অক্সফোর্ড বিব্লিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি, অক্সফোর্ড স্কুল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, লন্ডন; স্পেশাল লাইব্রেরীজ অ্যাসোসিয়েশন, নিউইয়র্ক; স্কোপসে বিব্লিওটেকেট, স্টকহোলম; সোসাইটি ফর দি বিব্লিওগ্রাফী অব ন্যাচারাল হিস্টরি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন; টার্কিশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, আংকারা; ইউনেস্কো, প্যারী; ভেরাইন ডয়সের ভোকস বিব্লিও থেকার, স্টুটগার্ট।

স্বদেশ : কে সি বসু, স্পীকার, লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি, পশ্চিমবঙ্গ; হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; বি কে গুহ, উপাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়; বি মানিক, উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; আর ডি সাথে, উপাচার্য, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়; এস আর রঙ্গনাথন; ডি আর টি সি, ব্যাঙ্গালোর; জে বি এস হ্যালডেন, জেনেটিকস অ্যান্ড বায়োমেট্রি ল্যাবরেটরি, ভুবনেশ্বর; পি সি মহলানবিশ, প্ল্যানিং কমিশন, নিউদিল্লী; এম এস থ্যাকার, প্ল্যানিংকমিশন, নিউদিল্লী; ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা; অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য; হসেন এস জহর, ডিরেক্টর জেনারেল, সি এস আই আর; সেক্রেটারী টু দি গভর্নর অব ওয়েস্টবেঙ্গল; মোহনলাল সুখদিয়া, মুখ্যমন্ত্রী, রাজস্থান; কলবন্ত্রী মেহতা, মুখ্যমন্ত্রী, গুজরাট; পি শিলু আও, মুখ্যমন্ত্রী নাগাল্যান্ড, সি ডি দেশমুখ, উপাচার্য, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়; সেক্রেটারী টু দি মিনিস্টার অব ল, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া; দেবেন্দ্রলাল দত্ত; ডেপুটি মেয়র, কলকাতা; জনাব আলহজ মহম্মদ হেমায়েত আলি, কে নাজিমুদ্দিন, মুন্সিম লাইব্রেরী, দিনাজপুর ইস্ট পাকিস্তান; সুইডিস লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, ভিয়েনা; লাইব্রেরী অব ওয়েস্ট জার্মানী; রবীন্দ্র লাল সিংহ, শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ। গ্রন্থাগার আন্দোলনে কোন উত্তেজনা নেই, বিজ্ঞাপনের বাহুল্য নেই এবং হাতে-নাতে ফললাভও করা যায়না, তা সত্ত্বেও যাঁরা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমাজ-সংগঠন ও দেশোন্নয়নের ব্রত গ্রহণ করেছেন তাঁরা প্রশংসারও অতীত।

তিনি আরও বলেন যে, গ্রন্থাগারের প্রয়োজন রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীর জীবনে সুদূর প্রসারী। নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মধ্যে মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা বা আত্মানুসন্ধান নিবৃত্ত হতে পারেনা, সেজন্য প্রয়োজন গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের। নিরক্ষরদের জন্য শ্রব্য দৃশ্য সরঞ্জামের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও গ্রন্থাগারে থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

উদ্বোধনী ভাষণের পর পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় গত এক বৎসরে যে সব মনীষী লোকান্তরিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক শোক প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং সকলে এক মিনিট কাল নীরবে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

মূল সভাপতি তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করার পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব ফণিভূষণ রায় এই সম্মেলন উপলক্ষে প্রাপ্ত শুভেচ্ছাবাণীগুলি পাঠ করেন।

(ক্রমশঃ)

।। প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরী স্মরণে।।

ভক্তির ডালা

ডঃ জি.পি. সাহা

প্রথম দর্শনেই ভক্তির ডালা নিয়ে
একলব্যের মত ধ্যানমগ্ন হয়ে।
সদম্ভ নিয়ে পায়ের নীচে
একটু মাটি ধরেছি। এমন সময় ...তিনি নেই
আর গুরু দক্ষিণা .....উহু
আর দেয়া হলো না।।

।। পারিজাত।।

গোপাল প্রসাদ সাহা, গ্রন্থাগারিক,
(মহেশপুর পল্লী গ্রন্থাগার, মালদহ)

হৃদয় কাননে সৌরভ ছড়ায় পারিজাত
ছোঁয়ায় হৃদয় হিল্লোলিত মূর্ছমুহু
জন্মিলে মৃত্যু অনিবার্য, জেনেও
পারিজাতের পাপড়ি ঝড়তে চাইনি।
ঝরে গেলো যেদিন, শতসহস্র কোরক
নত শিরে শ্রদ্ধা নিবেদিল।

।। অনুভবে অস্তিত্ব।।

বেবী দাস (বনলতা)
(গ্রন্থাগারিক, ত্রিপুরা শঙ্কর সেনশাস্ত্রী স্মৃতি গ্রন্থাগার)

কোনো কোনো মানুষের
ব্যক্তিত্ব বা সাফল্য,
পাহাড় চূড়ার মতো
ঘাড় উঁচু করে
দেখতে হয়।
কোনো কোনো মানুষের
মেধা ও মনন
গভীর নীলের মতো
গভীরতম হয়।
ছোঁওয়া যায় না।
কোনো কোনো মানুষের
মন বা হৃদয়
আকাশের মতো
উদার ব্যাপ্ত হয়।
যা ভাবা যায় না।
সেই কোনো কোনো মানুষদের
মধ্যে বারবার তোমাকে
খুঁজে পাই, তুমি
তাদেরই একজন
চিতার আগুন নিভে গেছে,
নশ্বর দেহ পড়ে ছাই।
তবু কোনো কোনো মানুষ
কীর্তিতে, স্মৃতিতে, অনুভবে,
বেঁচে থাকে চিরকাল,
যেমন তুমি।

।। প্রবীরবাবুর স্মরণে।।

রবীন ভট্টাচার্য
(গ্রন্থাগারিক তরুনসঙ্ঘ লাইব্রেরী,
বাকসাড়া, হাওড়া)

একটা জীবন্ত মানুষ
একটা চলন্ত মানুষ
অন্য সকলকে হাত নেড়ে
ড্যাং ভাং করে
আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে
চলে গেলেন।
আমরা সবাই হ য ব ল র
ব্যাকরণী সিং তাই
আকাশের দিকে তাকিয়ে
সমবেত কণ্ঠে ব্যা-ব্যা- করছি। আর
দু- চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে জল।
এলো মেলো ঘুরছি, এলোমেলো উড়ছি,
আগুন নয়,
আগুনের ধোঁয়ার মত এলো মেলো।
অথচ সেই মানুষটা
সেই জীবন্ত মানুষটা
পাঞ্জাবী ধুতি আর সদাহাস্যময় সেই মানুষটা
পায়জামা আর পাঞ্জাবী আর দুচোখে সেই মানুষটা
শরতের কাশ ফুলের মত ধবধবে সেই মানুষটা
কাজ করে, কাজ শিখিয়ে
ভালোবেসে সকলের কাছে এসে
আগুনের স্পর্ধিত মাথায় পা রেখে রেখে
অন্য কোথা অন্য কোন খানে চলে গেলেন।
বাতাস এই মাত্র ফিসফিস করে বলেগেল
ধন্যি থাকলে যাও, আগুনের নদীতে ডুব দাও
আর তোমরাও এক একটা প্রবীর রায় চৌধুরী হয়ে ওঠো।

সদস্যদের প্রতি

প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণে গ্রন্থাগার পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। সদস্যদের প্রতি অনুরোধ করা যাচ্ছে তারা যদি এই বিশেষ সংখ্যায় কোন লেখা/প্রবন্ধ পাঠাত চান তবে তা শীঘ্রই পাঠান।

—কর্মসচিব

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। বীরেন চন্দ সম্পাদিত [redacted] পৃষ্ঠি সংখ্যা ২৯৯৯৯৯ প্রকাশিত হয়েছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গল্পের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প ও তার মূল্যায়ন নিয়ে সূচনা। যা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রাপ্তিস্থান : এন.বি.এ., বে বুক স্টোর, বে'ক, নবা উদ্যোগ, প্রগ্রেসিভ, উষা, বোলা, ন্যাশনাল, প্রভা, পাতিরাম।

[redacted]

বিষয় : বাংলা উপন্যাস-বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (দুইখণ্ডে ১২০টি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের আলোচনা। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার বই) প্রতিখণ্ড ৩০০টাকা।

বিষয় : বাংলা ছোটগল্প- বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)
প্রতিখণ্ডে আলাদাভাবে ২০টি ছোটগল্প ও তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। প্রতিখণ্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ-বীরেন চন্দ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রোপাধ্যায়, জসীম উদ্দীন,নজরুল ইসলাম, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুল মান্নান, আবদুলরজ্জাক ইতিহাস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়নে এবং উত্তরবঙ্গের মাটি-মানুষ, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তা চর্চা, আর আরও কৃতিত্বের অধিকারের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর। দাম ১০০টাকা।

পরিষদ সংবাদ

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ প্রয়াত অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণসভা অনুষ্ঠান- বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কোচবিহার জেলা

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবাদ-প্রতীম পুরুষ অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী গত ২২শে আগষ্ট'০৭ তারিখে বাস্তব জগতের মায়া ত্যাগ করে অমরধামে যাত্রা করেছেন। গত ২১শে সেপ্টম্বের'০৭ তারিখে কোচবিহার জেলায় পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা ও উঃবঃ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের যৌথ উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে অধ্যাপক রায়চৌধুরী স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন দুলাল পাইন। প্রয়াত নেতা প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন জেলা গ্রন্থাগার অধিকারিক অরুণ কুমার শীল, পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির জেলা সভাপতি মোহনলাল মন্ডল, সম্পাদক গোপাল সরকার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সভাপতি তপন রায় ও সম্পাদক চন্দন গুহ, উঃবঃ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক রাণু দে, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক দিলীপ দে, গণতান্ত্রিক আইনজীবি সংঘের সম্পাদক পার্থ সেনগুপ্ত। সি.আই. টি. ইউ এর পক্ষে রফিকুল আলম, কোচবিহার এ.বি.এন শীল কলেজের গ্রন্থাগারিক বাদল বর্মন ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জেলা গ্রন্থাগার অধিকারিক তার স্মৃতিচারণায় প্রয়াত রায়চৌধুরীকে পঃবঃ গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃত বলে উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার বলেন তার পথ অনুসরণ করে আগামীদিনে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পার্থ সেনগুপ্ত বলেন অধ্যাপক রায়চৌধুরীর সাথে তার ২-৩ বার সাক্ষাতের দিনগুলির কথা যা তিনি আজও ভুলতে পারেন না।

গ্রন্থাগারিক দিলীপ দে ও বলেন বাংলার বাইরেও তাঁর কার্যধারা অব্যাহত ছিল, তিনি ছিলেন প্রকৃত গ্রন্থাগার বন্ধু, ছাত্রছাত্রীদরদী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সভাপতি তপন রায় তার অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। উক্ত সংগঠনের সম্পাদক চন্দন গুহ অধ্যাপক রায়চৌধুরী এক অমায়িক ব্যক্তি ও সারাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক বলে বর্ণনা করেন। উঃবঃ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক রাণু দে অধ্যাপক রায়চৌধুরীকে 'পাইওনিয়র অব লাইব্রেরী মুভমেন্ট' বা 'গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রদূত' বলে উল্লেখ করেন। সি.আই.টি.ইউ এর রফিকুল আলম বলেন 'বই পড়ার কোন বিকল্প নেই' তাই অধ্যাপক রায়চৌধুরীর চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে আমাদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে। এছাড়া উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও জেলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ প্রয়াত নেতা প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার অপূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানোর শপথ নেন এবং তার স্বজন হারানো পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি মোহনলাল মন্ডল তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার প্রদর্শিত আদর্শে অবিচল থাকার অঙ্গীকার করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

— প্রতিবেদক জয়ন্ত সাহা

কোচবিহার জেলা স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের উদ্যোগে জেলা বইমেলা

কোচবিহার জেলা স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের উদ্যোগে জেলা বইমেলা আগামী ২৮ শে ডিসেম্বর'০৭ হইতে ৪ জানুয়ারি'০৮ পর্যন্ত চলবে স্থানীয় রাসমেলা ময়দানে। বইমেলার উদ্বোধন করবেন পঃবঃ সরকারের মাননীয় গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী তপন রায় মহাশয়। এবার বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে জেলার প্রবীন শিল্পী, সাহিত্যিক ও ক্রীড়াবিদদের। এছাড়াও এম.এ.এন হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অরুণ কুমার শীলশর্মা মহাশয় জানান বইমেলা উপলক্ষে জেলা সংশোধনাগারের গ্রন্থাগারে বই উপহার দেওয়া হবে। বইমেলার উদ্বোধনের পূর্বে স্থানীয় বইপ্রেমী জনসাধারণ, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বইয়ের জন্য হাঁটুন এই স্লোগানকে সামনে রেখে স্থানীয় শহীদ বাগ থেকে মেলা প্রাঙ্গন পর্যন্ত এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। বইমেলা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। বহিরাগত শিল্পীদের মধ্যে থাকবেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শ্রী ইন্দ্রনীল সেন ও বনশ্রী সেনগুপ্ত। বইমেলাকে সার্বিকভাবে সফল করার জন্য স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার, পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখার পক্ষ থেকে সকল নাগরিকের কাছে আবেদন রাখা হয়েছে।

— *প্রতিবেদক জয়ন্ত সাহা*

অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, উঃ দিনাজপুর

গত ৭ই অক্টোবর ২০০৭ ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরীতে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণ সভা পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলায় ইসলামপুর মহকুমা সমিতি আয়োজিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠিত হয়। গত ২২শে আগষ্ট,০৭ তাঁর মহাপ্রয়াণে আমরা গভীর ভাবে মর্মাহত। অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মৃতিচারণকার মহকুমা সম্পাদক সুখলাল অধিকারী আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। পঃবঃ সাধরণের গ্রন্থাগার সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি জয়ন্ত শিকদার তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও বৃত্তি কুশলতার দিনগুলি তুলে ধরেন। এরপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। করে স্মৃতিচারণ করে বলেন, তাঁর মৃত্যুতে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। এককথায় তিনি ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃত ও কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঃবঃ সাধারণে গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখায় সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীর সাথে তাঁর নিবির সম্পর্ক ছিল। রাজ্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নয়নে এবং গ্রন্থাগার আইন পাশ করার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানে কথা সারা রাজ্যব্যাপী একবাক্যে স্বীকার করেন। উক্ত স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবী— এবং গ্রন্থাগারের সম্পাদক স্বপন ওহ নিয়োগী তাঁর প্রসঙ্গে বলেন তিনি ছিলেন রাজ্য তথা সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এছাড়া প্রবীন গ্রন্থাগারিক অমরেশ দত্ত তাঁর স্মৃতিচারণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। নানা প্রান্ত থেকে গ্রন্থাগারিক কর্মী বন্ধু উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন।

রীতা বসু ভাস্কর রায় তাঁর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

— *প্রতিবেদক বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী*

গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মৃতি তর্পণ

বিগত ১৩ অক্টোবর ২০০৭ নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারে, 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' নদীয়া জেলা শাখা এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি' নদীয়া জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে, গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও নেতা প্রয়াত অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী স্মরণে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্য-পুষ্প অর্পণের পর সমবেত সকলে দণ্ডায়মান নতমস্তকে তাঁর স্মৃতির প্রতি ক্ষণকালের নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। উভয় সংগঠনের রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার সংগঠক এবং কর্মী সহ শতাধিক জনসমাগমে ভাব-গম্ভীর পরিবেশে জনপ্রিয় ও কর্মীবান্ধব প্রয়াত রায়চৌধুরীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর অনুসরণীয় কর্মজীবন আলোচিত হয়। পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন শ্রী অরুণ রায়, শ্রী শিবানন্দ পাল, শ্রী আবুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী মদনমোহন মল্লিক, শ্রী দেবকুমার গুপ্ত, শ্রী এস. এম. সাদি, শ্রী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রী অশোক সিংহমহাপাত্র প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ও পরিশেষে সংক্ষিপ্ত এবং প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন শ্রী রঞ্জিৎ মুখার্জী।

প্রতিবেদক —খগেন্দ্রবিজয়

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির হাওড়া জেলা শাখার (হাওড়া) উদ্যোগে বিগত ৫ই অক্টোবর ২০০৭ জেলা গ্রন্থাগার অধিকারিক মহাশয়ের কাছে এক স্মারক লিপি প্রদান করা হয়। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সহায়ক দাবীগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং দ্রুত কার্যকর করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন বলে প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দেন।

দাবীগুলি হল (১) মাস ১লা কর্মাচারীদের স্বনামে বেতন প্রদান, (২) জেলার গ্রন্থাগারে কর্মী শূন্যপদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা (৩) নতুন গ্রন্থাগার কর্মীদের সহ প্রত্যেক কর্মীর সার্ভিস বুক তৈরী করা। (৪) জেলায় ৫টি উন্নীত শহর গ্রন্থাগারে কর্মীপদ অনুমোদিত করা (৫) সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংগঠক ও গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে কর্মশালা করা। (৬) অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের কমপক্ষে ৬ মাস আগে পেনসনের ব্যবস্থা করা। (৭) কর্মীদের ভাঙা ইনক্রিমেন্ট সমস্যাজনিত প্রশাসনের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (৮) সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে যথাযথভাবে পরিষেবার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পরিদর্শন করা (৯) সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে কেরিয়ার গাইডেন্স ও পাঠ্যপুস্তক অনুদান দিতে হবে। (১০) পুস্তক অনুদানসহ কনটিন জেন্সী গ্রান্ট বৃদ্ধি করা।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন জগদীশ সাপুই, অজিত কুমার রায়, কমল কান্তি দাস, সুবীর কুমার পাত্রই, অশোককুমার দাস, মহীতোষ বেরা, দেবব্রত ভাণ্ডারী, মানিক চন্দ্র পাল, অনিত চ্যাটার্জী, বিভাস ঘোষ, স্বপন চন্দ্র চন্দ, প্রনিত কুমার পাল।

গ্রন্থাগার সংবাদ

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগারের

'রূপান্তর' দিবস

গত ৪ঠা অক্টোবর'০৭ সকালে শহর গ্রন্থাগারের ২৫তম 'রূপান্তর' দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালিত হল। সভাপতি শ্রী অমিয় নন্দী তার ভাষণে এদিনের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং শহরের মানুষকে আরো বেশীকরে গ্রন্থাগার মুখী হওয়ার আহ্বান জানান।

গ্রন্থাগার সম্মুখে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু তারপর সমবেত উদ্বোধন সঙ্গীতে অংশগ্রহন করেন অনন্ত দে, রেখা রায়চৌধুরী, সমর চ্যাটার্জী, দেবযানী ব্যানার্জী ও বুলু মাল।

শ্রী গনেশ নন্দী শহর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তি স্মৃতিচারন করেন। সুনীল গাঙ্গুলীর কবিতা 'কেউ কথা রাখেনি' আবৃত্তি করেন আরতি বসু। এছাড়া কেয়া গাঙ্গুলী এবং শুভা শুহ আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কাকলি মল্লিক ও অনিন্দিতা শুহ।

সম্পাদক সুকুমার নন্দী ও শহর গ্রন্থাগারে পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থাগারিক অরুন্ধতী সেনগুপ্ত।

প্রতিবেদক—অমিয় কুমার দত্ত

ইসলামপুর পল্লী পাঠাগারের কর্মী পরিতোষ কর্মকারের বিদায় সম্বর্দ্ধনা

গত ৭ই অক্টোবর ২০০৭ উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রাচীন গ্রন্থাগার ইসলামপুর পল্লী পাঠাগারের জুনিয়ার লাইব্রেরী অ্যাটেনডেন্ট শ্রী পরিতোষ কর্মকার এর কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের বিদায় সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠান ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী জয়ন্ত শিকদার এবং তিনি পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির সভাপতি উত্তর দিনাজপুর জেলায় শাখা। অনুষ্ঠানে ইসলামপুর মহকুমা সমিতির সম্পাদক সুখলাল অধিকারী পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অমরেন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগারিক, ইসলামপুর পল্লী পাঠাগার সকলেই তাঁর দীর্ঘ ৪০ বৎসরের সকল কর্ম জীবনের ডালাবলী তুলে ধরেন। এছাড়াও মোহিনী কুমার মল্লিক তার দীর্ঘ কর্মজীবনের উপর বক্তব্য রাখেন।

প্রতিবেদক—বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী

অবসর প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের বিদায় সম্বর্দ্ধনা

বেলুট বীনাপানি গ্রামীন গ্রন্থাগার

পোঃ বেলুট, ব্লক-পাত্রসায়ের, জেলা - বাঁকুড়া

২৯শে সেপ্টেম্বের ২০০৭ তারিখে বেলুট বীনাপানি গ্রামীন গ্রন্থাগারের অভিজ্ঞ ও পাঠক দরদী গ্রন্থাগারিক শ্রী সুধাংশু কুমার রায় মহাশয় গ্রন্থাগারের চাকুরী জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগারের পক্ষ হইতে সভাপতি অশোক চ্যাটার্জী ও সম্পাদক সুধীর খাঁ মহাশয় উক্ত তারিখে বিদায় সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। গ্রন্থাগারের অনেক পাঠক-পাঠিকা, সভাপতি, সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গ্রন্থাগারের সূচনাকালের প্রথম পর্ব হইতে শ্রী রায়ের অবদান ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করেন। পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির ইন্দাস-পাত্রসায়ের জোনের অনেক কর্মীবন্ধুদের উপস্থিতিতে বিশেষ সাড়ম্বরে শ্রী রায় মহাশয়কে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয় এবং গ্রন্থাগার কর্মী বন্ধুগণ বিভিন্ন সময়ে শ্রীরায়ের অভিজ্ঞতার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী সুধীর খাঁ মহাশয় শ্রী রায় এর হাতে মানপত্র প্রদান করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সকলের উপস্থিতিতে এবং আন্তরিক সহযোগিতায় সাফল্য মন্ডিত হয়।

প্রতিবেদক—শ্রী অসীম কুমার পূজারী

শোক সংবাদ

গত ১ অক্টোবর ২০০৭, নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক সত্যরঞ্জন ঘোষ আকস্মিক অসুস্থ হয়ে কলকাতার একটি হাসপাতালে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৬ বছর। প্রসঙ্গত, গ্রন্থাগারিক রূপে প্রথমাবধি তিনি একনিষ্ঠ কর্মী ও কর্মী সংগঠনের প্রতি অনুগত ছিলেন। গত ৫ নভেম্বর ২০০৭ নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারে 'পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ' নদীয়া জেলা শাখা'র সমবেত শতাধিক সদস্য তথা গ্রন্থাগার কর্মী প্রয়াত সাথী'র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে তাঁর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী-সন্তান ও স্বজন হারানো আত্মজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

Government of West Bengal

School Education Department
Budget Branch
Bikash Bhawan, Salt lake, Kolkata - 700 091

No. 538-SE(B)/IM-67/03 Dated, the 24th October, 2007

MEMORANDUM

(1) The question of extending the benefit of full admissible House Rent Allowance to both husband and wife in case where both the husband and wife are teaching/non-teaching employees or one of them is a teaching/non-teaching employee of an approved non-Government/approved educational institutions including libraries and employee of District Primary Educational Council and other spouse is an employee of a State Government/Central Government/Public Undertakings/Local Bodies etc. and in case where they live in separate establishments at their respective working stations at a distance of more than 250 Kms. (Two hundred and fifty kilometers) from one another has been under active considerations of the Government for sometime.

(2) Governor, after careful consideration, is pleased to decide that where both the husband and wife are teaching /non-teaching employees or one of them is a teaching/ non-teaching employee of an approved non- Government/approved educational institutions including libraries and employees of District Primary Educational Council and other spouse is an employee of a State Government/Central Government/ Public Undertaking/Local Bodies etc. and in case where they live in separate establishments at their respective working stations at a distance of more than 250 Kms (Two hundred and fifty kilometers) from each other, the benefit of full admissible HRA to both husband and wife will be allowed subject to a maximum of Rs. 2000/- per month subject to the following conditions :-

(1) That they would give full address of their working places mentioning the nearest railway station/ bus terminus and the actual distance of the working place from the railway station or main bus terminus.

(2) That they should produce the original rent receipt/certificate of Prodhans of Gram Panchayat/tax receipts etc. in their individual names.

(3) They will be liable to intimate any change of their place of work within 15 days of Joining in new place/ (s) to the authority allowing such benefit and also to the D.D.O. The operation of G.O. sanctioning this benefit will automatically cease to exist from the date of change of working place such amount as HRA to the incumbent as will be admissible as per normal rules.

(4) After being satisfied, the concerned Managing Committee of the institution will recommend the case of the State Government in the School Education Department through proper channel for allowing the full admissible HRA to the incumbent.

(3) This has the concurrence of the finance Department Group–P (Service) vide thir their U.O. No. 3675 date 28-09-2007.

Sd/-S. Mahapatra.
Joint Secretary to the Government of West Bengal
Dated-the24th October, 2007

No.538/1(6)-SE (B)
Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The D.I. of Schools (SE) (ACC)
2. The D.I. of School (PE)
3. The Director of School Education, West Bengal.
4. The Dy Director of School Education (GA), West Bengal.
5. Finance Department,Group P (Service), Writers Bldgs, Kolkata - 700 001
6. Assistant Secretary, Budget Branch/Secondary Branch/Primary Branch School Education Department.

Sd/- illegible
Joint Secretary to the Government of West Bengal.

চিঠিপত্র

[গত সংখ্যায় প্রকাশিত বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক/সহগ্রন্থাগারিক/উপগ্রন্থাগারিকদের "লিভ্ এনক্যাসমেন্ট" সংক্রান্ত আদেশনামার জন্য পরিষদের ধন্যবাদ জ্ঞাপক চিঠি]

To
Professor Sudarsan Roychaudhury
Minister-in-charge
Dept.of Higher Education
Govt. of West Bengal
Bikash Bhawan
Salt lake City
Kolkata - 700 091

Dear Sir,

We would like to convey our thanks to the Government for issuing a circular No. 629-Edn (C.S.)/55-11/03 of 21st September. 2007 in respect of accumulation and encashment of earned leave for the Librarians/Assistant Librarians/Deputy Librarians of non-Govt. Colleges.

In this connection, we would like to draw your kind attention regarding extension of the facility to the persons who retired earlier than the date (30.09.2004) mentioned in the aforesaid order.

Your kind and sympathetic attention towards this end is solicited.

Yours faithfully,

Sd– Krishnapada Majumder
General Secretary

GRANTHAGAR
Vol. 57 No. 9 Editor : Goutam Goswami Asso Editor : Joydeep Chanda November, 2007

ENGLISH ABSTRACTS

by Joydeep Chanda

49th Bengal Library Conference (Editorial) p.207

49th Bengal Library Conference will be held on 14th-16th December 2007 in Hemchandra Library, Khidirpore. It will be the third time they organise this Conference. The topic selected is "Application of computer in different type of libraries : problems & prospects". Due to industrialization as well as rapid growth in research and development activites, the amount of information required for this purpose has been increased enormously and to control over the situation application of computer is essential. To provide services to the users, libraries today are using computers. For this purpose training of library professionals are essential. Though there are many problems exist, yet success will come through discussion.

Use of information in Rabindranath's rural development programme - by Parthapratim Roy. p.208

Rabindranath Tagore was not only poet, philosopher, composer, artist etc. he was also the pioneer of rural development programmes in India. He started this type of programme at Surul village in the year 1912 which was materialized in 1921 after the supervision of Elmhirst. Actually to solve the problems of poverty, ill-health, illiteracy and other social problems, Tagore tried to fulfil his Sriniketan project. Here the author described in details different activites under this project as well as the role of rural library in it. Also mentioned here mobile library system named 'Chalantika' and in this regard pointed out the role of Raja Rammohan Roy Library Foundation since 1975.

Raja Rammohan Roy Library and Sanskriti Parisad - Search of readers' satisfaction with respect to high quality reference service : a study - by Shyamsundar Chakraborty and Dr. Amit Kr. Bandyopadhyay p.213

In Arambag, Jnanendra Public Library was established in the year 1911 which changed its name to Rammohan Roy Library and Sanskriti Parisad in 1950. While describing past histories of this library the authors made an area study. They pointed out in details different aspects of this library - its location, building, furnitures, administration, working hour, library collection, services, use of information and readers' opinion. Different tables were used in support of these fact

and lastly the authors enumerated the problems faced by the library with probable solutions.

Library movement in Bengal and history of the Bengal Library Association - by Nirmalendu Mukhopadhyay p.222

In this part of the serialized article, the author tried to describe some of the important events of library movement in West Bengal during 1966. These include discussion with UGC officials on inauguration of MLib Sc. cource in Calcutta as well as Jadavpur University and UGC scale for college and university libraries, condolence meeting on Tinkari Datta in the Association building etc.

Library news : p.224

1. Organization of condolence meeting of late Prabir Roychowdhury on 23rd August,2007 by North Bengal University. Reported by Mriganka Mandal.

Association news : p.225-233

1. List of different sub-committee members of the Association.

2. Organization of 188th birth anniversary of Vidyasagar on 30th September 2007 jointly by the District Committees of Bengal Library Association and WBPLEA. Malda district. Reported by Subhendu Pal.

3. Organization of condolence meeting in memory late Prabir Roychowdhury on 7th October 2007 jointly by the District Committees of Bengal Library Association and WBPLEA, Midapur (East) district. Reported by Gautam Kumar Pati.

4. The Dinajpore (North) District Committee of Bengal Library Association expresssed their deep condolence on the demise of late Prabir Roychowdhury

5. Organization of condolence meeting in memory of late Prabir Roychowdhury at Suri Vivekananda Library and Ramaranjan Municipal Building on 28th September 2007 jointly by Birbhum District Committee of Bengal Library Association and WBPLEA.

6. Organization of condolence meeting in memory of late Prabir Roychowdhury on 22nd September 2007 jointly by the District Committees of Bengal Library Association and WBPLEA, Howrah district. Reported by Asok Kumar Das.

7. Organization of 43rd foundation day of WBPLEA on 18th October 2007 by Howrah District Committee of WBPLEA. Reported by Asok Kumar Das.

8. An appeal for execution of Library Day by the Association.

9. An appeal for the success of 49th Bengal Library Conference by the Association.

Government Orders p.234-236

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল এবং সংক্ষেপ (১০০ শব্দের মধ্যে) লিখে হবে। পত্রিকায় ছবি ছাপানোর জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পর্কিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের নির্দেশ যে ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কার্যালয়, যোগাযোগ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo.:MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 57 : No. 9 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda December, 2007

CONTENTS

Page

Library Day (*Editorial*) 243

Dr. Priti Sen 245
Role of books & Library for the Mental Development of a child

Moumita Ash and Animest Bhattacharya 250
Wikipedia – Free encyclopaedia

Nirmalendu Mukhopadhyay 252
Library movement in Bengal & History of Bengal Library Association

In Memory of P 257

ASSOCIATION 259

LIBRARY NEW 261

OBITUARY 262

GOVERNMENT NOTICE 263

LETTERS TO GOVT. OF WEST BENGAL 264

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 57, NO. 8) 265

SUBIR SARKAR
Calcutta University Central Library, Journal Secti
3rd floor, Kolkata – 700073

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2244-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 2284-8265.**
Editor : **Goutam Goswami**

Single Issue : Rs. 10.00
ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ১০ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ মাঘ, ১৪১৪

সূচীপত্র

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

	পৃষ্ঠা
সেট ২০০৭ এবং পরবর্তী পরিস্থিতি (সম্পাদকীয়)	২৭১
উদয়ন ভট্টাচার্য যন্ত্রীকরণের [illegible] ঘটজলদি সমাধান	২৭২
শোকসংবাদ	২৭৭
কুমকুম গুহ "ধূসর পাণ্ডুলিপি"	২৭৮
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	২৮১
গ্রন্থাগার সংবাদ	২৮৪
গ্রন্থাগার দিবস ২০০৭-কেন্দ্রীয় সভা	২৮৭
পরিষদ সংবাদ	২৮৯
ENGLISH ABSTRACTS (Vol.57, No. 9)	২৯৩

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- বিমল কুমার দত্ত
  [illegible]
  মূল্য : ১২.০০ টাকা
- বাসবকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
  [illegible]
  মূল্য : ২০.০০ টাকা
- ড: অমিতা ওহদেদার
  [illegible]
  মূল্য : ১২.০০ টাকা
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  [illegible]
  মূল্য : ১২.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী
  ১৯০০-১৯১৭, ১৯১৮-১৯৩০
  মূল্য : ৫০.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৭-১৯৩০। ১৯৩৯

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial. 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology, 1993.
  Rs 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume 1998. Rs. 200 00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1969.
  Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules. 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অমিতাভ দাশ • সংযোজিকা : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (মেয়া) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • দেবু বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রঞ্জন চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. **প্রমীলা চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
• দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • সঙ্কলক সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (দত্ত) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs 10 00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • দেবু বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০
• (পরিবেশক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ১০ সম্পাদক : গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক : জয়দীপ চন্দ মাঘ, ১৪১৪

সম্পাদকীয়

সেট ২০০৭ এবং পরবর্তী পরিস্থিতি

সকলেই অবগত আছেন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেট ২০০৭ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। মোট ৮৮৮৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৬৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। শতকরা হিসাবে ২.৯৮ ভাগ। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২ জন যা ইতিহাস (৭০ জন) ও ভূগোল (৪৯ জন) বিষয়ে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী সংখ্যার ঠিক পরে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে মোট ৪৮৭ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসার আবেদন করেছিলেন এবং তন্মধ্যে ৪১১ জন পরীক্ষায় বসেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে ১৯৫ জন এবং তৃতীয়পত্র তথা সমগ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ৩২ জন। পরিষদের তরফ থেকে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হচ্ছে।

স্বভাবতই উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মনে পরবর্তী পরিস্থিতি অর্থাৎ সমমর্যাদা সম্পন্ন পদে নিয়োগের সম্পর্কে উদ্বেগ সঞ্চার হয়েছে। এবিষয়ে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করার সময় এসেছে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে "নেট" বা রাজ্যের ক্ষেত্রে "সেট" পরীক্ষার যোগ্যতামান অতিক্রম করা ছাত্র-ছাত্রীদের সমমর্যাদাসম্পন্ন চাকুরী বলতে "কলেজ গ্রন্থাগারিক বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা"। বর্তমানে দুই শতাধিক কলেজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের পদ খালি পড়ে আছে। কারণ নেট বা সেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অভাব। যেহেতু কলেজ গ্রন্থাগারিক পদে যোগ্যতামান হিসাবে নেট বা সেট পাশ করা প্রয়োজন (বর্তমানে এম.ফিল বা পি.এইচ.ডি ডিগ্রি হলেও) চলে সেহেতু এই পদগুলি পূরণ করা সম্ভব হয়নি। আশা করা যায় শূন্যপদ কিছুটা সদ্য সেট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের দিয়ে পূরণ হবে। কিন্তু সমস্যা হল প্রতিবার অত্যন্ত কম সংখ্যক পদ বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। কমিশনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যে কমিশনের তরফ থেকে কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের কাছে গ্রন্থাগারিকের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য কমিশনের কাছে আবেদন করতে বলা হলেও অত্যন্ত কম সংখ্যক কলেজই এই আবেদনে সাড়া দিয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থাগারিকের শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও সেই পদে নিয়োগ হচ্ছে না বা নিয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে না। অনেকের মনে প্রশ্ন এসেছে পরিষদ এব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিয়েছে কিনা বা পরিষদ এই ব্যাপারে উদাসীন কিনা। সকলের অবগতির জন্য বলা হচ্ছে যে "সেট" পরীক্ষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি পরিষদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলশ্রুতি। ইতিমধ্যেই পরিষদের তরফ থেকে কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরিচালন বর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধানের জন্য এবং তাঁদের পরামর্শেই কলেজগুলির অধ্যক্ষসমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করে আলোচনায় বসার আহ্বান জানানো হয়েছে। যদিও আলোচনার দিন স্থির হয়েছিল কিন্তু বিশেষ কারণে সেই আলোচনা শুরু হয়নি। পরিষদের বিশ্বাস শীঘ্রই আলোচনা শুরু করা যাবে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান শীঘ্রই সম্ভব হবে।

শুধু শূন্যপদ পূরণ নয়, কলেজ গ্রন্থাগারে যাবতীয় সমস্যা নিয়ে ইতিমধ্যেই পরিষদ কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে কথা বলেছে এবং শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিয়ে দাবীপত্র পেশ করা হবে। সুতরাং পরিষদ উদাসীন বা হাত গুটিয়ে বসে নেই।

পরিশেষে সকল গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার প্রেমীদের কাছে পরিষদের তরফ থেকে আবেদন রাখতে হচ্ছে পরিষদে আসুন, পরিষদের কাজে যোগদান করুন, কারন সংগঠনে কর্মীদের অভাবেও অনেক কাজ ঠিকভাবে সময়মত সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। যদিও অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। তবুও গ্রন্থাগার বৃত্তিও গ্রন্থাগারকে সকলের সামনে তুলে ধরতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

যন্ত্রীকরণের নানান দিক ঃ নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস না চটজলদি সমাধান

উদয়ন ভট্টাচার্য (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রাককথন ঃ

গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ব্যবহার নিয়ে প্রচুর লেখা নানা জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে, এর সুবিধা কি, অসুবিধাই বা কি? এগুলি বহু আলোচিত বিষয় এবং এর প্রায়োগিক মূল্য নিয়েও কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। দেশে দেশে গ্রন্থাগারে কম্পিউটার অত্যন্ত দক্ষতার সংগে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরণের পরিষেবার জন্ম হচ্ছে। পৃথিবীর অন্য দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও এই কাজ যথেষ্ট প্রসারতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচীতে (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের) কম্পিউটারের প্রয়োগকৌশল ইত্যাদি যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে ও দিনে দিনে এর মান ও পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশের জাতীয় স্তরে বা আঞ্চলিক স্তরে যে সেমিনার হয়ে থাকে, বিগত পাঁচ বছর হিসেব করলে দেখা যাবে যে তার অধিকাংশটাই গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত। যদি প্রকাশিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থগুলির বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা যায়, দেখা যাবে তার সিংহভাগই উপরোক্ত বিষয় সংক্রান্ত। গ্রন্থাগারে কম্পিউটার বা এতদ্ সংক্রান্ত আলোচনা বা লেখালেখি এখন অনেকের কাছে আত্মশ্লাঘার বিষয়ে পরিনত হচ্ছে, গ্রন্থাগারবিদ্যার মূল বিষয়গুলি এখন আর আলোচনার টেবিলে উঠে আসে না, যন্ত্রের ঝলকানি তাকে পংক্তিচ্যুত করতে উদ্যত।

বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ব্যবহারের প্রয়োগিক দিক নিয়ে নয় বা কম্পিউটারের কলাকৌশল নিয়েও নয়। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের গ্রাম-গঞ্জে বা শহরতলীতে ছড়িয়ে থাকা অনেক ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলিতে কম্পিউটারের প্রচলন করতে গেলে বেশ কিছু সমস্যার আগাম সমাধানের কথা ভাবা উচিৎ, চরিত্রগতভাবে সেগুলির কোনটি সামাজিক, কোনটি অর্থনৈতিক, কোনটি বা পেশাগত ইত্যাদি। প্রবন্ধে এই সমস্ত সমস্যা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি বিতর্কিত ও কঠমাত্রিক, কাজেই বহু মতামতের সমন্বয়েই এর সমাধান সম্ভব।

সমস্যার নানা দিক ঃ

১) **অর্থ** — অর্থ বড় সমস্যা, কিন্তু সবচেয়ে বড় নয়। দাঁড়িপাল্লায় মাপলে দেখা যাবে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার ও অপব্যবহার প্রায় সমান সমান। জনহিতকর কাজে অর্থের অকুলান কোন সভ্য সমাজের পরিচয় বহন করে না। বর্তমানে ইন্টারনেট সংযোগ ও অন্যান্য যন্ত্রসমূহ (প্রিন্টার, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা) সহ একটি কম্পিউটার ৫০,০০০ টাকায় পাওয়া সম্ভব। এর জন্য যে সমস্ত অর্থসূত্র কাজে লাগানো যেতে পারে, সেগুলি নিম্নরূপ—

ক) সরকারী অনুদান

খ) রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের অনুদান

গ) স্থানীয় সাংসদ অথবা বিধায়কের অনুদান

ঘ) স্থানীয় ব্যবসায়িক সংগঠনের অনুদান

ঙ) ব্যক্তিগত অনুদান সংগ্রহ

চ) চ্যারিটি শো জাতিয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে

ছ) স্থানীয় অন্যান্য সংগঠন, যেমন : বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ক্লাব ইত্যাদির কাছে আবেদনের ভিত্তিতে অনুদান সংগ্রহ

জ) পঞ্চায়েত/পৌরসভা-র কাছে আবেদন

ঝ) ইত্যাদি।

— যেকোন এক বা একাধিক উৎসকে কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রয়োজন উদ্যোগের—কবে হবে বা কারা করে দেবে - এই ভরসায় থাকলে হতাশাই বাড়াবে, কাজ কিছু হবে না।

২। **মানবসম্পদ ঃ**

এই মুহূর্তে সবচেয়ে কঠিন সমস্যাটি হলো 'যথোপযুক্ত' শিক্ষিত মানবসম্পদের অভাব। 'শিক্ষিত' কথাটি আলোচনার দাবী রাখে। সাধারণভাবে যে ধরণের গ্রন্থাগার পরিচালনার

কথা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে, সেগুলিতে গ্রন্থাগারিকরা স্নাতক / স্নাতকোত্তর এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট/স্নাতকত্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করা। অতএব তাঁরা উচ্চ শিক্ষিত। কিন্তু বহুল বিতর্কিত সামাজিক চালচিত্র অন্যরকম

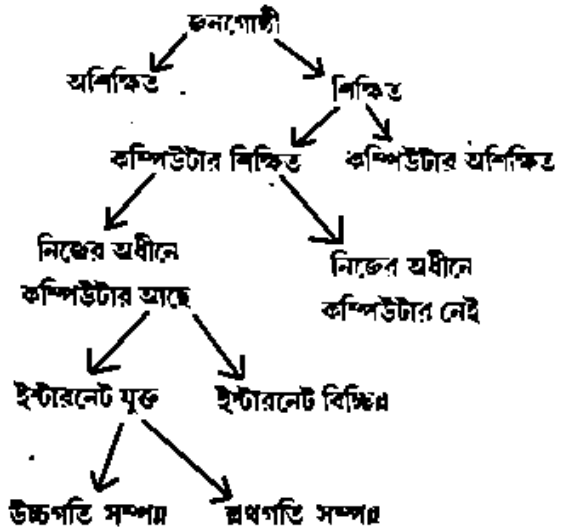

কথা বলে। নিচের রেখাচিত্রটি এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য।

অতএব, গরীব-বড়লোকের বিভেদ নয়, জাত-পাতের বিভেদ নয়, ধর্মের বিভেদ নয়-সামাজিক পরিমন্ডল ক্রমান্বয়ে জটিলতর হচ্ছে-তৈরী হচ্ছে বিভেদের নানান দিক। পরিভাষায় একে বলা হয় Technological divide অথবা digital divide।

শিক্ষিত অথচ কম্পিউটার না জানা লোকের সংখ্যা বেশী, গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে এই ধরণের লোকের সংখ্যাই বেশী। 'শিক্ষিত' কথাটি বিভিন্ন কারণে বহু মাত্রায় মাত্রান্বিত হচ্ছে। অতএব, এই দ্বিতীয় ধরণের গ্রন্থাগারিক, যাঁরা গ্রন্থাগার বিদ্যায় পারদর্শী অথচ কম্পিউটারের প্রয়োগে অপারগ, তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে সময়পযোগী মানবসম্পদে পরিণত করাই এই মুহূর্তের কাজ। স্বাভাবিক ভাবেই কাজটি সহজ নয়, কঠিন ও দীর্ঘমেয়াদি। কিন্তু যেহেতু এটি অবশ্যকরণীয় সেহেতু একটি পথনির্দেশের প্রয়োজন আছে—

ক) সরাসরি সরকারী সাহায্যে ও অর্থানুকুল্যে।

খ) গ্রন্থাগারবৃত্তির গণসংগঠন গুলির সাহায্যে ও সরকারী অর্থানুকুল্যে।

গ) স্বেচ্ছাসেবক, ক্লাব ইত্যাদির সাহায্যে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে সাধারণভাবে কম্পিউটার শেখা এবং গ্রন্থাগারে ব্যবহারের জন্য শেখার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কম্পিউটারের প্রয়োগিক দিকটি গ্রন্থাগারে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা প্রয়োজন - সংযোজন ও পরিমার্জন করা দরকার। এই কাজ শুধুমাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও কম্পিউটার জানা ব্যক্তিবর্গের পক্ষেই সম্ভব। সমস্যা এখানেও রয়েছে, এইরকম লোকের সংখ্যা জীবন রকমেই কম। সেই কারণে অত্যন্ত দক্ষ পরিকল্পনা মাফিক এই কাজ সম্পাদন করতে হবে। প্রস্তাবিত পথের দ্বিতীয়টি এক্ষেত্রে উপযোগী—বৃত্তিগত সাংগঠনিক শক্তি ছাড়া এসব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। কাজের পরিকল্পনাটি কয়েকটি পর্যায়ে হতে পারে।

প্রথম পর্যায় : রাজ্যস্তরে একটি পারদর্শী গোষ্ঠী (Peer Group) সংগঠিত করা। এঁদের নেতৃত্বে রাজ্যব্যাপী কাজটি সম্পন্ন হবে। এই গোষ্ঠী প্রয়োজনীয় গবেষণা, মূল কাজের পরিকল্পনা ও রূপদান করবেন।

দ্বিতীয় পর্যায় : মূলক প্রশিক্ষক গোষ্ঠী তৈরী করা। এঁদের কাজ হবে প্রথম পর্যায়ের গবেষণা লব্ধ ফল ও পরিকল্পনাকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করবে।

তৃতীয় পর্যায় : ব্যাপকতর বিস্তারের জায়গায় নিয়ে যাওয়া, যাতে প্রতিটি গ্রন্থাগারিক এই প্রকল্পের আওতায় এসে পরে এবং কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গত : 'কম্পিউটার শিক্ষিত' এই কথাটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকরা বিশেষতঃ ছোট ছোট গ্রন্থাগার যাঁরা পরিচালনা করেন, যেখানে কর্মী সংখ্যা নিতান্তই কম, তাঁদের পক্ষে কতটা জানা ও কতটা রূপদান করা সম্ভব, তার একটি যুক্তিযুক্ত মাপকাঠি দরকার।

কতটুকু না জানালেই নয় :

১) কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান — অংশগুলি কি কি ও তাদের কাজ কি এবং তাদের আন্তরসম্পর্কই বা কি।

২) কম্পিউটারের সহযোগী যন্ত্রগুলি (যেমন : প্রিন্টার, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি) কি কি? — তাদের কাজকি এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হয়।

৩) যে সফটওয়্যার প্যাকেজটি কম্পিউটারে থাকবে তার বৈশিষ্ট্য, সেটিকে দিয়ে কি কি কাজ করানো যায় এবং

সেটিকে ব্যবহার করে একটি ডেটাবেস তৈরী করার মত জ্ঞান।

৪) যে ডেটাবেস তৈরী হবে তাকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা অর্থাৎ তথ্য খুঁজে বের করা ইত্যাদি।

৫) ব্যাকআপ নেবার পদ্ধতিগুলি জানা ও কাজ করা।

৬) নেটওয়ার্ক বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্যবহার-তাকে ব্যবহার করে তথ্য খুঁজে বের করা, পাঠককে নানান পরিষেবা দেওয়া, তথ্য আদান-প্রদান করার কলাকৌশল ইত্যাদি।

৩। **সফটওয়্যার ঃ** এই বিষয়টি কেন্দ্র করে কম্পিউটার জগৎ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে রয়েছে বিশাল বিশাল বহুজাতিক সংস্থার তৈরী করা নানান ধরণের সফটওয়্যার, অন্যদিকে রয়েছে এদের আওতার বাইরে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার। যদি দাঁড়িপাল্লায় মেপে যায়, কার যে পাল্লা বেশী ভারী তা মাপা বেশ কঠিন। এই দুপক্ষেরই তৈরী করা পরিচালক সফটওয়্যার (operating software) এবং প্রয়োগিক (application software) সফটওয়্যার পাওয়া যায়, কোনটি বা কোনগুলি ঠিক এই মুহূর্তে গ্রহণ করলে আগামী দিনটি ঠিকঠাক চলবে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া বেশ কঠিন। একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে সফটওয়্যারের ভাগগুলি দেখানো যেতে পারে।

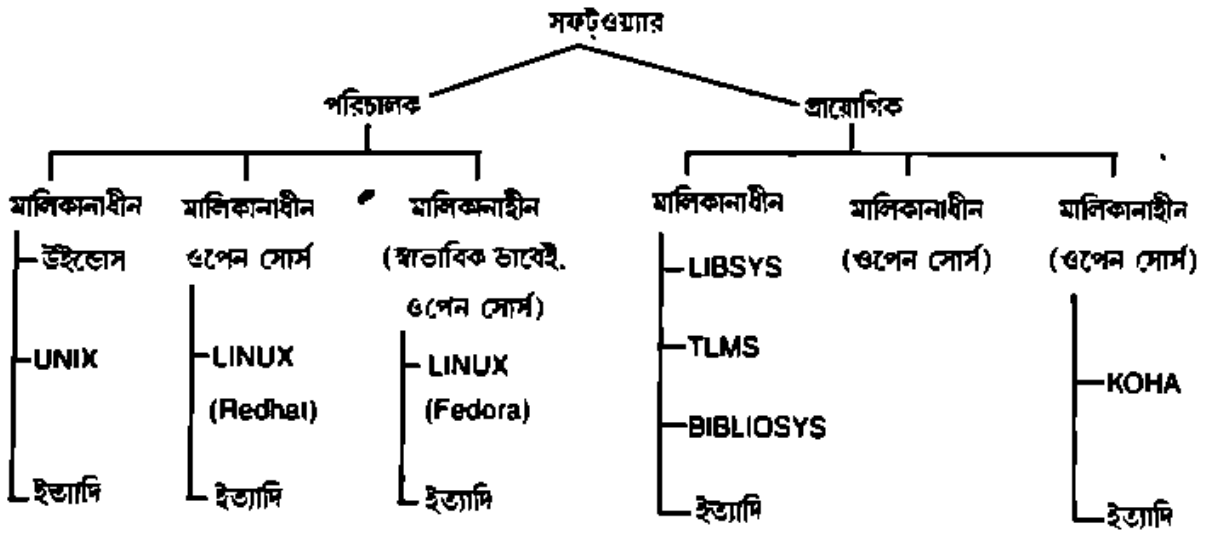

প্রতিটি বিভাগেরই কিছু সুবিধা আছে।

মালিকানাধীন ঃ এই সফটওয়্যারগুলি কোন না কোন বহুজাতিক সংস্থার নির্মীত এবং এদের সোর্সটাও সাধারণের জন্য নয়।

সুবিধা ঃ

১) অর্থের বিনিময়ে নির্মাতা কম্পিউটারে প্রতিস্থাপিত করে দেয়।

২) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কিভাবে চালাতে হবে ইত্যাদি দেয়।

৩) যেহেতু অনেক গ্রন্থাগার এগুলি ব্যবহার করতে শুরু করেছে, সেই কারণে মতামত পাওয়া যেতে পারে।

অসুবিধা ঃ

১) সরকার বা অর্থসহায়তা কেন্দ্রগুলি সাধারণতঃ কম্পিউটার কেনার অর্থ সাহায্য করলেও, সফটওয়্যার কেনা অর্থ দেয় না।

২) এই ধরণে সফটওয়্যার গুলি অত্যন্ত ব্যয় বহুল।

৩) ক্রয় পরবর্তী প্রযুক্তিক সহায়তা পাওয়া বেশ কঠিন।

৪) কোন ভাবেই গ্রন্থাগারগুলিকে নিজেদের মতো করে এদের ব্যবহারযোগ্য (Customise) করতে পারেনা।

৫) প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও গ্রন্থাগার সক্রিয়করণের বহু কাজ এদের দিয়ে হয় না।

৬) এছাড়াও আরো অনেক অসুবিধা বিভিন্ন সফটওয়্যারের আছে (প্রতিটি সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা) যেগুলি জন্য আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

মালিকানাহীন ঃ এই সফটওয়্যারগুলি ওপেন সোর্স হয়ে থাকে অর্থাৎ এদের সোর্স কোডটি সাধারণের ব্যবহারযোগ্য। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সোর্স কোডটি বিশ্লেষণ করে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারেন সফটওয়্যারটির নির্মান কৌশল, ফলে প্রয়োজনীয় সংযোজন বা পরিবর্তন করা যেতে পারে। এর একটি সামাজিক দিক আছে, ১৯৯৭ সালে 'ওপেন সোর্স' কথাটি প্রবর্তিত হয় এবং ১৯৯৮ সালে 'ওপেন সোর্স' আন্দোলন শুরু হয়। বলা যেতে পারে কম্পিউটার জগতে প্রথাগত মালিকানাভিত্তিক সফটওয়্যার বাণিজ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ-এর নাম হচ্ছে 'ওপেন সোর্স' আন্দোলন। সবচেয়ে বড় কথা দেশ ও কালের সীমানা ছাড়িয়ে প্রকৃত অর্থেই এই আন্দোলন হচ্ছে মানুষের, যেকোন দেশের, যেকোন ধর্মের, যেকোন সময়ের মানুষ এর যে শরিক হতে পারে, তাঁর অবদান রেখে যেতে পারেন। সমাজ গঠনে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের কতগুলো বৈশিষ্ট্য হলো ঃ

১) স্বাধীনভাবে পরস্পরের মধ্যে বিনিময়যোগ্য।
২) সোর্সকোড সমেত বিনিময় যোগ্য।
৩) প্রয়োজনে সফটওয়্যারটিকে পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করা যেতে পারে।
৪) যেকোন প্রয়োজনে একে ব্যবহার করা যেতে পারে।
৫) যেকোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে।
৬) এদের কোন বিনিময় মূল্য নেই।

অতএব ওপেন সোর্স সফটওয়্যার হলো একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার ফসল, এখানে মুনাফার ব্যাপার নেই বরং আছে হাত বাড়ালেই বন্ধু।

এই মুহূর্তে বিভিন্ন দেশ ওপেন সোর্স সফটওয়্যারকেই তাদের নানান কাজ কর্মের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে আগ্রহী, ভারত সরকারও সেই পথেই হাঁটছেন। এদের আরও বড় একটি সুবিধার দিক হচ্ছে একটি বিশেষ সফটওয়্যারকে কেন্দ্র করে গোটা পৃথিবীতে একই সঙ্গে নানা দেশে নানা মানুষ গবেষণা করে চলেছেন, ফলে যেকোন সমস্যাই সমাধানের জন্য নানা দিক থেকে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে, নানান সমাধান অতি দ্রুততার সঙ্গে বেড়িয়ে আসছে - কোন সমস্যাই ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ থাকছে না, সামাজিক আঙ্গীক পাচ্ছে : অতএব আগামী দিনের সমাধানই হচ্ছে 'ওপেন সোর্স সফটওয়্যার'।

গ্রন্থাগারে এই ধরণের সফটওয়্যার প্রবর্তন হওয়া উচিৎ, সে ব্যাপারে কিছু কিছু উদ্যোগ হয়তো আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে এর কতগুলি সমস্যাও আছে—

১) এদের কম্পিউটারে সরাসরি প্রতিস্থাপন করে কাজ করা এই মুহূর্তে কিছুটা কঠিন এবং তার জন্য কম্পিউটারের বিবিধ জ্ঞানের প্রয়োজন।
২) প্রশিক্ষণ পাওয়ার সমস্যা।

তবে, আগেই যা আলোচনা করা হয়েছে - বৃত্তিগত সংগঠনের যথপোযুক্ত নেতৃত্বে, 'ওপেন সোর্স আন্দোলন' দেশব্যাপী গ্রন্থাগারগুলির মান উন্নয়নের কাজে আসতে পারে।

৪) ভাষা ঃ আরেকটি বড় সমস্যা হলো ভাষা। ভারতবর্ষের মত বহুভাষাভাষী দেশে কোন একটি বা দুটি বিশেষ ভাষা সার্বিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, এর জন্য প্রয়োজন আঞ্চলিক ভাষা সমূহের যথাযথ বিকাশ। পশ্চিমবঙ্গের ভাষা বাংলা - এপার বাংলা ওপার বাংলা ও ত্রিপুরা মিলিয়ে প্রায় ২৫ কোটি বাঙ্গালীর ভাষা বাংলা। অতএব, এই সমস্ত অঞ্চল সমূহে গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে গেলে বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থরাজি যেমন গুরুত্ব পাবে, একইভাবে বাংলাভাষা সৃষ্ট কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। বাংলাভাষার বিকাশ মানে তার বহুমাত্রিক সর্বাঙ্গীন বিকাশ-সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস রচনাই শুধু নয়, দরকার প্রযুক্তির মানোন্নয়ন-বাংলাভাষায় সাধারণ বাঙালীর ব্যবহারযোগ্য নানান ধরণের সফটওয়্যার।

চতুর্থ বৃহত্তম কথ্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃত বাংলাভাষা, কম্পিউটারে গ্রহণযোগ্য ভাষা হিসাবে তৈরী হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। নানান উদ্যোগ এ ব্যাপারে চলছে, সাফল্যও আসছে, কিছুদিনের মধ্যে হয়তো অনেক না হওয়া বিষয়ই হওয়ার পর্যায়ভুক্ত হবে। কাজগুলি কঠিন-কিন্তু কেন কঠিন তার সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

কম্পিউটার একটি যন্ত্রমাত্র — ভাষা বোঝা বা ভাষা বিশ্লেষণের মত ক্ষমতা এর নেই। যেটুকু আমরা বুঝতে দেখি, সেটুকুনি বোঝার মতো অবস্থায় ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে,

তার বেশী বোঝার ক্ষমতা এই যন্ত্রের নেই। মনুষ্য সৃষ্ট বিষয় বা বস্তুরাজীর মধ্যে ভাষা সৃষ্টিই সবচেয়ে জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি। খৃষ্টপূর্ব ১৪০০০ বছরের পর থেকে মানুষ আদীমতম লিপি সৃষ্টি করতে ব্যাপৃত, অতএব এই ইতিহাস এখন থেকে প্রায় ১৬০০০ বছর আগে শুরু হয়েও এখনও শেষ হয়নি - প্রতিনিয়তই তার পরিবর্তন বা পরিমার্জন হয়ে চলেছে।

মুখের ভাষার রয়েছে দুরকমের সীমাবদ্ধতা

১) স্থানের সীমা (limitation of space) এবং

২) কালের সীমা (limitation of time)

একস্থানের মানুষ অন্য স্থানের মানুষের কাছে। এক কালের মানুষ অন্য কালের মানুষের কাছে নিজের চিন্তারাজি, নিজের জ্ঞানরাজিকে পৌঁছে দিতে আবিষ্কার করেছে লিপিপদ্ধতি (writing system)। লিপি হলো ভাষার এমন এক দৃশ্যও স্থায়ী উপস্থাপনা যা স্থানান্তরযোগ্য এবং সংরক্ষণযোগ্য অর্থাৎ কালান্তরযোগ্য।

আদীমকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত লিপির যে ক্রমানুক্রমিক বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি এইরকম—

চিত্রলিপি (Pictogram) ও গ্রন্থিলিপি (Quipu) — ভাবলিপি (Ideogram) — চিত্রপ্রতীকলিপি (Hieroglyph) — শব্দলিপি (Logogram) — ধ্বনিলিপি (Phonogram) — অক্ষরলিপি (Syllabic script) — বর্ণলিপি (Alphabetic script)।

শেষ দুই স্তর সম্পর্কে দু-চার কথা জানা দরকার। অক্ষর হলো নিঃশ্বাসের এক ধাক্কায় উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ। অক্ষরলিপিতে এক একটি রেখাচিত্র এক একটি অক্ষরের প্রতীক হয়ে উঠল। যেমন : ক = ক্ + অ। এর পরে লিপি আরো বিশ্লেষণধর্মী হয়ে পরে এবং লিপি ব্যবহৃত প্রত্যেকটি রেখাচিহ্ন এক-একটি অক্ষরের প্রতীক না হয়ে এক একটি ধ্বনির প্রতীক হয়ে উঠল। যেমন রোমান লিপি : a,b,c,d ইত্যাদি। একক ধ্বনির এক একটি লিখিত রূপের নাম বর্ণ। কোন ভাষার বর্ণসমষ্টিকে বর্ণমালা বলে। লিপি পদ্ধতির এই শেষ ধাপের নাম বর্ণলিপি। বাংলালিপি অংশতঃ অক্ষরলিপি (যেমন : ক = ক্ + অ) এবং অংশতঃ বর্ণলিপি (যেমন : অ, আ)।

বাংলাভাষায় কম্পিউটার চালানোর মূল সমস্যা বাংলা লিপি (Bengali script)। কারণ কম্পিউটারে যে সংকেতলিপি প্রতিস্থাপিত করা থাকে তা হলো ৮-টি বিটের (8-bit) এস্‌কি (ASCII ⇒ American Standard Code for Information Interchange) কোড্, যার সাহায্যে 28 = 256টি রেখাচিহ্নকে বোঝান যাবে এবং এদের অধিকাংশটাই রোমান লিপির জন্য সংরক্ষিত। সেই কারণে এস্‌কি কোড ব্যবহার অন্যান্য ভাষা সমূহের লিপি প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয় অথবা রোমান লিপির বদলে অন্য কোন ভাষা লিপি প্রতিস্থাপন করতে হবে। সাধারণতঃ দেখা যায় যেকোন ভাষার লিপির জন্য ১২৭টি স্থান (code space)-ই যথেষ্ট, সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে (যেমন GISI ⇒ Graphics and Intelligence based Script Technology)। কিন্তু বহু ভাষাভাষি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এর গ্রহণযোগ্যতা ভীষন রকমের কম। অতএব প্রয়োজন নতুন রকমের প্রতিস্থাপন পদ্ধতির। ভারতবর্ষে 1991 থ্যার অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ইস্‌কি (ISCII ⇒ Indian Standard Code for Information Interchange) গ্রহণ করেন। ইস্‌কি এস্‌কির মতই ৮-বিট বিশিষ্ট, অতএব সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে একসঙ্গে প্রতিস্থাপন করা মত ক্ষমতা নেই। এই কারণে ১৯৯১ সালে উইনিকোড (Unicode) কনসোর্টিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৬ বিটের (16-bit) কোড তৈরী হয়, যার সাহায্যে ৬৫০০০ রেখাচিত্র প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত লিপি এর সাহায্যে কম্পিউটারে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। প্রতিটি লিপির জন্য নির্দিষ্ট স্থান (code space) ঠিক করা আছে, বাংলা লিপির জন্য নির্দিষ্ট স্থানটি হলো U + 0980 – U + 09FF (02432–02559)। মোট ১২৭টি স্থান।

অতএব উইনিকোডকে ব্যবহার করে বাংলাভাষা ডেটাবেস তৈরী করা যেতে পারে। গ্রন্থাগারের মত যদি এই প্রচেষ্টা শুরু হয়। তা হবে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

উপসংহার : গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের প্রচলন, বিশেষতঃ আঞ্চলিক ভাবে করতে গেলে বিভিন্ন বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। উপরে যে সমস্ত বিষয়গুলি আলোচনা করা হলো, (অর্থ-মানবসম্পদ-সফটওয়্যার-ভাষা) এদের প্রত্যেকটি আন্তরসম্পর্কীয় — বিচ্ছিন্ন নয়। একটিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অন্যগুলিকে নিয়ে ভাবলে চলবে না। পশ্চিমবঙ্গের জন্য গ্রন্থাগার

ওলিকে যদি গষ্টীকরণের কথা ভাবতেই হয় তবে — বাংলা ভাষায় কাজ করা সম্ভব এমন ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের কথাই ভাবতে হবে। এই মুহূর্তেই হয়তো এরকমটা সম্ভব নয়, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই সম্ভব। মনে রাখতে হবে, এই ধরণের কাজে কোন চটজলদি সমাধান হয় না। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিশ্রম সাধ্য কাজ, এতে বহুলোকের নিবিড় যোগদান ও নিরলস প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আলাদীন আশ্চর্য প্রদীপের মতো জাদুবিদ্যার ভাবনা না ভেবে দরকার ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপ।

তথ্যসূত্র ঃ

1) Prasad, ARD (2006). Creation of digital libranes in Indian languages using unicode. In Pijushkanti Panigrahi and ARD Prasad (Ed.). Course material : National Workshop on Open Source Movement and the Use of Dspace Software (pp.136-145) Kolkata : IASLIC.
2) সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯৫)। লিপির পরাস্ত রেখায়। কলকাতা ঃ সমতট।
3) রামেশ্বর শ (১৪০৩)। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানও বাংলাভাষা। কলকাতা পুস্তক বিপনি।

শোকসংবাদ

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগার সহায়ক, কলকাতা নগর গ্রন্থাগার-এর প্রাক্তন সহ-গ্রন্থাগারিক, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার টাকী রাষ্ট্রীয় জেলা গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক এবং প্রাক্তন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারীক, পুরুলিয়া জেলার শ্রী অনির্বান ভবানী গত ৪ঠা জানুয়ারী, ২০০৮ শুক্রবার বৈকাল ৪-৩০মিঃ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চান্ন বছর। কয়েকমাস আগে তিনি কর্মস্থল থেকে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহন করেন।

"ধূসর পাণ্ডুলিপি"

কুমকুম ওহ (গ্রন্থাগারিক, সংস্কৃত কলেজ)

"আমাদের অভিজ্ঞতা নষ্ট হয় অন্ধকারে
তারপর পাণ্ডুলিপি গড়ি।।"

— জীবনানন্দ দাশ

"ধূসর পাণ্ডুলিপি"

ক. ভূমিকা : "ধূসর পাণ্ডুলিপি" জীবনানন্দ দাশের একটি কাব্যগ্রন্থ হলেও এখানে ভিন্নরূপে উপস্থিত। অস্পষ্ট -এর উপস্থিতি, আলো-আঁধারে এর অবস্থান। আদৌ আছে কি না, থাকলেও কোথায় পাওয়া যাবে — অর্থাৎ সহজে ধরা ছোঁয়া যায়না একে। অথচ বিশ্ব-মনীষার অনেক মণি মুক্তো এর গহ্বরে লুক্কায়িত আছে। এটি এমন এক পরশ পাথর যার স্পর্শে অনেক তথ্য নবালোকিত হয়ে ঝলমল করে উঠবে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে আমি এখানে "গ্রে লিটারেচারের" কথা বলছি।

খ. পরিচিতি : গবেষক এবং পঠন পাঠনেরত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কাছে গ্রে-লিটারেচারের মূল্য অপরিসীম। হ্যারড (Harrod) তাঁর গ্রন্থাগার পরিভাষা কোষ-এ বলেছেন — এটি অর্ধ প্রকাশিত তথ্য যা গ্রন্থপঞ্জী ভুক্ত নয়। অর্থাৎ যা প্রভূত তথ্য ধারণ করে অথচ পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়নি। চার্লস পি. অগারের (Charles P. Augur) মতে এটি কোনও নবতম আবিষ্কার বা উৎস নয়, বরং ১৯২০ সাল নাগাদ ইওরোপে এর অস্তিত্ব ছিল।[১] IFLA জার্নালে এম.সি.ডিবেচার (M.C. Debachera) বলেছেন—ধূসর রচনাকে সঠিক আখ্যা দেওয়ার থেকে একে ব্যাখ্যা করা সহজ।[২] অনেক মনীষীর মতে মস্তিষ্কের ধূসর কোষ (Brain's Grey Cell), যা চিন্তা-বুদ্ধি-মেধার উৎস, তা থেকে উদ্ভূত বলেও একে ধূসর রচনা বলা হয়। আবার অনেকে বলেন ধূসর রংটি হল সাদা এবং কালোর সংমিশ্রন; তাই গ্রে লিটারেচারের প্রকৃতি লক্ষ্য করে ধোঁয়াশায় আবৃত এই ধরণের রচনাকে ধূসর রচনা বলা হয়। Internet এ প্রকাশিত একটি পত্রিকায় (IWR, 1996) একে "পদাতিক সৈন্য" (অর্থাৎ যারা প্রথম সারিতে থেকে যুদ্ধ করে, ধ্বংস হয় — অথচ তেমন মর্যাদা পায়না); "ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩]

গ. ব্যবহার : চিকিৎসা বিজ্ঞান, পদার্থ এবং রসায়ণ বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞানের অপরাপর শাখা, সমাজ বিজ্ঞান — ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োগ গত বিদ্যার ক্ষেত্রে "ধূসর রচনার" গুরুত্ব আজ সর্বজন স্বীকৃত। তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসাবে এর ব্যবহার গবেষক সমাজে বহুল প্রচলিত। কোনও নব আবিষ্কৃত তথ্যসূত্র, সমাধান, উপাত্ত এই ধরনের রচনার মূল উপাদান। অনেক সময় এসব-জ্ঞান অজ্ঞাত থেকে যায়, বিনষ্ট হয়। অতি অপাংক্তেয় বিষয়ও পরবর্তীকালের বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। আর্কিমিদিস বা গ্যালিলিও-র কাহিনী তো আমাদের সবারই জানা। সাধারণ বিষয় থেকে প্রয়োজনীয় এবং চমকপ্রদ তথ্য/তত্ত্ব আহরণ করা সম্ভব, যা কি না প্রচলিত ধারণার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। অসম্পূর্ণ বা সদ্যসম্পূর্ণ গবেষণা জন সমক্ষে প্রকাশ পাবার আগে অনেক ঝাড়াই-বাছাই-করা হয়। যে সব সূত্র বাদ পড়ে বা উপেক্ষিত হয় সেগুলি হয়তো সমমানের ভিন্নতর গবেষণায় প্রয়োজন। ডায়েরীর পাতা, গবেষণাগারে লিপিবদ্ধ ছেঁড়া পাতা বা কার্যবিবরনী অনেক সময়ই উপেক্ষিত থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে এ-ধরণের উৎসের মাঝেই নিহিত আছে জ্ঞান বিশ্বের মণি কথা। আমি এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ মাত্র করছি —

ঘ. প্রকার ।

(১) প্রকাশ পূর্ব রচনা (Pre prints)

(২) প্রতিবেদন (Report Literature)

(৩) সভার/অধিবেশনের কার্য-বিবরণী (Conference

Proceedings)

(৪) তত্ত্বালোচনা এবং গবেষণাপত্র (Theses & Dissertations)

(৫) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহের পুস্তিকা বা প্রচার পত্র (Trade Literature)

(৬) পরিসংখ্যান মূলক তথ্য (Statistical data)

(৭) সরকারি / আধা সরকারি দপ্তরের তথ্য (Government Documents)

(৮) নিরীক্ষণ মূলক প্রতিবেদন (Survey reports) — এবং সমগোত্রীয় আরও অনেক রচনা।

ঙ. কারণ ঃ সরকার/বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি বিশেষ — এদের নীতি ও গোপনীয়তার কারণে এসব তথ্য প্রকাশ্যে আসে না। নকল হওয়া, বে নামে প্রকাশ হওয়া, গোপন তথ্য ফাঁস হওয়া — ইত্যাদি নানা কারণে এগুলি জনসাধারণে প্রকাশ পায়না। আইনের ভীতি, সঠিক হদিশ না জানাও এর অজ্ঞাত থাকার অন্যতম কারণ।

চ. বর্তমান অবস্থা ঃ সুখের বিষয়, ধূসর রচনা তার ধূসরতার নির্মোক ত্যাগ করে প্রকাশ্যে আসার পথে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং বিভিন্ন কৌশল, আইন প্রণয়ন, সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সদিচ্ছা ধূসর রচনার হদিশ পেতে সাহায্য করে। তথ্যের অধিকার আইন (Right to Information Act, 2005) নিষেধের অন্ধকার থেকে তথ্যের আলোয় আসার পথ সুগম করল। এতদ্ব্যতীত, অজ্ঞাত তথ্য জানার জন্য আরো কতগুলি পদক্ষেপ কার্যকরী ভূমিকা নেয়—

ছ. পদক্ষেপ ঃ

(ক) জাতীয় নীতি প্রণয়ণ করে রচনা গুলি রক্ষা এবং প্রচার করা।

(খ) প্রকৃত এবং সম্ভাব্য উৎসের চিহ্নিত করণ এবং তার হাল-হদিশ জেনে রাখা।

(গ) বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ, বিদ্বৎসভার (Learned Society) সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

(ঘ) সরকারি নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ভারপ্রাপ্ত মহাফেজখানায় যোগাযোগ করা।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি/ক্ষুদ্র-পুস্তিকার মাধ্যমে প্রকৃত এবং সম্ভাব্য ব্যবহারকারিদের অবহিত করা।

(চ) ইন্টারনেট ও বিভিন্ন তথ্য প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে (GLIS) Grey Literature Information System সংবাদ প্রেরণ করা।

(ছ) জাতীয় স্তরে NASSDOC-এর অনুরূপ সমিতি/সংস্থা গড়ে তুলে তাদের উপর সংগ্রহ ও তালিকা প্রস্তুত করে (প্রাপ্তি স্থান সহ) সরবরাহ করা।

(জ) ইওরোপে প্রচলিত SIGLE-এর মতো তথ্য ভাণ্ডার তৈরী করা। প্রসঙ্গত জানাই—বর্তমানে বেশ কয়েকটি তথ্যভাণ্ডার (Database) এ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে। তার কয়েকটি হল ঃ—

ঝ. তথ্যভাণ্ডার ঃ

- NASSDOC (India)
- Greynet (Grey literature network Service)
- SIGLE (System for Information on Grey Literature in Europe)
- COSATI (USA)
- STAR (Scientific and Technical Reports Through NASA)
- CISTI (Canadian Institute for Scientific and Technical Information)
- EAGLE (European Association for Grey Literature Explosion)"

ঞ. উপসংহার ঃ গ্রন্থাগার সম্পর্কে ধারণা এখন আরও ব্যাপক। তা আজ তথ্য-ভাণ্ডারও বটে। গ্রন্থাগারিকেরা বর্তমানে তথ্য-

প্রবন্ধক (Information Manager), তথ্য বিজ্ঞানী (Information Scientist) রূপেও আখ্যায়িত হন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র মুদ্রিত রচনার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নয়, অ-বই অপ্রকাশিত তথ্য/উপাত্তের হাল হদিশ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সমক্ষে আনা, কাছে পৌঁছানোর পথ নির্দেশ করাও গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ধূসর রচনার প্রাপ্তব্য ও সম্ভাব্য তথ্য সম্পর্কে ব্যবহারকারিদের জানানোর মারফৎ গ্রন্থাগারিক যেমন দেশের জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ এবং অগ্রগতির পথে সহায়তা করেন, তেমনই গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির পূর্ণ মর্যাদাও রক্ষা করেন।

গ্রন্থ. তথ্যসূত্র :

১. Gokhale, P.A. Information System for Grey literature in India : a model. in Library Science with slant to documentation and information studies (vol.36, No.4) 1999. P229-236

২. Debachere, M.C. Problems in obtaining G.L. in IFLA Journal 1995/21(2)

৩. Mason, Moyak. Grey Literature : its history, definition, acquisition and catalogue. 2007

৪. Telia, Rama Devi Access and use of Grey literature in social sciences : problems and prospects.– New Delhi : Ess Ess Publications, 2006.

৫. Tyagi, K.G. Information support development studies in DESIDOC. Bulletin of Information Technology.– (vol.15, No.4) 1999. p.9-19.

৬. Retrieved from "Wikipaedia" (through Google, 29.6.07 at 10-02 pm)

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। বীরেন চক্র সম্পাদিত [illegible] পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩০পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গদ্যের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প ও তার মূল্যায়ন দিয়ে সূচনা। বা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রাপ্তিস্থান : এম.বি.এ., বে বুক স্টোর, কে.পি., নবা উদ্যোগ, হরপ্রসিদ, উষা, বোলা, জ্যাম্প, প্রজা, পাতিরাম।

বিক্রয়ার্থে প্রকাশিত বই

বিক্রয় : বাংলা উপন্যাস-বীরেন চক্র সম্পাদিত। (দুইখন্ডে ১২০টি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের আলোচনা। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার বই) প্রতিখন্ড ৫০০টাকা।

বিক্রয় : বাংলা ছোটগল্প- বীরেন চক্র সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়) প্রতিখন্ডে কালজয়ী২৫টি ছোটগল্প ও তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। প্রতিখন্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ-বীরেন চক্র। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, জহর ইসলাম, সাদত হাসান মান্টো-মানুষ, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তা চর্চা, আর আছে স্মৃতিমেদুর সংলাপের ছলে বৃত্তান্ত। দাম ১০০টাকা।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পশ্চিমবঙ্গর পাবলিক লাইব্রেরী (জেলা, গ্রামীন ও আঞ্চলিক) কর্মীদের বেতন সম্পর্কে সরকারের ঘোষনা

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলা, গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম সংক্রান্ত যে ঘোষণাটি করেছেন তাতে সংশ্লিষ্ট কেউই খুশী হতে পারেন নি। গত কিছু কাল ধরেই উল্লিখিত গ্রন্থাগার কর্মী এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে বহু আবেদন-নিবেদন স্মারকপত্র বিবৃতি সভা-সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে এদের বেতনক্রম এবং নানা অসুবিধার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

সরকার যে বেতনক্রম প্রবর্তন করতে চলেছেন তাতে জেলা গ্রন্থাগারিকদের জন্য দু'রকম বেতনক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে - যাঁদের অনার্স এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা আছে তাঁদের ২১০-১০-৪৫০ টাকা এবং যাঁদের অনার্স নেই অথচ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা আছে তাঁদের জন্য ১৬০-৭-২২৩-৮-২৯৫ টাকা ধার্য হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই ২০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। জেলা গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিকের জন্য শেষোক্ত বেতনক্রমের সুপারিশ করা হয়েছে। অবশ্য এই পদ বর্তমানে একটি জেলা গ্রন্থাগারেই আছে। জেলা গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের ৮০-১-৯০-২-১১০-৩-১২০ টাকা বেতনক্রম স্থির হয়েছে এবং এঁরা কোনরূপ ভাতা পাবেন না। এঁদের ন্যূনতম যোগ্যতা যদিও স্কুল ফাইনাল পাশ ও গ্রন্থাগার বিদ্যায় ট্রেনিং, তবে বর্তমানে অনেক গ্রাজুয়েটও এই পদে কাজ করছেন বলে জানা গেছে। এই বেতনক্রম ১৯৬৪-র ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। ফলে বর্তমান কর্মীরা সামান্য কিছু অতিরিক্ত টাকা পাবেন। আর ট্রেনিং প্রাপ্তদের একটি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে। পাঁচ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যেসব কর্মী রয়েছেন এবং এতকাল বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন তাঁদের সম্পর্কে এই বেতনক্রমে কোনরূপ বিবেচনাই করা হয়নি। তাছাড়া এই দুর্মূল্যের দিনে-মহার্ঘভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা প্রভৃতির প্রশ্ন একেবারেই বিবেচনা করা হয়নি সুতরাং এই বেতনক্রম যে গ্রন্থাগার কর্মীদের হতাশ করবে তা বলাই বাহুল্য।

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টে (১৯৫৯) এইসব গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য যে বেতনক্রম সুপারিশ করা হয়েছিল তাতে চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ৫০ টাকা ছোটখাট শহর গ্রন্থাগারিক ১০০ টাকা বড় শহরের গ্রন্থাগারিক ২৪০ টাকা ব্লক লাইব্রেরীয়ান অর্থাৎ আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কর্মীদের ২৭০ টাকা জেলা গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিকের ৩১২ টাকা জেলা গ্রন্থাগারিক ৪৭০ টাকা এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিকের জন্য ৬৮০ টাকা বেতনের সুপারিশ করা হয়েছিল। এই রিপোর্টে ছোট শহর বা গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকের প্রাথমিক শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক হিসেবে তাঁদের জন্য অতিরিক্ত ১৫ টাকা ভাতার সুপারিশ করা হয়েছিল। ব্লক লাইব্রেরীয়ান, বড় শহরের গ্রন্থাগারিক ও বৃত্তিকুশলী সহকারীগণ এবং ব্রাঞ্চ লাইব্রেরীয়ান প্রভৃতির উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের সমান মর্যাদা। বড় গ্রন্থাগারের প্রধান এবং ব্রাঞ্চ গুলির তত্ত্বাবধায়ক এবং ছোটখাট নগর গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মর্যাদা পাবেন বলে বলা হয়েছিল।

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিকের ক্লাস ওয়ান এডুকেশন সার্ভিসের জেলা ও নগর গ্রন্থাগারিকের জন্য ক্লাস টু এডুকেশন সার্ভিসের সমান বেতন ও মর্যাদার সুপারিশ করা হয়েছিল। তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে দ্রব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এক্ষেত্রে বেতনক্রম বৃদ্ধিই পাওয়া উচিত ছিল।

শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনি দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা তথা গ্রন্থাগারের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে শিক্ষা খাতে

ক্রমাগত বায় বৃদ্ধি হয়ে চলেছে বলেই মনে হবে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যয় পর্যাপ্ত নয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়েছিল ১৪০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৭৫ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৬০ কোটি টাকা (সব মিলিয়ে ৭৩০ কোটি টাকা) এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট ব্যয় ১৫,৬২০ কোটি টাকার মধ্যে শিক্ষাখাতে ব্যয় হবে ১৯৪৯ কোটি টাকা এবং লাইব্রেরী উন্নয়নের জন্য ২১ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রনালয় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতেই রাজ্য সরকার গুলির কাছে সুসংবদ্ধ পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থার একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। এই পরিকল্পনায় গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ব্লক/মহকুমা গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারগুলি এইভাবে বিন্যস্ত হয়েছিল। পরে কিছুটা পরিবর্তন করে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি তাঁদের রিপোর্টে এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট টাকা ব্যয়ের মাত্র ৯০ লাখ (৪% ভাগ) গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল। মোট বরাদ্দ ছিল ১৪৬.৪২ লাখ টাকা, কিন্তু সমস্ত টাকা খরচ করা হয়নি। পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করেছেন ১৯৬১-৬২ সালে ৯১ লাখ ১৯৬২-৬৩ সালে ৯০ লাখ, ১৯৬৩-৬৪ সালে প্রায় ৮৫ লাখ টাকা এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে ৮৯ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

প্রতীচ্যের অগ্রসর দেশগুলিতে পাবলিক লাইব্রেরিগুলি এখন একাধারে গবেষণা কেন্দ্র ও তথ্যকেন্দ্র সেখানে জনসাধারণের জ্ঞানস্পৃহা মেটাবার জন্য চমৎকার পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের তিন চতুর্থাংশ লোকের অক্ষর জ্ঞানের অভাবে পড়াশুনা করার উপায় নেই। যে অল্পসংখ্যক লোক আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করেছেন গ্রন্থাগারের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় তাঁদের মধ্যেও পড়াশুনার চর্চা কম। উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাবে সদ্য সাক্ষররা পর্যন্ত নিরক্ষর হয়ে যায়।

ভারতের মাদ্রাজ, কেরালা, অন্ধ্র ও মহীশূর রাজ্য ছাড়া আর কোন রাজ্যের সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এখন ভারতের ১৬টি রাজ্যেই রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। ভারতের ৩২৭টি জেলার মধ্যে ১৯৬৫র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ২০৫টি জেলায় জেলা গ্রন্থাগার ৫২২৩টি উন্নয়ন ব্লকের ১৩১৪ ব্লকে ব্লক লাইব্রেরী এবং ১৯৬৪ র ১লা এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৫,৬৬,৮৭৮টি গ্রামের মাত্র ৩৯৪৯টি গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে।

সংবাদ

গত ১২-১৮ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখের Employment News এ প্রকাশিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন গ্রন্থাগারিক নিয়োগের বিজ্ঞাপনে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের "Miscellaneous Teaching Post" হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বেতনক্রম হল 5500-175-9000 যা Trained Graduate Teachers দের বেতনের সমতুল্য। দরখাস্ত জমা দেবার শেষ তারিখ 15.02.2008 এবং পদের সংখ্যা ৪২। বিস্তারিত জানতে উল্লেখিত সংখ্যাটি অথবা website : www.kvsanguthan.nic.in দেখুন।

With Best Compliments from :-

Gutenberg's

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

5B, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা - পন্ডিচেরী

মলয় রায়

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার বেশ কয়েক বছর আগেই ১৮২৭ সালে ফরাসী অধিকৃত পন্ডিচেরীতে স্থাপিত হয়েছিল Bibliotheque Publique নামে একটি পাবলিক লাইব্রেরী। প্রথমে শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের জন্যই এর দ্বার উন্মুক্ত ছিল, ভারতীয়দের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না, পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষের মনে ফরাসী শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৮৩৭ সালে সর্বসাধারণের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৮৪৫ সালে এক বিশেষ আইনের মাধ্যমে এই লাইব্রেরীর পরিচালনা এবং সম্পদের ব্যবহার নির্দিষ্ট করা হয়।

১৮৯০ সালে পন্ডিচেরী প্রশাসনের অধীন তামিলভাষী জনপদ কারাইকালে আরেকটি পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৬৬ সালে মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ ফরাসী - চিন্তাবীদ রম্যা রোঁলার স্মরণে Bibliotheque Publique এর নতুন নামকরণ হয় Romain Rolland.

এই গ্রন্থাগার ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থাগার গুলির অন্যতম এবং দিল্লীকে বাদ দিলে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বৃহত্তম, ১৯৭৪ সালে এই গ্রন্থাগারকে রাজনিবাসের পাশে বর্তমান বৃহত্তম পরিসরে নিয়ে আসা হয়।

এখন এই গ্রন্থাগারে ৩,৩৪,৮৬৫ টি বই আছে। বছরে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা খরচ হয় নতুন বই কেনার জন্য। ২২০টি পত্র পত্রিকা এবং ২০ টি সংবাদপত্র রাখা হয়। পাঠকের সংখ্যা ৪০,০০০ এর কাছাকাছি। সোমবারে গ্রন্থাগার বন্ধ থাকলেও রিডিং রুম খোলা থাকে। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। অন্যান্য দিন সকাল ৭.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ পর্যন্ত সমস্ত বিভাগই খোলা থাকে। এই গ্রন্থাগারের অধীন একটি শাখা খোলা হয়েছে, আদালত চত্বরে। এখানে শুধুমাত্র আইন সংক্রান্ত বই ও জার্নাল রাখা হয় আইন জীবিদের ব্যবহারের জন্য।

এই গ্রন্থাগারের অধীনস্থ চলমান গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রশংসার দাবী রাখে। মূল পন্ডিচেরীর প্রায় ২০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলের সমস্ত গ্রামে এই পরিষেবার আওতাভুক্ত। প্রত্যেকটি গ্রামের নির্দিষ্ট স্থানে আধঘন্টা সময় দেওয়া থাকে এই গ্রন্থাগারের লেনদেনের জন্য। প্রায় ২০০০ পাঠক এই পরিষেবা পান। এছাড়া এখানকার শিশু বিভাগ এবং মাইক্রোফিল্ম/ রেপ্রোগ্রাফী বিভাগ এর অঙ্গ ও খুবই উল্লেখযোগ্য. বর্তমানে এই গ্রন্থাগার পরিষেবাকে কম্পিউটার চালিত করার কাজও চলছে। বইগুলিকে বর্গীকরণ করা হয়েছে কোলন পদ্ধতি অনুসারে।

বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তামিল ভাষার বই এর সংখ্যাই বেশী। এছাড়া রয়েছে ফরাসী ইংরেজী হিন্দি তেলেগু এবং মালায়ালম বই। কিন্তু বাংলা বই ও আছে। তবে ফরাসী কিংবা বাংলা বই আর কেনা হয় না। এই গ্রন্থাগার চত্বরে প্রতিবছর আয়োজিত হয় পন্ডিচেরী গ্রন্থমেলা। বিভিন্ন প্রকাশকের যোগদানের মাধ্যমে এই মেলা একটা পরিপূর্ণ রূপ পায়।

কার্যত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মর্যাদা সম্পন্ন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের এই গ্রন্থাগারে কোন স্থায়ী গ্রন্থাগারিক নেই। ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক শ্রী বি আপালাস্বামীকে তিনটি দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই লাইব্রেরীর প্রধান কর্মকর্তা পন্ডিচেরী প্রশাসনের অধীন বিভিন্ন জনপদের চারটি প্রধান গ্রন্থাগার এবং ৭৭ টি শাখা গ্রন্থাগারে সমন্বয়কর্তা এবং সর্বোপরি সংস্কৃতি মন্ত্রকের উপঅধিকর্তা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই গ্রন্থাগার সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন, শিক্ষা মন্ত্রকের নয়।

শ্রী আপালাস্বামীকে বাদ দিলে দৈনন্দিন পরিষেবার জন্য রয়েছেন মাত্র ৯ জন গ্রন্থাগার সহকারী এবং ১২জন গ্রুপ ডি কর্মচারী। বছরে প্রায় আড়াই কোটি টাকা খরচের দায়বদ্ধতা প্রায় পুরোটাই কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন। রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশান থেকে বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

সর্বোপরি সারাদিন এই গ্রন্থাগারে কাটালে যেটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে সরকারী অবহেলায় এই গ্রন্থাগার কাঙ্খিত লক্ষে পরিষেবাকে নিয়ে যেতে পারছে না। মূল কারণ অবশ্যই যথেষ্ট সংখ্যক কর্মীর অভাব এবং কর্মীদের যোগ্য মর্যাদা সম্পন্ন বেতন না দেওয়া। দায়িত্ব প্রাপ্ত তেলেগুভাষী গ্রন্থাগারিক আপালাস্বামী এখানে পদোন্নতি ও বদলি হওয়ার আগে কারাইকালের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করতেন। পদমর্যাদায় তিনি কেন্দ্রীয়

সরকারী গ্রন্থাগারের উপ- গ্রন্থাগারিকের সমতুল্য; তার এই পদটিকে জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিকের সম মর্যাদা সম্পন্ন করার প্রস্তাবনা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন দীর্ঘদিন ধরে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সমগ্র ভারত ইংরেজ শাসনাধীন থাকলেও পন্ডিচেরী আর পাঁচটা জনপদ নিয়ে ফরাসী শাসনধীন ছিল। যেমন ছিল গোয়া, দমন দিউ, পর্তুগীজ শাসনাধীন, ১৯৫২ সালে ফরাসী সরকার কর্তৃক হস্তান্তরের পর এটিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষনা করা হয়। ১৯৫৪ সালে বাংলাভাষী চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু মালায়ালাম ভাষী 'মাহে' তেলেগুভাষী 'ইয়ানাম' ভৌগলিক ভাবে যথাক্রমে কেরালা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত হলেও যুক্তিহীনভাবে পন্ডিচেরী প্রশাসনের অন্তর্গত। এই কারণেই যথেষ্ট সংখ্যক পাঠক না থাকলেও তামিলের সঙ্গে মালায়লম এবং তেলেগু ভাষার বইও কিনতে হয়। ইংরেজীর পাঠক আছে। বাংলা বা ফরাসী ভাষার বই কেনা হয় না, কিন্তু বই কেনা হয় পাঠক না থাকা সত্ত্বেও।

পন্ডিচেরী আসলে ভিন্ন ভাষাভাষী চারটি বিচ্ছিন্ন জনপদের সমষ্টি। এই ভৌগলিক ত্রুটির জন্যই কোন সুষ্ঠ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। মূল পন্ডিচেরীতে ও কোন আন্তঃ গ্রন্থাগার আদান প্রদানের ব্যবস্থা নেই। তবে বাঙালী পর্যটক এবং স্থানীয় বাঙালীদের চাহিদা পূরনের জন্য রয়েছে অরবিন্দ আশ্রম গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগার সংবাদ

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

গত ২০/১২/০৭ বৈকালে কিশোর প্রগতি সংঘের সহায়তায় চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার উৎসাহের সঙ্গে গ্রন্থাগার দিবস পালন করলেন। এই উপলক্ষে নবরূপায়িত শিশু বিভাগ ও প্রবীন নাগরিক বিভাগ পরিষেবার উদ্বোধন করে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের উপ-অধিকর্তা শ্রীতরুন ভদ্র বলেন— শিশুদের গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ঐ বিভাগটি উপযুক্তভাবে সাজিয়ে তুলতে হবে, ছোটদের উপযোগী মনোগ্রাহী বই রাখতে হবে। এজন্য তাঁরা যথাসাধ্য সাহায্যদানে প্রস্তুত। সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশুবিভাগের তাৎপর্য বিষয়ে তিনি বলেন।

কুমারী সুস্মিতা মুখার্জীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্য করেন শ্রী অমিয় নন্দী ও শ্রী সুকুমার নন্দী। শ্রী গনেশ নন্দী গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিবৃত্ত এবং গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা সম্বন্ধে বলেন।

অরুন্ধতি সেনগুপ্তর পরিচালনায় শিশু ও বড়দের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতা দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করে। স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অনেক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

সভাপতি শ্রী অমিয় নন্দী 'অনুভব' প্রাচীর পত্রিকার গ্রন্থাগার বিষয়ক সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদক - অমিয় কুমার দত্ত

গ্রন্থাগার দিবস

নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার

নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগারের উদ্যোগে ২০ ডিসেম্বর ২০০৭, বিকেল চারটেয় পাঠাগারের রজত জয়ন্তী কক্ষে " আমাদের পাঠাগারকে আরো জনমুখী করে তুলব" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন পাঠাগারের প্রাক্তন সম্পাদক, সংগঠক ও বর্ষিয়ান সদস্য অধ্যাপক শ্রী প্রফুল্লকুমার গোস্বামী। সভাপতির আহ্বানে গ্রন্থাগারিক শ্রী অশোক সিংহমহাপাত্র, উপস্থিত সাধারণ বিভাগের সভ্য-সভ্যা এবং অভিভাবক সহ শিশু ও কিশোর বিভাগের সভ্য-সভ্যাগণকে স্বাগত জানিয়ে, গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সহ নির্দিষ্ট বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন এবং উক্ত বিষয়ে আগামীদিনের কর্মসূচী প্রস্তাব করেন। এই পাঠাগারে বর্তমানে প্রত্যহ গড়ে একশজন ব্যবহারকারী। এতৎ সত্ত্বেও নবদ্বীপ শহর ও গ্রাম পঞ্চায়েতে কম-বেশী মোট তিন লক্ষ মানুষের বসবাস এবং শতকরা প্রায় পঁয়ষট্টি ভাগ মানুষ সাক্ষর। শতকরা খুব সামান্য অংশের মানুষ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। ইত্যাদি বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে পাঠাগারকে আরো জনমুখী করে তুলতে একগুচ্ছ প্রস্তাব গৃহিত হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদক শ্রী রবি কাঞ্জিলাল, সদস্য শ্রী চন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রী শিবশংকর সাবুখাঁ, শ্রীমতি শ্রীতা রায়, শ্রী সৌমেন মজুমদার প্রমুখ। অলোচনাশেষে পাঠাগারের সভ্য-সভ্যাগণের মধ্যে বিশেষত যাঁরা তরুণ, তাঁদের সহযোগিতা নিয়ে 'পাঠাগার ব্যবহারকারী সমীক্ষা' করা হবে, এই সিদ্ধান্ত হয়। পরিশেষে সভায় সভাপতি শ্রী গোস্বামী এই পাঠাগার সংগঠনের প্রথম দিকের আবেগমথিত স্মৃতিচারণ করেন এবং বলেন " গ্রন্থাগারের বিকল্প কিছুই মাধ্যম কেন, কোন মাধ্যমই হতে পারেনা"। অবশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানান।

প্রতিবেদক - খগেন্দ্রবিজয়

মধুপুর মন্দাকিনী পাঠাগারে ২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মধুপুর মন্দাকিনী পাঠাগার, মুর্শিদাবাদ

গত ২৪শে ডিসেম্বর ২০০৭ বহরমপুর থানার অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ নামক স্থানের নিকট মধুপুর গ্রামে, মধুপুর মন্দাকিনী পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। শিশু কিশোরদের উৎসাহিত করার জন্য ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ছিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। বহু স্কুল পড়ুয়া ছেলে মেয়ে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিল। এছাড়া ছিল প্রবর্শনী মূলক কবিতা আবৃত্তি এবং সংগীত। সকাল ১১টা থেকে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান শেষ হয় সন্ধ্যার সময়। এই অনুষ্ঠান কে কেন্দ্র করে এলাকায় ছিল উৎসবের মেজাজ। ৭৩ ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন।

এদিন বিকেলে শুরু হয় আলোচনা বিষয় " আজকের দিনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা"। আলোচনা অংশ গ্রহণ করেন জেলা গ্রন্থাগার অধিকারিক মাননীয় শ্রী সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সহ সভাপতি মাননীয় শ্রী সাবিত্রী প্রসাদ গুপ্ত, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার সভাপতি মাননীয় শ্রী মদন মন্ডল, সম্পাদক মাননীয় শ্রী রতন কান্ত বিশ্বাস, এবং বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রী রঘু নন্দী প্রমুখ। এছাড়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন মধুপুর মন্দাকিনী পাঠাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক মাননীয় শ্রী ভূপেন্দ্র কুমার দে, বর্তমান সম্পাদক বিজন কুমার দাস।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এই গ্রন্থাগারের বর্তমানের সভাপতি মাননীয় মোঃ আব্দুলগণি। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী শ্রী অনিল কুমার দাস। বিকেলে প্রতিযোগিতায় সকল ছাত্র ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগন, অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন অমল দাস, রিমি দাস, প্রিয়তী দাস, মৌলি দাস, অনন্যা সাহা ও প্রসাদ দাস। প্রতিবছর এমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রন্থাগারিক অনুষ্ঠান শেষ করেন।

প্রতিবেদক - বাবলু সাহা

গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

শতদলবাণী সংঘ পাঠাগার, মহাদেবপুর, মুচিয়া, মালদা

২০ শে ডিসেম্বর, ২০০৭ বৃহস্পতিবার শতদলবাণী সংঘ পাঠাগার, মহাদেবপুর, মালদা, গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান মহাসমারোহে পালন করা হয়। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগারিক শ্রী অরুনকৃষ্ণ রায়। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গ্রন্থ-অর্ঘ-প্রাসবাবপত্র দান সপ্তাহ সাত দিন ধরে পালন করা হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, গান, সংগীত, গজলো, কুইজ প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। এলাকার সমস্ত শিক্ষাদরদী, ছাত্র ও গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রানবন্ত হয়।

প্রতিবেদক - অরুনকৃষ্ণ রায়

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগারে 'বিজয়া সম্মিলনী'

গত ৩রা নভেম্বর' ০৭ সন্ধ্যায় চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ ও শহর গ্রন্থাগারের উদ্যোগে 'বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শহরের বিদগ্ধ রসিকসমাজ নাচ-গান-আবৃত্তি-যন্ত্রসংগীত-মূকাভিনয় উপভোগ করেন।

স্বাগত ভাষণ দেন উভয় সংস্থার সম্পাদকদ্বয় যথাক্রমে শ্রী গণেশ নন্দী ও শ্রী সুকুমার নন্দী। অদিতিরীণা সেনের পরিচালনায় একঝাঁক শিশুশিল্পী আবৃত্তি পরিবেশন করে। বড়দের আবৃত্তিতে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দেন অরুন্ধতী সেনগুপ্ত, শুভ্রা গুহ, কেয়া গাঙ্গুলী, শুভদীপ দে ও শংকর দাশ। নৃত্যের ডালি সাজায় সেমন্তিকা মন্ডল, মধুমিতা দত্ত, সুমিতা/সুকন্যা দাশ, পৌলমি আচার্য্য প্রভৃতি।

গোলক দের মূকাভিনয় ও শুভজিৎ মণ্ডলের মাউথঅর্গান এবং অসীম পালের লোকগীতি, সবিতা বসুর আধুনিক, শ্রেয়া দত্তের নজরুলগীতি শ্রোতাদের অনাবিল আনন্দ দেয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনে ছিলেন শ্রী অমিয় নন্দী।

প্রতিবেদক - অমিয় কুমার নন্দী

দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার

কৃষ্ণদেবপুর, কালনা, বর্ধমান

গত ৫ই নভেম্বর'০৭ সোমবার দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীন পাঠাগার এর উদ্যোগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম দিবস পালন করা হয় এক প্রভাতী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের শুরুতে দেশবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রী শ্যাম সুন্দর কুন্ডু মহাশয় ও সম্পাদক শ্রী কানু রঞ্জন পালচৌধুরী মহাশয় ও পাঠাগারের সদস্যবৃন্দ। এর পর দেশবন্ধুর জীবনি ও কর্মকান্ড নিয়ে বক্তব্য রাখেন পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রী কালী রঞ্জন মুখার্জী, অধীর দত্ত ও শ্যাম সুন্দর কুন্ডু মহাশয়।

প্রতিবেদক - শ্রী স্বপনকুমার সেন

"গ্রন্থাগার দিবস, ২০০৭"

কেন্দ্রীয় সভা, মৌলালি যুবকেন্দ্র, ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৭

গত ২০ শে ডিসেম্বর, ২০০৭, বৃহস্পতিবার বৈকাল ৪ ঘটিকায় মৌলালী যুবকেন্দ্রে গ্রন্থাগার দিবস, ২০০৭ পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। এবার গ্রন্থাগার দিবসে আলোচ্য বিষয় ছিল "বর্তমান বিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা"। সভায় শ্রী কান্তি বিশ্বাস, প্রাক্তন বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী, শ্রী প্রশান্ত বসু, এ.বি.পি.টি.এ, শ্রী অশোককুমার মাইতি, সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, শ্রী নবকুমার কর্মকার, সাধারণ সম্পাদক ডব্লু.বি.টি.এ, শ্রী শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক, এস.টি.এ.ও শ্রী শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদকএ.বি.টি.এ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় যে আলোচনা হয়, তা নিম্নে লিখিত আকারে প্রকাশ করা হল :

কৃষ্ণপদ মজুমদার ⇒ পরিষদের ইতিহাস বর্ণনা করে ২০শে ডিসেম্বরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। সবার কাছে তথ্য পৌঁছাতে হবে এই হোক আজকের শপথ। মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ হলেও বাস্তবায়িত হয়নি। সব বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অসীম। পাঠক তৈরীতে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কম্পিউটার শিক্ষণ গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক হওয়া উচিত।

অশোক কুমার মাইতি ⇒ অনেক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার নেই। বিদ্যালয়ের স্বীকৃতির জন্য গ্রন্থাগার দেখাতে হয়। বড় গ্রন্থাগারে এক জন মাত্র গ্রন্থাগারিকের পক্ষে কাজ সামলানো কঠিন। শিক্ষকরা দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক। এর জন্য শিক্ষা দপ্তরকে এগিয়ে আসতে হবে। পরিকাঠামোর বড় অভাব। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বইয়ের জন্য অর্থ সাহায্য পাওয়া দুষ্কর। গ্রন্থাগারিকের সহকারী নিয়োগ করতে হবে এবং গ্রন্থাগারে অন্যান্য কর্মী নিয়োগ করতে হবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের scale দিতে হবে, উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে। মাস্টারশিক্ষকদের সমান বেতন দিতে হবে। গ্রন্থাগারিকরা হলেন 'More than a teacher'. DI office এর গ্রন্থাগারিক নিয়োগে অনীহা রয়েছে।

প্রশান্ত বসু ⇒ শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের প্রাসঙ্গিকতা আলোচিত। গ্রন্থাগার শিক্ষার পরিপূরক। সাড়ে আট হাজার বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৮০০। ১৯৪৮ সালে শিক্ষা কমিশন গঠন হয়। এর পর ১৯৭৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা কমিশন তৈরী হয়। কিন্তু এর কোন সভা হয়নি। ১৯৭৮ সালে এর সম্প্রসারণ ঘটে। আধুনিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন পাঠাগারের। সহায়ক পুস্তকের জন্য দরকার পাঠাগারের। পাঠক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী করা উচিত পাঠাগারের। তিনি সঠিক গ্রন্থ নির্বাচনে গুরুত্ব দেন। পাঠাগারের গুরুত্ব আমরা বুঝিনা বলেই আমাদের দেশ পিছিয়ে আছে। কিন্তু যেসব দেশ এর গুরুত্ব বোঝে তারা এগিয়ে আছে। বই পড়া কমে যাচ্ছে। অভিভাবকদের দায়িত্ব নিতে হবে।

নবকুমার কর্মকার ⇒ জাপানে বিদ্যালয়গুলোতে গ্রন্থাগার আবশ্যিক এবং সরকারী অর্থে তা পরিচালিত হয়। শ্রীলঙ্কাও তাই। বাইরের দেশে গবেষণা গ্রন্থাগারেই হয়। গ্রন্থাগারের জন্য অর্থ বরাদ্দ পঃ বঃ সরকার করছে না। ৭৫০ ছাত্র থাকলে কোন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক পাবেন। গ্রন্থাগারমুখী পাঠক করার জন্য শুধু গ্রন্থাগারিক নয় সবাইকে নজর দিতে হবে। গ্রন্থাগার হল মানুষের অন্তরে পৌঁছানোর জন্য অন্যতম প্রধান মাধ্যম। সর্বশিক্ষা অভিযানের সফল রূপায়ণের জন্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ⇒ কোপার্নিকাসের বইয়ের উদাহরণ তুলে ধরে তুলনার কথা উল্লেখ করেন। এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য হল চাকরি কেন্দ্রীক। জ্ঞান অর্জন নয়। বিভিন্ন কমিশন বিদ্যালয়ের সাথে গ্রন্থাগারের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। তিনি মুদালিয়ার কমিশনের কিছু বক্তব্য এখানে তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে পণ্য হিসাবে গণ্য করছেন। WTO র চুক্তিতে বলা আছে শিক্ষার ব্যয়ভার সরকারকে withdraw করতে হবে। UPA সরকার বলছেন 6-14 বছর বয়সের সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব পিতামাতার, সরকারের নয়। রঙ্গনাথ মুখোপাধ্যায় কমিশন School cluster এর কথা বলেছেন। বিদ্যালয় এর গ্রন্থাগারিকদের class নিতে হয়। গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের মর্যাদা দেওয়া উচিত। তাদের প্রতিনিধি মধ্যশিক্ষা পর্ষদে থাকা উচিত। তাদের বেতন কম হওয়া উচিত নয়। তিনি মিত্র কমিশনের সুপারিশের কথা বলেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এই রিপোর্ট গ্রহণ করেছেন।

কান্তি বিশ্বাস ⇒ রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে শুরু করলে ভাল হয়। Unesco বলেছেন 1000 মানুষ পিছু 18 টা বই প্রকাশিত হয়। উন্নত দেশে 1000 মানুষ পিছু 60 টা বই প্রকাশিত হয়। ভারতে 1000 মানুষ পিছু 1 টা বই প্রকাশিত হয়। বছরে 1000 মানুষ পিছু 20 মেট্রিক টন কাগজ ব্যবহৃত হয়। ভারতে 1000 মানুষ পিছু 2 মেট্রিক টন কাগজ ব্যবহৃত হয়।

প. বঙ্গে ১৯৭৬-৭৭ থেকে বর্তমানে ৬০ গুণ বাজেট বেড়েছে। শিক্ষা কমিশন আমাদের দেশে অনেক হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। গ্রন্থাগারিকই পারে শিশুকে গ্রন্থমুখী করতে।

প্রতিবেদক - জয়দীপ চন্দ

জেলা গ্রন্থাগার, তমলুকে গ্রন্থাগার দিবস পালন

গত ২০শে ডিসেম্বর ২০০৭ জেলা গ্রন্থাগার তমলুকে সাড়ম্বরে পালিত হল গ্রন্থাগার দিবস। জেলা গ্রন্থাগারের সম্মুখে স্থাপিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। কবিগুরুর মূর্তিতে মাল্যদান করেন অধ্যাপক আশুতোষ দাস মহাশয়। এরপর প্রায় দুইশতাধিক মানুষের একটি বর্ণাঢ্য বই মিছিল ঐতিহাসিক তমলুক শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশগ্রহণ করে জেলা গ্রন্থাগার তমলুকের পাঠক পাঠিকা, তমলুক শিশুরক্ষা সমিতির ৫০ জন শিশু ও কিশোর, জেলা গ্রন্থাগার তমলুকের সমস্ত কর্মী, অধ্যাপক আশুতোষ দাস, জেলা গ্রন্থাগার তমলুকের যুগ্ম সম্পাদক শ্রী নারায়ন চন্দ্র বেরা এবং গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষজন। শহর পরিক্রমা শেষে আবার কবিগুরুর মূর্তির পাদদেশে বই মিছিলটি শেষ হয়। এরপর জেলা গ্রন্থাগারে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল গ্রন্থাগার দিবসের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

প্রতিবেদক - বিদ্যাধর মুদলী

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্স (গ্রীষ্মকালীন)

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সে (গ্রীষ্মকালীন) ভর্তির জন্য আবেদনপত্র (মূল্য ৩০ টাকা) পরিষদ ভবনে, পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম ৫২, কলকাতা-৭০০ ০১৪ (অপরাহ্ণ ৩টা থেকে রাত ৭টা) ১৪ জানুয়ারী - ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ (রবিবার ও ছুটির দিন বাতীত) পাওয়া যাবে। ন্যূনতম যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক পাশ। গ্রন্থাগার কর্মী, যাঁরা ০৫.০৮.১৯৮৫ তারিখের পূর্বে চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ। ভাকে ব্যাঙ্ক ড্রাফট (৩০ টাকা) বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর নামে ৫ টাকা ডাকটিকিট যুক্ত নিজের নাম ও ঠিকানা লেখা খাম সহ (২৭ x ১১ সেমি) পাঠাতে হবে, মানি অর্ডার / পোস্টাল অর্ডার নেওয়া হবে না। ফর্ম জমা নেবার শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৮।

একটি আবেদন

অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্বরচিত রচনাপঞ্জী প্রকাশনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেজন্য অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর কোন লেখা, বক্তৃতা, বক্তৃতার ক্যাসেট বা প্রবীর রায়চৌধুরী সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কারোর জানা থাকলে আমাকে পরিষদের ঠিকানায় পাঠালে বা জানালে বাধিত হব।

কর্মসচিব—কৃষ্ণপদ মজুমদার

পরিষদ সংবাদ

পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, পুরুলিয়া

গত ২৪-১১-২০০৭ পুরুলিয়া জেলায় পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট পাবলিক লাইব্রেরী এমপ্লয়ীজ কোঃ অপারেটিভ সোসাইটী লিমিটেড-এর ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ভবনে। সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি হেমন্ত গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন পি.এল.ই.এ.এর জেলা সম্পাদক সতীশ মাহাতো, বি.এল.এ. এর জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো, জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক প্রণবেশ গঙ্গোপাধ্যায়, বি.এল.এ.এর সদস্য গোপাল অধিকারি, মহকুমা সম্পাদক সুমন দেবজ, হরেকৃষ্ণ গোপ। প্রতিবেদন পাঠ করেন সম্পাদক পার্থ সারথী ব্যানার্জী, প্রতিবেদনের উপর গঠনমূলক আলোচনা করেন ৮ জন প্রতিনিধি। সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

প্রতিবেদক - মৃণালকান্তি মন্ডল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বীরভূম জেলা শাখা

২০ শে ডিসেম্বর'০৭ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও প.ব. সাধারনের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি বীরভূম জেলা শাখাদ্বয়ের উদ্যোগে বীরভূম জেলার লাভপুরে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান লাভপুর গ্রামে একটি বর্ণাঢ্য বই মিছিলের আয়োজন করা হয়। শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য বই, মানবিক মূল্যবোধের জন্য বই, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নেই ইত্যাদি স্লোগানে মুখরিত এই বর্ণাঢ্য বই মিছিলটি তারাশঙ্করের কর্মস্থল 'ধাত্রী-দেবতা' থেকে শুরু হয় এবং এলাকার অন্যপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত তারাশঙ্করের মূর্তির পাদদেশ স্পর্শ করে লাভপুর অতুলশিব গ্রন্থাগারে শেষ হয়। স্থানীয় 'সব পেয়েছি আসর' ও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগন মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রতিনিধিগন ও বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের কর্মীগণ মিছিলে অংশগ্রহন করেন। বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ তারাশঙ্করের মর্মর মূর্তিতে মালাদান করেন। পরিষদের জেলা সম্পাদক তরুন রায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য পেশ করেন এবং সাক্ষরতা প্রসার সমিতি ও প.ব. সাধারনের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে বিকাশ রায় ও সন্তোষ ঘোষ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বীরভূম জেলা শাখার পক্ষে জেলা সভাপতি কাঞ্চন চ্যাটার্জী।

প্রতিবেদক - কাঞ্চন চ্যাটার্জী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০০৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা-২০০৭ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ১৮ই নভেম্বর রবিবার, হাওড়ার ঐতিহ্যশালী বেলুড় সাধারণ পাঠাগারের সভাকক্ষে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা। স্বাগত ভাষণ দেন বেলুড় সাধারণ পাঠাগারের সম্পাদক তরুনকুমার ভট্টাচার্য। পরিষদের রাজ্যসমিতির সদস্য অশোক রায় উদ্বোধনী ভাষণে বলেন— "পরিষেবার দিকটা খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে"। তিনি আরো বলেন—"বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গুলিতে পরিষেবা খুব ক্ষীন। বিদ্যালয় স্তর থেকে গ্রন্থাগার ব্যবহার শেখানো হয়না বলে উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে পদে পদে ঠক্কর খেতে হয়"। তিনি জেলার সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার গুলিতে পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যপদ নেওয়ার জন্য আবেদন জানান এবং বর্তমান সদস্যদের আরো বেশি করে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। সভায় বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও আজকের পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যে সরকারের উদ্দেশ্যে লেখা দাবিসমূহ পাঠ করেন পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার সম্পাদক কমলকান্তি দাস। গত বছরের আয়ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন জেলা শাখার কোষাধ্যক্ষ অশোক দাস। অমলান দত্ত, কর্মী, বেলুড় সাধারণ পাঠাগার, তার বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন— "জেলায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও বেসরকারি গ্রন্থাগারের সংখ্যা যথাক্রমে ১৩৫ এবং ৮২টি, তবুও পরিষদে জেলার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য মাত্র ২৬টি। আজ ১৪তম বার্ষিক সভায় উত্তর খুঁজতে হবে, কোথায় দুর্বলতা? কেন তারা আমাদের যাত্রাপথের সহযোগী হবেন না?" প্রদীপ চক্রবর্তী বলেন—"সংবাদপত্র সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকার ইতিবাচক ব্যবস্থা নিলে ভালো হয়"। তরুণকুমার ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন—"স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগার গুলির কোনো কথা প্রতিবেদনে নেই। স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগার গুলির যন্ত্রনা কী তা কি কেউ বুঝে দেখেছেন?"। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী বলেন— "তথ্য পরিষেবায় এখন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকে আমরা চলেছি, সরকারের শুধু মুখে বলে দিলে হবে না, অর্থবরাদ্দ করতে হবে। বর্তমান প্রতিবেদক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন— "গ্রন্থাগার পত্রিকায় হাওড়া জেলার লেখক প্রতিনিধি কোথায়? জেলার লেখকগোষ্ঠী তৈরী করতে হবে।" এছাড়াও তিনি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বইমেলায় জেলা শাখা থেকে উল করে প্রচার চালানো এবং আগামী বছরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় গ্রন্থাগারিক নিয়োগের জন্য গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে পরিষদকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান। বক্তব্য রাখেন ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক দেবব্রত গুহ, বেলুড় সাধারণ পাঠাগারের প্রাক্তন সম্পাদক প্রমথ রায়চৌধুরি প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক অসিত রায়, গৌরাঙ্গ কর্মকার প্রমুখ। সমাপ্তি ভাষণে সভাপতি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুদূর প্রসারি করার লক্ষ্যে মত প্রকাশ করে বলেন —"সরকারের উদ্যোগ আছে সবাই জানি কিন্তু আমরা পারিনি। তবে ৩০ বছরেও পারবো না তা নয়, করতেই হবে"।

প্রতিবেদক - অনুপকুমার রাউত

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, নদীয়া জেলা শাখা'র দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা-২০০৫-০৭

গত ৯ ডিসেম্বর ২০০৫, শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, কৃষ্ণনগরে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, নদীয়া জেলা শাখার উদ্যোগে, জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রারম্ভে সভাস্থ সকলে আলোচ্য সময়ে দুর্ঘটনা প্রয়াত জনের স্মৃতির প্রতি দণ্ডায়মান অবস্থায় ক্ষণকালের নীরব শ্রদ্ধা জানিয়ে, নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক, শ্রী আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আগত প্রতিনিধি বৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সম্মেলনে আলোচ্য, "গ্রন্থাগারে তথ্য পরিষেবা ও জনসংযোগ" বিষয়ে দিক নির্দেশ করেন পরিষদের জেলা সম্পাদক, শ্রী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। নির্দিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত ও ঘনবদ্ধ আলোচনা করে সম্মেলনের সূচনা করেন পরিষদের কেন্দ্রীয় সমিতির সহ-সভাপতি, শ্রী অরুণ রায়। আলোচনা করেন স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যতম সদস্যা, শ্রী এস. এম. সাঈ এবং শ্রী আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিনিধি; শ্রী অমলেন্দু মজুমদার, শ্রী নীহাররঞ্জন মণ্ডল, শ্রী কৃষ্ণনারায়ণ প্রধান, প্রমুখ। পরিশেষে সম্মেলনের সভাপতি শ্রী আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অতঃপর বিরতির পর বেলা দুটোয় পরিষদের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রী অরুণ সিংহমহাপাত্র, সভাপতির আহ্বানে জেলা শাখার সম্পাদক, শ্রী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস এতদিনকালীন বিগত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং পরীক্ষিত আয়-ব্যয় হিসাব পেশ করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীতাবস্থায় পৃহীত হয়। সম্পাদকের প্রতিবেদনের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন শ্রী চন্দ্রশেখর বিশ্বাস, শ্রী রঞ্জন চক্রবর্তী, প্রমুখ।

অতঃপর, বিগত জেলা কার্যকরী সমিতির পক্ষ থেকে শ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন প্রামানিক আগামী তিন বছরের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি রূপে শ্রী সত্যরঞ্জন মল্লিক এবং সম্পাদক রূপে শ্রী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সহ সমস্ত সভ্যের নাম প্রস্তাব করলে সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়।

পরিশেষে, জেলা শাখার অন্যতম সহ-সভাপতি, শ্রী বেলেবেলা চক্রবর্তী সমবেত প্রতিনিধি প্রতিনিধিবর্গকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলে সভাপতিকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

প্রতিবেদক - বঙ্গেন্দ্রবিজয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম ৫২, কলকাতা-১৪, দূরাভাষ : ২২৬৫ ৬৮৬৬

সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-এর দূরাভাষ পরিবর্তন হয়েছে। নতুন পরিবর্তিত দূরাভাষ : ২২৬৫ ৬৮৬৬

হাসতে যাদের মানা, পড়তে তাদের মানা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্ষীয়ান লেখকগণ।

মুখ পোড়ানো গরম মুড়ি দাম: মাত্র ৮ টাকা

পত্রপাঠ

☎ 98300 52182
92315 59717

১০ জে, ফার্ণ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৮৮তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মালদা জেলা শাখা

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০০৭, রবিবার বেলা চারটায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মালদা জেলা শাখা এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, মালদা জেলা যৌথভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৮৮তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৌড় মহাবিদ্যালয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। আলোচনার বিষয় ছিল "মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন"। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপস্থিত শ্রোতা-বৃন্দকে স্বাগত জানান ঐ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ প্রাণতোষ সেন।

আলোচনা চক্রের প্রথম বক্তা শ্রী সুনীল সেন মহাশয় আলোচনার বিষয়বস্তু 'স্বপ্ন' কথাটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিদ্যাসাগরের সময়কার সামাজিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তাঁর কর্মজীবন এবং শিক্ষিত মানুষ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তৎপ্রদর্শিত নতুন ভাবনা কিভাবে প্রসারিত হয়েছিল-তা ব্যাখ্যা করেন। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি মহলে তিনি যতটা জনপ্রিয় বা বিতর্কিত হন না কেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন-সে ব্যাপারে তিনি মতামত প্রকাশ করেন। স্ত্রী শিক্ষার কথাও তিনি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন এবং যে স্বপ্ন বিদ্যাসাগর দেখতেন তা যে ভঙ্গ হয়েছিল-এতে কোন সন্দেহ নেই বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় বক্তা মালদহ সরকারি প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রী শক্তিপদ পাত্র মহাশয় 'মানবসম্পদ' কথাটি ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাঁর আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। তাঁর মতে একই মানুষ সম্পদ ও সমস্যা দুটোই তৈরী করতে পারেন। মানুষকে সম্পদে পরিণত করতে হলে দরকার মানুষের ভেতরকার ক্ষমতাকে প্রকাশ করা এবং তা উন্নয়নে কাজে লাগানো-এমনভাবে এগিয়ে চলবে আমাদের সমাজ তথা দেশ-একথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেন। তিনি আক্ষেপের সঙ্গে উদাহরণ দিয়ে বলেন যে বাঙালী শুধু স্বপ্ন দেখে, কিন্তু স্বপ্নের সাথে তাকে বাস্তবের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা করার মত মন যে কয়েকজন বাঙালী দায়িত্ব নিয়েছিলেন— তার মধ্যে বিদ্যাসাগর অন্যতম। কোন রাজনৈতিক দলে তিনি যোগ দেন নি, নিজেও কোনভাবে রাজনীতির দল গঠন করেন নি; কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তা আর যুক্তি দিয়ে বোঝা ও বোঝানোর মাধ্যমে তিনি মানুষকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। মানবসম্পদ উন্নয়নে তাঁর নজর পড়ল একেবারে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রটিকে। ছোট ছোট বাক্যে, অতি সরলভাবে সমাজের ভালো দিক, মন্দ দিকগুলি নির্দেশ করে প্রাথমিক শিক্ষার একেবারে শুরুতেই তাঁদের মনের ভেতর মানবিক মূল্যবোধ তৈরী করে তিনি মানবসমাজকে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার কাজটি করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি শুধু স্বপ্ন দেখেননি, দেখাননি—তাঁর এমন মন্তব্যে উপস্থিত শ্রোতাদের আন্দোলিত করে। এ প্রসঙ্গে তিনি সমসাময়িক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মানুষের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগাযোগ উল্লেখ করে মানুষের উন্মেষ, হৃদয়ের কাছাকাছি যাওয়ার যে দৃষ্টান্ত তা অনুসরণ করার আহ্বান জানান।

সভায় শতাধিক শ্রোতার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রী শুভেন্দু চৌধুরী মহাশয়, অধ্যাপক সত্যচৌধুরী প্রমুখ। সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন গৌড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ প্রাণতোষ সেন।

প্রতিবেদক - ডা শ্যামসুন্দর কুণ্ডু

GRANTHAGAR
Vol 57 No 10 Editor Goulam Goswami Asso Editor Joydeep Chanda December 2007

ENGLISH ABSTRACTS

by Joydeep Chanda

Library Day (Editorial) p.207

Bengal Library Association was established on 20th December 1925 under the Presidentship of poet Rabindranath Tagore and from the very begining this particular date is considered as Library Day. Library movement in undivided Bengal was started from this very day. This year main theme of Library Day is 'Role of school library in present education system'. Different Education Commissions recommended necessisily of school library for better education among school children. But the present situation of school library is very alarming compared to college and university libraries. Again in National level, till now there is no National library and information policy. The regional network which was formed to unite The Universities & Research Centres in Ninety Century. becomes fall through or going to be fallen through and Library Act enacted only in 15 states.

In this perspectives, in the age of industrialization. Research and Development work should be given most importance. It requires high quality latest information and this can be possible by proper organization of library and information systems in this country.

Role of books and libraries for the mental development of a child, by Dr. Priti Sen p.245

Books are very important media for the mental development of children. Generally children are the representative of imaginary world. Ordinary textbooks could not satisfy their imagination and it is only the children literature which helps them for their mental development. Discussed the choice of children literature in different age group as well as different types of children literature such as fairy tales, adventure stories, ghost stories etc. In a country like India, poverty and illiteracy are very alarming. Only library could provide reading materials according to the choice of children and this would be the only mean for the development of reading habits among children. At last dicussed different types of libraries where children section could be developed and the role of libraries where children section could developed and the role of librarians for the mental development of children.

Wikipaedia : free encyclopaedia – by Moumita Ash and Animesh Bhattacharya p.250

Wikipaedia is the web based 'free encyclopaedia' which is at the same time multilingual as well as covering almost every subjects. Here 'open' means this encyclopaedia could be accessed, changed by anyone providing he or she has an internet connection. Discussed also here the past history of wikipaedia, comparative study with other encyclopaedias, wikifamily, use procedure

and at last its limitation.

Library movement in Bangal and history of the Bengal Library Association – by Nirmalendu Mukhopadhyay p.252

In this part of the serialized article, the author tried to describe in details 11th Bengal Library Conference held in Suri, Birbhum in 1966. Prof. Rajkumar Mukherjee presided over the Conference and Sri Sailakumar Mukhopadhyay, the then President of the Association was the inaugurator. The topics of discussion were: school library, evaluation of libraries of West Bengal and library system during 4th five year plan, etc. Several speakers participated in the discussion.

In memory of late Prabir Roychowdhury : poems – by G. P. Saha, Gopal Prasad Saha, Bebi Das and Rabin Bhattacharya p.257-258

Association news p.259-261

1. Organization of condolence meeting in memory of late Prabir Roychowdhury on 21st September 2007 jointly by the District Committes of Bengal Library Association, WBPLEA of Coochbehar District and North Bengal Government Library. Reported by Jayanta Saha.

2. Organization of District Book Fair by the Local Library Authority, Coochbehar District between 28th December 2007 to 4th January 2008. Reported by Jayanta Saha.

3. Organization of condolence meeting in memory of late Prabir Roychowdhury on 7th October 2007 by the Subdivisional Committee of WBPLEA, Islampur subdivision, North Dinajpur. Reported by Binoy Krishna Goswami.

4. Organization of condolence meeting in memory of late Prabir Roychowdhury on 13th October 2007 jointly by the District Committees of Bengal Library Asociation and WBPLEA, Nadia district. Reported by Khagendrabijoy.

5. Deputation to the District Library Officer of Howrah district by the District Committee of WBPLEA on 5th October 2007.

Library news p.261-262

1. Celebration of 25th 'Rupantar Day' by the Chinsura Kishore Pragati Sangha Town Library on 4th October 2007. Reported by Amiya Kumar Dutta.

2. Farewell of Sri Paritosh Karmakar, JLA of Islampur Palli Pathagar, North Dinajpur on 7th October 2007. Reported by Binoy Krishna Goswami.

3. Farewell of Sri Sudhanshu Kumar Roy, Librarian of Belut Binapani Rural Library, Bankura on 29th September 2007. Reported by Asim Kumar Pujari.

Obituary p.262

Satya Ranjan Ghosh, the Librarian of Kaliganj Public Library, Nadia passed away on 9th October 2007. The Association expressed deep sympathy to all the members of his family.

Government Notice p.263

Letters to the Government of West Bengal by the Association conveying thanks for issuing a circular regarding accumulation and encashment of earned leave for the Librarians/Assistant Librarians/Deputy Librarians of non-Govt. colleges as well as demanding to exlend the facility to the persons who retired earlier to 30th September 2004. **p. 264**

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী জানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবতলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) লিখে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo. MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 57 : No. 10 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda January, 2008

CONTENTS

Page

Set, 2007 and the situation after this (*Editorial*) 271

Udayan Bhattacharjee 272
Different ways of automation : Continuous affort or easy solution

OBITUARY 277

Kumkum Guha 278
Grey Manuscript

Nirmalendu Mukhopadhyay 281
Library movement in Bengal & History of Bengal Library Association

LIBRARY NEWS 284

LIBRARY DAY, 2007-CENTRAL MEETING 287

ASSOCIATION NEWS 289

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 57, NO. 9) 293

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 2284-8265.**
Editor : **Goutam Goswami**

Single Issue : Rs. 10.00
ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ১২ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ চৈত্র, ১৪১৪

সূচীপত্র

gift 25/11/08

	পৃষ্ঠা
বেসরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকদের "লিভ এনক্যাসমেন্ট" সংক্রান্ত আদেশনামা এবং তারপর (সম্পাদকীয়)	৩২৭
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস পুরানো পুস্তক-পুস্তিকা ও পাণ্ডুলিপি আজও আমাদের কাছে অবহেলিত	৩২৮
অরুপ কুমার মণ্ডল একবিংশ শতাব্দির গ্রন্থাগার পেশাদারগণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের ভূমিকা	৩৩০
চূড়ামণি হাটি গ্রন্থাগার ও তাকে ঘিরে ইত্যাদি	৩৩৩
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	৩৩৫
৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন — উদ্বোধন অনুষ্ঠান	৩৪০
৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ	৩৪৪
গ্রন্থাগার সংবাদ	৩৪৬
পরিষদ সংবাদ	৩৫১
শোক সংবাদ	৩৫৫
ENGLISH ABSTRACTS (Vol.57, No. 11)	৩৬০

C.R. AVENUE 700073 DELY

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- বিমল কুমার দত্ত
  [illegible]
  মূল্য : ১২.০০ টাকা
- রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
  [illegible]
  মূল্য : ২০.০০ টাকা
- ড. অমিতা চট্টোপাধ্যায়
  [illegible]
  মূল্য : ৪২.০০ টাকা
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অন্যান্য লেখকবৃন্দ
  [illegible]
  মূল্য : ২২.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  [illegible]
  মূল্য : ৪২.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  [illegible]
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial. 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology, 1993
  Rs. 125.00
- **Ohdedar, A.K.,**
  Book classification 1994
  Rs 200 00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume 1998, Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অমিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ১৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীলা চন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)
• দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10 00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

• ৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০
•(পরিবেশক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪. দূরভাষ : ২২৬৫ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ১২ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ চৈত্র . ১৪১৪

সম্পাদকীয়

কলেজ লাইব্রেরীতে লিভ এনক্যাসমেন্ট সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশনামা এবং তারপর

গত ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগ একটি সরকারী আদেশনামা নং 829-Edn (C.S.)/55-11/03 জারী বা প্রকাশ করেন। এই আদেশনামা অনুযায়ী বেসরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকদের (লাইব্রেরীয়ান/অ্যাসিট্যান্ট লাইব্রেরীয়ান/ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান) দীর্ঘদিনের দাবী ২৪০ দিনের "লিভ এনক্যাসমেন্ট" (Leave encashment) প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। যে সব গ্রন্থাগারিক/সহ গ্রন্থাগারিক/ডেপুটি লাইব্রেরীয়ানগন ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৪ তারিখে বা পরবর্তীকালে চাকরি থেকে অবসর হয়েছেন বা হবেন, সেই সব গ্রন্থাগারিকগন এই সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ এই নির্দেশনামা ৩০.৯.২০০৪ তারিখ থেকে বলবৎ হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বেসরকারী গ্রন্থাগারিকদের এই বিষয়টি নিয়ে বহুদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে এই সরকারী আদেশনামা জারী করায় যেমন একদিকে আন্দোলনের মর্যাদা দিয়েছেন তেমন পরিষদ এই আদেশনামা প্রকাশ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

প্রশ্নটা দেখা দিয়েছে আদেশনামা প্রকাশ হওয়ার পর। কোনো বেসরকারী কলেজেই গ্রন্থাগারিক/সহ গ্রন্থাগারিক/ডেপুটি লাইব্রেরীয়ানদের "ছুটি সংক্রান্ত নিয়ম" (Leave Rule) নেই। যার ফলে আদেশনামা প্রকাশ হলেও তা কার্যকর করা যাচ্ছে না। এই আদেশনামা কার্যকর করতে গেলে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির "Statute Amendment" করে Leave Rule সংক্রান্ত বিষয়গুলির সুষ্ঠ সমাধান করা আগে প্রয়োজন। সাম্প্রতি পরিষদের কেন্দ্রিয় কমিটি ও পরিষদের বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে বর্ধমানে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের এক কনভেনশন হয়। যেখানে Leave Rule সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সভায় স্থির হয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে কনভেনশনের সিদ্ধান্ত পৌছে দেওয়া হবে। শোনা গেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেবে। একই ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় "বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের" অধীন কলেজ গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে। সেখানেও আলোচনা সভার সিদ্ধান্ত "বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়" কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে Leave Rule সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় "Statute Ammendment"-এর কথা বলা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে এই জটিলতা কেটে যাবে।

পরিষদের নজরে আর একটা দিক খুববেশী এসেছে, তা হলো যে সকল গ্রন্থাগারিক/সহ গ্রন্থাগারিক/ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৪ সালের আগে অবসর হয়েছেন তাদের ব্যাপারটা। পরিষদ এই সমস্ত গ্রন্থাগারিক/সহ-গ্রন্থাগারিক/ডেপুটি লাইব্রেরীয়ানদের যাতে এই আওতায় আনা যায় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করছে। পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলেজ গ্রন্থাগারের অন্যান্য সমস্যা এবং বর্তমান সমস্যা নিয়ে শীঘ্রই উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। আশা করা যায় কলেজ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির শীঘ্রই কিছু সমাধানের আলো দেখা দেবে। সমস্ত কলেজ গ্রন্থাগারিকদের পরিষদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

পুরানো পুস্তক-পুস্তিকা ও পাণ্ডুলিপি আজও আমাদের কাছে অবহেলিত

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, নদীয়া

মানুষ তার কালের কথা উত্তরসূরিদের কাছে পৌঁছে দিতে চায়। এ হল তার মনের আদি ও একান্ত কামনা। আবার পুরানো দিনের কথা শুনতেও মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। সভ্যতার প্রথম প্রভাত থেকে মানুষ তার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কাহিনী যেভাবে হোক প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে। এ হল তার সাধনা। এক সময় মানুষ তার মনের কথা প্রকাশ করেছে পাথরের গায়ে বা মাটিতে ছবি এঁকে। ক্রমে সে লিখতে শিখেছে। বর্ণমালা উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে লেখার জগতে যুগান্ত এসেছে। চিন্তাভাবনার জগতে লেখা মানুষকে বিভিন্ন পথের সন্ধান দেয়।

লেখা কেবলমাত্র মানুষের দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য ও ইতিহাস চিন্তাকে প্রকাশ করে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এবং সরকার পরিচালনায় লেখা অপরিহার্য। মানুষের স্মৃতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। হলেও তা অনেক সময়ই নির্ভরযোগ্য নয়। তাই লেখার উপর আমরা এত বেশী নির্ভরশীল হয়েছি। নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসাবে লিখিত দলিল বা চিঠিপত্র আমাদের কাছে মূল্যবান সম্পদ।

বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী চাকুরী করেছিলেন। সেইজন্য সরকারী নথিপত্রে তাঁদের সম্পর্কে তথ্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। আবার বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি সংগ্রহে এদের জীবন ও কার্যাবলী সম্পর্কে উপকরণ সংরক্ষিত আছে। তাই এসব মানুষের জীবনকথা বিশ্বাসযোগ্যভাবে লিখতে গেলে আগে ওইসব উপকরণ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংকলন করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এধরনের উপকরণ সহজলভ্য নয়। কোথায় কি আছে তা জানা দরকার।

কেবল জীবনী রচনার জন্যই আমরা তথ্য সংগ্রহ করি তাই নয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র, বানিজ্যিক ও শিল্পজগৎ, শিক্ষায়তন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আজ কাগজ ও কালির উপর নির্ভরশীল। কারণ লিখিতভাবে প্রত্যেকটি কাজ পরিচালনা করাই সুবিধাজনক। সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ জটিল হওয়ায় মৌখিক নির্দেশ ও প্রতিশ্রুতির আজ বিশেষ কোন মূল্য নেই। সরকারী প্রশাসন তো আমরা বলেই থাকি নথি নির্ভর। পশ্চিমবাংলায় আজ যদি খরা হয় তাহলে পূর্বে অনুরূপ পরিস্থিতিতে সরকার কিভাবে মোকাবিলা করেছিল তা জানার প্রয়োজন হয়। প্রশাসকেরা পূর্বের সংশ্লিষ্ট নথির শরণাপন্ন হন। তাই প্রশাসনের প্রয়োজনে নীতি নির্দেশক মূল্যবান নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হয়। সাধারনত ২৫ বছরের পুরানো মূল্যবান সরকারী নথিপত্র স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়।

পুরানো নথি আমাদের পুরানো দিনের কথা যেমন প্রকাশ করে তেমনই ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করে। আজ যখন পুরানো হেরিটেজ বিল্ডিং ভেঙে নতুনভাবে করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে তখন স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা করে ঐ বিল্ডিং কবে তৈরী হয়েছিল, জায়গাটা কেমন ছিল, কাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কতদিনে তা তৈরী হয়েছিল, কত খরচই বা পড়েছিল ইত্যাদি। সমকালীন নথিপত্র ছাড়া এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া অসম্ভব। তাজমহলের দিকে তাকিয়েও কি আমাদের মনে এমন প্রশ্ন দেখা দেয় না?

বর্তমানে কলকাতার ভূগর্ভ দিয়ে ট্রেন চলছে। কিন্তু এই রেলপথ তৈরী করতে কর্তৃপক্ষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং নানাভাবে তার মোকাবিলা করতে হয়েছে। এর পরিকল্পনা, জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ, বিভিন্ন কারিগরী সংস্থার সঙ্গে চুক্তি, উপকরণ সংগ্রহ, শ্রমিক সরবরাহ, বাসস্থান সমস্যা, অর্থের যোগান কত শত ব্যাপার। তাই মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষকে তাদের দপ্তরের মূল্যবান নথিসমূহের সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা। কেবলমাত্র গবেষণার জন্য নয়, কলকাতার মত আর কোন শহরে ভূগর্ভ রেলের পরিকল্পনা করতে গেলে এসব মূল্যবান নথি কাজে লাগবে। যেমন কলকাতা শহরের পরিকল্পনা করার সময় কাজে লেগেছে অন্যান্য শহরের অভিজ্ঞতা।

এইসব দলিল দস্তাবেজ বা নথিপত্র গবেষণার প্রাথমিক উপকরণ। যত দুষ্প্রাপ্যই হোক না কেন, পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকার প্রাপ্ত উপকরণের সঙ্গে এই শ্রেণীর প্রাথমিক উপকরণের মৌলিক প্রভেদ আছে। প্রাথমিক উপকরণগুলি প্রত্যেকটি অদ্বিতীয় এটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। সেইজন্য এই শ্রেণীর কোন উপকরণ একটি মাত্র স্থানেই সংরক্ষিত হতে পারে। কিন্তু পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকার একাধিক কপি পাওয়া সম্ভব। এগুলি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, সংগ্রহালয়ে দেখা যেতে পারে।

দলিল দস্তাবেজ জাতীয় প্রাথমিক উপকরণের আরও অনেক

বৈশিষ্ট্য আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এগুলি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সংরক্ষিত হয়—সেজন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য সংকলনে সহায়তা করে।

সহজভাবে নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ যেখানে রক্ষিত হয় তাকে আমরা বলে থাকি মহাফেজখানা বা অভিলেখাগার, ইংরাজীতে Archieves। গ্রীসদেশে দলিলপত্র, পাণ্ডুলিপি সংগ্রহালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা। এথেন্সের মানুষ খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম ও ৪র্থ শতাব্দীতে তাদের মূল্যবান দলিলপত্র, যেমন সক্রেটিস তাঁর নিজের সম্পর্কে যে বিবৃতি রচনা করেছিলেন, ওলিম্পিক গেমসে যারা বিজয়ী হতেন তাদের নামের তালিকা ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় দলিলপত্র, বিভিন্ন ধরনের সন্ধি পত্র, আইনকানুন এবং গণ সভাসমূহের কার্যবিবরণী ইত্যাদিও সংরক্ষিত হত। এসব সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য এথেন্সের মানুষ বেছে নিয়েছিল দেবতাদের জননী "মেট্রল" দেবীর পবিত্র মন্দির।

কিন্তু আধুনিক অর্থে অভিলেখাগারের জন্ম ফরাসী বিপ্লবের সময়। নূতন ফ্রান্সের জাতীয় সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণের প্রয়োজনে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যে অভিলেখাগার প্রতিষ্ঠা হয় তাই ১৭৯০ খ্রীঃ ফ্রান্সের জাতীয় অভিলেখাগার হিসাবে স্বীকৃত হয়। এটিই হল কোনো দেশের প্রথম জাতীয় অভিলেখাগার। নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য পুরানো দিনের নথিপত্র প্রয়োজন হয়ে ওঠে। কিন্তু বিপ্লবীদের একটি অংশ পুরানো নথিপত্র বিনষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন। যেহেতু এসবে ছিল পুরানো অধিকার এবং সুযোগ সুবিধার কথা যা নূতন ফ্রান্সে মূল্যহীন। কিন্তু বিপ্লবীদের অপর অংশের মত ছিল এসব এখন জনগনের সম্পদ সেজন্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। যেহেতু এগুলো জনগণের সম্পদ তাই সাধারণের অধিকার রয়েছে এই নথিপত্র পরীক্ষা করার। অভিলেখাগারে সংরক্ষিত নথি পরীক্ষায় জনগণের এই অধিকার ১৭৯৪ খ্রীঃ ফ্রান্সে আইনানুযায়ী স্বীকৃত হয়। তাই প্রসঙ্গ ফরাসী বিপ্লবের তিনটি মূল্যবান অবদানের কথা এখানে উল্লেখ করতে হয় — (১) একটি স্বাধীন জাতীয় আভিলেখাগার প্রতিষ্ঠা, (২) অভিলেখ সামগ্রী পরীক্ষায় জনগণের অধিকার স্বীকার, (৩) অভিলেখ সামগ্রী সংরক্ষণে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ।

আমাদের দেশের মতো এত ভাষা, এত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, জীবনযাপনের এত ভিন্নতা, ইতিহাস, কাব্য, দর্শন এবং অন্যান্য মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্ভার পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। অথচ যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে প্রায় সমস্তই অব্যবহৃত ও অবহেলিত হচ্ছে। এই সব জ্ঞান ও ঐতিহ্যের জন্য দরকার একটি সঠিক ও সুনির্দিষ্ট সংরক্ষণ নীতি।

সদস্যদের প্রতি

প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণে গ্রন্থাগার পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা (শ্রাবণ সংখ্যা) প্রকাশিত হবে। সদস্যদের প্রতি অনুরোধ করা যাচ্ছে তারা যদি এই বিশেষ সংখ্যায় কোন লেখা/প্রবন্ধ পাঠাতে চান তবে তা আগামী ১৫ই মে, ২০০৮ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

—সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম ৫২, কলকাতা-১৪, দূরভাষ : ২২৬৫ ৬৮৬৬

সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-এর দূরাভাষ পরিবর্তন হয়েছে। নতুন পরিবর্তিত দূরভাষ : ২২৬৫ ৬৮৬৬

একবিংশ শতাব্দির গ্রন্থাগার পেশাদারগণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের ভূমিকা

অরূপ কুমার মণ্ডল
সহকারী গ্রন্থাগারিক, কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, ভদ্রেশ্বর, হুগলি

সার : একবিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ বিপুল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তাই এই বৈদ্যুতিন পরিবেশে কাজ করতে হলে গ্রন্থাগারিকদেরকে তিন ধরনের দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যিক যথা, পেশাগত দক্ষতা, পরিচালন দক্ষতা, এবং তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত দক্ষতা। এই রচনাটিতে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান পেশাদারগনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পর্কে পুংখানুপুঙ্খ বর্ননা এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, একবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থাগারিকতা - বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে কতটা কার্যকর তা আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা (Introduction) : বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির যুগে তথ্যের পরিমান ও প্রসার এত ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে একুশ শতককে বলা হয় তথ্যবহুল যুগ (Information age)। এই তথ্য প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যদি গ্রন্থাগারিকগণ প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে না পারেন তাহলে সঠিকভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনায় সে ব্যর্থ হবে। যেহেতু গ্রন্থাগারিকদের উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুদায়িত্ব পালন করে। তাই তাদের উচিত বর্তমানের বৈদ্যুতিন পরিবেশের (Electronics Environment) সাথে যাতে ছাত্ররা পাল্লা দিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

একবিংশ শতাব্দির গ্রন্থাগার (Twenty First Century Library) : একবিংশ শতাব্দির গ্রন্থাগার মানে ধারাবাহিক গ্রন্থাগারের (Traditional Library) মত ডকুমেন্ট সংগ্রহ (Document Collection), সঞ্চয় (storage), রক্ষণাবেক্ষণ (Maintainence) এবং তথ্য পরিষেবা প্রদানকেই (Information retrieval) বোঝায় না। বর্তমানে গ্রন্থাগারে ঘটেছে তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology) এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (Communication Technology) ব্যবস্থার সংযোজন। ধারাবাহিক গ্রন্থাগার পদ্ধতির (Traditional Library System) পাশাপাশি চালু হয়েছে বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল গ্রন্থাগার পদ্ধতি (Electronics and Digital Library System)। এই বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল গ্রন্থাগার পদ্ধতিতে (Electronics and Digital Library System) গ্রন্থাগারে সংগৃহিত সমস্ত ডকুমেন্টকে (Document) বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল আকারে (Electronics and Digital form) পরিবর্তন করা হয় এবং পরে অনলাইন (Online) পরিসেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও একবিংশ শতাব্দিতে ইন্টারনেট (Internate) পরিসেবার দৌলতে আবির্ভাব ঘটেছে অ-প্রকৃত গ্রন্থাগারের (Virtual Library)। এককথায় একবিংশ শতাব্দির গ্রন্থাগার হল হাইব্রিড গ্রন্থাগার (Hybrid Library)।

একবিংশ শতকে গ্রন্থাগারিকগনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা (Knowledge and Skill require for 21st. Century Librarian) : পূর্বে গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগারিকের কেবলমাত্র টেকনিক্যাল জ্ঞান এবং দক্ষতাই (Technical Knowledge and Skill) অর্থাৎ গ্রন্থাগারে আগত সংগ্রাহাদি কিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগারে সাজিয়ে রাখা হবে সেই সংক্রান্ত জ্ঞান বা দক্ষতাই যথেষ্ট ছিল। সহজ কথায় বর্গীকরণ এবং ক্যাটালগিং (Classification and Cataloguing) সংক্রান্ত জ্ঞান। এছাড়া যা দরকার ছিল তা হল - হাউস কিপিং অপারেশন (House keeping operation) সংক্রান্ত কিছু ধ্যান ধারনা। কিন্তু একবিংশ শতাব্দিতে গ্রন্থাগারে বৈদ্যুতিন পরিবেশের (Electronics Environment) আবির্ভাব ঘটায় গ্রন্থাগারিকগণের শুধুমাত্র টেকনিক্যাল জ্ঞান বা দক্ষতা থাকাই যথেষ্ট নয়। সাধারণত গ্রন্থাগারিকগণের প্রয়োজন তিন ধরনের জ্ঞান বা দক্ষতা, যথা :

১) টেকনিক্যাল জ্ঞান বা দক্ষতা (Technical Knowledge and Skill);

২) পরিচালন সংক্রান্ত জ্ঞান বা দক্ষতা (Managerial Knowledge and Skill);

৩) তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান বা দক্ষতা (Information

Technology related Skill) প্রয়োজন।

যাই হোক, নিম্নে উপরোক্ত জ্ঞান বা দক্ষতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল :

১) পেশাগত জ্ঞান এবং দক্ষতা (Technical Knowledge and Skill) : বৈদ্যুতিন দুনিয়ায় (e-world) দৈনন্দিন নতুন ধরনের প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটেছে তাই গ্রন্থাগারিকদের উচিৎ সেই সমস্ত প্রযুক্তি সংক্রান্ত কিছু ধ্যান ধারনা অর্জন করা। এছাড়া তথ্যের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে অবগত হওয়া। যেহেতু প্রতিনিয়ত তথ্যের উৎস (Information Source) সংখ্যা বাড়ছে এবং জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে তাই তথ্য পেশাদারদের উচিৎ নির্ঘন্ট (Index), সংক্ষিপ্তসার (Abstract), এবং অন্যান্য টুলস (Tools) তৈরী করতে শেখা, যাতে সহজেই ব্যবহারকারিকে তথ্য সরবরাহ করা যায়। সর্বোপরি তথ্য পেশাদারদের (Information Professional) উচিৎ ইলেকট্রনিকস আকারে প্রকাশিত (Publication in Electronics form), অর্ধপ্রকাশিত (Semi-Published) এবং অপ্রকাশিত (Unpublished) তথ্যকে সংগঠিত করার জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করা।

২) পরিচালন সংক্রান্ত জ্ঞান বা দক্ষতা (Managerial Knowledge and Skill) : পরিচালন সংক্রান্ত জ্ঞান এবং দক্ষতা বলতে যা বোঝায় তা হল একটি প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত সম্পদ (মানবিক এবং অমানবিক) রয়েছে তা সুসংগঠিত এবং সুসংবদ্ধভাবে ব্যবহার করা যাতে প্রতিষ্ঠানের পূর্বনির্ধারিত লক্ষে সহজেই পৌছানো যায়। তাই গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান পেশাদারদের উচিত বর্তমানে আগত সমস্ত ধরনের ই-রিসোর্স (e-resource) সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করা এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। এছাড়া তাদের লিডারসিপ স্টাইল (Leadership style) সম্পর্কে অবগত হতে হবে। সর্বোপরি ম্যানেজমেন্ট অফ্ চেঞ্জ (Management of change) অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান পরিচালকদের খাপখাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে।

৩) তথ্য - প্রযুক্ত সংক্রান্ত জ্ঞান বা দক্ষতা (Information Technology related Skill) : যেহেতু বর্তমান দুনিয়া হল তথ্য প্রযুক্তির দুনিয়া তাই এর প্রভাব গ্রন্থাগার এবং তথ্য বিজ্ঞান পেশাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে যদি কোনো গ্রন্থাগারিকের তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান না থাকে তাহলে কার্যক্ষেত্রে সে বিফল হবে। সুতরাং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বৈদ্যুতিন দুনিয়ার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হলে প্রত্যেক তথ্য পেশাদারকে তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করতে হবে। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান পেশাদারদের সাধারনতঃ নিম্নবর্নিত তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রয়োজনঃ

প্রথমত : গ্রন্থাগারিকদের তথ্যপ্রযুক্তি পন্য (IT Product) সংক্রান্ত ব্যবহারিক জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন - কি বোর্ড (Key Board), অপারেটিং সিস্টেম (Operating System), সফটওয়ার (Soltware), টেলিকমিউনিকেশন প্রডাক্ট (Telicomunication Product), ডি.বি.এম.এস (Data Base Management System) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত : বৈদ্যুতিন আকারে কিভাবে ডাটা সংগ্রহ (Data Collection) সংগঠন, সার্চ এবং রেট্রিভাল (Search and Reineval) হয় তদ সংক্রান্ত জ্ঞান।

তৃতীয়ত : ইন্টারনেট (Internate) এবং নেটওয়ার্কিং (Networking) সংক্রান্ত জ্ঞান।

চতুর্থত : বৈদ্যুতিন আকারে প্রকাশিত ডকুমেন্ট (Internate) এর সংরক্ষন এবং আরকাইভিং (Archieving) সংক্রান্ত জ্ঞান।

পঞ্চমত : বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ (Programming Language) সংক্রান্ত জ্ঞান।

সর্বোপরি, গ্রন্থাগারিকদের হার্ডওয়ার মেন্টেনেন্স (Hardware Maintainence) সংক্রান্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের ভূমিকা (Role of Library and Information Science Department of Burdwan University) : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগটি বর্ধমানের গোলাবাগ ক্যাম্পাসে আইন বিভাগের বিপরীতে এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পিছনের দিকে অবস্থিত। দুটি শ্রেনীকক্ষ, দুটি অফিসকক্ষ, একটি সেমিনার লাইব্রেরী এবং পনেরোটি কম্পিউটার যুক্ত একটি কম্পিউটার ল্যাব সমেত বিভাগটি সুসজ্জিত। এখানে এক বছরের বি.এল.আই.এস (BLIS) এবং এম.এল.আই.এস (MLIS) ছাড়াও দুই বছরের পি.এইচ.ডি কোর্স করানো হয়ে থাকে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের খাতেনামা ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ডঃ সুবল চন্দ্র বিশ্বাস হলেন বিভাগীয় প্রধান। এছাড়াও আছেন একজন অধ্যাপক, একজন রিডার (এক্সটেনশান), একজন সিনিয়র লেকচারার এবং দুইজন অতিথি লেকচারার। এই

বিভাগের পাঠক্রম সম্পূর্নরূপে একবিংশ শতকের গ্রন্থাগারকে লক্ষ্য রেখে তৈরী। বিভাগের প্রত্যেক শিক্ষকমহাশয় সকল সময় নির্দিষ্ট পাঠক্রম ছাড়াও পাঠক্রম বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শ্রেনী কক্ষে আলোচনা করেন। যেমন - বর্তমানে কি ঘটছে, ছাত্রদের কি করা উচিত ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদিও বিভাগীয় প্রত্যেক শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের আধুনিকমুখী জ্ঞান প্রদান করতে যথেষ্ট সহযোগী, তথাপি যথেষ্ট পরিকাঠামোর অভাবে উক্ত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের একবিংশ শতকের গ্রন্থাগারিকদের জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তা মেটাতে সম্পূর্নরূপে অক্ষম। এর কারনগুলো হল নিম্নরূপ :

১) এই বিভাগের পড়াশুনা সম্পূর্নরূপে তত্ত্ব ভিত্তিক (Theoritical based) যা কেবলমাত্র জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক দক্ষতা বৃদ্ধিতে নয়।

২) এখানে ছাত্রছাত্রীদের কেবলমাত্র পেশাদারী দক্ষতা এবং কিছুটা পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বেশী জোড় দেওয়া হয় যা কিন্তু একবিংশ শতাব্দির গ্রন্থাগার পরিচালনায় যথেষ্ট নয় কারন বর্তমানে গ্রন্থাগারিকদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান না থাকলে তিনি প্রতি পদে বিপদে পড়বেন।

৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন সম্পদে সমৃদ্ধ নয়।

৪) ছাত্র/ছাত্রীরা যথেষ্ট পরিমানে ইন্টারনেট পরিষেবার সুযোগ সুবিধা পায়না। তাই তারা জানিতেও পারেনা বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির দুনিয়ায় কি ঘটছে বা কি ঘটতে চলেছে।

উপসংহার (Conculation) : উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতের গ্রন্থাগার ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হতে চলেছে। তাই এই সময়ের সাথে চলতে গেলে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই হতে হবে আরো সজাগ ও সচেতন। ছাত্রদের আধুনিকমুখী করে তোলার দায়িত্ব কেবলমাত্র শিক্ষক মহাশয়ের উপর চাপিয়ে দিলে চলবেনা। এ ব্যাপারে সরকারকেও উদ্যোগী হতে হবে। সাথে সাথে ছাত্রছাত্রীদের ও কেবলমাত্র পুস্তকমুখী না হয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে বাইরের দুনিয়ার দিকে। তাহলেই সম্ভব হবে একবিংশ শতকের গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা এবং সফল হবে সঠিক গ্রন্থাগারিক হওয়ার স্বপ্ন।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) :

1. Chowdhury, Govinda, and Chowdhury, Sudatta. Introduction to digital libraries, London, Facet Publishig, 2003.

2. Johnson, Peggy. Technological change in libraries. Encyclopaedia of library and information Science, Vol. 53, edited by Allen Kent. Newyork, Marcel Dekker, 1994. pp. 182-202.

3. Prem Singh. Managing techonological change in libraries. Library Science with a slant to documentation and information studies; 1991; 28 (4); pp. 137-149.

4. Sridhar, M. S. Skill requirements of library Professional in the Electronic Environment of Twentyfirst century. In : Information Technology application in libraries : A Text book for beginners. Ed. by M. Mahapatra and D. B. Ramesh. 2004. p. 597-606.

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী মার্চ মাসের (২০০৮) মধ্যে সাধারণ সদস্য ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের সকলকে বকেয়া চাঁদা মেটানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

—কর্মসচিব

গ্রন্থাগার ও তাকে ঘিরে ইত্যাদি

চূড়ামণি হাটি

পাঠক এবং প্রকাশনা ও গ্রন্থাগার, এ চক্রকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য কিছু প্রাসঙ্গীক দিকগুলির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধীর প্রয়োজন। গ্রন্থ এবং তাকে ঘিরে পাঠকের ভিড় না জমলে গ্রন্থাগার তৈরীর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। তাই গ্রন্থ এবং তাকে ঘিরে যেমন সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে, তেমনি আরো কিছুর প্রয়োজন। যেমন — উত্তমানের পরিসেবা অর্থাৎ ক্যাটালগ বক্সের পাশাপাশি কম্পিউটারে বইএর তালিকা প্রস্তুত করা, প্রয়োজন নানা পদের কর্মী, পরিচ্ছন্ন রিডিং রুমের ব্যবস্থা, জেরক্সের সুবিধা। আবার এর পাশাপাশি বইমেলার আয়োজন করা, সাহিত্য সম্মেলন বা নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযুক্ত সভাগৃহের যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন পাশাপাশি একটি মাঠ। প্রচারকার্যের জন্য নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ করতে হবে। গ্রন্থাগার তৈরীর পাশাপাশি তার নিরাপত্তা ব্যবস্থারও প্রয়োজন ক্লজসার্কিট টি.ভি-র ব্যবস্থাই শেষ কথা নয়, পৌকামাকরের উৎপাত থেকে রক্ষার পাশাপাশি আগুন ও ছেঁড়া-ফাটা-চুরি এসবগুলি লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারের অন্তর দৃশ্যই আবার সব নয়, প্রয়োজন প্রশস্থ স্থান, কারণ চিরকাল একই অবস্থায় থাকবে এরূপ ভাবাটা অনুচিত। যেমন ছোটোদের জন্য পৃথক কক্ষ স্থাপন বা বিষয় অনুযায়ী পৃথক কক্ষ স্থাপন বা ব্যবসায়িক বা লিটিল ম্যাগাজিনের জন্য পৃথক কক্ষ স্থাপন বা Reference এবং text-book এর জন্য পৃথক কক্ষ স্থাপন এরূপ নানা ভাবে মূল গ্রন্থাগারের শ্রেণীবিভাগের দিকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ঝোঁক দেখাতে পারে। তৈরীকরা যেতে পারে পুরাতন পুঁথিতে সমৃদ্ধ মিউজিয়াম। গ্রন্থাগার স্থাপনের পূর্বে Location একটি বড় দিক, যেন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হলেই চলবে না, অতিরিক্ত আকর্ষণের জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগারকে ঘিরে থাকা সুন্দর উদ্যান এবং বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের মডেল, প্রয়োজনে তাদের স্মৃতিবিজরীত স্থানগুলি ভিডিও ক্যামেরার সাহায্য নিয়ে দেখানোর ব্যবস্থাও করা যেতে পারে, প্রয়োজনে জীবনীর চিত্ররূপ ও তৈরী করা যেতে পারে। এমনকি প্রকাশক ও প্রকাশনা দপ্তরের ইতিবৃত্ত প্রস্তুত ও করা যেতে পারে। এছাড়া অনুসঙ্গীক নানা ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন। যেমন জেরক্সের ব্যবস্থা, ক্যান্টিনের ব্যবস্থা, পানীয়জলের ব্যবস্থা, টয়লেটের ব্যবস্থা, খাতা-পেন বিক্রির ব্যবস্থা, গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা ইত্যাদি।

মূল প্রবেশ দ্বারের আগে নোটিশবোর্ড এবং বৃহদাকৃতির মানচিত্র তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে। ক্লাশ কাউন্টারে ব্যবস্থা করতে হবে। কারিব্যাগ জমা রাখার ব্যবস্থা এবং পার্কিং করা গাড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখতে হবে। কক্ষ মধ্যে যেমন যথেষ্ট আলোর প্রয়োজন তেমনি বাইরেও উপযুক্ত আলোর প্রয়োজন আছে। স্টকরুমে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রটিন মাফিক রক্ষণাবেক্ষণ করাও যথেষ্ট প্রয়োজন। যেমন সিকুউরিটির জিনিসপত্র, উদ্যান এবং টয়লেট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জিনিসপত্র, গৃহকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, পুঁথি সংগ্রহশালার আলো-তাপমাত্রা-আদ্রতা সুনির্দিষ্ট রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা ব্যবহৃত উপাদান, ছত্রাক-জীবানু-কীটপতঙ্গ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সুনির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা ও পরিচালনা ব্যবস্থা। পরিচালন কমিটিকে যেমন রক্ষা ও পুনরুদ্ধারের দিকে লক্ষ রাখতে হবে, ঠিক তেমন লক্ষ রাখতে হবে জনসংযোগে গ্রন্থাগার কতটা সক্রীয়। গ্রন্থের সাথে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ। এরজন্য গ্রন্থাগার ও তাকে ঘিরে থাকা পরিবেশকে যেমন আকর্ষনীয় করে তুলতে হবে, ঠিক তেমনি তার কর্ম পদ্ধতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দ্রুতগতি সম্পন্ন করতে

হবে, ঠিক প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে হবে, যেমন সাহিত্য সম্মেলন ও বইমেলার পাশাপাশি প্রবন্ধ-গল্প লেখা প্রতিযোগীতার আয়োজন, বসে আঁকো প্রতিযোগীতার আয়োজনও করা উচিত। কারণ বই এর প্রচ্ছদ একটি মূল্যবাণ অংশ। এছাড়া ফাইন-আর্টস্ বিষয়টি পঠন-পাঠনের সাথেও যুক্ত। এছাড়া প্রচারকার্যের আর একটি পন্থা হিসাবে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরীর ব্যবস্থা, অন্তত মাসে একবার বুলেটিন প্রকাশের মতো এই লাইব্রেরীকে দূরদূরান্তে ছুটিয়ে নিয়ে গেলে জনগনের দৃষ্টি আকর্ষন করা সম্ভব।

কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির Personal Library র খোঁজ খবর রাখা উচিত। কারণ অনেক সময় দেখা যায় মৃত ব্যক্তি হলেন ডাক্তার, কিন্তু পরিবারের আর কেউ ডাক্তারী শাস্ত্রের সাথে যুক্ত নন, সে ক্ষেত্রে ঐ বিষয় সংক্রান্ত সংগৃহিত বই গুলি ঐ স্থানে অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। উন্নতমানের লিটল্ ম্যাগাজিন গুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলে লিটল্ ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরাই নিজ আগ্রহে তার আদরের এক কপি সুন্দর স্থানে রাখতে চাইবেন। Text book সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন, কারণ তাঁরা প্রকাশনী দপ্তর থেকে অনেক সময় একসঙ্গে অনেকগুলি বা বারেবারে অনেকগুলি 'সৌজন্য সংখ্যা' পান। অবশ্য এইভাবে সংগ্রহের কথা মাথায় রাখলে গ্রন্থাগারটিকে অনেক সময় ব্যবসায়িক মনবৃত্তির কথা ত্যাগ করতে হবে। এরজন্য আর্থিক অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া আগ্রহী পাঠকদের জন্য Free Reading Room Library র ধারনাটি কল্পনা করে নিতে হবে এবং একই সঙ্গে থাকবে Subscription based library র ধারণাটি, তাই নানা কর্মযজ্ঞের জন্য অর্থের কথা মাথায় রেখে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখাও প্রয়োজন। এরজন্য বিশেষ কোনো হলে 'প্রবেশ অবাধ' না করে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে, আর এর জন্য প্রয়োজন টিকিট বিক্রি ও স্পন্সর্ যোগার করা। বুলেটিন প্রকাশের সময়ও বিভিন্ন প্রকাশক ও লেখক গোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন যোগার করে নেওয়া যেতে পারে। বইয়ের দোকান ও কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপনও প্রচুর পরিমানে পাওয়া যেতে পারে। বুলেটিন প্রকাশের ব্যাপারে লাইব্রেরীর নিজস্ব কম্পিউটারকে DTP র কাজে লাগানো যেতেই পারে। অর্থাৎ জনসংযোগের জন্য জ্ঞান, রস ও রেফারেন্স সার্ভিসের মাধ্যমেই শেষ কথা নয়, গ্রন্থাগারকেও ছুটে যেতে হয়। মানসিক চাহিদার কথা মাথায় রেখে গ্রন্থ ও অ-গ্রন্থ নিয়ে গ্রন্থাগারের রূপ। বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনেই গ্রন্থাগারের সৃষ্টি।

যেহেতু সভ্যতার আদিতে তথ্যের প্রাচুর্য ছিল না, ছিলনা লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিও; অক্ষতথ্যের আদান প্রদানের প্রয়োজন ছিল—শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর হিসাবেই বেঁচে থাকা। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে যখন ক্রমশ তথ্য সঞ্চিত হতে থাকলো, লিখন পদ্ধতিকে অবলম্বন করে এবার তা বাঁচিয়ে রাখার পালা, মৌলিক চিন্তাভাবনাও এই পদ্ধতিকে আশ্রয় করে বাঁচিয়ে রাখার আগ্রহ জন্মালো। আজ গ্রন্থাগারে এতদিনের অভিজ্ঞতা ও রচনাকে স্তূপাকারে নয়, সুনির্দিষ্ট প্রদর্শনের প্রয়োজন, তা যেমন পাঠককে আনন্দ দেবে তেমনি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সাহায্য করবে এবং তৈরী হবে তথ্য হস্তান্তর চক্র। ফলস্বরূপ একদিকে যেমন শিক্ষার প্রসার ঘটবে, তেমনি পাঠকবর্গ পাবে আনন্দ। আর এরই জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগারের Image কে একটি সার্থক সুন্দর রূপ দান।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর সমর্থনে জনসভা ১৯৬৬

১৯৬৬ সালের ২৬ অগাস্ট কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর সমর্থনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক একটি জনসভা আহূত হয়। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ মণীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক প্রবীলচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে তাঁর পদে বরণের প্রস্তাব করেন এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের রিডার অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করার পর ডঃ চক্রবর্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় মূল প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করে বক্তৃতা করেন প্রবীর রায়চৌধুরী। তিনি বলেন ১৯৬১ সালে ইউ জি সি উচ্চতর বেতনের সুপারিশ করা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র বিশ্বভারতী ছাড়া অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সুপারিশ কার্যকরী করা হয়নি। স্পনসর্ড কলেজের গ্রন্থাগারিকগণ শিক্ষকদের অনুরূপ মহার্ঘভাতা পান না। সিকিউরিটি ডিপোজিট প্রথা আজও অব্যাহত আছে। পলিটেকনিক ও গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড লাইব্রেরীর কর্মীর অবস্থার বিবেচনা হওয়া প্রয়োজন। জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকগণ মহার্ঘভাতা ইত্যাদি হতে বঞ্চিত। গত দশ বছর যাবৎ আবেদন নিবেদনেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান।

নির্মল ভট্টাচার্য, এম এল সি বলেন গ্রন্থাগারিকগণ কলেজ শিক্ষকদের সঙ্গে যুক্তভাবে আন্দোলন চালাচ্ছেন এটা যুক্তিসঙ্গত। WBCUTA গ্রন্থাগারিকদের দাবী সম্বন্ধে সচেতন। তাঁর মতে, এমন কি সরকারী মহলের মতেও, গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ১৯৬৪ সালে প্রবর্তিত বেতনক্রম সুবিবেচনার পরিচায়ক নয়। অর্থাভাবই এর কারণ। কোর কমিটি মোট আয়ের ২০ ভাগ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করতে বলেছিলেন। বর্তমানে সেই লক্ষ্যে পৌছান গেছে। রাজ্য সরকারের হাতে ক্রমবর্ধমান আয়ের সুযোগ কম। তাঁরা ভারত সরকারের নিকট হতে আরও অর্থ মঞ্জুরী পাবার আশা করেন। শ্রী ভট্টাচার্য প্রস্তাবিত দাবীগুলির প্রতি সমর্থন জানান। Prof. in-charge প্রথা সম্পর্কে তিনি বলেন, অনেকের মতে এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক থাকলে এই প্রথা বাতিল করার দাবী যুক্তিসঙ্গত। প্রভিডেন্ট ফান্ড ও মহার্ঘ ভাতা সম্পর্কে তিনি বলেন, এগুলি আদায় করার জন্য ব্যাপকতর আন্দোলন প্রয়োজন। এরজন্য সরকারের কত খরচ পড়বে তা হিসেব করে দিতে পারলে ভাল হয়।

নির্মালা বাগচী, এম এল সি বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পুরাতন ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান শুধু সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। তাঁরা জীবিকার প্রশ্ন, সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। গত ৩টি পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে মাত্র ৫৪৬টি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। ৩৮ হাজার গ্রামের দেশে এ সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। আমাদের শিক্ষার হার ক্রমশ নিম্নদিকে ধাবমান। এর প্রতিকার কল্পে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিতে হবে। সমগ্র দেশের সঙ্গে যুক্ত এই সমস্যার সমাধানে গ্রন্থাগার কর্মীগণের আর্থিক সমস্যার সমাধান চাই। কেরলে বাজেটের ৫০ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩০-৩১ ভাগ ব্যয় করেন। খের কমিটি রাজ্য সরকারকে ২০ ভাগ ব্যয়ের জন্য সুপারিশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের ১০ ভাগ ব্যয়ের সুপারিশ করলেও ব্যয় হচ্ছে ৪ ভাগ। ক্রমবর্ধমান আয়ের পূর্ণ ব্যবহার হয়নি। সামান্যতম সুযোগসুবিধা হতে গ্রন্থাগারিকগণ বঞ্চিত। এই অরাজক অবস্থার জন্য দায়ী সরকার। গ্রন্থাগারিকগণের দাবীর প্রতি তিনি পূর্ণ সমর্থন জানান।

অধ্যক্ষ অনিল রায়চৌধুরী বলেন শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগার অপরিহার্য। গ্রন্থাগারিকরাও শিক্ষক। শিক্ষার উন্নতি সাধনে শিক্ষক তথা গ্রন্থাগারিকের অবস্থার উন্নতি একান্তভাবে কাম্য। গ্রন্থাগারিকদের দাবীগুলি যুক্তি সঙ্গত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শিক্ষা তথা গ্রন্থাগারের উন্নতিকে একান্তভাবে চেয়েছেন। এই দাবীর পূরণে শিক্ষার উন্নতি অব্যাহত থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন কলেজ ও

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কলেজ গ্রন্থাগারিকের জন্য এ পর্যন্ত নানা পর্যায়ে চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছু করা হয়নি। গ্রন্থাগারিককে কলেজ কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী ন্যায় সঙ্গত। আন্দোলন না করে বর্তমানে কোন দাবী আদায়ই সম্ভব নয়। ওপর থেকে তলা পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষ অর্থাভাবের ফল ভোগ করছে না। সামগ্রিক ভাবে গ্রন্থাগারিকদের দাবী সমর্থন করে তিনি বলেন, বাস্তব অবস্থার চাপে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হচ্ছে। আগামী দিনে যুক্তভাবে সক্রিয় আন্দোলনে সকলকে অংশগ্রহণ করতে তিনি আহ্বান জানান।

অধ্যাপক সন্তোষ মিত্র গ্রন্থাগারিকদের দাবীতে প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন ক্যাশিয়ারদের মত গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে সিকিউরিটি ডিপোজিট চাওয়া লজ্জাকর। পুস্তক সংখ্যার ওপর গ্রন্থাগারিকের কর্মক্ষমতা নির্ভর করে না। ছোট জেলার শাসক আর বড় জেলার শাসকের বেতনের পার্থক্য করা হয়না। আর বই এর সংখ্যা গ্রন্থাগারিকের বেতনের পার্থক্য ঘটায়। সরকারের উঁচু পর্যায়ে বেতন বাড়াতে অনিচ্ছা নেই অথচ শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের জন্য খরচের টাকা নেই। তিনি শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকের যুক্ত আন্দোলনের জন্য আহ্বান জানান।

সভাপতি ডঃ মনীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী বলেন, সর্বনিম্ন সামাজিক নিরাপত্তা গ্রন্থাগারিকদের নেই। মহার্ঘ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং নিয়মিত বেতন গ্রন্থাগারিকদের পাওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাকে যৌথ দায়িত্ব দেওয়ায় আপত্তি করেন অথচ একক দায়িত্ব গ্রহণেও রাজী নন। গ্রন্থাগার কর্মীদের সংখ্যা ৪০০০ এর বেশী হবে না। এই দাবী মেটাতে সরকারের ২৪/২৫ লক্ষ টাকার বেশী বছরে পড়বেনা। একমাত্র সেলসট্যাক্স থেকেই এই টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু এ টাকা দিতে সরকার চাইবেন না। গ্রন্থাগারিকগণ নিয়ম তান্ত্রিক উপায়ে গত দশ বছর ধরে চলেও কোন ফল পাচ্ছেন না। ফলে তাঁদের আন্দোলনের পথে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমরা ক্রমাগত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছি। গ্রন্থাগারিকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী সমগ্র জাতির দাবী; সকল শিক্ষাবিদ এ দাবীকে সমর্থন জানাবেন এবং তিনি আশা করেন, সরকার এই ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত দাবী মেনে নেবেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

"বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আহূত ২৬.৮৬৬ তারিখের এই জনসভা পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য নিম্নলিখিত দাবীসমূহ অনুমোদন করিতেছে এবং এইগুলি সত্বর কার্যকরী করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইতেছে :

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে :

(ক) ইউ.জি.সি বেতন ক্রমের প্রবর্তন চাই।

(খ) শিক্ষকদের অনুরূপ মহার্ঘভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে।

(গ) ইউ.জি.সি সুপারিশের আওতায় আসে নাই এই ধরনের কর্মীদের জন্য নূতন বেতনক্রম চাই।

(ঘ) কলেজ গ্রন্থাগারিককে কলেজ কাউন্সিলের সদস্য করিতে হইবে।

(ঙ) গ্রন্থাগারিকদের নিকট হইতে সিকিউরিটি ডিপোজিট আদায়করা চলিবে না।

(চ) পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের এবং ডে স্টুডেন্টস হোম গ্রন্থাগারিকদের কলেজ শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দিতে হইবে।

(ছ) কলেজ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রফেসর ইনচার্জ প্রথা বাতিল করিতে হইবে।

সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জেলা, গ্রামীণ আঞ্চলিক গ্রন্থাগার

(ক) গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য জীবন ধারণের উপযোগী নূতন বেতনক্রম চাই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্পনসর্ড লাইব্রেরীজ এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের সুপারিশ কার্যকরী করিতে হইবে।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য কর্মীদের ন্যায় মহার্ঘভাতা, মেডিকেল রিলিফ, ছুটি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধাদি দিতে হইবে।

(গ) সার্ভিস রুল চালু করিতে হইবে।

(ঘ) যথাসময়ে মাসিক বেতন দিতে হইবে।

(ঙ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ কালে পুরা বেতনসহ ছুটি দিতে হইবে।

(চ) গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক করিতে হইবে।

(ছ) গ্রন্থাগার কর্মীদের সন্তান সন্ততিদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অনুরূপ বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে।

স্কুল গ্রন্থাগারে

(ক) সর্বসময়ের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিতে হইবে।

(খ) গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন, মহার্ঘ ভাতা এবং অন্যান্য এবং সুযোগ-সুবিধাদি দিতে হইবে।

এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পুস্তকের সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া বেতনের হার নির্দ্ধারণের অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক প্রথা অবিলম্বে বাতিল করিবার দাবী জানাইতেছে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া বেতনের হার নির্ধারণের দাবী করিতেছে।

তমলুকে গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা

১৯৬৬ সালের ২৮ অগাস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের আহ্বানে তমলুক জেলা গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অনিল কুমার উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তমলুকের জেলা গ্রন্থাগারিক রামরঞ্জন ভট্টাচার্য দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের দায়িত্বের কথা বলেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে গ্রন্থাগারের কার্যাদি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তিনি সকল কর্মীকে দেশের যেকোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে আহ্বান জানান এবং গ্রন্থাগারের সেবাকার্য যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকেও সকলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ জানান। সভায় বিশ্বপদ জানা, নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল বাগ, শচীনন্দন কর্মকার, প্রভাংশু দাস প্রমুখ বক্তাগন বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য জীবনধারণোপযোগী বেতনক্রম,ও ভাতাদি দেবার জন্য সরকারকে তৎপর হতে অনুরোধ জানান।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম কর্মী প্রবীর রায়চৌধুরী ও সভাপতি সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থাগারিকদের দাবী সম্বন্ধে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টার কথা জানান।

পরিশেষে সভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মেদিনীপুরের গ্রন্থাগার কর্মীদের সুবিধার্থে এক জেলা ভিত্তিক গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ গঠন করা হোক।

কানাইলাল সামন্ত ও নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়কে যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচন করে মোট ১১ জন সদস্যের এক অস্থায়ী কর্মী পরিষদ গঠিত হয়। সদস্যগণের নাম রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, মুরলীমোহন সেন, নির্মল বাগ, নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম বিহারী মাইতি, মদনমোহন দাস, প্রভাংশু কুমার দাস, শচীনন্দন কর্মকার, কানাইলাল সামন্ত, বিশ্বপদ জানা ও গোষ্ঠ বিহারী খাটুয়া।

ইয়াসলিক স্টাডি সার্কল ১৯৬৬

ইতোপূর্বে এই স্টাডি সার্কল সম্পর্কে বলা হয়েছে। এর মাসিক অধিবেশন যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। ১৯ তম এবং বিংশ অধিবেশন হয় যথাক্রমে ১৩ অগাস্ট ও ১০ সেপ্টেম্বর। মূল বক্তা ছিলেন যথাক্রমে কলিকাতা কমার্শিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান ফণিভূষণ রায় ও 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। আলোচ্য বিষয় ছিল যথাক্রমে 'মুদ্রামূল্য হ্রাস ও গ্রন্থাগারের উপর তার প্রভাব' ও 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনা'। উক্ত দুটি অধিবেশনই ইয়াসলিক অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। আগামী মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার কথা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অক্টোবর মাসে।

উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা

যাদবপুরে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স এর গ্রন্থাগারিক কেশব ভট্টাচার্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান উচ্চতর পাঠক্রমে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে গত ৫ অগাস্ট লন্ডন রওয়ানা হয়ে গেছেন। ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে বিশেষ গ্রন্থাগারিক হিসেবে শ্রী ভট্টাচার্যের নাম সুপরিচিত। ইনি ইয়াসলিকের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। এঁর একটি বই Methods of Scientific Communication ইয়াসলিক কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ইতি ইতোপূর্বে সাহা ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এবং অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারেরও গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ছাত্রজীবনে ইনি ছিলেন নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের একজন মেধাবী ছাত্র কিন্তু

রাজনীতির কারণে তিনি পড়াশুনো ছেড়ে দেন। শ্রী ভট্টাচার্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্ট . লিব কোর্সের একসময়ে শিক্ষক ছিলেন। ডঃ মেঘনাদ সাহা এঁর উচ্চ প্রশংসা করতেন।

পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতির সভা

পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণ, কাউন্সিল সভার বিবরণ এবং উপসমিতিগুলির সভার বিবরণ অনেক সময় ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মূল্যবান। ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহক সমিতির কয়েকটি সভার বিবরণ নমুনা হিসেবে দেওয়া হচ্ছে :

১৮ মে প্রমীলাচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভা হয়।

এই সভায় ১২.৪.৬৬ ও ১৫.৬.৬৬ তারিখের কার্যনির্বাহক সমিতি ও কাউন্সিলের অধিবেশনের বিবরণী যথাক্রমে পঠিত ও অনুমোদিত ও পঠিত হয়। এই সভায় নবনির্বাচিত কর্মসচিবকে ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কলেজ স্ট্রীট শাখায় রক্ষিত একাউন্ট অপারেট করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত প্রশ্ন ও সমস্যাদির বিষয়ে সকল কর্মীকে নিয়ে আলোচনা ও জনমত পুষ্টির জন্য দুইদিন ব্যাপী একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বিদ্যালয় সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবাবলী এবং সম্মেলনে পঠিত ও স্মারকপত্রে প্রকাশিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রবন্ধগুলি পুস্তিকাকারে মুদ্রণ ও বিতরণের জন্য সম্মেলনের সভাপতি নারায়ণ চক্রবর্তী যে প্রস্তাব করেছিলেন সে সম্পর্কে স্থির করা হয় যে। বিভিন্ন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রে প্রস্তাবিত বিষয়গুলি মুদ্রণের চেষ্টা করা হবে।

পরিষদের টেকনিক্যাল এডভাইসরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রঙ্গনাথন প্রবর্তিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি স্বল্পকালীন একটি শিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সবিশেষ অবহিত করার প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। ঐ সমিতির সদস্যবৃন্দ হলেন প্রমীলচন্দ্র বসু, গোবিন্দভূষণ ঘোষ, সুনীল বিহারী ঘোষ, প্রবীর রায়চৌধুরী, বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত, ফণিভূষণ রায় ও সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

এটি কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন। দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৮ জুন ১৯৬৬।

দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৮ জুন ১৯৬৬। এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি :

(ক) পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য বেতনভোগী কর্মী নিয়োগের প্রশ্নে স্থির হয় বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদ্বারা গ্রন্থাগারের কাজ পরিচালনা করা হবে।

(খ) কারিগরী পঠন পাঠন উপসমিতির প্রস্তাব, পরিষদের ইতিহাস প্রণয়ন, বাংলা ভাষায় বর্গীকরণ সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন অনুমোদিত হয়। বর্গীকরণ গ্রন্থ প্রণয়নের ভার দেওয়া হয় ফণিভূষণ রায় ও প্রবীর রায়চৌধুরীকে।

(গ) মুর্শিদাবাদের 'হাজার দুয়ারী' প্রাসাদ সংরক্ষণের অনুরোধ জানিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে পত্র দেওয়া।

(ঘ) রিফ্রেসার্স কোর্সের পাঠক্রম ইত্যাদির প্রস্তুতের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।

তৃতীয় অধিবেশন হয় ২৪ অগাস্ট ১৯৬৬ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। সভাপতিত্ব করেন ফণিভূষণ রায়। পূর্ববর্তী ১৯.৬.৬৬ তারিখের সভার কার্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়।

বিভিন্ন উপসমিতির কার্যাবলী ওই সভায় আলোচিত হয়।

(ক) 'গ্রন্থাগার' ও প্রকাশন সমিতির প্রস্তাব অনুসারে পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য আরও সচেষ্ট হবার এবং প্রয়োজনবোধে এজেন্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৎসরান্তে পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলির লেখকদের ঐ বৎসরের জন্য তাঁদের প্রাপ্য রয়্যালটি মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং প্রকাশন সংক্রান্ত বাৎসরিক মোট ব্যয়ের হিসাব আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে।

(খ) গৃহনির্মাণ সম্পর্কে পরিষদের সচিব জানান যে পরিষদের প্রস্তাবিত গৃহের নক্সা শীঘ্রই পৌরসভা কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

(গ) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে ২৬ অগাষ্ট মহাবোধি সোসাইটি হলে একটি সম্মেলনের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত হয়। এ ব্যাপারে প্রচারপত্র, ইস্তাহার ইত্যাদি মুদ্রণের ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪৫০ টাকার ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। ইস্তাহারটিতে স্বাধীনতার পর থেকে

আজ পর্যন্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে যা যা করা হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করা হবে। ইস্তাহারটির মূল্য হবে ৩০ পয়সা।

(ঘ) উচ্চতর পর্যায়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আধুনিক ধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষাক্রম চালু করার সম্ভাবনা বিবেচনা করার জন্য নিয়োজিত বিশেষ উপসমিতির বিবরণ সভায় পঠিত হয়। বিষয়টির যথাযথ রূপায়ণের জন্য শিক্ষণ সমিতির কাছে মতামতের জন্য পেশ করা হবে।

(ঙ) সভায় ১ নং চার্চ লেনে অবস্থিত ন্যাশনাল গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার শাখা অফিসে দুটি একাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত হয়।

(চ) ৬ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসে বিভিন্ন শিক্ষক সমিতি কর্তৃক আয়োজিত মিছিলে পরিষদের যোগদানের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক হয় যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২৯ অগাস্ট কার্যকরী সমিতি একটি জরুরী সভা ডাকা হবে।

চতুর্থ অধিবেশন—জরুরী সভা ২৯.৮.৬৬ প্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা দিবসে আয়োজিত মিছিলে যোগদান সম্পর্কে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হওয়ায় প্রস্তাবের সমর্থকগণ প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন। বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

আগেই কথা হয়েছে কার্যকরী সমিতির কোন কোন সভার বিবরণ পরিষদের ইতিহাস লেখার পক্ষে মূল্যবান উপাদান। পরিষদে মিছিলে যোগদানের এই দ্বিধাই শুধু নয় শিক্ষক সমিতির সঙ্গে একত্রে আন্দোলনের এই অনিচ্ছা তার দুর্বলতার পরিচয় দেয়। এখানে প্রগতিশীল ও সনাতন পন্থীদের শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য ঐ সভার ঐক্যের কারণে ভোটাভুটি হয়নি। ভোট হলে হয়তো প্রগতিশীলদেরই জয় হত। কিন্তু সনাতন পন্থীরাও যে একটা শক্তি তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এর এক বছর পরই হয় গ্রন্থাগারিকদের সেই ঐতিহাসিক মিছিল। যুক্ত-আন্দোলনের নামে পরিষদ পরবর্তী কালে এটা গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা বিরাট অগ্রগতি।

অপূর্ব কুমার চন্দের (১৮৯২-১৯৬৬) জীবনাবসান

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য অপূর্বকুমার চন্দ ১৪ মার্চ ১৯৬৬ নয়া দিল্লীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর। ১৮৯২ সালে তিনি শিলচরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য শিলচর গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। পরে তিনি পড়াশুনার জন্য শান্তিনিকেতনে যান। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. এবং আই.সি.এস হন। ১৯৩৬ সালে তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে লীগ অব নেশনসে যোগ দেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ সাল তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার মনোনীত সদস্য ছিলেন।

১৯৪৬-৪৭ সালে এবং ১৯৫২-৫৩ সালে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন। পরপর দুবার তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন—১৯৪৬ সালে ২৪ পরগনার আড়িয়াদহে অষ্টম এবং ১৯৫০ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি হলে নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে।

তিনি স্ত্রী, পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান।

প্রয়াত অপূর্বকুমার চন্দের স্মরণে ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় পরিষদ কার্যালয়ে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজশিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক অমিয় কুমার সেন এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

এই সভায় প্রমীলচন্দ্র বসু, অনাথবন্ধু দত্ত, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি অমিয়কুমার সেন প্রয়াত চন্দ মহাশয়ের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এই বক্তারা প্রত্যেকেই জীবনের কোন না কোন সময়ে বিভিন্নসূত্রে এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে এসেছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এই সভায় বর্ণনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সভাপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি অপূর্বকুমার চন্দের তিরোধানে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। এই সভা মনে করে যে তাঁহার তিরোধানে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের শিক্ষা, শিল্প, গ্রন্থাগার সমুন্নতি ও সমাজ সেবা আন্দোলনের অপূরনীয় ক্ষতি হইল। এই সভা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এই সুধী মানব প্রেমিকের উদ্দেশ্যে নমস্কার নিবেদন করিতেছে এবং তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করিতেছে'।

উপস্থিত সকলে দুই মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান হয়ে এই শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

৪৯-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

১৪-১৬ ডিসেম্বর, ২০০৭

ব্যবস্থাপনা ঃ হেমচন্দ্র লাইব্রেরি, ১১/১, মোহনচাঁদ রোড, খিদিরপুর, কলকাতা-২৩

উদ্বোধন অনুষ্ঠান ঃ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৭

প্রবীর রায়চৌধুরী মঞ্চ, কবিতীর্থ পার্ক, খিদিরপুর

[গত ১৪-১৬ই ডিসেম্বর, ২০০৭ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিস্তারিত প্রতিবেদন বর্তমান সংখ্যা (বর্ষ ৫৭, সংখ্যা-১২) চৈত্র, ১৪১৪ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। আগামী সংখ্যায় সম্মেলনের কার্যবিবরণী যথাক্রমে প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক]

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গত ১৪-১৬ই ডিসেম্বর, ২০০৭ কলকাতার খিদিরপুরের হেমচন্দ্র পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় ৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৭ বিকাল ৪টায় খিদিরপুরের কবিতীর্থ পার্কে প্রবীর রায়চৌধুরী মঞ্চে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অধ্যাপক দেবেশ দাস। উদ্বোধনী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সম্মেলনের সভাপতি গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষামন্ত্রী শ্রী তপন রায়, বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন সাংসদ ডঃ বরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের অধিকর্তা শ্রী বিশোরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা ও সম্পাদক ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার, হেমচন্দ্র পাঠাগারের সভাপতি অধ্যাপক দিলীপ কুমার ঘোষ ও সম্পাদক শ্রী অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায় এবং অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি দীপক কুমার মুখোপাধ্যায় ও ঐ কমিটির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য হোসলা প্রসাদ। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের সঞ্চালক অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ইয়াসলিক-এর সম্পাদক ডঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়াত নেতা প্রবীর রায়চৌধুরীর নামাঙ্কিত মঞ্চে খিদিরপুরের কবিতীর্থ পার্কে ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৭ এই সম্মেলন উদ্বোধন হয় "বিশ্বকবিতীর্থ প্রাঙ্গন" এই উদ্বোধন সঙ্গীত দিয়ে। এরপর মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন করেন উদ্বোধক শ্রী দেবেশ দাস। এরপর মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ও সম্মানীয় অতিথিদের পুষ্পস্তবক প্রদান করা হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম প্রাণপুরুষ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়াত নেতা প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণে শ্রদ্ধা জানাতে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এরপর অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি দীপককুমার মুখোপাধ্যায় সম্মেলনে অভ্যাগত প্রতিনিধি ও দর্শকদের স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন। তিনি বলেন "হেমচন্দ্র-মধুসূদন-রঙ্গলালের সাধনভূমিতে আপনারা স্বাগত। হেমচন্দ্র লাইব্রেরির শতবর্ষের আলোকে উদ্ভাসিত হেমন্তের অপরাহ্ন বেলায় আপনাদের সাদর আবাহন জ্ঞাপন করি।" তিনি জানান ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি কোনো এক শুভদিনে খিদিরপুরের কবিতীর্থ বাসীর কর্মসাধনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই হেমচন্দ্র লাইব্রেরী। তিনি বলেন উনিশ শতকের বাংলার কবিতায় হেম-মধু-রঙ্গলাল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন, যুবশক্তি তথা সমগ্র দেশবাসীর প্রাণে যে অদম্য সাহসিকতা ও মানবিক শক্তির উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন, সেই লোকান্তরিত ত্রয়ীর ধ্বনি কন্যার উঠুক সম্মেলনেও, হেমচন্দ্র লাইব্রেরির শতবার্ষিকী উৎসবের শুভ সূচনায়। উৎসবের মর্মকেন্দ্রে তাঁদের অধিষ্ঠান থেকে। অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "হেমচন্দ্র লাইব্রেরি তথা কবিতীর্থের সকল আবাসিকের শুভেচ্ছা মিশ্রিত হোক আপনাদের শুভেচ্ছার সঙ্গে। তিনি আরও বলেন, "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আমাদের সবার আগ্রহ, সবার কর্মপ্রচেষ্টাকে সুসংহত করে পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন এবং সর্বজনগ্রাহ্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। হেমচন্দ্র লাইব্রেরির পক্ষ থেকে তাঁদেরকে শুধু সাধুবাদ নয়, আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। প্রার্থনা করি সবার সহৃদয়যোগে এবং সর্বপ্রকার পরিস্থিতির মূল্যায়ণের মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলন সফলতার আলো দেখুক।" তিনি বলেন আমাদের সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছে। পাঠাগারকে জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত করার বিভিন্ন পরিকল্পনা তাঁরা গ্রহন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীন গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তর সৃষ্টি হয়েছে সরকারের সার্বিক চিন্তার ফলশ্বরূপ। সম্মেলনে আগত

প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তিনি জানান "বহু কষ্ট স্বীকার করেছেন আপনারা, মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণায়, ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাদের দূরে রাখবো না। আলিঙ্গন করে নিলাম আমাদের মধ্যে।"

এরপর ব্যান্ড বাজিয়ে ব্যান্ডগ্রুপ অতিথিদের স্বাগত জানায়।

এরপর ৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উপস্থাপনা করেন পরিষদের কর্মসচিব ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার। তিনি প্রথমেই ৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আগত সকলকে অভিনন্দন জানান। তিনি জানান খিদিরপুরের এই হেমচন্দ্র পাঠাগার এককভাবে তিনবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছে—১৯৫৫ সালে। ১৯৫৫ সালের পর এ বছর ২০০৭ আবার তৃতীয় বারের জন্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছে। এবছর হেমচন্দ্র পাঠাগারের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবও পালিত হচ্ছে। তিনি হেমচন্দ্র পাঠাগার কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানান। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও এর সম্মেলন সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করেন। তিনি বলেন ১৯২৫ সালের ২০ শে ডিসেম্বর All Bengal Library Association বা নিখিলবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এর নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ হয়। এরপর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্ট আলোচনা হয়েছে। ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। তিনি জানান এবার সম্মেলনের অন্যতম মূল আলোচ্য বিষয় হল : (১) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা। তিনি বলেন সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সংগঠন দরকার। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কম্প্যুটার ব্যবহারের সমস্যাগুলি সুনির্দিষ্ট করে সেগুলি সমাধান করা দরকার। উন্নত পাঠক পরিসেবা, গ্রন্থাগার পরিসেবা দেওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসে শুধুমাত্র বই/পত্রিকা দিয়ে গ্রন্থাগার চালানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে তথ্য-যোগাযোগ ও প্রযুক্তি (Information, Communication, Technology–ICT) র প্রয়োগ প্রয়োজন। এরপর তিনি সংক্ষেপে রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থার একটা চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ডিজিটাল লাইব্রেরী তৈরী হয়েছে। কলেজ গ্রন্থাগারের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সম্প্রতি একটা সাড়া পড়েছে। কিন্তু নানান পরিকাঠামো বা infrastructure সেভাবে গড়ে ওঠেনি। তবে সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে রাজ্য প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন ১৯৭৯ সালে বিধিবদ্ধ হওয়ার পর পাঁচবার সংশোধন করা হয়েছে। রাজ্যে গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর গড়ে উঠেছে। তিনি বলেন বর্তমানে গ্রন্থাগার পরিসেবার মুখ ঘোরানো দরকার। শুধু গ্রন্থাগার পরিসেবা নয় তথ্য পরিসেবাও দিতে হবে। তথ্য পরিসেবা দপ্তর ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন (RRRLF) -এর সহায়তায় গ্রন্থাগার ডেটা বেস (Data base) তৈরী হচ্ছে, কম্প্যুটারাইজেশন-এর কাজ শুরু হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে গ্রামীণ গ্রন্থাগার (Rural library) পর্যন্ত কম্প্যুটার প্রয়োগের কাজ একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (11th 5yr plan) এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। আগামী দিনে তথ্যপরিসেবা, জনগোষ্ঠী তথ্য পরিসেবা, ইন্টারনেট পরিসেবা প্রভৃতি দিতে হবে। এসব বাস্তবায়িতকরার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিকূলতা আছে। অনেক সমস্যা আছে; যেমন যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। সেই পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে; যাঁরা এইসব পরিসেবা দেবেন অর্থাৎ উপযুক্ত কর্মীদের তৈরী করতে হবে বা manpower development করতে হবে, জনগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্যসচেতনতা আনতে হবে। এছাড়া আর্থিক সমস্যাও হয়ত আছে। অন্যান্য সমস্যাও আছে—যেমন সফটওয়্যার (software)-এর সমস্যা, নেটওয়ার্ক-এর সমস্যা প্রভৃতি। তাই এবারের সম্মেলনে আমরা যে বিষয়ের উপর আলোচনা রেখেছি সেগুলি হল : (১) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং (২) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। এইসব আলোচনা থেকে একটা দিক নির্দেশ পাওয়া যাবে সবরকম সমস্যা দূর করে বই-পত্র পত্রিকার পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ দ্বারা তথ্য পরিসেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। তিনি আবেদন করেন সম্মেলনের উদ্বোধক রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী দেবেশ দাস, যিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্প্যুটারের অধ্যাপক এবং গ্রন্থাগার মন্ত্রী তপর রায় সহ সকলেই বিষয়টা নিয়ে ভাবুন। তিনি সকলকে ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন সম্মেলনে উদ্বোধক রাজ্যের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী দেবেশ দাস। তিনি প্রথমেই এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্মেলনের আলোচনা নির্দিষ্ট করার জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য প্রযুক্তি কিভাবে গ্রন্থাগার পরিসেবায় সাহায্য করতে পারে ঠিক করতে হবে। আগামী দিন তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার পরিসেবার কথা ভাবাই উচিত নয়। গ্রন্থাগারে কি কি বই আছে, সেই তথ্য থাকা দরকার। কে, কি বই নিলেন কবে ফেরৎ দিলে এইসব তথ্যও গ্রন্থাগারে

থাকা দরকার। এইসব তথ্য গ্রন্থাগারে রাখতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগে পরিশ্রম কম হবে। এ সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারে কর্মীদের ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। তিনি বলেন গ্রন্থাগার বই নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু ইন্টারনেটও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারনেটের সুযোগ প্রত্যেক গ্রন্থাগারে থাকা দরকার। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী যার মাধ্যমে আরও অনেক তথ্য আহরণ করতে পারেন তাও থাকা দরকার। তিনি বলেন রাজ্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে বিভিন্ন বড় গ্রন্থাগারের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযোগ থাকা দরকার যাতে সেই বড় গ্রন্থাগারে কি কি বই আছে ব্যবহারকারীরা জানতে পারে। তিনি জানান এটা যে খুব ব্যয়বহুল তা নয়। তিনি বলেন লাইব্রেরিতে পাঠকদের আসা কমছে। এটা লাইব্রেরির দোষ নয়। লাইব্রেরিতে কিছু পরিবর্তন করতে পারলে পাঠক সংখ্যা বাড়বে। আজকের দিনে কম্প্যুটার ব্যবহার করা বা কম্প্যুটারের সাহায্য নিয়ে লাইব্রেরি ব্যবস্থা করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। তিনি গ্রন্থাগার কর্মী ও ব্যবহারকারীদের কম্প্যুটার প্রশিক্ষিত করার কথা বলেন। তিনি বলেন কম্প্যুটার একটা Tool বা যন্ত্র মাত্র। প্রত্যেক লোকই কম্প্যুটার চালাতে সক্ষম। কম্প্যুটার চালাতে জানা কঠিন কাজ নয়। এর জন্য কোনো পান্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। এটা গ্রন্থাগারের পাঠকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি বলেন গ্রামের গ্রন্থাগারে যদি কম্প্যুটার থাকে তবে তার মাধ্যমে আগামী দিনে বিভিন্ন সরকারী তথ্যগুলো সরকারের ওয়েবসাইট (website)-এ পাওয়া যেতে পারে। পাঠকরা লাইব্রেরিতে আসবে এবং জানতে চাইবে PSC/SSC র form কোথায় পাবে। কোনও Tender কার কাছে কোথায় করতে হবে। H.S-এর পর কোন কোন কলেজে কি কি বিষয়ে পড়া যাবে প্রভৃতি তথ্য। এর ফলে একেবারে গ্রাম্য স্তরেও গ্রন্থাগারগুলিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন উৎসাহ তৈরী হয়। তিনি বলেন রাজ্যের এক এক অঞ্চলে লাইব্রেরি সুস্থ সংস্কৃতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। সুস্থ সংস্কৃতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে লাইব্রেরী সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। Information Technology Department বা তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সাহায্য করে। এই বিভাগ সাহায্য করতে আগ্রহী—লাইব্রেরিতে কম্প্যুটারের ব্যবস্থা করা এই বিভাগের উদ্দেশ্য। একটা platform ব্যবহার করতে হবে যেটা free এবং open তিনি বলেন লাইসেন্সবিহীন software-এর দিকে বেশী আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। তিনি জানান free এবং open source লাইব্রেরীতে আছে। সেগুলির ওপর জোর দেওয়ার কথা তিনি বলেন।

তিনি আরও বলেন সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় খুবই সময় উপযোগী ও উৎসাহ ব্যঞ্জক। 'আপনারা এগিয়ে যান। IT Dept যেকোন ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত'—এই আশ্বাস দিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর উদ্বোধনী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি গ্রন্থাগার মন্ত্রী তপন রায়। শুরুতেই তিনি বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আমাদের রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। তিনি রাজ্যে গ্রন্থাগার পরিসেবার মানোন্নয়ন ও গ্রন্থাগার পরিসেবা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। উপস্থিত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন যে বিষয়টি সম্মেলনে আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে সে বিষয়ের মূল কথা অধ্যাপক দেবেশ দাস বলেছেন। তিনি বলেন, গ্রন্থাগার শুধু গ্রন্থাগার পরিসেবার ক্ষেত্রে নয়। শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। গ্রন্থাগারের সঙ্গে কিভাবে সাক্ষরতাকে যুক্ত করা যায় দেখতে হবে। তথ্য পরিসেবার মানোন্নয়ন করতে হবে, তথ্য পরিসেবা ছড়িয়ে দিতে হবে। লাইব্রেরীতে শুধুমাত্র বই লেনদেনেই হয় না। তথ্য পরিসেবাও দেওয়া হয়। তিনি বলেন—পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমানে আমরা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে তথ্য প্রযুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছি। সমস্ত স্তরের মানুষ যাতে এর স্বাদ পেতে পারে সেজন্য সকলে মিলে চেষ্টা করছি। কোনো নেতিবাচক দৃষ্টি নিয়ে চলছি না। অনেকে বলছেন লাইব্রেরীতে কেউ আসছে না। কিন্তু জেলা গ্রন্থাগারে ছাত্রছাত্রী বাড়ছে, আসছে বিভিন্ন Career guidance-এর বিভিন্ন তথ্যের জন্য। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার Information Kiosk-এর মাধ্যমে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। ১৯টি জেলার জেলা গ্রন্থাগারের মধ্যে কম্প্যুটার-এর মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করা হবে। বর্তমানে রাজ্যে ২৪৭৬টি স্পনসর্ড গ্রন্থাগার প্রায় ২৫০০ বেসরকারী গ্রন্থাগার মোট প্রায় ৫০০০ হাজার গ্রন্থাগারকে Basic information বা মূল তথ্য সরবরাহ করা হবে। তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা knowledge society গড়তে চাই। এখনও রাজ্যে শতকরা ২৪ জন সাক্ষরতার আলো দেখে নি। সাধারণ মানুষকে আধুনিক তথ্য পরিসেবা দিতে হবে, দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত তথ্য পরিসেবা সাধারণ মানুষকে দিতে হবে। প্রত্যেকের শুভ উদ্যোগ, শুভ প্রচেষ্টা থাকলে, RRRLF ও সকলের সহযোগিতা থাকলে এ কাজ সম্ভব। তিনি সকলের মতামত ও সহযোগিতা প্রার্থনা করে বলেন পারস্পরিক আদান প্রদান থাকলে আগামী দিনে উন্নততর তথ্য পরিসেবা

আমজনতার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেন আশাকরি সম্মেলনে প্রানবন্ত আলোচনা হবে। সম্মেলনের এলাকার সঙ্গে বহু ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। আশাকরা যায় এলাকার মানুষ পাঠাগারের প্রদীপ জ্বালেয়ে রাখবে-আগামী দিনে পাঠকরা আসবেন গ্রন্থাগারে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগ করা হবে। মনে রাখতে হবে উপযুক্ত মনন তৈরীর ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সকলকে নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর RRRLF এর অধিকর্তা কিশোর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন। তিনি পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন সাধারণ গ্রন্থাগারের বিকাশকে সাহায্য করে সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলন দানা বাঁধে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রথম দিকে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ, গ্রন্থাগার কর্মীদের সামাজিক স্বীকৃতি, অর্থনৈতিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। গ্রন্থাগারকে ক্রমশঃ সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় : "বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কম্প্যুটার প্রয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা" — সম্বন্ধে বলা যায় সম্ভাবনা প্রচুর, আর সমস্যা ? কোনটাতে সমস্যা নেই। তিনি বলেন সাধারণ গ্রন্থাগারকে শক্তিশালী করতে, হলে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিতে হবে। স্থানির্ভর গ্রুপকে সঙ্গে নিতে হবে। BLA র একমাত্র যে সূচী নেওয়া এখন দরকার সেটা হল গ্রন্থাগারিকদের ন্যূনতম শিক্ষণ-এর ব্যবস্থা করা। (Minimum training of librarians)নিবিড় শিক্ষণ যোজনা BLA কে নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও RRRLF স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ানদের training-এর ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন, স্বামীনাথন ফাউন্ডেশন "জনগোষ্ঠী তথ্যের" কথা বলেছেন। গ্রন্থাগারকে সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে কখনই সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নততর পরিসেবা পরিকল্পনা সাফল্যমন্ডিত হবে না।

এরপরে **ইয়াসলিকের সম্পাদক ডঃ অরুণ চক্রবর্তী** সম্মেলনের শুভকামনা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন IASLIC ও BLA বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী নেয় বা পরিচালনা করে। সম্মেলনে আলোচনার জন্য যে বিষয় নির্ধারন করা হয়েছে সেটি যুগোপযোগী। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে Computer, Software, Hardware প্রতিনিয়তই upgradation হচ্ছে। আজকের Computer ৩/৪ বছর পর ফেলে দিতে হচ্ছে। সবচেয়ে অসুবিধা হল Human ware কে নিয়ে। Human ware বা কর্মীদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম সংগঠিত করতে হবে। তাঁদেরও upgradation করতে হবে।

এরপর WBPLEA র সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে আলোচনার বিষয়বস্তু খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি জানান রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসেবা প্রয়োজনীয়। জেলা গ্রন্থাগার পর্যন্ত গ্রন্থাগার পরিসেবা কম্প্যুটারের মাধ্যমে হবে। এটা Nodal স্তর পর্যন্ত, গ্রামীণ গ্রন্থাগার পর্যন্ত চলে যাক এই আশা করে বক্তব্য শেষ করেন। এরপর উদ্বোধনী সমাবেশের সভাপতি বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় সুচিন্তিত ভাষণ দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হেমচন্দ্র পাঠাগারের সভাপতি অধ্যাপক দিলীপ ঘোষ। সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেদিনের সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালন করেন সম্মেলনের সংগঠন সচিব ও হেমচন্দ্র পাঠাগারের সম্পাদক শ্রী অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায়।

(প্রতিবেদক — বীথিবসু, পাপড়ি সেনগুপ্ত, ডঃ শ্যামল রায় চৌধুরী, গৌতম গোস্বামী, জয়দীপ চন্দ)

হাসতে হাসির ধারা, পড়তে ভালো ধারা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্ষীয়ান লেখকগণ।

প্রতি মাসের ১ তারিখে আপনার হাতে পৌঁছে যাবে

দাম: মাত্র ৮ টাকা

পত্রপাঠ

☎ 9830052182
9231559717

১০ মে, কার্ণ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

উত্তর ২৪ পরগনা

ব্যক্তিগত সদস্য

অনীতা ভট্টাচার্য, অনুপ কুমার সরকার, অমিত সরকার, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অর্চনা মন্ডল, আব্দুর রাজ্জাক আকুঞ্জী, আব্দুল মজিদ, কেকা পাত্রি (ঘোষ), কৃষ্ণপদ মজুমদার, গোপিকা প্রসাদ ঘোষ, গৌরচন্দ্র বসাক, গৌরাঙ্গ কর্মকার, তপন বসু ঠাকুর, তরুণ কান্তি বসু, তিমির কুমার লাহিড়ী, নন্দা ভৌমিক, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, নিতাই চন্দ্র ঘটক, প্রদীপ নিয়োগী, প্রবীর দে, প্রবীর বিশ্বাস, শঙ্কু হালদার, সত্যজিৎ খাঁ, সফের আলি শেখ, সাথী চক্রবর্ত্তী, হিল্লোল কুমার নাগ

প্রতিষ্ঠানিক সদস্য

শক্তি সংঘ পাঠাগার, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠাগার

কলকাতা

ব্যক্তিগত সদস্য

অজয় কুমার দাস, অতনু গাঙ্গুলী, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, অমলেশ দত্ত, অরুণ কুমার চক্রবর্তী, অরুণাভ দাস, অর্চনা শ্রীমানী, অর্জুন দাশগুপ্ত, অসিতাভ দাস, আশিস ভট্টাচার্য্য, উদয়ন ভট্টাচার্য্য, কঙ্কন কুমার সরকার, কনক ঘোষ, কার্ত্তিক চন্দ্র কুন্ডু, গীতা চট্টোপাধ্যায়, গুরুপ্রসাদ দাশগুপ্ত, গোপা চ্যাটার্জী (চক্রবর্ত্তী), গোপা (পাল) রায়, গৌতম গোস্বামী, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী ঘোষ, জয়দীপ চন্দ, ডলি রায়, তরুন কুমার মন্ডল, তরুণিকা কুন্ডু, তাপস কুমার সরকার, তাপস সাহা, তুষার কান্তি মন্ডল, দীপক কুমার ভূঞ্যা, দীপক মজুমদার, দিলীপ কুমার মন্ডল, দীপিকা নিয়োগী, দেবব্রত বিশ্বাস, দেবাশীষ গুপ্ত, দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দ দুলাল বসাক, নারায়ন চন্দ্র পাল, নিতাই দেব, নির্মাল্য রায়, পরেশ চন্দ্র সাহা, পাপড়ি সেনগুপ্ত, পার্থ ঘোষ, পার্থ প্রতিম বোস, পিনাকি চক্রবর্ত্তী, পুলক কর, পূবালিকা ভট্টাচার্য্য মৈত্র, প্রণব কুমার সরকার, প্রণবানন্দ জানা, প্রদীপ কুমার সরকার, প্রবীর নাগ, প্রীতি মিত্র, বন্দনা চৌধুরী, বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়, বানী চক্রবর্তী, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বিনোদ বিহারী দাস, বিপ্লব চক্রবর্ত্তী, বিভাষ ঘোষ, বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ দাস, বিশ্বজিৎ দাসঠাকুর, বিশ্ববরন গুহ, বীথি বসু, বেবী দাস, ভাস্বতী চট্টোপাধ্যায়, মফিজুল কবির, মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মিতালী গাঙ্গুলী (চ্যাটার্জি), মিতালী চক্রবর্তী (চ্যাটার্জি), মীনা ভট্টাচার্য্য, যতীন্দ্র নাথ শতপথি, রঞ্জন সামন্ত, রজত দাস, রবিশংকর মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র নাথ দাস, রামকৃষ্ণ সাহা, রুক্মিনী মিত্র, রেহানা খাতুন, লিপিকা সিনহা, শান্তনু ভৌমিক, শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, শিশির কুমার সরকার, শুক্লা মুখার্জী, শুচিতা পত্রনবীশ, শুভ্রা বোস, শোভন কুমার ধর, শ্যামল রায় চৌধুরী, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল কান্তি গোস্বামী, সঞ্জয় গুহ, সত্যব্রত ঘোষাল, সলিল চন্দ্র খান, সুকুমার দত্তচৌধুরী, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, সুদীপ রঞ্জন হাটুয়া, সুমনা বসু, সুবর্ন দাস, সুমিত্রা চ্যাটার্জী, সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈকত চক্রবর্তী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা দাস, স্মৃতিকনা ধর (সরকার), স্বপন কুমার ঘোষ

প্রতিষ্ঠানিক সদস্য

১. অশোকগড় সাধারণ পাঠাগার
২. রাজা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
৩. রামমোহন লাইব্রেরী এন্ড ফ্রী রিডিং রুম

কোচবিহার

ব্যক্তিগত সদস্য

অর্পিতা চক্রবর্তী

জলপাইগুড়ি

ব্যক্তিগত সদস্য

চিত্তরঞ্জন রায়, তমাল দে, প্রবাল ব্যানার্জী, রতন চন্দ্র রায়, স্বপন সরকার

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ব্যক্তিগত সদস্য

কানাই মামুদ্দিন, চঞ্চল দাশগুপ্ত, দিপঙ্কর রায়, মনিলাল মুরমু, রাজীব কুমার দাস, শিবনাথ দে, শিবশংকর জানা

দক্ষিণ দিনাজপুর

ব্যক্তিগত সদস্য

অসিতকান্তি কর, স্বদেশচন্দ্র সাহা

নদীয়া

ব্যক্তিগত সদস্য

অপূর্ব কুন্ডু, অংশুমান দে, কেশবলাল চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু পাল, দিবোন্দু দাস, প্রসেনজিৎ প্রামাণিক, গীতা প্রামাণিক, সুশান্ত হোড়, হেমন্ত দেবনাথ

পশ্চিম মেদিনীপুর

ব্যক্তিগত সদস্য

অমিতাভ মুখার্জী, গতিকৃষ্ণ বটব্যাল, পার্থ সারথি সাহু, মিলন কুমার সরকার, মৃণালকান্তি মাইতি, রত্নাকর কুন্ডু, শক্তিপদ শ্রোতা

পুরুলিয়া

ব্যক্তিগত সদস্য

অভিজিৎ চৌধুরী, জগদীশ মাহাত, তিমির বরণ দত্ত, তীর্থ চন্দ্র মাহাতো, বিপ্লব কবিরাজ, মধুর কুমার, মৃণাল কান্তি মন্ডল, শুভেন্দু শেখর মাহাত, সতীশচন্দ্র মাহাতো, সমরেশ্বর মন্ডল, সুনীল কুমার মহাতো, স্বপন কুমার কুইরী, হেমন্ত গোস্বামী

প্রতিষ্ঠানিক সদস্য

অমল স্মৃতি পাঠাগার, বড়দা বানীশ্রী পাঠাগার, বারুডি নেতাজী ক্লাব ও লাইব্রেরি

পূর্ব মেদিনীপুর

ব্যক্তিগত সদস্য

অনুপ কুমার দাস, অমৃতেন্দু মন্ডল, গৌতম কুমার পতি, তাপস মিত্র, নিতাই চন্দ্র দাস, বনবিহারী ঘড়া, বাপন কুমার মাইতি, সুজয় পাণিগ্রাহী, সুশান্ত আচার্য

প্রতিষ্ঠানিক সদস্য

জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

বর্ধমান

ব্যক্তিগত সদস্য

অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোক সাহা, অরূপ কুমার সরকার, উজ্জ্বলকুমার দিকপতি, উত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা কুন্ডু, কুন্তল কুমার ঘোষ, জাকিরুল ইসলাম, ডালিম কুমার মোহান্ত, তপশ্রী দাস, দিলীপ কুমার লাহা, নীলমনি সামন্ত, প্রবীর কুমার বাস, মৃদুল কুমার মিত্র, শুক্লা ঘোষ, সুনীল কুমার চাটার্জী, সুভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরনাথ ঘোষ, হাসেনাত জামান

প্রতিষ্ঠানিক সদস্য

উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার, কাঁকুড়িয়া দেশবন্ধু পাঠাগার, কাটসিহি ত্রিপল্লী পাঠাগার, কান্দরা জ্ঞানদাস পল্লীমঙ্গল সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, কুমিরকোলা প্যারিমোহন গ্রামীণ গ্রন্থাগার, কেতুগ্রাম কিশোর সংঘ সাধারণ পাঠাগার, কৈথন সুকান্ত পাঠাগার

খাঁজী তরুণ সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, খাটুন্দী সত্যনারায়ণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, চাকটা মিলন চক্র গ্রামীণ গ্রন্থাগার, জাওলী পাড়া নব মিলন সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, জাতিস্মর ভোলানাথ স্মৃতি পাঠাগার, জোতরাম বাণীমন্দির পাঠাগার, দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র পাঠাগার

পানাগড় গ্রাম ছাত্র সমিতি পাঠাগার, পিপাসন রামকৃষ্ণ সংঘ পাঠাগার, বনকাপাসী সাধারণ পাঠাগার, বাজেকুমারপুর সুভাষ পাঠাগার, বাধনা পাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার, বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার মৌ-গ্রাম বীনাপানি গ্রন্থাগার, রানীগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার, রানীবন্ধ যুব সংঘ পাঠাগার, শ্রী গদাধর গ্রন্থাগার, সত্যময় সাধারণ পাঠাগার, সরস্বতী লাইব্রেরী, সিন্ধারকোণ সাধারণ পাঠাগার (গ্রামীণ), সিহাড়সোল স্পোর্টস এন্ড কালচারাল এসোসিয়েশন কল্যাণ লাইব্রেরী

বাঁকুড়া

ব্যক্তিগত সদস্য

অলোক কুমার চট্টোপাধ্যায়, উত্তম কুমার রায়, কান্তিময় মুখার্জী, জয়ন্তী চ্যাটার্জী, দাম চন্দ্র গোস্বামী, মধুসূদন লাহা, রনজয় সিংহ ঠাকুর, রঞ্জিত কাপড়ী, শম্ভুনাথ ভট্ট, শিবরাম নন্দী, সুমনা নন্দী

প্রতিষ্ঠানিক সদস্য

বালসী গ্রন্থ সংহতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার

বীরভূম

ব্যক্তিগত সদস্য

ঝুমা মহান্ত, সৌমেন্দুপ্রকাশ ব্যানার্জী

প্রতিষ্ঠানিক সদস্য

দাঁড়ের মাঠ পাবলিক লাইব্রেরি, নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার, ভান্ডারগোলা গ্রাম পঞ্চায়েত সাধারণ গ্রন্থাগার ভালুকা সাধারণ পাঠাগার, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার

মালদহ

ব্যক্তিগত সদস্য

ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্রশঙ্কর নন্দী, শশাঙ্ক দাশগুপ্ত, সন্দীপ মজুমদার, সুকল চন্দ্র বসাক, সুব্রত ভট্টাচার্য

মুর্শিদাবাদ

ব্যক্তিগত সদস্য

বিদ্যুৎ কুমার মন্ডল, মানিক সিংহ, রতন কান্ত বিশ্বাস, রবি জমাদার, শমীক বর্মন রায়, সত্যবান দাস, মোহাঃ সানাউজ্জামান

হাওড়া

ব্যক্তিগত সদস্য

অনন্ত চাটার্জী, অনুপ কুমার রাউত, অশোক কুমার দাস, অসীম চক্রবর্তী, এ বরাকজ্জামান, কমল কান্তি দাস, কাশীনাথ সিংহ, গোলক নাথ রায়, চন্দন অধিকারী, জগদীশ সাঁওই, দিবেন্দু চন্দ্র, দিলীপ কুমার রায়, পরেশ পাঠক, প্রান্তর ব্যানার্জী, বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য্য, বুবুন সামন্ত, মহীতোষ বেরা, মানিক চন্দ্র পাল, মুকুন্দ রাম মাল্রা, রবীন্দ্রনাথ ঘোড়ই, শিবদাস ঘোষ, শিব প্রসাদ চক্রবর্ত্তী, শুভেন্দু ঘোষাল, শ্যামল গুপ্ত, সমিত ব্যানার্জী, সরমা দাস, সুকুমার হাজরা, সুনীল কুমার বেরা, সুবীর কুমার পাড়ুই, সুব্রত বাগ, সুশান্ত কুমার আদক, সুশান্ত কুমার বাচ্ছাড়, সৌমেন ব্যানার্জী

প্রতিষ্ঠানিক সদস্য

চুনীলাল স্মৃতি পাঠাগার, বালিটিকুরী সাধারণ পাঠাগার

বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী, ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, প্রগতি সংঘ লাইব্রেরী, মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী

হুগলী

ব্যক্তিগত সদস্য

অনবদ্য সান্যাল, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, অমিতা চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, অরূপ রায়চৌধুরী, আশোক কুমার রায়, আদিত্যনারায়ণ মুখার্জী, ইন্দ্রজিৎ পান, কিরণময় দত্ত, কৃষ্ণা ঠাকুর, গৌতম বিশ্বাস, জড়ানকৃষ্ণ সরখেল, দেবব্রত গোস্বামী, নিখিলবন্ধু গোস্বামী, পাপড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পিযূষকান্তি সিনহা, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, মধুসূদন চৌধুরী, রামচন্দ্র চক্রবর্তী, শরদিন্দু ভুঁঞা, শম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল চৌধুরী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শ্রীকান্ত বাগ, সাত্যকী চৌধুরী, সুধোরঞ্জন দে

প্রতিষ্ঠানিক সদস্য

বেড়াগ্রাম অঙ্কুর আর্ট কালচার সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ও পাঠাগার

গ্রন্থাগার সংবাদ

ময়নাপুর বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগারের জুনিয়র লাইব্রেরী এটেনডেন্টের অবসরগ্রহণ

৩১ শে জানুয়ারী ২০০৮ বৃহস্পতিবার পাঠাগারের জে.এল.এ শ্রী সুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অবসরগ্রহণ উপলক্ষ্যে একটি মনোজ্ঞ বিদায় সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালন কমিটির সহসভাপতি শ্রী অশোক কুমার বিশ্বাস মহাশয়। প্রধান অতিথি স্থানীয় বিধায়ক কল্পনা কোলে মহাশয়া এবং বিশেষ অতিথি জেলা পরিষদ সদস্য শ্রী সামিদ জমাদার মহাশয় বিদায়ী কর্মীর নিরলস সেবা ও গ্রন্থাগারের প্রতি দরদের প্রশংসা করেন। বিদায়ী কর্মীর হাতে মানপত্র তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক শ্রী কান্তি মুখার্জী মহাশয়। গ্রন্থাগারের সম্পাদক জানুয়ারী মাসের বেতন ও পি.এফ-এর চেক শ্রী ভট্টাচার্য্যের হাতে তুলে দেন। সম্পাদক শ্রী রঞ্জিত কোলে এবং গ্রন্থাগারিক শ্রী রনজিৎ কাপড়ী কর্মীর হাতে নানা উপহার প্রদান করেন।

প্রতিবেদক - রঞ্জিত কাপড়ী

বিধান গ্রন্থাগার পুরুলিয়া নূতন ভবন উদ্বোধন

গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গ্রন্থাগারের "নূতন ভবন উদ্বোধন" ও 'গ্রন্থাগার দিবস' উদযাপন গত ২৮ শে ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে পুরুলিয়া জেলার বিধান গ্রন্থাগার-উপর বাটরীতে আনন্দ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন ঝালদা ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাননীয়া সরস্বতী সরেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তপন কুমার বর্মন মহাশয় সম্মানীয় অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির (জেলা শাখা) সম্পাদক সতীশ মাহাত ও কর্মী সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য হেমন্ত গোস্বামী। মঞ্চে উপস্থিত বক্তারা সংক্ষিপ্ত ভাষণে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিষয় গুলি ছিল বসে আঁকো, আবৃত্তি, গান, ঝুমুর / টুসু ও লোকসঙ্গীত। প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মঞ্চে উপস্থিত সম্মানীয় ব্যক্তিগন, ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে গ্রন্থাগারিক ডমন দৈবজ্ঞ-র তত্ত্বাবধানে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও করেন ডমন দৈবজ্ঞ।

প্রতিবেদক - মৃনাল কান্তি মন্ডল

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। ঈরেন চক্র সম্পাদিত [illegible] পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০০টি প্রকাশিত হয়েছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস তুমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গল্পের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প ও তার মূল্যায়ন দিয়ে সূচনা। যা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রাপ্তিস্থান : এন.বি.এ., দে বুক স্টোর, কে'ক, নয়া উদ্যোগ, প্রগ্রেসিভ, উৎস, বোলা, জ্যাম্প, প্রজ্ঞা, পাতিরাম।

[illegible]

বিষয় ঃ বাংলা উপন্যাস-ঈরেন চক্র সম্পাদিত। (দুইখন্ডে ১২০টি প্রবন্ধী উপন্যাসের আলোচনা। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার বই) প্রতিখন্ড ৩০০টাকা।

বিষয় ঃ বাংলা ছোটগল্প- ঈরেন চক্র সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)

প্রতিখন্ডে আলাদাভাবে ২৫টি ছোটগল্প ও তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। প্রতিখন্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ-ঈরেন চক্র। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রোত্তর, আবু ইসহাক,শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়ন এবং উত্তরসূরির সৃষ্টি-মানুষ, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তা চর্চা, আর আছে স্মৃতিসেতুর বাংলাদেশ জমল বৃত্তান্ত। প্রায় ১০০টাকা।

নাদনঘাট শাস্ত্রী স্মৃতি সংঘ গ্রামীন পাঠাগার

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত)

পোঃ ও গ্রাম—নাদনঘাট, জেলা—বর্ধমান ৭১৩৫১৫

গত ২০শে জানুয়ারী ২০০৮ নাদনঘাট শাস্ত্রী স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার এর দ্বিতল নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হয় ৫ দিন ব্যাপী আমন্ত্রন ও প্রতিযোগিতা মূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, অঙ্কন, রক্তদান, কুইজ, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান, কৃষি, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও ২৯তম বর্ধমান জেলা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এর সম্মেলনের মধ্য দিয়ে।

নতুন পাঠাগার ভবনের দ্বিতল গৃহটি সম্পূর্ণভাবে এক অভিনব উদ্যোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নির্মীত হ'ল। সম্পূর্নভাবে তৈরী করতে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। রাজারামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন থেকে ৪,০০০০০ (চার লক্ষ), কাটোয়ার সাংসদ জনাব আবু আয়েস মন্ডল মহাশয় ১,০০০০০ (এক লক্ষ), স্থানীয় নাদনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত ১,০০০০০ (একলক্ষ), বগপুর ও দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দিয়ে এই গ্রন্থাগার গড়ে তোলার কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, ব্যক্তিগত দানএর সংখ্যাও কম নয়।

শুধুমাত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে না থেকে আধুনিক তথ্যভান্ডার-কম্পুউটার, ইন্টারনেট-তথ্যপ্রবৃত্তি-উন্নতমানের শিক্ষাব্যবস্থা কাজের বাজার-সঠিক পথ গ্রহণের ও সবধরনের Information Centre হিসাবে যেমন শিল্প, কৃষিজাত দ্রব্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা মানুষ পেতে পারে সেদিকটা তুলে ধরতে হবে। গ্রন্থাগার যাতে জনসাধারণের গ্রন্থাগার হিসাবে রূপ পায় তার নবউদ্যোগ এই গ্রামীণ পাঠাগার এর কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন, স্থিস্তর পঞ্চায়েত ও জনগনের সহযোগিতায় পাঠাগার সহায়ক হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ এবং রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য অরিন্দম কোঙার মহাশয়, বর্ধমান জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রীমতী মনিমালা দাস, স্থানীয় বিধায়ক শ্রী স্বপন দেবনাথ মহাশয়, বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী চন্দন লাল দে খান মহাশয় এবং পূর্বস্থলী ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, নির্বাহী আধিকারিক, নাদনঘাট বগপুর জি.পি প্রধান এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সমস্ত নেতৃবৃন্দ।

উক্ত সভায় আকর্ষণীয় ও যুগোপযোগী বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ শ্রী অরিন্দম কোঙার মহাশয়। তিনি অভিভূত হয়ে যান গ্রন্থাগার ভবন তৈরীর পিছনে এত বৃহৎ মানুষের সংস্পর্শ ও সাংগঠনিক ভাবনার যথাযথ রূপায়ণে।

সভায় স্থানীয় বিধায়ক শ্রী স্বপন দেবনাথ মহাশয় পাঠাগারের কাজে ও গঠনে অভিভূত। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন আগামী ২০০৮-০৯ বিধায়ক তহবিল থেকে ১,০০০০০ (একলক্ষ) টাকা দানের।

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পদযাত্রা করা হয়-বই পড়ুন / বই এরজন্য হাঁটুন / বই উপহার দিন স্লোগানের ও বর্ণাঢ্য মিছিল যোগে সমগ্র বাজার, বিদ্যালয়চত্বর, গ্রামের ভিতর পরিক্রমা সেরে প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সমাবেশের বক্তা শ্রী অরিন্দম কোঙার মহাশয়ের তাঁর বক্তব্যে গ্রন্থাগারিক ও এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা, শিক্ষানুরাগীরা অনুপ্রাণিত হন ও সমৃদ্ধ হন। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল "গ্রন্থাগার পরিসেবায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভূমিকা"—তাঁর সুদীর্ঘ নব্বই মিনিট ব্যাপী সুচিন্তিত বক্তব্যে এক সৃষ্টির নব উল্লাস সৃষ্টি হয়। প্রতিবারের মত শাস্ত্রীস্মৃতি সংঘের ও পাঠাগারের উদ্যোগে শীতকালীন উৎসব শুরু হয়। এই এলাকার হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি লোক ফিরে পায়; ফিরে পায় কৃষকজায়া - আদিবাসী রমনীর বাঁধভাঙ্গা উল্লাস নৃত্য - ভাদু টুসু - তালপাতার বাঁশি - কলসীনৃত্য - তীর নিক্ষেপ, যেমন খুশী সাজো - আজকের সমাজের ভাবনায় পাঠাগার; এক নবদিগন্তের ক'দিন উৎসব আলোকসজ্জা সহ মেতে থাকে।

এই ৫ দিন এলাকার সর্বস্তরের মানুষ এক অনির্বাচনীয় বাঁধভাঙ্গা আনন্দে নিজেদের মাতিয়ে রাখেন। কৃষি সেমিনার-নির্মল জেলা বর্ধমান — অভিযান — আমাদের করনীয় কি — পরিবেশ ভাবনা নিয়ে সেমিনারগুলি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়। অনুষ্ঠান শেষ হয় "রক্তদান উৎসব" ও পুরস্কার বিতরনীর মধ্য দিয়ে।

প্রতিবেদক - মাধব কুমার ঘোষ

নব বারাকপুর পৌরসভা অন্তর্গত সরকার পোষিত গ্রন্থাগার সমূহ

গত ২০ শে ডিসেম্বর ২০০৭, বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায় 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নববারাকপুর পৌরসভা এলাকার সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলির (শিল্পীচক্র পাঠাগার, শক্তিসংঘ পাঠাগার, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পাঠাগার ও প্রফুল্ল স্মৃতি গ্রন্থাগার) যৌথ উদ্যোগে শিল্পীচক্র পাঠাগার কক্ষে 'তথা নির্ভর সমাজ গঠনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা'—বিষয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন শ্রী তুষার মজুমদার। সভার প্রথমে শ্রী প্রদীপ নিয়োগী, সম্পাদক শিল্পীচক্র পাঠাগার, আলোচ্য বিষয়ে একটি লিখিত বক্তব্য সভায় পেশ করেন। শ্রী নিয়োগী বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরে শ্রী রণেন বসু, শ্রী প্রবীর দে, শ্রী তরুণ বসু, শ্রী শ্যামলকান্তি দত্ত, শ্রী সঞ্জয় কুমার দত্ত, শ্রী তপেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী হিমাদ্রিশেখর ঘোষ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভাটি এলাকার মানুষদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করে। সভাপতির ভাষণান্তে সভার সমাপ্তি হয়।

প্রতিবেদক - শ্রী অঞ্জন ঘোষ

অভিযান সংঘ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২০শে জানুয়ারী, ২০০৮ সন্ধ্যা ৬টায় অভিযান সংঘ গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এই আলোচনা সভায় আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদা বি.এড. কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রী শক্তিপদ পাত্র, সবুজ অবুঝ শিশু অঙ্গনের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী স্বপ্না রায় ও বি.এল.এ.-এর সম্পাদক শ্রী শশাঙ্ক দাশগুপ্ত। গ্রন্থাগারের সম্পাদক অধ্যাপক সুব্রত সাহা তার স্বাগত ভাষণে সকলকে গ্রন্থাগারে আসার জন্য অনুরোধ করেন এবং শিশু ও কিশোরদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ শ্রী শক্তিপদ পাত্র তার আলোচনায় গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা করেন। সম্মানীয় অতিথি শ্রী শশাঙ্ক দাশগুপ্ত তার আলোচনায় বর্তমান সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজকর্মের কথা বলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমতী স্বপ্না রায় গ্রন্থাগার ব্যবহারে শিশু কিশোরদের প্রতি পিতামাতাদের দায়িত্বের কথা বিষদ ভাবে আলোচনা করেন। আলোচনা সভার শেষে পুরস্কার বিতরণী সভায় আবৃত্তি, অঙ্কন ও গল্প বলার আসর প্রতিযোগিতার মোট ১৮ জন সফল প্রতিযোগীদের হাতে উপস্থিত অতিথিবর্গ পুরস্কার ও শংসাপত্রগুলি তুলে দেন। অনুষ্ঠান শেষে ২০০৭-এর শ্রেষ্ঠ পাঠক শ্রী অর্কপ্রভ দাস তার গ্রন্থ পাঠের যে আনন্দ তা সকলের সামনে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগারের পাঠকবৃন্দ, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং এলাকার অনেক সুধীজন।

প্রতিবেদক - সুরতোষ ঘাঁ

With Best Compliments from :-

Gutenberg's

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

58, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার আয়োজিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

বিগত ১২ ও ১৩ জানুয়ারী ২০০৮, নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার আয়োজিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হল। নবদ্বীপ পৌর এলাকার মধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে সাড়ে তিনশোর অধিক ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় পরিচালক ও বিচারক রূপে ভূমিকা গ্রহণ করেন শ্রী প্রদ্যোৎকুমার গোস্বামী, শ্রী নিতাই ধনী, শ্রী রামকৃষ্ণ দে, শ্রী কাজল মিত্র, শ্রী জয়দেব কর্মকার, শ্রী অঞ্জন গুই ও শ্রী সৈকত কুন্ডু।

অঙ্কন, বালো বানান, আবৃত্তি ও প্রশ্নোত্তর বিষয়ে মোট সাতটি বিভাগে সফল প্রতিযোগীদের যথাক্রমে ২৩তম বর্ষ "দেবেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী স্মৃতি পুরস্কার," ৩য় বর্ষ "জগদীশ কংসবনিক স্মৃতি পুরস্কার", এবং ১ম বর্ষ "সুনীতি সেন স্মৃতি পুরস্কার" এ ভূষিত করা হয় ১৩ জানুয়ারী '০৮, রবিবার বিকেল চারটের পর একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

এই অবসরে নবদ্বীপে অবস্থিত তিনটি বিদ্যালয়ের পাঁচজন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে চেকের মাধ্যমে (আর্থিক) যথাক্রমে "নির্মলা মিত্র স্মৃতি পুরস্কার", "গিরিবালা সাহা স্মৃতি পুরস্কার" এবং "মীরা কংসবনিক স্মৃতি পুরস্কার" প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত থেকে, প্রধানত শিশুদের পাঠাগার-মুখী করে তুলতে অভিভাবকদের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে আকর্ষণীয় ভাষণ রাখেন মাননীয় শ্রী সৌমেন বন্দোপাধ্যায়, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, নদীয়া। বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত থেকে পাঠাগার সংগঠনের পুরানো দিনের আনন্দ-ঘন-স্মৃতি বর্ণনা করেন প্রাক্তন সম্পাদক মাননীয় অধ্যাপক শ্রী প্রদ্যোৎকুমার গোস্বামী। বিশিষ্ট অতিথি ও প্রবীন সদস্য শ্রী বৃন্দাবন সাহা, শ্রী জলজ ভট্টাচার্য সহ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ ও সভা-সভাগণের উপস্থিতিতে এবং পাঠাগারের অন্যতম সদস্য ও সংগঠক শ্রী বসন দাসের গানে এই অনুষ্ঠানের সূচনা ও সমাপ্তি ঘোষিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষে গ্রন্থাগারিক শ্রী অশোক সিংহমহাপাত্র উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি শ্রী সৌরেন্দ্রনারায়ণ সাহা। সম্পাদক শ্রী রুহি কংসবনিক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শ্রী তাপস রায়।

প্রতিবেদক - ঋষেন্দ্রবিজয়

রেলপার্ক সাধারণ পাঠাগার

রিষড়া, হুগলী

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও পাঠাগার কক্ষে দুইদিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে "গ্রন্থাগার দিবস" পালিত হয়। ২০শে ডিসেম্বর বিকালে ও ২১শে ডিসেম্বর সকালে স্থানীয় স্কুলের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আবৃত্তি ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় 'ক' বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে দেবশ্মিতা চট্টোপাধ্যায়, দয়িতা সরকার ও আরোত্রিকা দত্ত। 'খ' বিভাগে যথাক্রমে দেবশ্রুতি ঘোষ, সায়ন মুখার্জী ও অর্পিতা রায়। চিত্রকর্মক ও উত্তেজক ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেন সৈকত ব্যানার্জী, বাদল বর্মন ও অমিরূপ ব্যানার্জী। দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় ছেলে-মেয়েরা কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রধান অতিথি, সরকারি মহাবিদ্যালয় (দুর্গাপুর) এর অধ্যক্ষ ডঃ শুভ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বর্তমান প্রজন্মের পাঠস্পৃহা কমার কথা উল্লেখ করেন। বর্তমান পরিসেবা কেবলমাত্র গল্পের বইলেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যুগোপযোগী যথা-পাঠ্য পুস্তক, চাকুরী প্রস্তুতি সহায়ক পুস্তক ও কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়ার কথা চিন্তা করার জন্য পরিচালন সমিতির কাছে অনুরোধ করেন। উন্নত পরিকাঠামো তৈরীর লক্ষ্যে সাংসদ মহাশয়ের তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। গ্রন্থাগারের অন্যতম সদস্য, স্কুল শিক্ষক শ্রী হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি, ছড়াকার শ্রী প্রদীপ রায় মহাশয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক - অনিলকুমার ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালন
বিবেকানন্দ পাঠাগার, কোচবিহার জেলা

গত ১২ই জানুয়ারী ২০০৮ কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত পখীজাগা বিবেকানন্দ পাঠাগারে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। সকাল ১১টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হাজরাহাট ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়দেব সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের স্থায়ী সভাপতি ললিত মোহন দাস তালুকদার। এরপরে নবস্বাক্ষরদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও আবৃত্তি, অংকন, কুইজ, নৃত্য ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় মাথাভাঙ্গা কোয়ার এর সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ এবং গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিষয়ক এক মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশগ্রহন করেন গ্রন্থাগারিক গোপন সাহা। গ্রন্থাগারের সকল সদস্য, সদস্যা এবং গ্রন্থাগারপ্রেমী জনসাধারণের বিপুল উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সার্থক রূপ লাভ করে।

প্রতিবেদক - জয়ন্ত সাহা

করনদিঘী পল্লী পাঠাগার
গ্রন্থাগার দিবস পালন

গত ২০শে ডিসেম্বর ২০০৭ করনদিঘী পল্লী পাঠাগারে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে "গ্রন্থাগার দিবস" পালন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। জনমানসে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় সুকান্ত মঞ্চে। সভার পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও গ্রন্থানুরাগী সদস্য দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন করনদিঘী হাসপাতালের ডাক্তার ডাঃ অমিত্র বারিক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন করনদিঘীর সাংস্কৃতিক জগতের দীপঙ্কর চক্রবর্তী, উদয় ঠাকুর, ভুক্তা ভট্টাচার্য, সাংবাদিক কৌস্তভ দে সরকার, শিক্ষক জিতেন মন্ডল, বিমান দাস ও গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ভাস্কর রায়। সভাপতির আহ্বানে গ্রন্থাগারিক ভাস্কর রায় উপস্থিত সদস্যদের সাথে অভিভাবক সহ শিশু ও কিশোর বিভাগের স্বাগত জানিয়ে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সহ নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর সভাপতি দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সাধারন গ্রন্থাগার জীবনের উত্তরনের পথ দেখাবে। ডাঃ অমিত্র বারিক বলেন। গ্রন্থাগারকে শিশু ও কিশোর সদস্যদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনমানসে এর প্রভাব পড়বে।

অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের শিশু কিশোর ও সাধারন সদস্য ও সদস্যারা আবৃত্তি, গান, নাচ, প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ১ম, ২য় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের বই পুরস্কার দেওয়া হয়। স্পট কুইজ পরিবেশিত হয়। গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়। পরিশেষে গ্রন্থাগারিক সকলকে ধন্যবাদ পালন।

প্রতিবেদক - বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী

পল্লীশ্রী পাঠাগার ঃ হীরাপুর, হাওড়া

পল্লীশ্রী পাঠাগারের (হীরাপুর, হাওড়া) উদ্যোগে ২৩শে জানুয়ারী ২০০৮ দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর ১১২ তম জন্মদিবস পালন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পাঠাগারের প্রবীণ সদস্য শ্রী সুনীল মুখোপাধ্যায় এবং নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পাঠাগারের সম্পাদক শ্রী বিকাশকুমার বাড়ুই ও প্রাক্তন সম্পাদক শ্রী কৃষ্ণবিহারী সাধুখাঁ।

২৬ শে জানুয়ারী ২০০৮, ৫৯তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন গ্রন্থাগারিক শ্রী অশোককুমার দাস ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সম্পাদক শ্রী বিকাশকুমার বাড়ুই।

প্রতিবেদক - অশোককুমার দাস

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, নদীয়া জেলা শাখা

নদীয়া জেলার গ্রন্থাগার সম্মেলন ও দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা (২০০৫-০৭) গত ০৯.১২.০৭ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে "গ্রন্থাগারে তথ্য পরিসেবা ও জনসংযোগ" বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় কমিটি অন্যতম সদস্য শ্রী অরুণ রায়, এস.এম.সাদী, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অধ্যাপক আকুলানন্দ মুখোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আকুলানন্দ বন্দোপাধ্যায়।

মধ্যাহ্ন আহারের পর দ্বিতীয় পর্বে সাধারণ সভার কাজ শুরু হয়। সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন অশোকসিংহ মহাপাত্র। সভাপতির আহ্বানে সম্পাদক গত সাধারণ সভার কার্যবৃত্ত পাঠ করলে তা সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। অতঃপর সম্পাদক বার্ষিক প্রতিবেদন আয়-ব্যয় সহ সভায় পেশ করলে তাও ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়। সর্বশেষে বিদায়ী কমিটি পক্ষে সম্পাদক নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠনের জন্য তালিকা পেশ করলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

নতুন কমিটির তালিকা :

১. শ্রী মদনমোহন মল্লিক — সভাপতি
২. শ্রী দেবকুমার গুপ্ত — সহ-সভাপতি
৩. শ্রী কেশবলাল চক্রবর্তী — সহ-সভাপতি
৪. শ্রী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস — সম্পাদক
৫. শ্রী দেবপ্রসাদ প্রামানিক — সহ-সম্পাদক
৬. শ্রী অশোক সিংহ মহাপাত্র — সদস্য
৭. এস. এম. সাদী — সদস্য
৮. শ্রী বিকাশ ঘোষ — সদস্য
৯. শ্রী সূর্য মন্ডল — সদস্য
১০. শ্রী মনোতোষ মজুমদার — সদস্য
১১. শ্রী অংশুমান দে — সদস্য

স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য — শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী

হিসাব পরীক্ষক — শ্রীরাজকুমার প্রামাণিক

প্রতিবেদক — রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

একটি আবেদন

অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্বরচিত রচনাপঞ্জী প্রকাশনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেজন্য অধাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর কোন লেখা, বক্তৃতা, বক্তৃতার ক্যাসেট বা প্রবীর রায়চৌধুরী সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কারোর জানা থাকলে আমাকে পরিষদের ঠিকানায় পাঠালে বা জানালে বাধিত হবে। *কর্মসচিব—কৃষ্ণপদ মজুমদার*

কোচবিহার জেলায় ক্ষেতি রবীন্দ্র পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কোচবিহার জেলার উদ্যোগে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান হল জেলা সদর ও জেলার বিভিন্ন মহকুমা ও ব্লক স্তরে। জেলা সদরে সকাল ৯টায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বি.এল.এর পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাপতি তপন রায় ও পি.এল.ই.এর পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাপতি মোহনলাল মন্ডল। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন বিএলএর জেলা সম্পাদক চন্দন গুহ ও পি.এল.ই.এর জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার। গ্রন্থাগার দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হয় গত ২২শে জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে মাথাভাঙ্গা মহকুমার ক্ষেতি রবীন্দ্র পাঠাগারে. দুপুর ১২টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া এবং পি.এল.ই.এর পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার। দুপুর ১২-১০মিঃ স্কুলের ছাত্রছাত্রী, গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারপ্রেমী জনসাধারণকে নিয়ে বই মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে। দুপুর ১২-৩০মি. অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ তুষার কান্তি চক্রবর্তী। উদ্বোধনী ভাষণে দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া বলেন গ্রন্থাগারকে অবলম্বন করে উৎসব খুব বেশি নেই। স্কুল কলেজে শিক্ষা লাভ হয় কিন্তু একটা সময় পরে স্কুলের পাঠ শেষ হলে গ্রন্থাগারে আসতে হয়। স্কুল কলেজ হল শিক্ষার চাবিকাঠি। পরবর্তী শিক্ষার বাকী হচ্ছে গ্রন্থাগার। পি.এল.ই.এর জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার বলেন এই প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন তখনই সার্থক হবে যখন এলাকার জনসাধারণকে আরো বেশি গ্রন্থাগারমুখী করা যাবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক চন্দন গুহ বলেন গ্রন্থাগার হল জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় একে আরো বেশি করে ব্যবহার করার জন্য সকলকে তিনি আহ্বান জানান। ক্ষেতি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আলতাব হোসেন বলেন ছাত্রসমাজকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়াও গ্রন্থাগার দিবসের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন শ্রীমতী মুক্তি বর্মন, প্রধান, ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। বেলা ১টা থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ প্রয়াত অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী মঞ্চে আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, আলোচনা সভা, ভাওয়াইয়া সঙ্গীত, নৃত্য প্রদর্শনী, একাঙ্ক নাটক ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়। সন্ধ্যা ৬টায় আমন্ত্রিত শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি মহেশ বর্মন। গ্রন্থাগারপ্রেমী সকল শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সার্থক রূপ লাভ করে।

একইভাবে ২০শে ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে জেলার চ্যাংড়াবান্ধা টাউন লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ১০টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারিক সুবল গুহ। এরপরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। সারাদিনব্যাপী আবৃত্তি, গান, নৃত্য, অঙ্কন, শব্দহক ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়।

প্রতিবেদক - জয়ন্ত সাহা

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পরিচালিত কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্স আগামী ২২ এপ্রিল মঙ্গলবার শুরু হবে। আসন সংখ্যা ১৪। মোট সময় ৫০ ঘন্টা (সপ্তাহে ৩ দিন)। কোর্স ফি ১৫০০ টাকা। কোর্সের বিষয় WINDOWS, MS-OFFICE, CDS/ISIS, WINISIS। আগে এলে আগে সুযোগ এই ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হবে। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন পরিষদ ভবনে। বিশদ বিবরনের জন্য ফোন করুন - ২৪৩৩৪ ৬৯৬১৮, ২৪৩২২ ৯৮৭৪৬, ৯৮৮৩০ ২৮০২৫, ৯৮৮৩১ ৬৫৫৩৪।

— কর্মসচিব

২৩তম নদীয়া বইমেলা
(৩.১২.২০০৮ থেকে ১০.১২.২০০৮)

বই পড়া, বই উপহার দেওয়া, বই-এর প্রতি ভালবাসা, গ্রন্থাগার গড়ে তোলা মানুষের মহৎ অভ্যাস — এই বার্তাবহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ সহস্রাধিক গ্রন্থপ্রেমী মানুষ বাউলগানের দল সহকারে বর্ণাঢ্য বই মিছিলের মধ্য দিয়ে ৩রা জানুয়ারী, ২০০৮ বেলা দুটোয় ২৩তম নদীয়া বইমেলা শুরু হয়।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব প্রয়াত অধ্যাপক "প্রবীর রায় চৌধুরীর নামে" মেলার প্রধান তোরণ করা হয় এবং মূলা মঞ্চ করা হয় জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের" নামে।

মেলার উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক আবুল বাশার এছাড়া বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পঃবঃ সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী মাননীয় দেবেশ দাস, পঃবঃ সরকারের পুনর্বাসন ও উদ্বাস্তু মন্ত্রী মাননীয় বিনয় বিশ্বরী, জেলা সভাধিপতি মাননীয়া রমা বিশ্বাস, সাংসদ জ্যোতির্ময়ী শিকদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

মেলায় প্রতি সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেলার লোক সংস্কৃতি এবং জেলার বিভিন্ন শিল্পীর প্রতিভাকে তুলে ধরা হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিযোগীতা যেমন-অঙ্কন, প্রবন্ধ, আবৃত্তি, গান ইত্যাদির মধ্যে দিয়েও বহু ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ মেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। উল্লেখ্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও একদিন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়ে বেশ কয়েকটি আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

এবছর মেলায় মোট ৭৭টি বুক স্টল হয়েছিল এবং লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়েছিল। ৮ দিনে মেলা মোট ২২,৪২,৩০১.০০ টাকার পুস্তক কেনাবেচা হয়। এরমধ্যে জেলার বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার বই, বাকী টাকার বই সাধারণ পুস্তকপ্রেমী মানুষ কেনেন।

প্রতিবেদক - রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

বাঁকুড়া জেলা ২৩তম বইমেলা ও 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপন

গত ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৭ থেকে ১লা জানুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত বাঁকুড়া খ্রীস্টান কলেজ প্রাঙ্গনে বাঁকুড়া জেলা ২৩ তম বইমেলা হয়ে গেল। ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৭ দুপুর ১টার সময় স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ, বাঁকুড়ার গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ বিভিন্ন ফেস্টুন, ট্যাবলো সহ আদিবাসীদের সামনে রেখে বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার থেকে খ্রীস্টান কলেজ ময়দান পর্যন্ত এক দীর্ঘ "বই মিছিল" সংগঠিত করেন। দুপুর ৩টার সময় ২৩ তম বাঁকুড়া বই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক আবুল বাশার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পঃবঃ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতি পূর্নিমা বাগদী, বাঁকুড়া পৌরপ্রধান শ্রীমতি শিউলী মিশ্র, জেলা পরিষদের শিক্ষা, সংস্কৃতি কর্মাধক্ষ শ্রীমতী কাকলি দত্ত, এল.এল.এ. সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন বসু, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী মনঞ্জয় রায়, সদর মহকুমা শাসক শ্যামাশীষ রায়, বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ রবীন্দ্রনাথ বাস্কেয়ী। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক, তথা এল.এল.এ সভাপতি শ্রী গৌরপদ সেন মহাশয়। অনুষ্ঠান মঞ্চের নামকরন করা হয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর নামে। প্রথমেই বইমেলা কমিটির সম্পাদক তথা বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী মনঞ্জয় রায় স্বাগত ভাষণ দেন। এরপর প্রবীর রায়চৌধুরী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে ২৩ তম বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আবুল বাশার মহাশয়। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রী বাশার বইমেলাকে ধানের ক্ষেত্র ও গ্রন্থাগার কে ধানের গোলা হিসাবে উল্লেখ করে বলেন বর্তমানে বইপড়ার অভ্যাস ও পাঠাভ্যাস কমে যাচ্ছে-বয়স্কদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমের জন্য এবং ছোটদের টিউশনি নির্ভর পড়াশোনার জন্য। বই পড়া কমলে জাতি হিসাবে বাঙালীর শিক্ষা, সংস্কৃতির সর্বনাশ হবে। বৈদ্যুতিন মাধ্যম যেভাবে

মানুষের মনোজগতে যারা গাড়ছে তার প্রতিরোধে গ্রন্থাগার আন্দোলন, সাক্ষরতা আন্দোলন সংগঠিত করে বইমেলা ধরনের কর্মসূচীর মাধ্যমে মুদ্রিত মাধ্যম তথা বই পাঠের আগ্রহ বাড়াতে হবে।

প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে বলেন বাঁকুড়া জেলা বইমেলার ঐতিহ্য অনেক পুরানো, এখানে সংগঠিত ভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বইমেলা হয়। প্রকাশক, লেখক, পাঠকদের মিলন ক্ষেত্র হিসাবে বাঁকুড়া জেলা বইমেলা সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখবে। খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ রবীন্দ্রনাথ বাজপেয়ী বলেন কলেজ প্রাঙ্গনে স্থায়ী বইমেলা মঞ্চ হোক, কেন না বইমেলা শিক্ষার অঙ্গ। এরপর সভাপতি শ্রী গৌরপদ সেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

বইমেলায় প্রায় লক্ষাধিক জনসমাগম হয়। বিভিন্ন মহকুমা দিবস ও গ্রন্থাগার কর্মী দিবস হিসাবে প্রবীর রায়চৌধুরী মঞ্চে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান হয়। এ অনুষ্ঠান গুলিতে অংশগ্রহনও ছিল উল্লেখযোগ্য।

বইমেলায় ৭২টি বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থা ও পুস্তক বিক্রেতা ছাড়া ও জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, আইনি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয় কিছু স্টল ছিল। মেলায় বাঁকুড়ার সমস্ত পৌরিত গ্রন্থাগার ছাড়া ও CLIC, বিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার সমেত সকল মানুষ পুস্তক ক্রয় করে। মেলায় প্রায় সতের লক্ষাধিক টাকার পুস্তক বিক্রয় হয়েছে।

বইমেলাতেই গত ৩০শে ডিসেম্বর ২০০৭ প্রবীর রায় চৌধুরী মঞ্চে বাঁকুড়া জেলায় "গ্রন্থাগার দিবস" পালন করা হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাঁকুড়া জেলা শাখার সভাপতি শ্রী অশোক রায়। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি ও আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা ও পঃবঃ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের সহ-অধিকর্তা শ্রী দেবব্রত মল্লা ও বাঁকুড়ার পূর্বতন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, বর্তমানে পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য শ্রী তপন কুমার বর্মন। প্রথমেই শ্রী মাল্লা বাঁকুড়া জেলা বইমেলার মঞ্চে গ্রন্থাগার দিবস পালনের ভাবনা কে সাধুবাদ জানান, পরে গ্রন্থাগার দপ্তরের কর্মধারাকে অর্থনীতির Land, Labour, Capital ও Organisation এর সাথে তুলনা করে প্রত্যেকটি জিনিস ব্যাখ্যা করে গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তরের বিভিন্ন সমস্যা গুলিকে তুলে ধরেন। এরপর অধ্যাপক রামকৃষ্ণ সাহা তাঁর প্রাঞ্জল ভাষনে বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য নিরলস্ প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে গ্রন্থাগার গুলিকে সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ করে তুলতে পারলে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা আরও সংগঠিত ভাবে করার জন্য শ্রী সাহা আবেদন জানান ও গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রী তপন কুমার বর্মন গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সুষম গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা সবিস্তারে বক্তব্যে রাখেন। বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী মনজুর রায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ঐ সভার শেষে বইমেলা কমিটির পক্ষ হতে বিগত বছরগুলির মতো এবারেও বাঁকুড়া জেলার তিনটি মহকুমা থেকে ৩টি গ্রামীন গ্রন্থাগার কে কর্মে উৎকর্ষতার জন্য ৫০০০.০০ টাকা করে চেক প্রদান করে উৎসাহিত করা হয়। বর্তমান বৎসরের নির্বাচিত গ্রন্থাগারগুলি হল বাঁকুড়া মহকুমার তেওয়ারী ডাঙ্গা পল্লীমঙ্গল পাঠাগার, বিষ্ণুপুর মহকুমার পাটিট কৃষক সংঘ গ্রামীন গ্রন্থাগার ও মতিড়া মহকুমার শ্যামসুন্দর পুর জ্যোতির্ময় স্মৃতি গ্রন্থাগার।

ঐ দিনই পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি বাঁকুড়া জেলা শাখার পক্ষ হতে প্রবীর রায়চৌধুরী মঞ্চে অবসরপ্রাপ্ত প্রায় ১৫ জন গ্রন্থাগার কর্মী কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

প্রতিবেদক - সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ও

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, মাথাভাঙ্গা মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এবং ক্ষেতি রবীন্দ্র পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় — ত্রয়োদশ বার্ষিক গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

স্থান ঃ রবীন্দ্র পাঠাগার, ক্ষেতি, কোচবিহার

তারিখ ঃ ২২শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার, ২০০৮

গত ২২শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার, ২০০৮ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সারাদিন ব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। বেলা ১২টায় উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সাহিত্যিক শ্রী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া মহাশয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী অরুণ কুমার শীলশর্মা মহাশয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী শশধর বর্মন, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ, কোচবিহার জেলা পরিষদ; শ্রীমতী মুক্তি বর্মন, প্রধান, ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত; শ্রীগোপাল সরকার, সম্পাদক পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কোচবিহার জেলা কমিটি; শ্রী মোহনলাল মন্ডল, সভাপতি পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কোচবিহার জেলা কমিটি; শ্রী রণজিৎ রায়, প্রধান শিক্ষক, সিঙ্গিজানি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়; আলতাব হোসেন, প্রধান শিক্ষক, ক্ষেতি হাই স্কুল; শ্রী সতোন সরকার, প্রধান শিক্ষক, ফুলবাড়ী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং শ্রী অতীন্দ্রনাথ বর্মন, প্রাক্তন প্রধান, ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত।

শোক সংবাদ

ডঃ অসীম দত্ত প্রয়াত

পরিষদের আজীবন সদস্য ডঃ অসীম দত্ত বিগত ২৪শে জানুয়ারী ২০০৮ দীর্ঘকাল কর্কট রোগে ভোগার পর প্রয়াত হয়েছেন।

প্রয়াত ডঃ দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বি.এ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করে ব্রিটিশ সরকারের বিখ্যাত বৃত্তি Rhodes Scholarship নিয়ে লন্ডন যান। সেখানে স্নাতোকত্তর শিক্ষা সমাপ্ত করে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে আইন ব্যবসায় লিপ্ত হন। কিছু কাল পরে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের প্রিনসিপাল হিসাবে যোগ দেন। কয়েক বৎসর পরেতিনি ইম্‌ফলে Institute of Advanced Studies এর Director হিসাবে যোগ দেন। ঐ সংস্থায় পাঁচ বৎসরের মেয়াদ পূর্ণ হলে তিনি আবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে গ্রন্থাগার ও তথা বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসাবে ১৯৭৩-১৯৮০ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। এই সময়কালের ভেতর তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে P.H.D ডিগ্রী লাভ করেন।

তাঁর মৃত্যুতে পরিষদ তাঁর পরিবার বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

১৯তম হাওড়া বইমেলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তর অনুমোদিত হাওড়া জেলা স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তাকের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হাওড়া জেলা শাখার সহযোগিতায় হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন স্টেডিয়াম মাঠে প্রভাত মুখার্জী মঞ্চে ১৯তম হাওড়া বইমেলা ৫ই-১৩ই জানুয়ারী ২০০৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ৫ই জানুয়ারী ০৮ বেলা ২টায় মেলা প্রাঙ্গন হতে সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য বিরাট বই মিছিলের শুভ সূচনা করেন হাওড়া পুর নিগমের মাননীয় মেয়র গোপাল মুখার্জী। বিকাল ৪টায় বাণীমাল্য পরিচালনায় বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী স্বপ্না ঘোষাল-এর নেতৃত্বে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন হয় এবং বইমেলার শুভ উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ করুণাসিন্ধু দাস। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহন্ত চ্যাটার্জী, মন্ত্রী খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন বিভাগ, পঃ বঃ সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংসদ স্বদেশ চক্রবর্তী, বালী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা, পৌরপিতা রামলাল চ্যাটার্জী। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন জেলাশাসক খলিল আহমেদ। স্বাগত ভাষণ দেন মেয়র গোপাল মুখার্জী ও ধনাবাদ জ্ঞাপন করেন তাপসকুমার মন্ডল সচিব, হাওড়া বইমেলা কমিটি। উদ্বোধকের ভাষণে ডঃ করুণাসিন্ধু দাস বলেন যে, হাওড়া মূলতঃ শিল্প নগরী হলেও শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধূলায় এক বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আছে। হাওড়া বইমেলা ক্রমশঃ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হচ্ছে। বইমেলায় নানা বিষয়ের পুস্তকের সমারোহে জ্ঞানপিপাসু শিক্ষানুরাগীর খুবই উপকার হবে। বইমেলা ভবিষ্যতে আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে ও বইমেলা সর্বাঙ্গীন সফলতা পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন। শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিক্ষানুরাগী, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা সর্বস্তরের গ্রন্থাগারের কর্মী-সংগঠক ও গ্রন্থপ্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। বইমেলায় প্রায় ৫০টি পুস্তক স্টল সহ অন্যান্য স্টল হয়। সিপাহী বিদ্রোহের ১৫০ বর্ষ উপলক্ষে এক চিত্র প্রদর্শনী হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারিক অমিত কুমার পাল।

প্রতিবেদক - অশোককুমার দাস

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে কলেজ-গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক আলোচনা এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় উপসমিতির আহ্বানে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভা।—

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ রবিবার পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সমস্ত কলেজগুলির গ্রন্থাগারিক ও সহগ্রন্থাগারিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওটিকতক কলেজের গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সম্ভাবনা"। ঐ দিনের সভার দুটি পর্ব ছিল। প্রথম পর্বের সভায় সভাপতিত্ব করেন ঐ কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ ডঃ তপন কুমার মন্ডল মহাশয়। ঐ কলেজ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও পশ্চিম মেদিনীপুর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক শ্রী মিলন কুমার সরকার মহাশয় উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা প্রদান করেন ও সভার সভাপতির মত নিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ঐ কলেজের শিক্ষক সংসদের কনভেনর অধ্যাপক সুগত সেন সভার স্বাগত ভাষনে সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রন্থাগার পরিসেবার ধরণ বদলানোর কথা উল্লেখ করেন। আলোচ্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি সমাধানের বিভিন্ন দিকগুলিও তুলে ধরেন। বিশেষতঃ কলেজ গ্রন্থাগারগুলির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন পরিকাঠামোগত, আর্থিক, নথি সংক্রান্ত, প্রশাসনিক, কর্মীসংখ্যা, কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও পশ্চিম মেদিনীপুর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি

ডঃ পীযূষ কান্তি জানা মহাশয় বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনে কলেজ গ্রন্থাগারের উপর যেসব সুপারিশগুলি করেছেন সেগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি কলেজ প্রশাসন ও গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্বের দিকগুলি তুলে ধরেন। কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপগ্রন্থাগারিক শ্রী অসিতাভ দাস মহাশয় তাঁর বক্তব্যে গ্রন্থাগারগুলির উপর অবহেলা ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহনিবন্ধক শ্রী অমল কুমার ভূঞ্যা মহাশয় সভার সাফল্য কামনা করার পাশাপাশি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের Statute পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোকপাত করেন।

প্রথম পর্বের সভার সভাপতি ঐ পর্বের সাফল্য কামনা কে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এরপর দ্বিতীয় পর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় উপসমিতির আহ্বানে মেদিনীপুর কে ডি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক শ্রী দিলীপ কুমার রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে কলেজের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যাগুলি নিয়ে বক্তব্য রাখেন - শ্রী মিলন কুমার সরকার, শ্রী স্বপন শ্যামল, শ্রী লক্ষীকান্ত জানা, মনশ্রী রায়, শ্রী শ্যামাপদ বর্মন, সেক আনোয়ার হোসেন, শ্রী বিশ্বনাথ সাঁতরা এবং শ্রী সুকুমার দত্ত চৌধুরী মহাশয়। সভার আলোচিত মূল সমস্যাগুলি হল—

১। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের Statute এ কোন লিভ রুলস্ না থাকার জন্য গ্রন্থাগারিকরা ২৪০ দিনের লিভ এনক্যাশমেন্ট এর সুযোগ পাচ্ছেন না।

২। সমস্ত কলেজের গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার উপসমিতির কনভেনর করা হচ্ছে না।

৩। কলেজ গ্রন্থাগারিকরা কোনরূপ স্টাডি লিভ এর সুযোগ পাচ্ছেন না।

৪। হাজিরা খাতা এবং সার্ভিস বুক সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা।

৫। গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা বিষয়ক সমস্যা, ইত্যাদি।

উক্ত সভায় উপরোক্ত সমস্যাগুলির সাথে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে নিয়ে উপাচার্য্য মহাশয়ের কাছে একটি দাবী সনদ পেশ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রতিবেদক - শ্রী মিলন কুমার সরকার

উনবিংশ হাওড়া বইমেলা ২০০৮, হাওড়া ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তরের অনুমোদিত হাওড়া জেলা স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের তত্ত্বধানে ১৯তম হাওড়া বইমেলায় প্রয়াত প্রভাত মুখোপাধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে কয়েকটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা ও একটি সম্বর্ধনা সভা হয়।

৭ই জানুয়ারী ০৮ বিকাল ৪টা ৩০মিঃ মেয়র গোপাল মুখার্জীর সভাপতিত্বে এক সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্বর্ধনা জানানো হয় বিশিষ্ট ভারতখ্যাত ফুটবলার শৈলেন মান্না ও প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সরল দে। বইমেলার পক্ষ হতে শ্রদ্ধেয় শৈলেন মান্না ও সরল দেকে পুষ্পস্তবক, ব্যাচ ও মানপত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বালি পৌরসভার পুরপ্রধান কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা, বিধায়ক অরূপ রায়, হাওড়া পুরনিগমের মেয়র পারিষদ সদস্য রামলাল চট্টোপাধ্যায় ও জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তাপস কুমার মন্ডল উপস্থিত ছিলেন। উভয় সম্বর্ধনাকারী বলেন যে, আমরা হাওড়া বইমেলায় সম্বর্ধনা পেয়ে দারুণভাবে আনন্দিত ও বইমেলার উদ্যোক্তাকে আন্তরিকতার সাথে ধন্যবাদ জানাই।

৮ই জানুয়ারী, ২০০৮ বিকাল ৪টা ৩০মিঃ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পায়ন বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সঞ্চালক ছিলেন অধ্যাপক পার্থ ঘোষ। আলোচক ছিলেন অধ্যাপক ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী। ডঃ চক্রবর্ত্তীর প্রাণবন্ত ভাষণে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে ও বিশেষ করে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কেন প্রয়োজন বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

১০ জানুয়ারী ০৮ বিকাল ৪টা ৩০মিঃ সিপাহী বিদ্রোহের ১৫০ বছর বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সঞ্চালক ছিলেন শিক্ষাবিদ দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী ও আলোচক ছিলেন প্রখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক জিয়াদ আলি। আলোচক সিপাহী মহাবিদ্রোহের পটভূমি ও সিপাহী বিদ্রোহের যোদ্ধাদের সংগ্রামের কাহিনী প্রাণবন্ত ভাষায় শ্রোতৃমন্ডলীকে আপ্লুত করেন।

১২ই জানুয়ারী ০৮ বিকাল ৪টা ৩০মিঃ সাধারণ গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগ সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ প্রয়াত অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মৃতিচারণা সম্পর্কে এক অনুষ্ঠান হয়। সঞ্চালক ছিলেন রাজা

রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশানের সহ-অধিকর্তা বিশ্বরূপ গুহ। প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মৃতিচারণা করেন ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার। তিনি বলেন, প্রবীর বাবুর মৃত্যু গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিরাট শূন্যতা। তাঁর শূন্যতা পূরনে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রেমীদের একসাথে একমনে কাজ করতে হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে প্রবীর বাবু নামে এক সাম্মানিক চেয়ার অলংকারে ভূষিত করেছেন। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক অভিজিৎ কুমার ভৌমিক গ্রন্থাগারে তথ্যপ্রযুক্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রতিবেদক - অশোক কুমার দাস

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মুর্শিদাবাদ
পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিত, মুর্শিদাবাদ

স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক, মুর্শিদাবাদ, জেলাগ্রন্থাগার, মুর্শিদাবাদ, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, মুর্শিদাবাদ জেলাশাখা ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে গত ২রা জানুয়ারী ২০০৮ জেলা গ্রন্থাগার ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় "গ্রন্থাগার দিবস" উদযাপন করা হয়। জেলার গ্রন্থাগার কর্মীগণ, সরকারী আধিকারিক ও গ্রন্থাগার প্রেমী সহ প্রায় ৩০০ জনের উপস্থিতিতে সকাল ১১-৩০মিঃ অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক। মুর্শিদাবাদের অর্যাকরী সভাপতি তথা অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) মাননীয় শ্রীভূদেব বিশ্বাস মহাশয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জনক ডঃ এস.আর.রঙ্গনাথন এবং পঃ বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিরল ব্যক্তিত্ব প্রয়াত অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সভাপতি মহাশয়। স্বাগত ভাষণ দেন সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সভাপতি তপন কুমার ঘোষ মহাশয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী বৈশাখী কর। নিত্য নিল্লী আর্য্য দাস ও মৌতুসম বিশ্বাস মল্লিক এর আবৃত্তি দর্শকদের প্রশংসা পায়।

এরপর গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সভাপতি শ্রী মদন মোহন মণ্ডল মহাশয়।

জেলা গ্রন্থাগারের বৃত্তি সহায়তা কেন্দ্র ব্যবহারকারী যে সমস্ত সদস্য চাকুরী জীবনে সফলতা লাভ করেছেন জেলা গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে তাদের সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। শ্রী কৃষ্ণেন্দু মন্ডল ও পার্থসারথি সাহা এই সম্মান গ্রহনের তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। প্রতিবারের ন্যায় এই অনুষ্ঠান মঞ্চে মুর্শিদাবাদ ডি: পাব লাই: এমপ্লয়িজ কোঃ অপারেটিভ ক্রে. সোঃ তাদের প্রদত্ত মেধা পুরস্কার প্রদান করেন অষ্টম, নবম, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত কর্মীদের সন্তান সন্ততিদের। মানপত্র, নগদ অর্থ, পুষ্প স্তবক ও মিষ্টির মাধ্যমে পুরস্কার গ্রহন করেন ৭৪১ ছাত্র/ছাত্রী।

১টি মাত্র প্রশ্নের মাধ্যমে স্পট কুইজ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী মৌসুমী চাটার্জী।

প্রথম পর্যায়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক মাননীয় শ্রী সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

দুপুর ১টায় দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়। মূল আকর্ষণ বিতর্ক প্রতিযোগিতা। বিষয় "বর্তমানে গ্রন্থাগার পরিসেবার উন্নয়নে স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক ও গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতিগুলির কোনো ভূমিকা নেই।"

বিতর্ক প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য মাননীয় শ্রী কেশব বাগচী, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রী সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, শ্রী মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক জেলা গ্রন্থাগার ও স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের দুই বর্ষীয়ান সদস্য শ্রী পবিত্র রায় ও শ্রী দুলাল দত্ত কে নিয়ে জুরি মন্ডলী গঠিত হয়।

বিতর্কের পক্ষের বক্তা ছিলেন শ্রী রাধামাধব সরকার রাজ্য সভাপতি পঃ বঃ গ্রঃ কর্মী সমিতি ও শ্রী শমীক বর্মন রায়। গ্রন্থাগারিক জেলা গ্রন্থাগার। এবং বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন শ্রী অভিজিৎ ভৌমিক, গ্রন্থাগারিক, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা ও শ্রী অরুণাভ ভৌমিক, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, বীরভূম মন্ত্রোদয় গণ। যুক্তি পাল্টা যুক্তিতে অত্যন্ত আকর্ষনীয় হয়ে বিতর্ক সভা। অবশেষে জুরি মন্ডলী তাদের সুচিন্তিত মতামত পেশের আগে দর্শকদের মত জানতে চান। সমস্ত দিক বিবেচনা করে জুরি মন্ডলী উভয় পক্ষকেই সমান মর্যাদা দিয়ে বিতর্ক সভা শেষ করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন জেলা গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগার দিবস

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতী, পুরুলিয়া জেলা

গ্রন্থাগার দিবস ২০০৭ — পুরুলিয়া জেলা। অন্যান্য বছরের মত এবছরও ১০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয় অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি (জেলা শাখা) ও স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক এর উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয় কেন্দ্রীয় ভাবে পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ভবনে। জেলা গ্রন্থাগার থেকে মাইক সহযোগে প্ল্যাকার্ড সহ বই হাতে মিছিল বের হয়। পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আবার জেলা গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে মিছিল শেষ হয়। মিছিলে অংশগ্রহণ করে গ্রন্থাগার কর্মী, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক, কলেজ গ্রন্থাগারিক ও কিছু পাঠক। এরপর শুরু হয় 'গ্রন্থাগার দিবস' সম্বন্ধে আলোচনা সভা। আলোচনা সভার শুরুতে প্রয়াত অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী মহাশয়ের আত্মার শান্তি কামনা করে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তপন কুমার বর্মন মহাশয়, প্রাক্তন আধিকারিক সুশান্ত হাজরা। বি.এল.এ. এর আজীবন সদস্য প্রদীপ রায়, লেখক হারাধন বানার্জী, সমিতির সম্পাদক (জেলা শাখা) সতীশ মাহাত, বি.এল.এ. এর (জেলা শাখা) সম্পাদক সুনীল মাহাত, সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য হেমন্ত গোস্বামী, গ্রন্থাগারিক প্রাবেশ গাঙ্গোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার আধিকারিক তপন বর্মন মহাশয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও ইতিহাস তুলে ধরেন। অন্যান্য বক্তারাও গ্রন্থাগার দিবসের গুরুত্ব আলোচনা করেন। আলোচনার মাঝে নৃত্য পরিবেশন করে শিশু শিল্পী সৌমী মণ্ডল। আলোচনা সভায় প্রায় ১৪০ জন গ্রন্থাগার কর্মী উপস্থিত হয়েছিলেন।

আপনার পত্রিকায় প্রতিবেদনটি প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ রইল।

প্রতিবেদক - মৃণাল কান্তি মন্ডল

পুরুলিয়া জেলা বইমেলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকার ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের পৃষ্টপোষকতায় এবং পুরুলিয়া জেলা স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের উদ্যোগে এবং পঃবঃ সাধারণে গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় আগামী ২রা জানুয়ারী ২০০৮ থেকে ৮ই জানুয়ারী ২০০৮ পর্যন্ত পুরুলিয়া শহরের এম. এস. এ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পুরুলিয়া জেলা দ্বাবিংশতিতম বইমেলা। শান্তি ও সমৃদ্ধির ভাবনায় বই সবার জন্য এই কল্পধ্বনিতে কর্ণাঢ্য পদযাত্রা শুরু হয় জুবলি প্রাঙ্গণ থেকে। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পদযাত্রা শেষ হয় বইমেলা প্রাঙ্গণে। এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষিকা-শিক্ষক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ। এরপর শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বইমেলার উদ্বোধন করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাননীয় অমিত কুমার মল্লিক মহাশয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন মাননীয় জেলা সমাহর্তা দীপক রঞ্জন কর মহাশয়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মন্ত্রী বিলাসী বালা সহিস মহাশয়া। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন সভাধিপতি মিঠু সিংসর্দার মহাশয়া ও আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের সভাপতি নকুল মাহাতো মহাশয়, সাংসদ নরহরি মাহাতো মহাশয়, পৌর প্রধান বিনায়ক ভট্টাচার্য মহাশয়। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তপন কুমার বর্মন মহাশয়, সমিতির সম্পাদক সতীশ মহাত। সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য হেমন্ত গোস্বামী, বি.এল.এ.এর সম্পাদক সুনীল মাহাতো প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বইমেলা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলের নজর কেড়েছে। প্রাঙ্গনে কবিতা পাঠ ও সাহিত্য সভার আসর প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেলা উপলক্ষে জেলা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সফল প্রতিযোগীদের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শংসাপত্র ও পুরস্কার তুলে দেন মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রতি বছরের ন্যায় একছর ও একটি স্মরনিকা প্রকাশ করা হয়। স্মরণিকা প্রকাশ করেন বিধায়ক তথা জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নিখিল মুখার্জী মহাশয়। এবার বই-এর স্টল সংখ্যা ছিল ৭২, প্রবেশ মূল্য ছিল ১ টাকা। টিকিট বিক্রি হয়েছে ১৯৫০০। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রী, গ্রন্থাগার কর্মীদের কোন প্রবেশমূল্য ধার্য ছিল না।

প্রতিবেদক - মৃণাল কান্তি মন্ডল

GRANTHAGAR

Vol 57 No. 11 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor . Joydeep Chanda February, 2008

ENGLISH ABSTRACTS

by Joydeep Chanda

Pay & Status of school librarians (Editorial) p.299

School librarians faced various problems at the time of working in school libraries. They have been treated as non teaching staff although they perform more or less same role regarding imparting education by supplying necessary documents to students that helped them for knowledge development, character building and awareness generation. Recently Kendriya Vidyalay Sangathan categorised school librarian as 'Miscellaneous Teaching Post'. Hoped the state government would also give same recognition as well as be able to resolve the problems of school librarians.

Krishnanagar Public Library–by Rajkumar Pramanik p.300

Mentioned here the role of public libraries and in this regard described in details various features of Krishnanagar Public Library which was established in 1856 and recognized as a sponsored library in West Bengal in 1981. Features included its collections, services, annual budget, future plans etc.

Present condition of library & its achievements towards success–by Mrityunjoy De p.302

Discussed in details the problems of different kinds of libraries in this state such as lack of staff members, non regular government grant in school libraries, lack of trained staff in rural libraries, etc. Recommended one solution such as development of reading habit among the readers by organising different cultural programes as well as extension services, proper organization of libraries, use of softwares etc. At last hoped that BLA take initiative for proper development of libraries in this state.

Library movement in Bengal and history of the Bengal Library Association–by Nirmalendu Mukhopadhyay p.305

In this part of the serialized article, the author tried to describe in detail some of the important events in the year 1966 like describing the experience of Europe travel by Bijoyanath Mukhopadhyay, organization of the central meeting of Library Day at Students' Hall, organization of Library Day in different parts of the state etc.

Information and news under market economy : conclousness required everywhere–by Debabrata Biswas. p.307

Described in brief the history of printing and publishing in this state. In this connection discussed in detail the role of newspapers as well as journalists after

independence. The author gave his opinion that instead of providing unbiased views, now newspapers are more concerned with providing news according to their owners satisfaction. According to him, now news papers provide biased information, low quality information and at last hoped that libraries could be able to provide right and timely information to the users.

Poem on late Prabir Roychowdhury–by Shraban Kumar Patra. p.310

Library News. p.310-311

1. Organization of a discussion programme on 'Development of industry and its possibility' at Pabitra Roy Memorial Library, Barasat on 28th June 2007. Reported by Gouranga Karmakar.
2. Celebration of Library Day at Nachan Ramanath Memorial Library, Durgapur on 5th January 2008. Reported by Kanika Da.

Association News. p.311-312

1. Celebration of Library Day on 6th January 2008 jointly by the District Committees of BLA and WBPLEA, North Dinajpur district. Reported by Binoy Krishna Goswami.
2. Organization of 13th District Book Fair in North Dinajpur between 2nd-8th January 2008 jointly by the Local Library Authority and the District Committees of BLA and WBPLEA, North Dinajpur District. Reported by Binoy Krishna Goswami.

Obituaties p.311, 315

1. Prof. Mukundalal Chakraborty, Ex-Prof. and Head, DLIS, Jadavpur University passed away on 21st January 2008.
2. Sunil Kr. Ghosh, ex-student of the Association as well as ex-librarian, Howrah Sangha Library passed away recently.

Merit List of Certificate in Library Science Examination 2007. p.313

71st Annual General Meeting of the Association : Proceedings p.316

71st Annual General Meeting of the Association was held on 22nd July 2007 to discuss the following agenda : to read the proceedings and confirm the minutes of previous meeting, to confirm the annual report of 2005-2006, to confirm the annual financial estimate of 2005-2006, to give Tinkari Datta Memorial Medal, to discuss proposals of members, to elect Office Bearers and Council Members for 2006-2008 and miscellaneous. 70 persons were present. The meeting unianimously elected 7 office bearers and 20 Council Members for 2006-2008.

ফর্ম - ৪
FORM – IV
(রুল - ৮ দ্রষ্টব্য)
(Vide Rule - 8)

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্রের (রেজিস্ট্রেশন) নিয়মাবলী (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল ঃ

১.	পত্রিকার নাম	ঃ	গ্রন্থাগার
২.	পত্রিকার ভাষা	ঃ	বাংলা - ইংরাজী
৩.	প্রকাশের স্থান	ঃ	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪
৪.	প্রকাশের কাল	ঃ	মাসিক
৫.	মুদ্রকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	অরুণ রায়, ভারতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪
৬.	প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	ঐ
৭.	সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	গৌতম গোস্বামী ভারতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪

আমি, অরুণ রায়, ঘোষণা করছি যে উপরে বর্ণিত তথ্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

অরুণ রায়
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে

৩০/৩/২০০৮

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সারসংক্ষেপ (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আসের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo.:MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 57 : No. 12 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda March, 2008

CONTENTS

	Page
Announcement of Leave encashment Rules for Non Govt. College Librarians & after that (*Editorial*)	327
Rabindranath Biswas — Old documents & manuscripts neglected even today	328
Arup Kumar Mondal — Requirement of knowledge & skill to run 21st Century's Library– Role of Library & Information Science Dept. of Burdwan University	330
Churamani Hati — Library & its surroundings	333
Nirmalendu Mukhopadhyay — Library movement in Bengal & History of Bengal Library Association	335
49th Bengal Library Conference –Inaguration Programme	340
List of delegates attend in 49th Bengal Library Conference	344
LIBRARY NEWS	346
ASSOCIATION NEWS	351
OBITUARY	355
ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 57, NO. 11)	360

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 2284-8265.** *Editor*: **Goutam Goswami**